বৈষ্ণব-পদাবলী

(চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী এবং
কবিগণের জীবনবৃত্ত)

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য দৌহিত্র

শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৩৪৯

বৈষ্ণব-মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি।

(১)

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল॥
বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।
সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখনু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু আগেয়ানি।
দুহু একযোগ ইহকো কহে সেয়ানি॥

(২)

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥
পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো পুন ভৈগেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
মাধব পেখনু রমণী সন্ধান।
ঘাটহি ভেটনু করত সিনান॥
তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি॥
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥

(৩)

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥

দুহু, দুই। শ্রবণক, কর্ণের। নেল, লইল, অবলম্বন করিল। লহু, লঘু, মৃদু। সিঙ্গার, শৃঙ্গার, বেশবিন্যাস। উরজ, কুচযুগল। বেরি, বার। পহিল, প্রথমে। বদরী, কুল। নবরঙ্গ, নারঙ্গ, (লেবুবিশেষ)। আগেয়ানি, অজ্ঞানী, অজ্ঞান। সেয়ানি, সেয়ানা বা চতুর। ভৈগেল, হইয়া গেল। পীন, স্থূল। মাঝ, কোমর।

অবহি, এখন। দীঠ, দৃষ্টি, বুদ্ধি। দিল পীঠ, আসন দিল। পেখনু, দেখিলাম। ঘাটহি, ঘাটে। কান্তারে, নিকুঞ্জে। উরহি, উরঃস্থলে, বুকে। নয়ন ক্ষণে ক্ষণে কোণ অনুসরণ করে অর্থাৎ দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে বক্র হয়। দশন ছটাছট, দশনছটার (সমূহের) ছটা (দীপ্তি) আছে যাহাতে

চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরকান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

(৪)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে ধনী দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরয ধরহ মিলায়ব আন॥

(৫)

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥

চৌঙকি, চমকি, শিহরিয়া অর্থাৎ চকিত হইয়া, দ্রুতগমনে প্রয়াস পায়। হৃদয়জ, স্তন। ভেট, সাক্ষাৎ। জ্যেঠ কনেঠ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। কবহু, কখন। কচ, কেশজাল। বিথারি, বিথারই, বিস্তারিত করে। ঝাঁপয়ে, আবৃত করে। উঘারি, উঘারই, খুলিয়া রাখে। উরজ-উদয়-থল, স্তনের উদগমস্থল। সুরঙ্গ, হিঙ্গুল। বান্ধুলি, বন্ধুকপুষ্প।

লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যাওত ধরণে॥

(৬)

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে॥
বালাজন সঞে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী
কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে॥

(৭)

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখণ রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত॥
কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥

ভাঙক, ভুরু। জনু, যেন। বেকত, ব্যক্ত, অনাবৃত। ঝাঁপয়ে, আবরণ করে। তহি, সেইজন্য। ভেটনু, দেখিলাম। রভস, [illegible], বিলাস, বিবরণ। আনত, অন্যত্র। ততহি, তাহাতে।

তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট অচল করি ঠাম॥
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
বৈসে কুরঙ্গিনী শুনই সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তুহু ছোড়ি নাহি পারি॥

(৮)

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখণ দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥
হাম অবধারলু শুন বরকান।
শুনই অব তুঁহু কয়হ বিধান॥
বিদ্যাপতি-কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বকথা।

(১)

কি কহব রে সখি কানুক রূপ
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত-বসন-পরা সৌদামিনী সেহ॥

রোয়ল, রোপণ করিল; স্থাপন করিল। ঠাম, ঠাম তহু, তাহার।

ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড সবেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন ভাণ্ডার॥

(২)

কানু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তবধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই না পারি॥
সাওন ঘনসম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেল মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারী।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥

(৩)

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥

ঝামর, কৃষ্ণবর্ণ। কুটিলহি, কোঁকড়ান। তবধরি, সেই অবধি। সাওন, শ্রাবণ। রভসে, ঔৎসুক্যে। বিছরিয়ে, বিস্মৃত হই। শ্রীকৃষ্ণের দেহ তরুণতমাল ও পীতধড়া বিজুরলতা বলিয়া উপমিত হইয়াছে।

শাখা-শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নবপল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী বেড়ল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিণী কহ নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভাল জান॥

(৪)

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখই ভাবতরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥

(৫)

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়া গোকুলে কাহার বিলাস॥

বেড়ল, বেষ্টন করিল। মোড়, মাথা, মস্তক। হঠসঞে, হঠাৎ বলপূর্ব্বক। পৈঠয়ে, প্রবেশ করে। জনি,পাছে। লহু লহু চরণে, লঘু লঘু মৃদু মৃদু পদক্ষেপে। নিয়ড়, নিয়রে, নিকটে।

তম সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা-নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
খণে খণে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝ ইহ রস রোল॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

(১)

(রূপদর্শনে)

অপরূপ পেখলু রামা।
কনককলতা অবলম্বনে উয়ল,
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিতে চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমোতি হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা॥

মূল,মূল্য। বেয়াজ,ব্যাজ,সুদ। বৈদগধি কলা, রসিকতাসূচক হাবভাব। পেখলু দেখিলাম। উয়ল, উদিত হইল। হিমধাম, চন্দ্র। দউ দুই। ভাঙ, ভাব, অনুরাগ। জোর, যোড়া,দুইটী। কাজর কাজল। পাশ, রজ্জু। গীম গ্রীবা। গজমতি, গজমুক্তা। কম্বু, শঙ্খ। কনয়া, কনক স্বর্ণ। ঢারত ঢালিতেছে।

পরসি প্রয়াগে জাগয়ত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক,
গোপীজন অনুরাগী॥

(২)

গেমি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক
কুহকী কেলি বরনারী॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শারদ ঘন জন
বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়াবে
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥

পরসি, জলে। জাগই, জাগাইয়া। গজহুগামিনী গজেন্দ্রগামিনী। বিহসি, হাসিয়া। পালটি, ফিরিয়া চাওয়া। কুসুমসায়ক, মদন। কুহকী, কুহকের? জোরি, জুড়িয়া। মোরি, বদন মুড়িয়া। ততহি, অনন্তর। যৈছে, যেমন। উরহি, বক্ষঃস্থলে। করল, করিল। ওর, সীমা। যাবক, আলতা।

(৩)

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ-রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী-মালা॥
সুন্দর বদন চারু-অরু-লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল-মাঝে কাল-ভুজঙ্গিনী—
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা॥
নাভি-বিবর-সঞে লোম-লতাবলী
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা-খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে।
বিহি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস-রূপ যো জানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে॥

(৪)

কবরী-ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে॥

বিহি, বিধি। মনোভবমঙ্গল, মদনের মঙ্গলদায়ক। অরু, অরুণ, রক্তাভ। ভেলা, ভেল, হইল। সঞে, হইতে। নিশ্বাস-পিয়াসা, নিশ্বাসবায়ু-জন্য প্রত্যাশবিশিষ্ট। ভরম, ভ্রম। সান্ধি, পশিয়া।

সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না বাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরেহি পলায়ল,
তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি॥
কুচভয়ে কোমল-কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম্ব-শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু,
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন,
কহব মদনপরতাপে॥

(৫)

কিয়ে মঝু দিঠি পড়ল শশিবয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দুয়নয়না॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর।
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি।
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে বাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব।
আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ॥

(৬)

সুন্দর বদনে সিন্দুর-বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল।
কতনা যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল॥
উরজ অঙ্কুরচীরে ঝাপায়সি,
থোর থোর দরশায়।
কতনা যতনে কতনা গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি-ভরে উলটায়॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এ সব রূপ জান।
রায় শিবসিংহ, রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

(৭)

যব গোধূলি সময় বেলি,
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥
ধনি অলপ-বয়সী বালা,
জনু গাঁথনি কুসুম-মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদনজ্বালা॥
গোরি কলেবর নূনা,
জনু আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খীনি
দুলহ লোচন-কোণা॥

তুয়, তোমার। তুহু, তুমি। কাহে, কাহাকে। রহু, থাকে। হুতাশে, অগ্নিতে। কুচভয়ে পদ্মকলি জলমধ্যে মুদিত থাকে, ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে দাড়িম্ব ও শ্রীফল গগনে বাস করে এবং শম্ভু গরল গ্রাস করেন। রাব, রব, কথা। জাব, যাব, যায়। তেজই, ত্যাগ করে। সাঙর, কৃষ্ণবর্ণ।

বহি, ইহা। উরজ অঙ্কুর, কুচকলি। চীর বস্ত্র। ঝাঁপায়সি, আবৃত করিতেছে। বেলি, বেলা। বিজুরী-রেহা, বিদ্যুৎ-রেখা। দ্বন্দ্ব, যুগল, কলহ। পসারিয়া, উৎপন্ন করিয়া, বিস্তার করিয়া। খীনি, ক্ষীণ। দুলহ, দুলই, দুলিতেছে।

ঈষৎ হাসনি সনে;
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরজীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

(৮)

নমুঞা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুণিমশশী॥
অপরূপ রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজগমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খীনি,
তনু অতি কোমলনী।
কুচ ছিরিফল-ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি।
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল-নয়ন-বর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

(৯)

সজনি ভাল করি পেখনা না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচল খসি আধ-বদনে হসি
আধ হি নয়ান-তরঙ্গ।
আধ-উরজ হেরি আধ-আঁচর ভরি
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরি লব মন, জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা-পাঁতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা॥

(১০)

যাইতে পেখনু নাহলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনি আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গারিতে বহে-জল-ধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা॥
অলকহি তিতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥
ও নুকি করতহি দেহা।
অবহি ছোড়বি মোর তেজবি লেহা॥
ঐছে কেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ওরূপ নেহারি॥

(১১)

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥

নমুঞাবদনী নমীমুখী। কহসি, কহিতেছে। হসি, হাসি, হাসিয়া। বরিখে, বরিষে, বর্ষণ করে। পুণিম, পূর্ণিমার। ছিরিফল, শ্রীফল। জনি, যেন, পাছে। পেখনা, দেখা। সঞে, হইতে। কাঁচলা উপাম, কাঁচুলির মত। কটোরা, বাটি।

অধর, অধরে। মিলায়ত, মিলাইয়া। কহতহি, কহিতেছে। অতয়ে, অন্তরে। নাহলি, স্নান করিল গোরী, সুন্দরী। কতিসঞে, কত হইতে অর্থাৎ কত স্থানবা কত দ্রব্য হইতে। আনলি, আনিল। গলয়ে ঝরিতেছে। মোতিম, মুক্তা। নিরঞ্জন, কজ্জলশূন্য। রাতা, রক্তবর্ণ, লোহিত। অবহি, এখনই। ছোড়বি, ছাড়িবে। লেহা, স্নেহ। রোই, কাঁদিয়া। গলয়ে ঝরিতেছে। সিনান, স্নান।

চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগি ॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকুল আনি মিলায়ল দেবা ॥
তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে।
বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে ॥

(১২)

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলু সিনানক বেলা ॥
চিকুর গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিমহারা ॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক-মুকুর ॥
তেঞি উদাসল কুচজোরা।
পললটি বৈঠায়া কনক কটোরা ॥
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ ॥

(১৩)

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান ॥
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি সুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল ॥
নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥

(১৪)

জলথিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ-উজোরি ॥
কুটিরকটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল ॥
কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ ॥
লীল-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ॥
তৈ ভেল বেকত পয়োধর-শোভা।
কনক-কমল নাহি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন-শর কাহে না লাগ ॥

মুনিহুক, মুনিরও। চকেবা, চক্রবাক। মেহ, মেঘ। বরিখে, বর্ষে। মোতিমহারা, মুক্তাহার। পরচুর, প্রচুর। ধয়ল, ধবল, ধরিল। তেঞি, তেঁহ, সে। উদাসল, অনাবৃত করিল। নীবিবন্ধ, কটিবন্ধ। করল উদাসল, উদাস করিল, অনাবৃত করিল।

টুটি, ছিঁড়ি। চুনি, চুনই, সংগ্রহ করিয়া। সঞ্চরু, সঞ্চরণ করিতে লাগিল। রসহু পসারল, রস বিস্তার করিল। বিহসলি, বিহসলি হাসিল। চাঁদ উজোরি, চন্দ্রসমুজ্জ্বল, চন্দ্রে বা চন্দ্রের শোভায় উজ্জ্বল। বারি, বারই, নিবারণ করিয়া।

(১৫)

কণ্টক মাহ কুসুম-পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস॥
রসবতী মালতী পুনঃ পুনঃ দেখি।
পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি॥
উহ মধু-জীব তুহু মধু বশে।
সঞ্চি তুহু ধর মধু অবহু লজ্জাসে॥
ভ্রমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম।
তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম॥
আপন মনে ধরি বুঝহ অবগাহে।
ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে॥
ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে।
অধর সুধারস যদি বোহ পীবে॥

(১৬)

মাধব কি কহব সুন্দরী রূপে।
কত না যতনে বিধি আনি মিলায়ল
দেখলু নয়ান স্বরূপে॥
পল্লব-রাজ চরণযুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক-কদলীপর সিংহ সমাহল
তা পর মেরু সমানে॥
মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল
নাল বিনা রুচি পায়।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঞি নাহি কমল শুকায়॥

পিবইতে, পান করিতে। জীউ উপেখি, জীবনের উপেক্ষা করিয়া। সঞ্চি, সঞ্চয় করিয়া। অবহু, এখন। লজ্জাসে, লজ্জায়। কবহু, কোথাও। ঠাম, ঠাঁই, স্থান। বিসরাম, বিশ্রাম। বুঝ অবগাহে: স্থির করিয়া বুঝ। ভানে, সমান বা সদৃশ হয়। সমাহল, সমাহিত বা স্থাপিত করিল। সমানে, সমানয়ন করিয়াছে, আনিয়া রাখিয়াছে। ফুলাএল—ফুটাইয়াছে। বহু, বহে। সুরসরি—সুরসরিৎ—গঙ্গা।

অধর বিম্ব সনে দশন দাড়িম্ববীজু
রবিশশী উভয় পাশ।
রাহু দূরে বহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস॥
সারঙ্গ বচন জনু সারঙ্গ নয়ন
সারঙ্গ তনু সমাধানে।
সারঙ্গ উপরে জনু দউ সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে॥
ভণতি বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
এমন জগত নহি আনে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণে॥

(১৭)

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ॥
কি হেরিলোঁ অপরুব গোরি।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥
যাঁহা যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিঞা বিকার॥

বীজু—বীজ। সমাধানে—সন্ধানে—শরযোজনে। দউ—দুই। সুন্দরীর কোকিলের (সারঙ্গ) ন্যায় বচন ও হরিণের (সারঙ্গ) ন্যায় লোচন। তাহার সন্ধানে (নয়নের সন্ধানে অর্থাৎ কটাক্ষে) মদন (সারঙ্গ) বিরাজিত পদ্মের (সারঙ্গ) উপরে দুটী ভ্রমর (সারঙ্গ) উঠিয়া মধুপানে কেলি করিতেছে অর্থাৎ পদ্মরূপ বদনমণ্ডলে ভৃঙ্গরূপ চক্ষুদ্বয় বিরাজমান কিম্বা পদ্মনেত্রে ভৃঙ্গরূপ তারা দুইটী বিহার করিতেছে।

যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ॥
হেরইতে সো ধনী থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কি দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুঃখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥

সখিগণ।

(১)

ধনি ধনি রমণি, জনম ধনি তোর
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরুলতিকা অবলম্বনকারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥
কেশ পসারি যব তুহু আছলি,
উর-পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কর তুহু দশন দেখায়লি,
করে করে জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কর হৃদয়ে পসারলি,
পুন হেরি সখি করি কোর॥
এতহু নিদেশ কহলু তোঁহে সুন্দরি,
জানি তুহু করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহু সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(২)

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তবে যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেমিক বহু নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দ কলা সম বাঢ়ি॥
তুহু যৈসে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত॥
তুহু যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ-সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ-গুণবতীকা ইহ বড় কাজ॥

(৩)

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে॥
চান্দ দিনহি দীনহীনা।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গড়য়েব বুঝি কত বেরি॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥

(৪)

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক্ হা ধিক্ বোল॥

আগর, আগলান। ধনি, ধন্য। ঝুরয়ে, অশ্রু করে। জোরহি, যুক্ত করিয়া।

অনুষঙ্গ, অনুকম্প।

কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখী।
রূপনারায়ণ সাখী॥

(৫)

শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
হামি শিখায়ব বচন বিশেষ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম॥
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পানি।
মৌন ধরবি কিছু না কহবি বাণী॥
যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজপাশ।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ॥
পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস-সময়ে পুন দেয়ব ভঙ্গ॥
ভণহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥

(৬)

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

ভাখী, ভাষা, বাণী। পরিরম্ভণ, আলিঙ্গন। মোড়বি, ফিরাইবি। রভস-সময়ে, বিহারকালে। মতঙ্গজে, হস্তী।

(৭)

শুন লো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি?
বেলি অবসান-কালে।
গিয়াছিলি না কি জলে॥
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে।
দেখায়া বদন চান্দে।
তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে॥
তুহু স্বরিতে আওলি, লখিতে নারিলি,
ওই ওই করি কান্দে॥
তাহে হৃদয় দরশি থোরি।
মন করিলি চোরি॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি।
কানু জিয়াবে কি করি?

(৮)

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
বাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধরি মদন জগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥

মুগধিনি, মুগ্ধে। মঝু, আমার। নিয়ড়ে, নিকটে। নীবিহক, নীবীর। বন্ধ, বাঁধন, কটিবন্ধ।

মান করবি কছু রখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥

(৯)

না জানি প্রেমের নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশভীত॥
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥
সো বর-নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥

(১০)

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন-চাতুরী হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরী মেলি বনায়ত কেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে হাম কভু বেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অবকে মিলন সমুচিত হোয়॥

আব, আবে, আওয়ে, আসে, আগমন করে। রভস, হর্ষ। নিকসব, বাহির হবে। বনায়ত, বানায়, বিন্যাস করে। অবকে, এখন, অধুনা।

(১১)

এ সখি এ সখি না বোলহ আন।
তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান॥
নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।
বেকতর হৃদয় লুকাওয়ে লাজ॥
অনতহি গমনে এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার॥
বিদগধ সেই তোঁহ তনু তুল।
এক নলে গাঁথা জনু দুই ফুল॥
ভণহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠ গারে।
এক শরে মনমথ দুই জীব মারে॥

অভিসার।

(১)

করিবর-রাজহংস গতি-গামিনী
চললিহু সঙ্কেত-গেহা।
অমল-তড়িত-দণ্ড, হেম-মঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর, তিমির চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে।
ভাঙ, লতা, ধনু, ভ্রমর-ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে॥
নলিনী চকোর সফরী সব, মধুকর
মৃগী- খঞ্জন, জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি॥
কনক মুকুর, শশী কমল জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।

আন, অন্য। নিয়র, নিকট। বেকতর, ব্যক্ত করে। বিদগধ, বিদগ্ধ, রসিক। তোঁহে তনু তুল, তুমি তাহার সমান। বিশেখি, বিশেষি।

দশন মুকুতা জান কুন্দ করগবীজ
বিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥
বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরি
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাশ বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোমলতাবলি, শৈবাল, কজ্জল
ত্রিবলী তরঙ্গিণী-রঙ্গা।
নাভি-সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুযুগ কদলী করিবরকর জিনি
স্থলপঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িম্ববীজ ইন্দুরতন জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা ॥

(২)

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা ॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান ॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার ॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থ হি তেজল সগরি ॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায় ॥

করগবীজ, করকবীজ, দাড়িম্ববীজ। কটরি, কটরা, বাটী। তরঙ্গিণী-রঙ্গা, তটিনীর তরঙ্গলীলা। ইন্দুরতন, মুক্তা। মুদরি, উন্মোচন করিয়া। সগরি, সগর সকল।

যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার ॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট ॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরি আন ॥

(৩)

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খণে আওব কুঞ্জর-গমনী ॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল-চরণা ॥
বিহি পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার ॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা ॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই, লখই নাহি পারা ॥
সবযোনি পালটি ভুলালি।
আওত মানবীভাণত লোলী ॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই ॥

(৪)

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চাণ্ডকি চোরি ॥
ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল মোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয় ॥

উজিয়ার, উজ্জ্বল। বিঘিনি, বিঘ্ন। বিথারিত, বিস্তারিত। বাট, পথ। রয়নি, রৈণী, রাত্রি। সরণা, সরণি, পথ। পালটি, ফিরিয়া দেখিয়া, চাহিয়া। সবযোনি, সর্প, পিশাচাদি সর্বপ্রাণী। মানবীভাণ, মানবীর ভাণ করিয়া, রূপ ধরিয়া। লোলী, লোলা, লক্ষ্মী। আঁচরে, অঞ্চলে

হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি॥
অধর সমীপ দশন কর জ্যোতি।
সিন্দুর সমীপ বসায়ল মোতি॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেশ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহু নিষ্কলঙ্ক।
রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণহ বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক॥

(৫)

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদ কিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হোব হেরি সুন্দরি পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার।
ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আনহি করি ছন্দ
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হোর না চিহ্নই নাগররাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব
বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ-কেলি॥

নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন।

(১)

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপলু ধনি রাই॥
কমলিনী—কোমল কলেবর।
তুহু সে ভোখিল মধুকর॥
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জর তনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিমহারা।
ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি, ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফলধনু॥
বিদ্যাপাত কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে।

(২)

এ কে ধনি পদুমিনী সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে কত করুণা কোটি॥
হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হবি হিয়ে ডোল॥
বা'ল বিলাসিনী আকুল কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥

বিজোরি, বিজলী বিদ্যুৎ। জনি, যেন না। সোয়াথ, সোয়াস্ত স্বস্তি শান্তি লেহ স্নেহ, প্রণয়। ধম্মিল্ল খোঁপা। না চিহ্নই চিনিতে পারিল না। ধন্দ, ধাঁধা সন্দেহ।

ভোখিল, ক্ষুধার্ত্ত। পাঁচবাণ, মদন। মোতিম, মুক্তা। পদুমিনী, পদ্মিনী। হঠ, বলপ্রকাশ। পরিরম্ভণ, আলিঙ্গন। ডোল, দোলে, কম্পিত হয়। বা'ল বালিকা। অঞ্চল, প্রান্ত।

বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ॥

(৩)

পহিলহি চলিল ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে॥
ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম-মুরতি জনি ন চল পিছারে॥
কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব-বুকে॥
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা শিবসিংহ শুনি হরখিত॥

(৪)

সখী পরবোধিয়ে যতনে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজপাণি॥
ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি।
বিধু-কোরে কুমুদিনী মলিন গেলি॥
"নহি নহি" কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি থারি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥
আঁচল লেই বদন-পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরয সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥

(৫)

বালা রমণী—রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥

সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ॥
বেরি এক কর ধনী মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রস-সাগর, মুগধিনী নারী॥

(৬)

কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পাঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয় ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেলি আওলি তুহু পুরবক পুণে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিং লছিমা পরমাণে॥

(৭)

কি কহব রে সখি রজনী কি বাত।
বড় দুখে গোঙায়নু অধরে সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে বধয় মধু পান।
বদনে বদন দিয়া অধরে পরাণ॥

পহিলহি, প্রথমে। পিয়াক, প্রিয়তমের। ঠাঢ়ি, স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া।

শুতায়ল, শোওয়াইল, শয়ন করাইল। মোড়ই, মোড়ে, আবৃত করে। বেরি এক, এক-বার। সাঙরি, সোঙরি, স্মরণ করিয়া। ঝামরি, বিমর্দ্দিত। ঝামরিদেহা, নিষ্পেষিত হইয়াছে দেহ যার। নয়লি, নূতন। সুরঙ্গ, হিঙ্গুল, সুন্দর। পাঙার, প্রণালী। রঙ্গ, রমণীয়। ধরল, রাখিল। গোঙায়নু, যাপন করিলাম

নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঁয়ার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করে তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তুহু মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি।

(৮)

কি কহিব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর-রাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে, দেহ মঝু থরহরি কাপ।
সেই লুবধ-মতি তাহে করু ঝাঁপ।
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলি॥
হঠ করি নাহ করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সঙ্গিনী সমাজ।
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সো-ধনি যো থির তাহে নেহারি।
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥

(৯)

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলিকলা রস কহবি মোয়॥
বেশ-ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলক মিটি গেলহি দূর॥
কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিহ্ন॥
কোন্ অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল।

আলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি।

(১০)

না কব না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ বয়স হাম কানুসে করুণা।
অতিহু লাজ ডর অতিহু করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুঃখ দেলি।
হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।
নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥
দেহলহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখন হৃদয় মম উঠিল কাঁপি।
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহু কানু উপশম নাহি হোই
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি।
তুহু সচেতনী লুবধ মুরারি॥

(১১)

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই।
রস নাই হোয়ল করল যে শাতি।
মদনমত্তা জনু দংশল হাতী।

মঝু, আমার। পহিল, প্রথম, নূতন। বেলি বেলায়,সময়ে। ভিন ভিন, ছিন্ন ভিন্ন।

.., বাল্যস। তাক পরবোধে,তাঁহার প্রবোধে, তাঁহার আশ্বাসবাক্যে। করুণা, কোমলা। মঝু, আমার। গোই, গোপন করিয়া। মদনমত্ত, কাঁটাসহ।

কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপি হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হাম্মরি আঁচল কত পূরবক ভাগি।
ফিরি আওমু হাম সে ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ॥

(১২)

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥
সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥
কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥
সে ধনী হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥

(১৩)

নব-কুচে নথ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা কর ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিমহার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার॥
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সে পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পূরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরী আজ।
অনলে পুড়িলে পুনঃ অনলে কাজ॥

(১৪)

এ সখি এ সখি লইয়া না যাহ।
মুঞি অতি বালী সো আরত নাহ।
পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর কর ঝাঁপে॥
দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর॥
যাইহে কি সহত জীবক শান্তি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভাণ।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান?

(১৫)

থরহরি কাঁপল লহু লহু ভাস।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ॥
আজ ধনী পেখনু বড় বিপরীত।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত॥
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখী॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কী।
মিলনহ চাঁদ সরোরুহ অঙ্কী॥
নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভাণ্ডারক চোরি॥

সম্ভেদ, মিলন। ছন্দ, প্রকার। রভসে, আনন্দে। ভাঙর ভঙ্গিম, ভ্রূভঙ্গী। দিঠ, দৃষ্টি। কর ঝাঁপে, আচ্ছাদন করিয়াছে। গীমক, গলার। মোতিমহার, মুক্তাহার। জনি, যেন না।

ঝাঁপ আক্রমণ। ঝাঁপল, ঢাকিল। চীর, বস্ত্র। ভাণ, ভাব। মদন-মহোদধি, কামসমুদ্র, কন্দর্পের সাগর। বঙ্কী, বক্র।

কুয়ল বসন হিয়া ভুজে বহু সাঠি।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি॥
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হেরি।
তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি॥

(১৬)

নাবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহার মনোরথ পূর॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিহারি।
বড় তুহু ঢীট বুঝলু বনমালী॥
হামারি শপথ যদি হেরহ মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥
বিহর সে হরিব, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সহব হি হামার পরাণ॥
কাহা নহি শুনিয়ে এমতি থাকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশ্বাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥

(১৭)

রতি-সুবিশারদ তুহু রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান॥
এবে সে অলপ রসে না পূরব আশ।
থোরি সলিলে তুয়া না যাব পিয়াস॥
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ-চান্দ-কলা সম রীতি॥
থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি।
না দিহ নথ-রেহ হরি রস জানি॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত॥

(১৮)

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বরনারী॥
তুহু ত নাগর-গুরু হাম অগেয়ান।
কেলি-কলা সব তুহু ভালে জান॥
কুয়ল কবরী মোর, টুটল হার।
হাম অবুঝ নারী তুহু ত গোঁয়ার॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
রোগী করয়ে যৈছে ঔখদ পান॥

(১৯)

চাণুর-মরদন তুহু বনমালি।
শিরীষ-কুসুম হাম কমলিনী নারী॥
দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ।
করি-করে সোঁপল মালতী-মাদ॥
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল॥
বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম॥
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবলাগি রাখহ পরাণ॥
রসবতী নাগরী রস মরিযাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ॥

(২০)

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।
করে ধরইতে কত করুণা কোটি॥

কুয়ল, আলুলায়িত, উন্মুক্ত। সাঠি, সাটিয়া, দৃঢ় করিয়া। তলপ, তল্প, শয্যা, গৃহ, ভার্য্যা। পরিরম্ভণ বেরি, আলিঙ্গনসময়ে। ঢীট, শঠ। লহু, ধীরে।

কুয়ল, এলাইল, খুলিয়া গেল। টুটল, ছিঁড়িল। চাণুর-মরদন, চাণুর দৈত্যকে যিনি দমন করিয়াছেন। নিরঞ্জন, অঞ্জনশূন্য। ভিগি, ভিজিয়া। আন, অন্য। মরিযাদ, মর্য্যাদা, সীমা। বোলন, বুল, নাগর।

কত পরবোধে আনল অনুরোধি।
লাগ গেহি সখি শুতায়ল বোধি॥
শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই॥
আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই॥
লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল।
অরু বেরি বেরি করহি কর জোর॥
দুহু ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে।
কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে॥
দরশন পরশন দুয় অনিবারে।
মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে॥
এত দিন সখী সব আছিল ঠাট।
অবহি মদন পঢ়ায়ব পাঠ॥
বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি॥

(২১)

পরিহর, মনে কছু না কর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয়-পাশ॥
দূর কর দুরমতি কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়॥
তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনি কাহে হোয়বি বিমুখ?
তিল এক মুদি রহু দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
চল চল সুন্দরি কুরু শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার॥

(২২)

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়।
তিরিবধ পাতক লাগয়ে তোয়॥
তুহু রস আগর নাগর ঢীঠ।
হাম না বুঝয়ে রস তীত কি মীঠ॥
রস পরসঙ্গে উদয়ে মঝু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনু কয়লহি ঝাঁপ॥
অসময়ে আশ না পূরই কান।
ভালজন না করে বিরস পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাচু।
ফলহু না মিঠই হোয়ত কাঁচ॥

(২৩)

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচবাণ॥
আগেয়ান কোন করয়ে ব্যবহার।
বলে নাহি লেওত জীবন হামার॥
আরতি না কর কানু না ধর চীর।
হাম অবলা অতি রতি-রণ-ভীর॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপধনে দারিদ তিয়াস॥
মাধবী মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অনুকূল॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম।
সাহস না করয়ে সংশয়ঠাম॥
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান॥

(২৪)

সকল সখী পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়াপাশ।
জনু ব্যাধবন্ধে বিপিনসো মৃগী
তেজই তীখনি শাস॥

বাহুড়াব, ফিরাইবে। কোই,কো। ধরু, ধরে। তিরিবধ, স্ত্রীবধ।

ঢীঠ, চতুর, শঠ। রস-আগর, রসে অগ্রগণ্য, রসিক। আরতি, আগ্রহ প্রকাশ। চীর, বস্ত্র। রতিরণভীর, রতিসমরভয়ে কাতর। ভোখিল, ক্ষুধিত। সংশয়ঠাম, সংশয়স্থলে।

বৈঠলি শয়ন সমীপ সুবদনী
যতনে সমুখ না হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশদিশি
দেলি মনমথ কোয়॥
কঠিন কাম কঠোর কামিনী
মানে নাহি পরবোধ।
নিবিড় নীবি-বন্ধ কঠিন কুঞ্চকী
অধরে অধিক নিরোধ॥
সকল গীত দুকূল দৃঢ় অতি
কতিহু নাহি পরকাশ।
পানি পরশিতে পরাণ পরিহরে
পূরব কি রীতে আশ?
কান্ত কাতর কতহু কাকুতি
করত কামিনী পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায়॥

বসন্ত বিহার।

(১)

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর-কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড় আশীষমন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধয়ল নিশান।
পাটল তুল অশোক দলবান॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

পৌগণ্ড, ৫ হইতে দশবর্ষবয়স্ক শিশু। কেশর কুসুম, বকুলফুল। ধয়ল, ধরিল। কাঞ্চন-কুসুম, চম্পকফুল।

(২)

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব-অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম-বিভোর॥
নবীন রসাল বকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমতোই
নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ, নবীন নব-নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

নওল কিশোর, নবীন যুবক, নব-নাগর। উনমতোই, উন্মত্ত করিয়া। মাতি, মাতাই।

(৩)

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৪)

ঋতুপতি রাতি রসিক বর-রাজ।
রসময় রাস রভস রস মাঝ॥
রসবতী রমণী রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই॥
রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিণী রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব মহতীক পিনাস।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান॥

নটন, নৃত্য। রাজ, শোভা পাইতেছে। রভস-রস, আনন্দরস। অবগাই, অবগাহন করিতেছে। নটই, নৃত্য করিতেছে। রটই, বাজিতেছে। রবাব, বেহালার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্রবাদ্য। মহতীক, বীণাবিশেষ। রটতি, বাজিতেছে। পিনাস, পিনাক যন্ত্র, কোদণ্ডাকৃতি বাদ্যযন্ত্র।

(৫)

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমী দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুণু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণা রবাব মুরজ, স্বরমণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি স বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥
শ্রমভরে বলিত লোলিত কবরীযুত
মালতী-মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি॥

মান।

(১)

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেম-ঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত॥
তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়।
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥

নটতি, নৃত্য করিতেছে। কলাবতী, নৃত্যগীতাদি বিদ্যায় বিভূষিতা রমণী। মঞ্জীর, নূপুর। উতরোল, উচ্চ শব্দ। স্বরমণ্ডল, একপ্রকার তারের যন্ত্র। স্বরমণ্ডলিকা, বীণা। রবাব, শব্দ। সঞ্জাত, সংযত, কৃতসংযম। নহ পরতীত, প্রতীতি না হয়, প্রত্যয় না কর।

ভুজপাশে বান্ধি, জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥

(২)

ছোড়ল আভরণ মুরলি-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস॥
জাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বরকান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হোয় সমুচিত॥

(৩)

তোহারি বিরহ, বেদনে বাউর,
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে সচেতন, ক্ষণে অচেতন,
ক্ষণে নাম ধরে তোর॥
রামা হে তো বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ-অপগুণ না বুঝি তেজবি
জগত-দুলহ লেহ॥
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগল
শুনই দেখই তোর।

ঝুরয়ে, অশ্রুবর্ষণ করে। সঙ্গাতি, সংহতি
বাউর, পাগল।

না ঘর বাহিরে, ধৈরয না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয়॥
কত পরবোধি, না মানে রহসি,
না করে ভোজন-পান।
কাঠ-মুরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৪)

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহু ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি দেই।
তুহু ধনী গুণবতী উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৫)

সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
যৈছন কুটিল কান॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।

সোই, সে। আন নাহি ভাবই, অন্য কিছু ভাবে না। মাহা, মাহ, মধ্যে। লখি দেই, দেখিলে দাও। যশো লেই, যশ গ্রহণ কর।

কনয়া কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে চাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই॥
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

(৬)

হরি বড় গরবী গোপী-মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই।
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই।
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম ॥
পছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি ॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানাইবি মোয় ॥
যব চিতে দেখিবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে ভনু লাগ॥
সখিগণ গণইতে তুহু সে সেয়ানি।
তোহে কি শিখাব চতুরিম বাণী ॥
ইহ রস বিদ্যাপতি করি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥

বিখে, বিষে। কোটিকে গুটিক, এক কোটির মধ্যে একজন।

(৭)

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী কয়লি পয়াণি ॥
দূর সঞে সো সখি নাগর হেরি।
তোরই কুসুম নেহারই কেরি ॥
হেরইতে নাগর আওল তুহি।
কি করিহু এ সখি, আওল কাহি ॥
হামারি বচন কিছু কর অবধান।
তুহু যদি কহসি সো মানিনী ঠাম ॥
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ ॥

(৮)

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণী।
এতহু বিপদে তুহু না কহসি বাণী ॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত ॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ
তব তুহু কা সঞে সাধবি মান ॥
কো কহে কোমল অন্তর তোর।
তু-সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয় ॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত ॥

(৯)

হরি পর-সঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী তুয়া মাধব লাগে ॥
যাকর মরমে বৈঠে বরনারী।
তা সঞে পিরীতি বিষম দুই চারি ॥

নাহ, নাথ, প্রেমিক পুরুষ। কয়ল পয়াণি, প্রয়াণ করিল, গমন করিল। অবকে, এখন, এইক্ষণে। কা সঞে, কাহার সহিত। মঝু, আমার। বর-নারি, হে সুন্দরি।

পহিলহি না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন কল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখী এ সখী যব রহু জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পিব॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব-বিবাধ।
তবহু ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥

(১০)

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি॥
অরুণ-বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ ত্যজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমলবর-বয়নী।
নয়ানক লোরে বহি যাওত ধরণী
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুকসেবি॥
অবনত-বয়নী উত্তর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল॥

(১১)

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর॥
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর॥
কিয়ে গিরিবর কনোয়া-কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু-পুজিত
বেঢ়িয়া বালক-চন্দ॥
এ কর-কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
কানুর করহ হিত॥

(১২)

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উদয় কত তারা।
চান্দ আনহি অবতারা॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী-চয় লখি না লখি॥
শুনি ধনি মনো-হৃদি ঝুর।
তব হি মনহি মনপূর॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি ভৈ গেল॥

(১৩)

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ॥

পহিলহি, প্রথমে। বোল, কথা। পড়ি গেনু ভোল, বিহ্বল। আন, অন্য, আর। ভরমে, ভ্রমে। বিবাধ, বন্ধন, অবরোধ, নিগ্রহ। ঝাঁপসি, ঢাকিতেছ।

বিশেখি, বিশেষি, বিশেষ করিয়া। বরনাহ, সুন্দর। নাহ, নাথ। করু, করে।

বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শত গুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদগদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
করজোর ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করিব তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥

(১৪)

পীন কঠিন কুচ কনয়া-কটোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত্ত হরি নিল মোর।
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ না করহ মহত রাখ মোর।
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার।
মদন-বেদনা হাম সহই না পার
ভণয় বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আশা-ভঙ্গ দুঃখ মরণ সমান॥

(১৫)

শুন মাধব। রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতন কি হত পরকারে বুঝায়নু
তবু ধনী উত্তর না দেল॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদিয়া দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যে নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী॥

নিকসয়ে, বাহির হয়। ঠাড়ি, খাড়ি, দণ্ডায়মান থাকিয়া। জোয়, জোহে, ঔৎসুক্যের সহিত অবলোকন করে, অনুসন্ধান করে। পীন, স্থূল কনয়া-কটোর, সোণার বাটীর ন্যায়। হঠ, বল।

তোহারি কেশ কুসুম, তৃণ, তাম্বূল
ধরলহি রাইকো আগে।
কোপে কমলমুখী পালটিয়া না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
কেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়র মান।
কহ বিদ্যাপতি বচনী অব সমুচিত
ঝাঁপে সিধা রহ কান॥

(১৬)

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমকি সার॥
আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসল
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে॥
পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়ল
সে কিয়ে জান রতিরঙ্গ।
মধু যামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপ গোঙারক সঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির নহে গোঙারে।
তুহু গোঙারিণি সহজে আহিরিণী
সো হরি না করু পুছারে॥

কেশ কুসুম তৃণ তাম্বুল প্রেরণে কৃষ্ণ সঙ্কেতে এই কহিয়াছেন যে—'অপরাধ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য কেশমুণ্ডনে প্রস্তুত আছি, ক্ষমা করিয়া অনুরাগ প্রেরিত কুসুম গ্রহণ কর। দন্তে তৃণ করিয়া বলিতেছি, এরূপ অপরাধ আর কখনও করিব না। আমার প্রণয়ের ও তোমার ক্ষমার নিদর্শনস্বরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর।" কামে নাহি আয়ল, কাযে আসিল না। ধাস, বাস, শাড়ি খসল, খালত হইল। পুছারি, উপেক্ষা, পীড়ন

(১৭)

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম-পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক থার।
ফলে কিছু না হেখিয়ে ঝন্ঝনি সার॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক বিপরীত মরণ অধীন॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান॥

(১৮)

অরুণ পূরবদিশ বহল সগর নিশ
গগন মগন ভেলা চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ অরবিন্দা।
কমল বদন কুবলয় দুই লোচন
অধর মধুরী নিরমাণে।
সকল শরীর কুসুম তুয় সিরজল
কিয় দই হৃদয় পথাণে॥
অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয়হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুয় মান নহি মুঞ্চসি
অপরুব তুয় ব্যবহারে॥
অবগুণ পরিহরি হয়নি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥

(১৯)

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন হীনে।
কি করব তপ-জপ দান ব্রত-আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥
এ সখি বুঝিয়ে কহসি কটু-বা।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহু-গুণ হানি॥
গরল-সহোদর গুরু-পত্নী হর
রাহু বদন উগারা।
বিরহ হুতাশন বারিজ নাশন
শীল গুণে শশী উজিয়ারা॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপতি শত শত
তবহি প্রতীত নহি বোলে॥
পুন পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে কবি
সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নিরাশে॥

মুনি, মুদি। তইও, তেমনি। তোহর, তোর। মুনল, মুদিল, মুদিত হইল। মধুরী, মধুর, মাধুরীযুক্ত। তুয়, তোমার, তোর। অসকতি, অশক্ত। পরিহসি, পর, পরিধান কর। গরুয়, গুরু, ভারি। মুঞ্চসি, মোচন অর্থাৎ ত্যাগ করিতেছ। অপরুব, অপরূপ। হরু, হরণ কর, দূর কর। অবধি, সীমা। বিহানে, প্রাতঃকালে।

গরল-সহোদর, ক্ষীরোদমন্থনকালে চন্দ্র ও গরল এক সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল, সুতরাং শশীকে গরল-সহোদর বলা হইয়াছে। গুরুপত্নী, বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়াছিলেন। রাহুর মুখ হইতে উদ্গারিত। বারিজ, বারিজ, পদ্ম। উজিয়ারা, উজ্জ্বল। পানি, পান। অবগুণ, দোষ। বিশোয়াসে, বিশ্বাসে। মোহে, আমাকে।

অনলহু অধিক মো তনু দহই
রতি-চীন দেখি এতি অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে॥

(২)

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহু ঐছন তোহারি সুনেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট লেহ করি রাইকো পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক-শেখর বরকান।
তুহুঁ সম মূরখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক ত্যজি কাচে অভিলাষ।
সুধা-সিন্ধু ত্যজি ক্ষারে পিয়াস॥
ক্ষীরসিন্ধু ত্যজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

(১)

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়-সরোবরে ডুবিল কান॥
মাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব নাহি ভেল॥
তোড়ল যব নীবিবন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কিছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥

(২)

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥

(৩)

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ,বিহি মোরে বাম॥
কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি।
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুঃখ রহু চিরথাই॥

অনলহু. অনলেরও। চীন, চিহ্ন। সুনেহ, স্নেহ। আনহি অন্যের। লেহ, স্নেহ।

নাহ, নাথ, শ্রীকৃষ্ণ। অগোরল, লইল (আটকাইল)। মনহি, মনে। মনোভব, কাম। কোর, কোলে। ভোর, ভোল, বিহ্বল। বিদগধ, সুরসিক। শাশ, শত্রু। চিরথাই, চিরস্থায়ী।

বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ আগেয়ানী।
পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি বয়ানি

(৪)

কহ কহ সুন্দরী রজনী বিলাস।
কৈছে নাহ পূরল তুয়া আশ ॥
কতহু যতনে বিধি করি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ ॥
অখিল ভুবন মাহা তুহুঁ বরনারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি ॥
পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ-বদন বিহি না দিল হামার।
আপনক গজমোতিহার উতারি।
যতনে পরায়ল কণ্ঠে হামারি।
করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন মোর।
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম
তাহে বেঢ়ি দেয়ল চম্পকদাম।
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ।

(৫)

তুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর ॥
কে নাহি কয়ল কতহু পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার ॥
যো খল সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীরনীর সম না হেরনু লেহ।
যব কোই বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দগু দেই নিসরিতে পানি ॥
তবহু ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে ॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ বিয়োগ তবহু দূরে গেল।
ভণহু বিদ্যাপতি এতনি সুনেহ।
রাধামাধব ঐছন লেহ।

(৬)

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥
যোগী-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ ॥
শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদ গদ ভেল।
কহে তব মান-রতন দেহ মোয়।
সমুঝনু তব হাম সুকপট সোয়।
যো কভু কহল তব কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর-রাজ।
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুরাই ॥

(৭)

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলল তহি রোখে ॥
নাগর অঞ্চল করে ধরি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।

গজমোতিহার, গজমুক্তাহার। উতারি, খুলিয়া। কোর, কোল। ফুয়ল, আলুলায়িত। গুণে নাহি ওর, গুণের সীমা নাই। না ভাঙ্গই জোর জোড় ভাঙ্গে না, বিচ্ছিন্ন হয় না।

কোই বেরি কোনবার অর্থাৎ কখন। উমড়ি পড় (উমড়ে পড়ে) উথলিয়া উঠে। সমুঝব বুঝিবে। সোয় তাহাকে

নাগর-হৃদয় পাঁচ শর হানল
উরজি দরশি মনবাধা॥
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কিছুই বুঝই না পারিয়ে
তব কাহে রোখল কান॥
রোখ সমাপি পুন রহসি পসায়ল
তারি মধ্যত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভান॥

(৮)

কি কহব রে সখী আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো কছু কভু নাহি কলারস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাহা সঙ্গে কাহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম-মাল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর-মুখে কি শোভয়ে পান॥

(৯)

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওলু ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়ল আঁহি নিদ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহু না গেল॥

ঝাঁপাই, ঢাকিয়া।

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম-মকরন্দ॥

(১০)

এ ধনি রঙ্গিণী কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম-শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ॥
নূপুর ঝুনুঁ ঝুনু আওল কান॥
কৌতুকে হাম মুদি রহনু নয়ান॥
আয়ল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥
কুন্তল-কুসুম দাম হরি নেল।
বরিহা মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহু রসবতী পহু সব রস জান॥

(১১)

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহি দোতিক সঙ্গ।
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন নূপুরে॥

বরিহা, বর্হ, ময়ূরপুচ্ছ। মাল, মালা। উতারল, নামাইল। পরকার, প্রকার। কঞ্চুক, কাঁচলি। ফুগইতে, খুলিতে। উরে, বক্ষঃস্থলে। উরজ, স্তন। পহিরল, পরিল, পরিধান করিল।

পহিলহি চলইতে বামপদ-ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ॥

(১২)

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি॥
যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহলু নাম করি এক চিত।
দৈবে বিপাক ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন-সম্বাদ।
হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়নু নিবীক কাচ॥
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব॥

(১৩)

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ॥
আজিনা আওল সেহ।
হাম চলিনু গেহ॥
অধরু আচর ওঁর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম কঠোর॥
ধরিতে ধায়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোর চপল-চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুক কাম॥

(১৪)

এ সখি রঙ্গিণী কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুকি কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আয়ল কমল-নয়ান॥
এ দিকে ঝাঁপিতে তনু ও দিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥

(১৫)

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥

পরসঙ্গে, প্রসঙ্গে, কথায় কথায়। জনি, যদি, পাছে। হসইতে, হাসিতে, পরিহাস করিতে। আনহি, অন্যদিকে। অতয়ে, আঁতে, অন্তরে। পতিয়াব, প্রত্যয় করিবে।

ঢীট শঠ; হেম কটোর, এথানে স্তনযুগল। পাতল চীর, পাতলা কাপ

তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ নিরখিয় চীট মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাপন ন যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুহু আগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি॥

(১৬)

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি।
তহি রতি-চীট পীঠ রহু চোরি॥
কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি যাই॥
না কর আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥
কত মুখ মোড়ি অধর-রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস কিরণ ভেল দশন বিকাশ॥
জাগল শাশ চলত তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥

দীঠ, দৃষ্টি। চীট, শঠ, চতুর। আগেয়ানী, অজ্ঞানী, অবোধ। আগরি, আগলি,আগলাইয়া। রতি-চীট, সুরতচতুর। আখরে, অক্ষরে, সঙ্কেতে, ইঙ্গিতে, বুঝাইয়া বলিলাম। আরতি, আগ্রহ-প্রকাশ, অনুরক্তি। অবুধ, অবোধ, অবুঝ। মুখ মোড়ি,-মুখ ফিরাইয়া।

(১৭)

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি খসল কুচ চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরয-লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব দুরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥

(১৮)

জটিলা শাশ ফুকরি তাহ বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনল
সতী পতি-ভয় অবগাড়ি॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেবহু
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥
যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহ পশুপতি সেব॥
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।

কুচচীর,বুকের কাপড়। ঘগরি,ঘাগরা। বুতায়ব, নিবাইব। শাশ, শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। ফুকরি, ডাকিয়া, চীৎকার করিয়া। বহুরি,(বধূ) বাহিরে কেন দাঁড়াইয়া (আছ)। অবগাড়ি, নিমগ্ন,এখানে অভিভূত। বনদেব কুশল করিবে,এই (ইহ) একরেখা (অঙ্ক)। বক্র (বঙ্ক) দেখিতেছি,বনে পশুপতির সেবা কর। বিশঙ্কউ, ভয় করিতেছি, আশঙ্কা করিতেছি।

জটিলা কহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুহুঁ বীজ ইহ কর দান॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম॥
পুন দুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখী।
যব ইহ গৌরী, অরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি॥
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগি-চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর-শেখর
সাধি চলল মনকাম॥

(১৯)

কুচযুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহু দিল পাণি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে করলু সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥

(২০)

আজু মধু সরম ভরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপুর॥

ভাখী; ভাষা। পৈঠব, প্রবেশ করিবে। জনি, পাছে। নাহ, নাথ।

কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝপ
উয়ল চারু ধরাধররাজ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ বুঝি পড়লু সেই ঠাম॥
পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচন ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পুন দেওল সোই।
লাজে রহনু হিয়ে আনল গোই॥
সোই রসিকবর কোরে আগরি।
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি॥
মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম॥

(২১)

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত-লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আতরে সুরধুনী ধারা।
তরল তিমির শশী সূর গরাসল
চৌদিকে খসি পড় তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটাল
ধরণী ডগ মগি ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥

উয়ল, উদিত হইল, আমি মরকত দর্পণ দেখিয়া উর্দ্ধ অধঃ বিচার না করিয়া, যেই স্থানে পড়িলাম। তাকর, তাহার। গোই, গোপন করিয়া। আগোরি, আগলাইয়া। বীজইতে, বীজন করিতে, বাতাস দিতে। পরতেক, প্রত্যক্ষ। সম্ভায়ল, সম্ভূত হইল, উদ্ভূত হইল বা রহিল। আতরে, অন্তরে। সূর, সূর্য্য। ডোলে, দোলে। চঞ্চরীগণ, ভ্রমরীগণ।

প্রলয়-পয়োধিজলে ঝম্প ছাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

(২২)

কই কহ সখি নিকুঞ্জ-মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল ঝম্পু জলধর
নীল উৎপল চন্দ॥
ফণী মণিবর উপরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুর-তরঙ্গিণী
কেবল ভয়ল ভেল॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিয়তি কহু
ঐছন সকল শোহে॥
না কর গোপনে নিজ পরিজনে
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি
কো না জান ইহ গান॥

(২৩)

কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়ক অভিলাষ॥
মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী-কঙ্কণ-বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহু মুখ হেরইতে উপজল হাস॥

করু রোলে, ঝঙ্কার করে। তুরিয়তি কহু, তৌর্য্যত্রিক হইয়া। শোহে, শোভে। মানায়ত নায়র, নাগর স্বীকার করাইল।

শ্রম-জল-বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচযুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি॥

(২৪)

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি বিপরীত সময়ে যদি রখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কণ কণ
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনকভঙ্গ।
বিদ্যাপতি-পতি ও রস গাহক
যামুনে মিলিল গঙ্গ-তরঙ্গ॥

(২৫)

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বরকান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ পুনঃ মাতল দুহুঁ শর হান।
বিদ্যাপতি কহ সো রস গান॥

(২৬)

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা ॥
সঘন গগনে গণিছ তারা।
দেহ অবঘাত হৈয়াছে পারা ॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে ॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী ॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড় ॥

(২৭)

তুঁহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাথী করি খত লিখি দেহ ॥
ছোড়বি কেলি কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন আশ ॥
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান ॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর ॥
ঐছন কবচ ধরব যব হাত।
তবহু তুয়া সঞে মরমক বাত ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান রহক পুনঃ যাউক পরাণ ॥

(২৮)

চরণ-নখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধর লোটায়ল গোকুল-চাঁদ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে লোর।
কতরূপে মিনতি করল পহু মোর ॥
লাগল কুদিন কয়লু হাম মান।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
রোখ তিমির এত বৈরীকি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভাণ ॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাঁহে মোহে সমুঝাই ॥

বিলাপ-বিরহ।

(১)

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী ॥
অনুমতি মাগিতে বর-বিধুবদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড় ধরণী ॥
আকুল কত পরবোধই কাণ।
তব নাহি মাথুর করব পয়াণ ॥
ইহ শব শবদ পশিল যব শ্রবণে।
অব বিরহি ধনী পাওল চেতনে ॥
নিজ করে ধরি দুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরলি ধনী আপনক মাথ।
বুঝিয়া কহয়ে বর-নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ ॥
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি পুন্থ তব ছোড়ি নিশোয়াস ॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি ॥

কবচ, খত। লোর, জল। পয়াণ, প্রয়াণ। নিশোয়াস, নিশ্বাস।

(২)

মাধব! বিধুবদনা।
কবহু না জানই বিরহক বেদনা ॥
তুহু পরদেশ যাওব শুনি তই ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা ॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল কলরবে উঠয়ে তরাসে ॥
লোরহি কুচ কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভুজ ভূখণ ক্ষিতিতলে মেল ॥
আনত বয়নে রাই হেরত গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন ॥
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত ॥

(৩)

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন সাঙন মালা ॥
পূর্ণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল. কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা ॥
উপবন হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতিপর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব ॥
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহু করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার ॥

গীম, গ্রীবা। ছীন, ছিন্ন। বারি ঝরু নীঝর, নিঝরবৎ জল ঝরিতেছে। সাঙন, শ্রাবণ। কাঁতি, কান্তি।

(৪)

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা।
বরকে জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা ॥
ঝাপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহু ধাই।
তখন লঘু গুরু কছু না বিচারিনু
অব পাছু তরইতে চাই ॥
মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানল ন ভেলা।
আপন চতুরপণ পরহাতে সোপনু
হৃদিসে গরব দূরে গেলা ॥
এতদিনে আনু তাপে হাম আছনু
অব বুঝনু অবগাহি।
আপন শূল হাম আপনি চাঁচনু
দেখ দেয়ব অব কাহি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরযুবতী
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগজন কে নাহি জানে ॥

(৫)

কতিহু মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর, হউ বরনারী ॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ ॥
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন, নহ সিন্দুর-বিন্দু ॥

বর, কামুক। একঠামা, এক স্থানেও অর্থাৎ একটুও। ঝাপন, ঢাকা, লুকান। আনু তাপে, অন্য ভাবে, অন্তরূপে। কতিহু, কেন। মোতিম-বন্ধ মৌলি, মুক্তাবাঁধা চূড়া।

কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণি-হার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥

(৬)

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুনেহ।
আপন বিরহে আপনতনু জরজর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহ বাণী।
রাধা সঞে যব পুণতহি মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তব হি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহুদিশ দারু দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৭)

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব?
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ
না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সোই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরল তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥
পুন যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরয ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

(৮)

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মো এই পরণাম॥
সখীগণ গণইতে লইও মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিধি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম।
অরুণ দুলহ করে দিহে জলদান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরয ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

লুবধাই, মুগ্ধ হইয়া। ভোরহি, বিহ্বল হইয়া। দারু-দহন—বৃক্ষের অগ্নি,—দাবানল।

মঝু—আমার। সহি—সখী। সোই, সেই। অনল-মাহ, অনলমাঝে।

(৯)

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব্ সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব্ রাধা।
তব্ জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব্ রোদন নহে সমুচিত॥

(১০)

অব মথুরাপুরে মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান॥

(১১)

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয়-সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥
নয়নক নিদ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

(১২)

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি॥
সজনি! কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম-ফল পিয়া গেল দেশান্তর
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥
নারীর দীর্ঘনিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।
পাখীজাতি যদি হও, পিয়া-পাশ উড়ি যাও,
সব দুঃখ কঁহু তছু পাশে॥
আনিদেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ,
কো ইহ করুণাবান্।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরয ধর চিতে
তুরিতহি মিলব কান॥

(১৩)

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
সজনি! আজু শমন দিন হোয়।
নবজলধর চৌদিকে ঝাপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয়॥

অব—এখন। বুলে—বেড়ায়।

তুরিতহি—শীঘ্র।

ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তনু কোর॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণীবর
মিলব পঁহু গুণবন্ত॥

(১৪)

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়নু
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কব এ সংবাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু
অব দরশনহু সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব
অবহি যে কত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ
আওব সো বরকান॥

(১৫)

হিমহিমকর কর তাপে তাপায়লু
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করি মদন দুরন্ত॥
জানলু রে সখি, কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নাহি দেল॥
এত দিন তনু মোর সাধে সাধায়নু
বুঝনু আপন নিদান।
অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ-পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল,
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ॥

(১৬)

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম— শিখরে সিধারল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥
চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহু দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ-মুখ নিরখিতে
তিরোপিত না হোয়ে নয়ান।
এ সুখ-সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনীজনু
না জানি কি ইহ পরিণন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক্ ধিক্ জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত॥

পিয়াসী পিয়ত্তর্ণ।

সমুঝায়ব, বুঝাইব। সিধায়ল, প্রবেশ করিল। উতরোল—উচ্চশব্দ করে। নিকরুণ-অন্ত, নির্দ্দিয়ের শেষ।

(১৭)

ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত।
মিলল সব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল-কুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥
আব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥
ইহ সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব, কো কব তাহ।
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥

(১৮)

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা॥
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুঃখ নাহি জানে লোকে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমুঝাইতে হাম চলি যাই॥

(১৯)

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝঞ্ঝা ঘনি গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
পান্থ পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥

বিথার—বিস্তার। পূরবক—পূর্ব্বের। বিসরিত—বিস্মৃত। সন্ততি, সতত। বরিখন্তিয়া, বৃষ্টিপাত হইতেছে। পাহুন, নিঠুর।

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

(২০)

স্বজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়নু,
ছোড়নু জীবনক আশা॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙায়নু
খোয়নু এতনু আশে।
হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করিব বারিদ-মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করিব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-যুবতি
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥

দাদুরী, ভেক।

(২১)

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করিব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু ঝাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥

(২২)

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখী
মুদি রহয়ে দু-নয়ান।
কোকিল-কলরব মধুকর-ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কাণ॥
মাধব শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥
ধরণী ধরিয়া ধনী কত বেরি বৈঠত
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমানে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছিমাদেবী পরমাণ॥

শুকায়ব, শুষ্ক হইবে। বরিখব আগি, অগ্নিবর্ষণ করিবে। সুরতরু—কল্পতরু। ঝাঁঝকি ছন্দে—কল্পহীনের ন্যায়। ঠাম—স্থান। ধন্দে—সন্দেহ। চৌদশী—চতুর্দশী। দুবরি—দুর্ব্বল। মেহ—মেঘ।

(২৩)

যহুঁক বিরহ ডরে চীর চন্দন
উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখি, নাহি যে ছিল করমে॥
আনসে অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥

(২৪)

মাধব অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ শবদে মদন অতি কোপিত
তাই দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা॥
রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সে হেন সুন্দরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ-বিখ-জ্বালা॥
উর বিনু সেজ পরশ নাহি পারই
সোই লুণ্ঠত মহীঠামে।
পূর্ণিমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পক দামে॥
সোহি অবধি দিন বহু অশোয়াশলু
তৈখনী রাখত পরাণে।

আন—অন্তে। আনসে—অন্তের সহিত। ঝাঁঝর—জর্জ্জরিত। সারঙ্গ—কোকিল বা ভ্রমর। আগরি—আগর।

ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ানে ॥

(২৫)

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল ॥
ভেল পরভাত, পুছছি সবহু।
কহ কহ রে সখি কালি কবহু ॥
কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্থ নিতান্ত না মিলল পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
পুররমণীগণ রাখল বারি ॥

(২৬)

প্রেমক গুণ কহই সবকই।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই।
হাম যদি জানয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত ॥
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই।
হরি হরি বিপরীত করয়ে জানি কোই ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
পানি পিয়ে পিছে জাতিবিচারি।

(২৭)

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন বোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল ॥
কুলজা-রীতি ছোড়লু যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অগাগি ॥
সোঙারি সোঙারি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিখ পরিহরে দোখ বিচারি ॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান।
করয়ে পিশুন বচন অবধান ॥
নারী অবলা হাম কি বোলব আন।
তুহু রসনানন্দ গুণক নিধান ॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দেখি রোক অবগাই ॥
তুহু বর চতুরি হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান।

(২৮)

লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ।
তহি কমলমুখী করত সিনান
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব রূপ তুয়া নয়ন ভরি পিবই ॥
ফুরয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই
জনু কনয়াগিরি চামর চরই।
তুয়া গুণ গণইতে নিদ না হোয়।
অবনত আননে ধনী কত রোয়।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরকান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥

(২৯)

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি প্যাষাণক রেহা।
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়া ঐছন দৈব গঠিত।
এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি।
বিফল প্রেমক আকর মোড়ি
যদি কহ তুহু আগেয়ানী।
হাম সোপনু হিয়া নিজ করি জানি ॥
বিদ্যাপতি কহে লাগলু ধন্দা।
যাকর পিরীতি সে জন অন্ধা ॥

অগাগি—সঙ্গ। বিছুরল—বিস্মৃত হইল। অবগাই, পর্যটন করিয়া। লেহা—স্নেহ, প্রণয়।

(৩০)

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপায়ই॥
তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুকায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥
কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড মুড়ায়নু
কানুক প্রেম বাঢাই।
চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুজইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥

(৩১)

হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ তুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন গতি মোরা।
পহিল বয়স মোর, না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে।
ঐছন সখীর কুবম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হবে পুন মেল॥

মোড়লি—নষ্ট করিলি। পসারল—ভাসিয়া বেড়ায়। মুড মুড়ায়নু—মাথা মুড়াইলাম।

(৩২)

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
আঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন কয়ল চিতে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বরুত করল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারী॥

(৩৩)

কতি দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতি দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কতি দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কতি দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কতি দিনে পিয়া মোর পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেয়ব হাত।
কতি দিনে করে ধরি বৈঠাব কোর।
কতি দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ সব দুখ মিলত মুরারি॥

(৩৪)

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশে রে।
মদন-শরানলে এ তনু জরজর,
কুশল শুনিতে সন্দেহ রে।
হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলল রে।

নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥
শঙ্খ করি চুর, বসন কর দুর
তোড়ত গজমতি-হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শৃঙ্গারে
যমুনা-সলিলে সব ডার রে॥
সিঁথার সিন্দুর, মুছিয়া কর দূর,
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
দুখ ভেল অবশেষ রে॥

(৩৫)

যো দিন মাধব, পয়াণ করল,
উথল সো সব বোল।
শুনিয়া হৃদয়ে, করুণা বাঢ়ল,
নয়নে গলতহি লোর॥
দিবি করিয়া, শপথ করল,
নিয়ড়ে আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি, শিরে ঠেকায়লু,
সো সব ভৈ গেল আন॥
পুন নিরখিতে, চিত উচাটন,
ফুটল মাধবী-লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই
গুঞ্জরে ভ্রমরা মতা॥
কোন সে নগরে, হয়ল নাগর,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি, শুন লো যুবতি,
তোহারি নাগর চোর॥

(৩৬)

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ান নয়ন ঝরু নীরে॥

দিবি—দিব্য। চীর—বস্ত্র।

শুন মাধব কি বলব তোয়।
তুয়া গুণে সুবুধি মুগধি ভেল সোয়॥
কোই কমলদলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস॥
কোই কহে আয়ল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি॥
উরে দোলে শ্যামল বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কালসাপিনী॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝাওয়ে॥

(৩৭)

নদী বহে নয়ানক নারে।
মুরছি পড়ল তছু তীরে॥
মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা।
তোহে নাহি তিরিবধ শঙ্কা॥
তৈখনে থিন ভেল শাসা।
কোই নলিনীদলে করয়ে বাতাসা॥
চৌদশী চন্দ সমান॥
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ॥
কোই রহ রাই উপেখি।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি॥
কোই সখি পরিখই শ্বাস।
হাম ধায়লু তুয়া পাশ॥
পালটি চলহ নিজ গেহ।
মণে গুণি পুরব সিনেহ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
মনে জানি বুঝহ সেয়ান॥

সোয়—সে। বঙ্কা, বক্র। তিরিবধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা। তৈখনে, সেই সময়ে, তখন। থিন—ক্ষীণ। শাসা—শ্বাস। চৌদশী—চতুর্দ্দশী। শূন—শূন্য। উপেখি—উপেক্ষা করি। ধুনি ধুনি—নেড়ে নেড়ে।

(৩৮)

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ বিপতি না দেই সমিতি
রহলবদন চাই॥
মরকত-স্থলী শুতলি আছলি,
বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক-রেহা॥
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক শোহে।
রাহুভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে॥
বিরহ-বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান॥

(৩৯)

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
কুরল করী না সম্বরি নাথ॥
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জর জারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ॥

(৪০)

মাধব যাইঞা পেখহ বালা।
আজিহ কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা॥
শীতল সলিল, কমলদল শেজহি
লেপহু চন্দন-পঙ্কা।
সো সব যতহু আনল সম হোয়ল
দশগুণ দহই মৃগাঙ্কা॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।
চমকি চমকি ধনী বোলত শিব শিব
জগত ভরল তছু আগি॥
কিয়ে উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে॥

(৪১)

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহ তহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন শরধারা॥
অরুণ নয়ান লোরে তিতল কলেবর
বিলোলিল দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতহি শেষা॥

মরকতস্থলী, হরিদ্বর্ণ মণিমণ্ডিত শিবির বা তৃণমণ্ডিত হরিৎ ক্ষেত্র। নিকষ পাষাণে, কষ্টিপাথরে। রেহা, রেখা। জারি, জর্জ্জরিত করে।

ক্ষেপহি, হস্তপদাদি প্রক্ষিপ্ত করে। পরবোধব, প্রবোধ দিব। বেরি বেরি, বার বার। নয়ান লোরে, নেত্র জলে।

কি কব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ পাশ॥

(৪২)

কি কহব মাধব কি কয়ব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয়সখী মাঝে॥
আছইতে আছেল কাঞ্চনপুতুলা।
ভুবনে অনুপাম রূপ গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন চাঁদকি রেহা॥
বামকরে কপোল লুলিত কেশভার।
কর-নখে লিখু মহী আঁখি জলধার॥
বিদ্যাপতি ভণ শুন বরকান।
রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ॥

(৪৩)

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দিরমাঝ।
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনক-পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোঠি॥
কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী।
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী॥

(৪৪)

হিমকর পেখি আনত কর আনন
রহত করুণা পথ হেরি।
নয়ন কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি॥
মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী
অবহু পালট গৃহে যাসি॥
দখিণ পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গলহ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিবসিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতক ডর, পায়স লেই কর
বায়স নিয়রে ফুকারি॥

(৪৫)

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিন এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম পাশে তনু গাঁথল
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি! হাম জীয়ব কাহ লাগি।
যো বিনু তিল এক রহই না পারিয়ে
সো ভেল পরম অনুরাগী॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটী সো ভেল বাহুটী
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ-বাণহি, অন্তর জরজর
বিদ্যাপতি দুখ সহই না পারিয়ে আর॥

(৪৬)

সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘরসঞে বাহির হোয়।

উতপত, উদ্গত। ঝামর দেহা—মলিন অঙ্গ, বিবর্ণ দেহ। লুলিত, আলুলায়িত। না মিলয়ে দিঠি—চক্ষু মেলে না। লোঠি, লুঠিত হয়। বাঢ়ই, বাড়াইয়া।

বিধুন্তুদ—রাহু। অবহু, এখনও। উপচারি, চিকিৎসা। কন্দরে—স্কন্ধে। ঘরসঞে—ঘর হইতে।

বিনা অবলম্বনে উঠ না পারই
অত এ নিবেদনু তোয় ॥
মাধব কত পরবোধই তোই।
দেহ দীপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গোঙায়লি রোই।
অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধায়ল
দারুণ ভুয়া লব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তক দোসরা দেহা ॥
নবমী দশা গেলি দেখি আয়লু চলি
কালি রজনী অবসানে।
আজুক এতখন গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি পায় জানে
কোল কল্পতরু সুপুরুখ অংতরু
নাগর গুণবর তরণে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী।পরমাণে॥

(৪৭)

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব ॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে।
নহে ত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ।

(৪৮)

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ
কাম করে ধরিয়ে সে কর়য়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল-আচার।।
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরে যৈছে পিঞ্জর মাহা সারী॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ॥

(৪৯)

শুন শুন সুন্দরী কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান
কাহে তুহু হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ
বিদ্যাপতি কহ বান্ধব থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ।

(৫০)

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগে
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলনু, তুহুঁ থির কর হিয়া।
এত কহি কানু পাশে মিলল সো সখী।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥
শুনতহি কানু মিলল ধনী-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস॥

উদভট—উৎকট। বান্ধহ থেহ—ধৈর্য্য ধারণ কর। থেহ—স্থিরত্ব।

(৫১)

মাধব ও নব-নাগরী-বালা।

তুহু বিছুরলি, বিহিক ডারলি
ভেলি নিমালিক মালা॥
সে যে সোহাগিনী দেহ লীনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢার ঢরি পড় লোরা॥
তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোণারে কসি কসটিকে
তেজল কনক রেহা॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে সম্বরি
ধনী যে অবশ এতা।
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনী-সঙ্গ সমেতা॥
তুষসি তুষসি পড় খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যা কর বেয়াধি পরাধীন ঔষধ
তা কর জীবন কাহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ যথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত
ভরম হৈল যথা॥

(৫২)

করে কর ধরি যো কিছু কহল
বদন বিহাস থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর॥
রমা হে শপথি করহু তোর।
সোই গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর॥
গলিত-বসন লোলিত-ভূষণ
ফুয়ল কবরী-ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরিবার॥
নিভৃত-কেতন হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা॥

(৫৩)

বর রামা হে সে কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর— অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায়॥
কিছু গদ-গদ-স্বরে লহু লহু আখরে
যো কিছু কহল বররামা॥
কঠিন-শরীর মোর তৈঁই চলি আওলু
চিত রহল সোই ঠামা॥
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই
তাহে রহল মন লাগি।
আন রমণী সঙে রাজ সম্পদময়ে
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী॥
তুই এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব
তুহু পরবোধবি তাই।
বিদ্যাপতি কহ, চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই॥

ঝামরু—বিবর্ণ, শীর্ণ। রুখলি—রুক্ষ। ভুখলি—কৃশা। দুখলি—দুঃখিতা। বিহসি—হাসিয়া। থোর—অল্প।

কয়ল কোর—কোলে করিল। বিছুরিবার—ভুলিবার। নিভৃত কেতনে, নির্জ্জন কুঞ্জে। লহু লহু আখরে—মৃদুস্বরে। ঠামা—ঠাঁই। ভাওই—শোভা পায়।

মিলনাশা ও রসোদ্গার।

(১)

যব হরি আয়ব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজ্যব জয়তুর॥
আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥
সহকার-পল্লব চুচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি॥
ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥

(২)

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গনে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম,গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আওব কামিনী ঠাট।
চৌদিকে পসারব চাঁদকি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

(৩)

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন তঁহু করবে॥
রভস মাগব পিয়া যব হি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
মো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥

(৪)

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহারি পিরিতক যাই বলি হারি॥

(৫)

আওল গোকুলে নন্দ-কুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার॥
কি কহব রে সখি রজনিক কাজ।
স্বপনহি হেরনু নাগররাজ॥
আজু শুভ-নিশি কি পোহানু হাম
প্রাণপিয়ারে করনু পরণাম॥

জয়তুর—বিজয়তূরী। সুঝম্প—যাহার সুন্দর দোলন, কম্পন বা গতি

হঠিয়া—বল-পূর্ব্বক সরিয়া। আধ দিঠিয়া—আড় চোকে চাহিয়া। মো—আমার। ধনি—ধন্য স্বপনহি—স্বপ্নে।

বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরয ধরহ তোহে মিলব মুরারি॥

(৬)

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোহ কোকিলা অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয়-পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহু মোহে পরিহোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

(৭)

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরীষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নিধন বলিয়া পিয়া না কলু যতন।
এবে হাম জানল পিয়া বড়ধন॥

নিরদন্দা—দন্দরহিত—সুপ্রসন্ন।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নাগর সঙ্গে করু রস পরিহরি॥

(৮)

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূরে গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নাহি আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥

(৯)

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল।
দুহু মুখ হেরইতে দুহু সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহু অধরামৃতে দুহু মুখ ভরু॥
দুহু তনু কাঁপই মদনক বচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার॥
দোঁহার দুলহ দুহু দরশন ভেল।
বিরহজনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী-রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহু গুণে দুহুঁ গুণ দুহু জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর তোর।
ত্রিভুবন-বিজয়ী নাগর চোর॥

(১১)

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহু জানি॥
তুহু কৈছে মাধব কহবি মোয়।
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ দোঁহা হোয়॥

(১২)

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
কর্পূর তাম্বূল, আপনি চিবিয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া, ঈষৎ হাসিয়া,
মুখে মুখ দিয়া লয়॥
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পীরিতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়॥

(১৩)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

(১৪)

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পীরিতি সমান॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পীরিতি কবহু দূর নয়॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা।
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥

(১৫)

আকুল অলক বেড়ল মুখ শোভা।
রাহু কয়ল শশিমণ্ডল লোভা॥
কুন্তল কুসুম মাল করু সঙ্গ।
জনু যমুনা মিলু গঙ্গ-তরঙ্গ॥
বড় অপরূপ দুহে অচেতন ভেলি।
বিপরীত রতি কামিনী করু কেলি
প্রিয়মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥

নিছিয়া—ছুঁইয়া, ভেদ করিয়া।

রভসে—আনন্দে। বিদগধ, বিমুগ্ধ। সিন্ধুক ধারা, সমুদ্রের জল। জুয়ায়—উচিত হয়,

বদন সোহাগল শ্রমজল-বিন্দু।
মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু॥
কুচযুগ উপর বিলম্বিত হার।
কনক কলস পর দুধক ধার॥
কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ে রণ বাজন বাজ॥
ভণই বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
কামকলা জিনি বচন হামারি॥

প্রার্থনা।

(১)

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটাইনু
মেলি পরিজনে খায়
মরণক বেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দে তুয় পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পিয়নু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহু বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥

(২)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙয়ানু।
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস রঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
না তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা॥

(৩)

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমপিনু
দয়া জানি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগবাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পদসঙ্গে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

সমাপ্ত।

*সোহাগল,—সুশোভিত করিল।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

চণ্ডীদাস

নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

কামোদ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায় ?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥

হরি হরি! এমন কেন বা হলো!
বিষম বাড়বা- অনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া দিল ॥
বয়সে কিশোর, রূপ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন-যুগল, করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ ॥
নিজ পরিজন, সে নহে আপন,
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে,
এখন করিব কি ?
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম-নবরসে,
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

ভিরোতা।

(চিত্রপট-দর্শন)

হাম সে অবলা, হৃদয় অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখাল আনি ॥

কামোদ।

(সাক্ষাদ্দর্শন)

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয় ॥

সখি, দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন ভুলনী,
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে,
বেড়িয়া তহি রসাল ॥
দুইটী মোহন, নয়নের বাণ,
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায় ধরমে,
পরাণ সহিত টানে ॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল বিচার ?

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটি কাম,
বদন জিতিল কোটি শশী।
ভাঙ ধনুভঙ্গী ঠাম, নয়ান-কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥
সই, এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মূরতি, সতী ছাড়ে নিজপতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥
এ বড় কারিকরে, কুঁদিল তাহারে,
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম, ধৈর্য্য ভুজঙ্গম,
দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে, লোমলতাবলী,
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি,
ইন্দ্র-ধনুকের আভা ॥
চরণ-নখরে, বিধু বিরাজিত,
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটায় কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু,
উদইছে যেন শশী রবি ॥
সই, কিবা সে শ্যামের রূপ,
নয়ান জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, (যদি) লোক ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা।
তরুণ মুরলী, করিল পাগলী,
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া, বিদায় লইনু,
কি করিবে দোসর পরে ॥
ধরম করম, সব তেয়াগিনু,
মনেতে লাগিল সে।
চণ্ডীদাস ভণে, আপনার মনে,
বুঝিয়া করিবে যে ॥

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আঙ্কিল রে,
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা ॥

সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা,মুখ খানাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা, ওষ্ঠের গড়ন রে,
ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড ॥
কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বানাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র (১) মাখিয়া কেবা,
সারদ্র বানাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা,রতন বানাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কেবা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা ॥
আদলি(২)উপরে কেবা,কদলী রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥

কামোদ।

সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে!
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে ॥
গোকুল-নগরমাঝে,আর কত রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
মল্লিকা-চম্পক-দামে,চূড়ার চালনী বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশেপাশে ধেয়ে ধেয়ে,
সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে কি রে চূড়ার ঠাম,কেবল যেমন কাম,
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।
শিব বেড়ল বৈলান জালে (১)
নবগুঞ্জামণি মালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া ॥
পায়ের উপর থুয়ে পা,কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু (২)চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা ॥

ধানশী।

(সখীর উক্তি)

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে এসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায় ॥
রাই এমন কেন বা হলো?
গুরু দুইজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে ॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা ॥

(১) হরিদ্রা।
(২) আদলা।

(১) চূড়াবন্ধন বেণী।
(২) ব্রাহ্মণতনয়।

তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে,
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে॥

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধ্যানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখায় খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে,
কি করে দুহাত তুলি॥
একদিঠে করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে॥

ধানশী।

কালার বরণ হিরণ পিঙ্গন,
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে রাই, ওঝা দে ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানুসুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহি যে, আনি দেও এ যে,
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া,
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত-প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে,
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥
কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে,
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥

ধানশী।

সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি,
হইল বাউরী পারা।
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে, কদম্বতলাতে,
দেখিয়া যে কোন জনে।
যুবতী জনার, ধরমনাশক,
বসি থাকে সেইখানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সখীর কুলের, কলঙ্ক রাখিলা,
চাহিয়া তাহার পানে॥
একে কুলনারী, কুল আছে বৈরী,
তাহে বড় রায় বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে, কুল শীল নাশে,
কালিয়া-প্রেমের মধু॥

কামোদ।

সোণার নাতিনি কেন,
আই সধাও পুনঃ পুনঃ,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি, অঝরু ঝরয়ে আঁখি,
জাতি কুল সকল পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও, কদমতলার পানে চাও,
না জানি দেখিয়া কোন জনে।
শ্যামলবরণ হিরণ পিন্ধন,
বসি থাকে যখন তখন,
সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও,
সদাই তাহারে চাও,
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে,
কি বোল বলিবে তোরে,
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥
একে তুমি কুলনারী,
কুল আছে তোমার বৈরী,
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু॥

সুহই।

না যাইও যমুনার জলে, তরুয়া কদমূলে,
চিকণকালা করিয়াছে থানা।
নব-জলধর-রূপ, মুনির মন মোহে গো,
তেঞি জলে যেতে করি মানা॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ভাতি, বাহিয়া মদন জিতি,
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা, মেঘে সৌদামিনী-কলা,
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে॥
নয়নকটাক্ষ ছাঁদে, হিয়ার ভিতরে হানে,
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরয না ধরে প্রাণ,
নিরখিলে হারাবি পরাণ॥
কানড়া কুসুম জিনি,
শ্যামচাঁদের বদনখানি,
হেরিলে নয়নের কোণে যে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে, চাহিয়া গোবিন্দপানে,
পরাণে বাঁচিবে সখী কে?

ধানশী।

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া,
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি॥
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল,
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥
হেন কালে তথা, আইল ললিতা(১),
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া,
তুলিয়া লইল কোরে॥
নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজ কেনে ধনি, হয়েছ এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি॥
আজনম সুখে, হাসি বিধুমুখে,
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল, কান্দিয়া ব্যাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ॥

(১) শ্রীরাধার অষ্টসখীর মধ্যে আন্যা সখী।

চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর,
কেনে হইলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে, হেনেছে হৃদয়ে,
শ্যামের পিরীতি-বাণ॥

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

তুড়ি।

তড়িত-বরণী, হরিণ-নয়নী,
দেখিনু আঙ্গিনা-মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে॥
সই,কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি,
কনক-মন্দির লাগে।
তাহার উপরে, চূড়াটি বানালে,
সে আর অধিক ভাগে॥
কে এমন কারিগর, বানাইলে ঘর,
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ, শিরোপা করিতুঁ,
এমতি মন যে করে॥
হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল,
দেখিতে পাইনু সে।
ঐছন মন্দিরে শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে॥
হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারি পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বসাইল হেন॥
অধর-সুধা, পড়িছে জুদা,
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয়, এমতি করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি॥
চণ্ডীদাস কয়, ও কথা কি হয়,
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে॥

তুড়ি।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী,
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদয় ভেল॥
সই জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মোতিমহারি॥
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন,
কখন ঝাঁপয়ে তাই॥
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারানু তহু॥
চলন-ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী,
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলীর আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণি চাহনি তোর।

হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে,
বিঁধিলে বাণ যে মোর ॥
জরজর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়,
দেখিয়া হইনু ভোর ॥

শ্রীগান্ধার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর,
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥
নয়ান চাহনি, বিভঙ্গী সে ধনি,
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তর, উপজিল তর,
মদন পাইল ডর ॥
সই কে বলে কুচযুগ বেল ।
সোণার গুলি, শোভয়ে ভালি,
যুবক বধিতে শেল ॥
আজানুলম্বিত, করিবর-শুণ্ডিত,
কনক-ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন,
মুখ না তুলিল লাজে ॥
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার,
নিতম্ব বিমান চাক।
চরণ-কমলয়ে, ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক ॥
অঙ্গুলীর মাঝে, যাবক সাজে,
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয়, কি জানি কি হয়,
লখিতে নারিনু তনু ॥

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী কনক-পুতলী,
খঞ্জনলোচন তার।
বদন-কমলে ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ধার ॥
সই, নবীনা বালিকা সেহ।
দেব উপাজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল সেহ ॥
নজরে নজরে পরাণে পরাণে,
ধৈরয উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুনহ ভাই,
কাহারে সুধাবে কে ॥
দন্তটী যে, দাড়িম্ব-বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়ে জুলুফে, মদন কুলুফে,
মন যে হইল লোভা ॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে,
শোভিত পিন্ধন ধার ॥
চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারী, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে ॥

তুড়ি।

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ, মদন-তরঙ্গ
হাসি বদনে থায় ॥

সই! কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সহ করি যে লেহ॥
ললিত আকার, মুকুতা-হার,
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ, উদিত গগন,
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল॥
কুচ যে মণ্ডলী, কনক কটোরি,
বনালে কেমনে ধাতা।
হাসির রাশি, মনে খুসী,
দান করে যদি দাতা॥
চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে,
অপযশ রহি যায়॥

তুড়ি।

বেলি অসকালে, দেখিনু ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিনু কে॥
সই, রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন-শোভা,
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর সহিতে,
কনক-কটোরি হাতে।
সিঁতায় সিন্দুর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত নথে॥
নীল শাড়ী, মোহনকারী,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সোঁপিনু চরণে,
দাস করি মনে আশ॥
কুচযুগ গিরি, কনক-কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়া চায়,
বদন না চাহে লোকলাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক উপমা,
চলন মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে, পাঞাছে কি দানে,
ভজিয়া সে উমাপতি॥
চণ্ডীদাসে কয়, মূরতি এ নয়,
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে॥

তুড়ি।

চম্পকবরণী, বয়সে তরুণী,
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী, দুলিছে ধনি,
কপিলা চামর পারা॥
সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত মোহিনী, হরিণনয়নী,
ভানুর ঝিয়ারী বটে॥ ধ্রু
হিয়া জরজর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল নাটে।
চপল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াধি,
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়,
পাইবে যবে তারে

ধানশী।

(স্নানকালে)

সজনি ও ধনী কে কহ বাটে।
গোরোচনা গৌরী, নবীনা কিশোরী,
নাহতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহ পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈরাছে অসন,
আলাইলা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে, হেমহার দোলে,
সুমেরু-শিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্বতটীতে,
পড়েছে চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার,
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ছুগুলি, শঙ্খঝলমলি,
সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয়, সুধু সুধাময়,
দেখিয়া হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ি, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির,
মনোরথ জরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুন হে নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু- রাজনন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥

তুড়ি।

থির বিজুরী বদন গোরী,
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানড়া (১) ছাঁদে, কবরী বাঁধে,
নবমল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
আড়-নয়নে ঈষৎ হাসিয়া,
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া, লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচু কুচযুগ, বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে, মল্ল তাড়ল,
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে,
পুন কি হইবে দেখা॥

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখনু আপনি,
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরী ঝলকে,
ধৈরযে ধৈরযে যায়॥
সই চাহনী মোহনী থোর।
মরমে বান্ধিনু হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলী চাপয়ে,
কর করেছে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে,
কেমনে ধরিবে হিয়া॥

(১) কানড় সাপ যে প্রকার কুণ্ডলী করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে।

বদন ছাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুঝিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশর আগ, চুম্বয়ে টাগ,
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে,
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি,
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন-কাঁতি, মুকুতা-পাতি,
হাস উগারে শশী।
পরাণপুতলী, হইনু পাগলী,
মরমে রহিল পশি॥
শূন্য যে হিয়া, রহিল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয় পুন দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়॥

তুড়ি।

কনক-বরণ, কিয়ে দরশন,
নিছনি দিয়ে যে তায়।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দুর অরুণ আর॥
সই, কিবা সেই মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহিল পশি॥
গলার উপর, মণিময় হার,
গগনমণ্ডল ছেরু।
কুচযুগ গিরি, কনক-গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু সৈ উরুতে, লম্বিত কেশ,
ভেবি যে সুন্দর ভার।
বহিয়া দুকূল, চরণের কুল,
জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে,
মিলায়ল কোন জনে॥

সুহই।

হেদে লো সুন্দরি, প্রেমের আগরি,
শুনহ নাগর কথা॥
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোমার লাগিয়া,
কান্দিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি, ফুকারি ফুকারি,
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে,
কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই, অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া, বাড়াও উহারে
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুলশীলে
পূরাহ মনের সাধা॥

গোষ্ঠবিহার।

কামোদ।

ব্রজকুলবালা, রাজপথে আই
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখীগণ, ভয়ে বলরা
শ্রীদাম সুদাম ভাল॥
সুবল সঙ্গেতে, তার কান্ধে হা
আরপি নাগর-রায়।

হাসিতে হাসিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে,
এ দুই আখর গায়॥
এ কথা আনেতে, না পারে বুঝিতে,
সুবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি, রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন, দিয়া প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে, নয়ন মিলল,
হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥
দেখিতে শ্রীমুখ, মণ্ডল সুন্দর,
ব্যথিত হইলা।
এ হেন সম্পদ, বনে পাঠাইতে,
তিলেক না করে বাধা।
কেমন যশোদা, মায়ের পরাণ,
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া
কেমনে রয়েছে, গৃহমাঝে বসি,
চণ্ডীদাসে কহে ইহা।

প্রৌঢ়ার উক্তি।

গান্ধার।

নিতি নিতি এসে যায়,
রাধা সনে কথা কয়,
শুনিয়াছিলাম পরের মুখে।
মনে করি কোন দিনে,
দেখা হবে তারি সনে,
ভাল হইল দেখিলাম তোকে॥
চেট্রে নেট্রে যায় জলে,
তারে তুমি ধর চুলে,
এমত তোমার কোন রীত;
যার তুমি ধর চুলে,
সেই এসে মোরে বলে,
নহিলে নহিতাম পরতীত
সুজন কখন নও, পরনারী নিতে চাও
এমতি তোমার অভিলাষ।
আমি ত শুনিলাম ভাল,
যদি শুনে তার জনে,
শুনিলে হইবে অপভাষ
নিশ্বাস-প্রশ্বাস কর, কাছাড় খাইএ পড়
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
নহে কেন ঘাটে মাঠে,
তোমার অপযশ ঘটে,
শুনিবারে পাই সব কথা॥
আমার কথাটি শুন, না করিহ ইহা পুন,
না মজে নন্দের কুল গারি।
চণ্ডীদাসেতে কয়, এ কথা কি মনে লয়,
নাগরীর পতি হৈল বৈরী॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

তিরোত-ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর।
যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলটি করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে॥

ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

শ্রীরাগ।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।
যত তত করি নহিয়ে সুধি।
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব।
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ রাধা॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা,
দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥
সাপিনীরে দেয় খোব,
সাপিনী বাড়য়ে কোব,
দম্ভ করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা॥
খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে 'তুমি থাক কোন্ স্থানে ?'
"থাকি বনের ভিতরে,
নাগদমন বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে॥
বসন মাগিবার তরে,
আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি॥"
"বটের ভিখারী হও,
বহুমূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে॥"
বেদে কহে ধীরে ধীরে,
"তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে,
অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ॥"
"চুপ করে থাক বেদে,
যা পাও তা নেও সেধে,
ভরমে মরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি,
ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ?

তোমা লঞা করি ক্রীড়া,
তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥

বালা-ধানশী।

গোকুল-নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর-ভিতর, মহা কলরব,
নাগর হইল পসারী॥
দোকানী দোকান, মেলিল তখন,
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী, "বহু দ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন॥
মকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহু দিন মনে, আনিনু যতনে,
তোমাদের অভিমত॥"
খস্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান নিকটে লাগে॥
সুমধুর বাণী বলে সে দোকানী,
"কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥"
শুনি নারীগণ বলয়ে বচন,
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে, দেখেছি জনমে,
এমন ধন যে তোরা॥"

যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিলে এক সখী-গলে।
পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল,
"কতেক লইবে" বলে॥
আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার সুচ।
লেই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ॥
ফেরা ফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে মূল্য দেহ মোর।"
সঘন বদনে, করয়ে চুম্বন,
"এমত কাজ যে তোর॥"
কাড়াকাড়ি ঘন না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে বন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইবে কারা॥
রজকী সঙ্গতী, চণ্ডীদাস গতি,
রচিল অনেক বটে।
দোকান দাকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে॥

তুড়ি।

কানুর পিরীতি কুহকের রীতি,
সকলি 'মছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লৈঞা, গ্রামেতে চড়িয়া,
ফিরিয়ে করিয়ে সঙ্গ॥
সই, কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশীধারী, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া বেঁড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে।

দুইটী গুটিয়া কেলাএগ লুফিয়া,
বুকের উপরে ধরে॥
ধীরে ধীরে যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দাঁড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল, উগরে সকল,
আর বহুমূল্য হীরা।
একবাস আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়ে বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘে দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপরে চড়ে॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী-মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥
লোকে নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥

—

কামোদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন দাও।
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয়॥
সই, বাজিকরে নিবে যে কি?
যত কিছু দেই, কিছুই না লয়,
(বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি?
মনে এই করি, দেহ কুচগিরি,
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয়, মোর মনে হয়,
তাহে মোরে দেহ ক্ষুদা॥
সুন্দরীগণে বুঝিল মনে
ইহার গ্রাহক তুমি।
ঢিটেন ঢিটানি, খেতের মিঠানি,
সকলি জানি যে আমি॥
চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলি যে কাণা॥

——

ধানশী।

ধরি নাপিতানী-বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখরঞ্জনী,
বোলে বৈস, দেই কামাই॥
বসিলা সে রসবতী নারী।
খুলিল কনক-বাটী, আনিয়া জলের ঘটী,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি॥
করে নখ-রঞ্জিনী, ঢাকয়ে নখের কণি,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
অলসে অবশপ্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥
নাপিতিনী একে শ্যামা, ননীর পুতলী ঝামা,
বুলাইছে মনের আকুতে।
ঘষি ঘষি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষেতে॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ-হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম।

কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম ॥
নাপিতিনী বলে "ধনি,দেখহ চরণখানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।"
দেখি সুবদনী কহে,
"কি নাম লিখিলা উহে,
পরিচয় দেও আপনার ॥"
নাপিতিনী কহে "ধনি,
শ্যামা নাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়,
কামাইলা যাও নিজ ঘরে ॥

সুহিনী।

নাপিতিনী কহে "শুন লো সই ;
অনাথিনী জনের বেতন কই ?
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥"
শুনিয়া সখী কহে রাইয়ের কাছে।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে ॥"
রাই কহে "তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায় ?"
সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ॥"
বসিল দুখিনী নাপিতিনী শ্যামা।
কহয়ে "বেতন দেহ যে রামা ॥"
রাই কহে "কিবা হইবে তোর।"
সে কহে "বেতন নাহিক ওর ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
"হেন নাপিতিনী দেখি যে নাই ॥
এযতে ধন যে করেছ কত ?"
সে কহে "ভুবনে আছয়ে যত ॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই ॥
হৃদয়ে কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে ॥
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
"ভাল নাপিতিনী পরাণ চুরি ॥
পরশ-রতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে ॥"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে রসিক-রাজ ॥

সুহিনী।

একদিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিকরাজ ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
"কে নিবে,কে নিবে"ফুকারে পথে ॥
ত্বরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
কহে "কত লইবে কড়ি ?"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিল করে।
"এত ঢিটপনা আসিয়া ঘরে ?"
নাগর কহয়ে "নহি যে পর।"
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর ॥

ভাটিয়ারী।

"গোকুল নগরে ফিরি ঘরে ঘরে,
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি॥
শিরে শিরে শূল, পিরীতির জ্বর,
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে,
তাহারে পিয়াই নীর॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জ্বরি॥
ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তবে পাছে।"
একজন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হলো মন।
বলে যে "যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন॥"
এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া,
কহে এক সখী ধাই।
"মোদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে,
দেখ একবার যাই॥"
এই বাড়ী হইতে, আসিছি ত্বরিতে,
কহে "হেথা থাক বসি।"
সাজ সাজাইতে, চলিল নিভৃতে,
চণ্ডীদাস কহে হাসি॥

ভাটিয়ারী।

আপন বসন, ঘুচায়ে তখন,
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তবল্লক ছাঁদ, বসন পিঁধে,
সঙ্গে চলয়ে হাঁটি॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড়-নিকর,
যতন করিয়া বাঁধে॥
ঘুচাইয়া লাজে, চিকিচ্ছার কাজে,
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন,
(বলে) "রোগ যে ইহার আছে।"
বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।"
"পিরীতের জ্বরে, জরেছে ইহারে,
পরাণ রয় কি না রয়॥"
হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি,
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে।"
"ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।
ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত,
যদি সে সময়ে পেতেম॥"
তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
ঢীট নাগররাজ।
বাশুলী-নিকটে, চণ্ডীদাস রটে,
এমন কাহার কাজ॥

সিন্দূরা।

দেয়াশিনী-বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকায় দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে॥
নাগর সাজী বাম করে ধরে।
পিঁধিয়া বিভূতি সাজল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥
কহে জয় দেবি, ব্রজপুর সেবি,
গোকুল-রক্ষক নীতি।
গোপ গোয়ালিনী, সুভাগ্য-দায়িনী,
পূজ দেবী ভগবতী॥
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াশিনী-কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
বলে "গোপ ভাল আছে॥
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে॥"
সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা,
পড়য়ে চরণ ধরি।
"আমার বধূর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি॥"
শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা-সমুখে কয়।
"বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয়॥"
জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে, দেয়াশিনী-পাশে,
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভ বাণী,
"সব সুলক্ষণযুতা।
গন্ধর্ব্বপাবনী, যশোদা-নন্দিনী,
রাধা নাম ভানুসুতা॥"
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকুতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, অনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
সাজীটী খুলিয়া, ফলটী তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী-চুলে।
আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
"এ কথা কহবি মোয়।
"আমার হিয়ার, ব্যথাটী ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয়॥"
"একটী শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥"
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
"দেয়াশিনী ঘর কোথা?"
"আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরল কথা॥"
সঙ্কেতে বুঝিয়া, নয়ন ফিরিয়া,
তাক করে এক দিটে।
নিরখি বদন, চিনিল তখন,
শ্যাম নাগর ঢীটে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাসে কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
বেকত করয়ে কাজে॥

সিন্দুড়া।

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী-বর্ত্তন,
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক, কস্তুরী দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন,
আনিল মুথাশিকড়॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥
চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
"মোদের মহলে, আসি দেহ বোলে,
অনেক নিতে যে হবে।"
থলিতে ধরিয়া, আনিল হইয়া,
যেথানে নাগরী বসি।
"চুয়া চন্দন, করহ রচন,"
বেণ্যানী মনেতে খুসী॥
"চন্দন চুবক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহি যে আমি।"
"সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহু তুমি॥"
আমলকী হাতে, দিল যে মাথে,
ঘষিতে লাগিল কেশ।
ঘষিতে ঘষিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাথিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়-পরে॥
পরশে নাগরী, হইলা আগরী,
পড়িলা বেণ্যানী-কোরে।
নদী সে আইল অতি সুখ হইল,
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে, "গেল সে বেলে,
যাইতে চাহি ঘরে।"
উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি,
কহে "কি লাগিবে মোরে॥"
বট আনিবারে, কহিলা সখীরে,
শুনিয়া নাগররাজে।
কহে "না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহ না কেনে, কি আছে মনে,
শুনিতে চাহি আমি।
থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে,
থির হইয়া কহ তুমি॥"
বেণ্যানী কহয়ে, "হিয়ার ভিতরে,
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘাড়িয়া,
সে ধন আমারে দেহ॥"
তখনে নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
হাসিয়া আপন মনে।
"গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান, বুঝিলাম কান,
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, মারহ পরাণে,
কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী, আশয়ে করি,
মরয়ে আপন মনে।

কোথা বা হইয়াছে, কেবা বা পেয়েছে,
না দেখি যে কোন স্থানে ॥"
চণ্ডীদাস কয়, কত ঠাঁই হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে,
সঁপে সে প্রাণে প্রাণে ॥

তুড়ি।

একদিন বর নাগর শেখর,
কদম্বতরুর তলে।
বৃষভানুসুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনার জলে ॥
রসের শিখর, নাগর-চতুর,
উপনীত সে পথে।
শির পরশিয়া, বচনের ছলে,
সঙ্কেতে করল তাতে ॥
গোধন চালায়ে, শিশুগণ সঙ্গে,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহমাঝে ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বঁধুর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে ॥

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে,
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ, হিরণ পিন্ধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠারি ॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে ॥
"যাও আস বাটে, গেলে এ ঘাটে,
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নিতি, এই পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা?"
হয় বোলা বুলি, করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর,
ছি ছি! লাজে মরি মোরা ॥

প্রেমবৈচিত্র্য।

সুহিনী।

পিরিতী বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু,
তিতায় তিতিল দে।
সই, এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া,
কখন কি জানি কহে ॥
পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি,
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ, শমন সমান,
দয়ার নাহিক লেশ।
কপট পিরীতি, আরতি বাড়ায়া,
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায়, কুলরক্ষা দায়,
জগত ভরিল লাজে ॥
সইতে সইতে, অধিক হইল,
সহিতে সহিতে মনু।

কহিতে কহিতে তনু জরজর,
পাগলী হইয়া গেনু ॥
এমতি পিরীতি, না জানি এ রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম, দুখময় হয়,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহলা,
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুলপানি ফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী,
সুখ দুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঞি ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটী কমল,
রসের সাগর-মাঝে।
প্রেম-পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধায়ল অপর কাজে ॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমলমাধুরী,
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী,
আনে কেহ অপযশ ॥
সই, এ কথা বুঝিবে কে ?
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে ॥
ধরম করম, লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনহ সুন্দরী,
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে,
কি ছার পরাণ তার ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটিল,
পরাণপুতলি যথা ॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে,
হিয়ায় রহিল শেল ॥

ণ্ডীদাস-বাণী, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলায় তথা॥

—

শ্রীরাগ।

সই, পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাতি-দিন॥
পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীতি।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মুরতি,
কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পিরীতি, আপনা বেচিয়া,
নিছি দিনু জাতি কুল॥
সে রূপ-সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবে যে চিত,
নিবারিব কিবা দিয়া॥
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দিবে দুয়ারে॥

—

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মুরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিলা।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে,
যজ্ঞ করিয়াছিলা॥
সই পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হইল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জন,
পরচরচায় থাকে॥

—

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে বলে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি॥
কে হেন কালিয়া, নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যে জন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন॥
বল না কি বুদ্ধি, করিব এখন,
ভাবনা বিষম হৈল।

হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি,
কি দিলে হইবে ভাল ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু,
জ্বালায়ে জলিল সে।
স্বাদ নহিল, জাতি সে গেল,
ব্যঞ্জন খাইবে কে ॥
সই ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি, হেন রসবতী,
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥ ধ্রু ॥
পিরীতি রসের, নাগর দেখিয়া,
আরতি বাঢ়াইনু আতে।
তবে সে সজনি, দিবস রজনী,
অনল উঠিল চিতে ॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল,
পিরীতি ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া,
ঐছন কানুর লেহ ॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহায়,
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা,
চিরঞ্জীবীদেহ কৈল ॥

ধানশী।

সুখের পিরীতি, আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে, মদন সহিতে,
মাখিলে সে রসময় ॥
সই কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগ, করি অনুরাগ,
কেমনে গঠিল দে ॥ ধ্রু ॥
তিন তিন গুণে, বান্ধিলেক ঘুণে,
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া, অবলা বধিতে,
আনিল এমতি শেল ॥
এমত অকাজ, করে কোন রাজ,
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে, ত্যজিনু মরমে,
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডীদাস কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি অনেক লোকে।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে ॥

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু, সোণা যে কিনিনু,
ভূষণে ভূষিত দেহ।
সোণা যে নহিল, পিতল হইল,
এমতি কানুর লেহ ॥
সই মদন সোণারে না চিনে সোণা।
সোণা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া,
গড়ি দিল যে গহনা ॥ ধ্রু ॥
প্রতি আঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে,
হাসয়ে সকল লোকে।
ধনু যে গেল, কাজ না হইল,
শেল রহি গেল বুকে ॥
যেন মোর মতি, তেমতি এ গতি,
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।

খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি,
উঠিতে নারিনু ভিতে॥
অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে,
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে,
বিধি করে অনুতাপ॥
চণ্ডীদাসে কহে, বাশুলী-কৃপায়,
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পিরীতি, নাহি পায় যদি,
পরাণে মরিয়া যায়॥

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে,
দুখ উপজিলা ফিরা॥ ধ্রু॥
পরশ পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুন,
পাইনু এতেক দুখে॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি,
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়শী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিনী, আর ননদিনী,
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত॥
নায়রের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইব কোথা॥

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, মরমে বেয়াধি,
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে,
কি না করিব বিধানে॥
সই জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতিকুলশীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥ ধ্রু॥
শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে,
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন,
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর-মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল, হাতে লই জাল,
তুরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি,
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে সেই জান,
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস মনে, বাশুলী-চরণ,
আদেশ রহুক নারী।
সহিতে সহিতে, কিছু না ভাবিবে,
রহিবে একান্ত করি॥

ধানশী।

আমরা সরল, পিরীতি গরল,
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিনু পতি,
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল, পরাণ পুড়িল,
ঐছন পিরীতি রীতি॥ধ্রু॥
মাটী খেদাইয়া, খাল বানাইয়া,
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া,
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়াঞা, দরিয়াতে লৈঞা,
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারি যে কূলে॥
এমতি করিয়া, পরাণে মরিয়া,
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়,
তুমি সে ভাবহ তারে॥

সুহিনী।

শুন সহচরী, না কর চাতুরী,
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মুরতি, কানুর পিরীতি,
কোথাই তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে, থাকে কোন্ স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন্ অস্ত্র ধরে, পারাবার করে,
কেমনে প্রবেশ অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান, হব সাবধান,
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে, বচনে ত্যজিব,
সোঙরি তাহার পা॥
সখী কহে সার, দেখি নিরাকার,
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী, বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন, রক্ষক মদন,
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে, না দেয় ছাড়িয়ে,
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলী-আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি-নগরে, বসতি করেছ,
পরেছ পিরীতি-বাস॥

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পিরীতি-মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই, মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব সখী,
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হেয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥

ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয়, কহিলে না হয়,
ঐছন কানুর লেহ॥

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ সে হইল,
সাধল মরণ নিজ॥
সই,প্রে-মতনু কেন হৈল।
হায় অভাগিনী, দিবস রজনী,
সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব,
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া,
খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত, স্বাদু লাগিত,
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, শেষে হেন রীতি,
জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল, সকলি পূরিল,
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে, পরশন বিনে,
কেমনে ধরিব দেহা॥

সম্ভোগ-মিলন।

ধানশী।

শারদ পুর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজর(১) সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকশিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগমনোলোভা,
ভুলিল সাগর রায়॥
নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা,
মণিমাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ কুটীর,
নিরমাণ শত শত॥
নেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল, দেব-অগোচর,
কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর॥

কামোদ।

রমনী-মোহন, বিলাসতে মন,
হইল মরমে গুনি।(১)
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজধনী।(২)
মধুর মুরলী, পুরি বনমালী,
রাধা রাধা বলি গান।

(১) উজ্জ্বল।

(১) পুনঃ।
(২।) ব্রজাঙ্গনা।

একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান ॥
অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘনে,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল, (১) রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত ॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে (২) বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখরাশি ॥
আনন্দে অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত,
সকল করিল বাধে ॥
রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী ॥
রহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ-তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস-রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান,
ঐছন সে গেল চলি ॥

(১) রমণী সকল—যাহারা কুলভ্রষ্টা নহে।
(২) ব্যক্তে—স্পষ্ট ধ্বনিতে।

কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়ে,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নিদ।
যেমন চোরই, হরণ করিল,
মানসে কাটিল সিঁদ ॥
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল ॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে ॥
ব্রজনারীগণে, দেখিয়া তখন,
চা
রাস-বিলসন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায় ॥

বেহাগ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায় ॥
ইহার গৌরবরণে করে আলো
চূড়াটী বাধিয়া কেবা দিলো ॥
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি
নটবর বেশ পাইল কথি ॥

বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনবেশ (১) কোন্ দেশে ছিল॥
কে বানাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখাগণ করে ঠারা ঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে?

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে,
কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি
কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখি রে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ
গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে।
শুনিয়া ললিতা কহে
অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে
হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত ধরি থেহ॥ (২)

(১) এমন। (২) নিজের চিত্ত স্থির করিয়া থাকে।

রাই কহে কেবা হেন,
মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু,
কাঁপাইতেছে সব তনু,
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে,
কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি,
পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥

ললিত।

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া আছিনু সই!
যে ছিল মরমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তাহারে কই॥
নিদের আলসে, বঁধুয়া ধাধসে (১)
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া, রুষিয়া বলিছে,
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত ঢীটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হইয়া, পরপতি লৈয়া,
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচরে,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥

(১) বঁধুর ভ্রমে অর্থাৎ বঁধু মনে করিয়া।

নিঠুর বচনে, কাপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে (১)।
এক হাতে সখী, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখি যে আর.
চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল-ভয়,
কানুর পিরীতি যার

ললিত।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি ( )
আছিল আমাব ভালে তোর বধ ভাগী।
শুনিয়া বচন তাব অথির পরাণী।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাড়নি(৩)
কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে।
বনের হারিণী থাকে কিরাতের সাতে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তাব ততই পিরীতি

বিভাষ।

পরাণ-বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে।
পিঙ্গল বরণ, বসনখানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া
বধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বলে।
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল
জাগিয়া হইনু হারা।
কপোত পাখীরে, চকিত বাটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমত হইলে,
আর কি পরাণ রয়॥

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়াছিলাম রঙ্গে
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে তার কাছে ডাকে,
আইসহ শ্যাম-সোহাগিনী।
রাধে বিনোদিনী, তোমারে বলিতে কি?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলা না কি একা?
শ্যামের সহিতে, কদম্বতলাতে,
হৈয়াছিল না কি দেখা?
সেই দিন হৈতে, সেই ত পথেতে,
করে না কি আন-গোনা।

( ) আচমকায় হঠাৎ
(২) আগুন।
(৩) তর্জ্জন।

রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হইল জানা-শুনা ॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়ানে,
তাসঙ্গে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা ॥
এ কি পরমাদ, দেশ পরিবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর-চরচায়, যে থাকে সদায়,
সাপে থাক্ তার বুকে ॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যামা কালে কি গোরা ॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বউ।
নিরমল কুলে, এ কথা যে ভুলে,
সে নারী গরল খাউ ॥
চিত দড় করি, থাক লো সুন্দরি,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
বড়ু চণ্ডীদাস বলে ॥

সুহই।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে ॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থর হরি ॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥
ননদী বোলয়ে হেঁলো কি না তোর হইল?
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল ॥

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
সে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী (১) নই ॥
তাহার গলার, ফুলের মালা,
আমার গলায় দিল।
তার মত, মোরে করি,
সে মোর মত হৈল ॥
তুমি যে আমার, প্রাণের অধিক,
তেঞি সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি ॥
তাহার প্রেমের বশ হৈয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস কহয়ে ভাব,
বালাই লইয়া মরি ॥

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তাঁর ভয়ে কাঁপে গা ॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।

(১) ছাড়, বিচ্ছিন্না।

সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনী সব পরমাণ।

সিন্ধুড়া।

"আমি যাই যাই' বলি বোলে তিন বোল
কত না চুম্বন দেই কত দেই কো-
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া।
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে।
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু

মলার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিয়ার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে,(১)
দেখিয়া পরাণ ফাটে
সই, কি আর বলিব তোরে
বহু পুণ্যফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে
ঘরের গুরুজন, ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু।
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
"অনল ভেজাই ঘরে।

আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী

বিভাস

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইলা রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধার
পরাণ অধিক বাস
দেখি সুবদনী, উঠিল অমনি
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রতন আসনে
বসায় আদর করি
রাই মুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা
রজনী বিলাস, শুনিতে উল্লাস
অমিয়া অধিক গাথা
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে
মগন হইল রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী
শুনিতে লাগয়ে সাধা

মল্লার।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামরচন্দ। (১)
তবহু তাহার, পরশ না ভেল
এ বড়ি মরম ধন্দ।

(১) পাঠান্তর—"আঙ্গিনার কোণে, ভিজিছে বঁধুয়া"—প্র. কা. সং।

(১) কোলে শ্যামচাঁদ.

সজনি, পাওল পিরীতি ওর।
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি-শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি॥
এমন কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পঙ্কজ সাঙ্গ।
হেরইতে নলি, কবরী হেরলি, (১)
বুঝি না করিলি কাজ॥
কিরণ সম্পূর্ণ, বসন্ত সময়,
তেজিলা দেখলি ভঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ

সওয়ারী।

নিতুই নূতন, পিরীতি ভুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঁই নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায়
সখি হে অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম।
এক দিন ঠাঁই, অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম।
উপমার গণ, সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে
এখনে সে বিপরীত॥

এ তিন ভুবন, হেন কোন জন,
শুনি না দরবে (১) চিত॥

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে।
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।
কুসুমে মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥
একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলে শ্যাম কহ দেখি সখি।
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া।

---

(১) দেখলি।

(১) দ্রবীভূত।

কুঞ্জভঙ্গ।

কামোদ।

পদ উধ (১) কাক, কোকিলের ডাক,
জানাইল রজনীর শেষ।
তুরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
অবশ আলিসে, ঠেসনা বালিশে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ, হৈয়াছে বদল,
তখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন, হইবে কেমন,
বড দেখি পরমাদ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন গো সুন্দরি,
তুমি সে বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন, গুণের কারণ,
লখিতে নারিবে কেহ

ধানশী।

প্রভাতকালের কাক,কোকিল ডাকিল,
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর, তুরিত গেল যে,
বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ॥
সই, তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা॥
রহিয়া আলিসে, ঠেসনা বালিশে,
চুলুঁ ঢুলু দুটী আঁখি।

বসনে বসনে, বদলা হইয়াছে,
এখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছে করে পরিবাদ।
ইহাতে এখন, করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ॥
চণ্ডীদাস কহে, মনের অহ্লাদে,
শুন হে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার, তবে সে ভাগার,
মিলয়ে পিরীতি ধন॥
আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস।
শুন হে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী, গুণের আগার,
পুনকি পাইব দেখা?
মদনে আগুল, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি, বিথার হইল,
ইহা বা কহিব কত?
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন হে,নাগর,
এ বড় লাগল ধন্দ।
সে রাধা রমণী, রস-শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ॥

---

(১) দৈয়াল।

রসোদ্গার।

ধানশী।

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসায়ে মুখ।
দেখি সখী কহে কহ না দুখ।
দুপায়ে দুপায়ে কাঁদয়ে বাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা

সুহই।

কহে সুবদনী, শুন গো সজনী,
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন, জুড়াই জীবন,
বদন দেখিব তার।
তাহার আরতি, কিবা দিবা রাতি,
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ, ফাটে মোর বুক,
গুমরে গুমরে মরি
সহে নাক আর, করি অভিসার,
আজি হই বলরাম।
যশোদা-মন্দিরে, যাইব সত্বরে,
ভেটিবে নাগর কান॥
শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা,
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে, যশোদা যতনে,
স পিবে তোমার করে

অনুরাগ।

(নায়ক সম্বোধন)

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে।
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারেবাড়ী।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী।
ননদিনী দেখয়ে চোকের বালি।
শ্যাম নাগর, তোমায় পাড়ে গালি
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা,
আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর,
হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ (১)
একে হাম পরাধীনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবু ত আন,
আর কত কহিব বিশেষ।
ননদী বিষেরকাটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।

(১) এখন তোমার সংবাদ পাওয়া

কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বঁধু তোর নহে অকরুণ।

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেওলা, ভাসাইয়া কান
কাটিল প্রেমের ডোর
মৰ্দ্দিত অবলা, অথলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখাতে আন
পিরীতি মুরতি, কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া, গরল ভখিনু,
বিষেতে জ্বলিল দে
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, রসিক বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়
ভাবে সে পিরীতি রয়।
(নতুবা)খলের পিরীতি, তুষের অনল,
ধিকি ধিকি যেন রয়॥

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম
শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়।
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি
গুরুজন মাঝে যদি থাকয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলক পূরয়ে অঙ্গ, আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল
নিশি দিশি বঁধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলি
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বধু বলি।
বধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়।

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই।

অনুক্ষণ গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকল।
নিচয় জানিও মুঞি ভাখিনু গরল॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব
চাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে
চায়।
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুড়ায়।

সুহই

হেদে হে বিনোদ রায়
ভাল হৈল ঘুচাইল পিরীতের দায়।
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগতের কলঙ্ক রহিল চিরদিন। (১)
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগধি হইনু।
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুখে আর নানা কথা। (২)
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়।
ঘায়ে না মরিয়ে বঁধু মরি মিছাদায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়।

বিভিন্ন পাঠ—
(১) "জগভরি কলঙ্ক রহিল এই দিন।" প, ক, ত।
(২) "একে মরি মনোদুখে আর নানা কথা।" প, ক, ত।

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ হে বঁধু,
সকলি আমার দোষ।
কাহারে করব রোষ।
সুধার সমুদ্রা, সম্মুখে দেখিয়া,
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইবে এতেক দুখে॥
সো যদি জানিতাম, অলাপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল, মজিল সকল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি।
অনেক আশায়, ভরসা মরুক,
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক,
বিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে, এমন পিরীতি,
করয়ে সুজন সনে॥

কামোদ।

বধু কহিলে বাসিবে মনে দুঃখ।
যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগত মাঝ,
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥
লোকমুখে জানিনু, লখি আগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুখ রহে জনম অবধি॥
কেন হেম বেশধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রীবধেতে ভয় নাহি কর।

গগন-ইন্দু আনিয়া, করে করে দশ'ইয়া,
এবে কেন এমতি আচার?
পিরীতি পরশে যায়, হিয়া নাহি য়রবায়,
সে কেনে পিরীতি করে সাধ?
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়,মোর মনে নাহি লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ ॥

ভাটিয়ারি।

তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুখিনী, কলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীত ॥
গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত ॥
অনেক সাধিব, পিরীতি বঁধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয় ॥
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুনহ বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষদ, হইলে বিপদ,
এমত না হউ কেহু ॥

অনুরাগ।

(সখী-সম্বোধনে)

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণখানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ,জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে ॥
সই! আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন-কোণে,
না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥
পিরীতি আরতি মনে,
যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা,
মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ-অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণাম কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যায় থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই!
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই ॥
শ্যামের বাঁশীটী, দুপুরে ডাকাতী,
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল ॥
খাইতে খাইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।

সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী ॥
কুলের করম, ধৈরয ধরম,
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে; এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী ॥

সুহই।

বিষম বাঁশার কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করায় ॥
কেশে ধরি লইয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥
সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি, মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে ॥
সই, জীবন মন নেয় বাঁশী।
পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা,
পড়সী হইল ফাঁসি ॥
বৃন্দাবন-মাঝে, বেড়ায় সাজে,
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা ॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া,
দেখি যে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি ॥
গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আটা, লাগায় কাঁটা,
লাগিল পাখার পিঠে ॥
পড়িয়া ভূমেতে, ধড়ফড়াইতে
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাখায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি ॥

তুড়ি।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল-যুবতীগণে।
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে ॥
কি রঙ্গ-লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন, স্থগিত গমন (১)
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন বাণে ॥

(১) পাঠান্তর—"থাকিত গগন।" প,ক,ত,
'চৌদিকে গগন। প্র, ক, সং।

কুলবতী-কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে॥

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরমব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে,পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়,সঙ্গদোষে কি না হয়,
রাহু-মুখে শশী মসি লাভ॥

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশিদিশি কাঁদি,কিন্তু হাসি লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধা- হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম,
আমি হইলাম দাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী,
কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে, লোক চরচায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে॥
তোমরা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরণের সঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে,
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল-কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সোপনু ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনমকালে॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও,
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা,
বঁধুয়া আপন হৈলে॥

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জন্মার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কালমাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে?
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাধা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী সেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

তুড়ি।

আগুনি জ্বালিয়া, মরিব পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া, মো পুনি মরিব,
নতুবা লউক শমন॥
সই! জ্বালহ অনল চিতা।
সীমন্তিনী লইয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দুর দেহ যে সীথায়॥ধ্রু
তনু তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব,
সাধিব মনের যত।
মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে, বিরহ-বেদনা,
পরের লাগিয়া যত।
তাপিত হইলে, তাপ যে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত॥
বিরহ-বেদন, না জানে আপন,
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে, পর-দরদের,
দরদী হইলে হয়॥

ধানশী।

সই, না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে,
কালা হইল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া,
যাইব গহন বনে॥
গুরু-পরিজন, বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

সুহই।

কাল-জল ঢালি সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল।
কুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥

বরাড়ী।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই,
সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
সই! লোকে বলে কালা পরিবাদ॥
কালার ভরমে হাম,জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥ (১)
যমুনা-সিনানে যাই,
আঁখি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্বতলাপানে॥
যথা তথা বসে থাকি,
বাঁশীটী শুনিয়ে যদি,
দুটী হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে,
তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা।

তুড়ি।

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না
যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন
টানে গো॥
খাইতে যদি বসি খাইতে কেন
নারি গো।
কেশপানে চাহি যদি নয়ান কেন
ঝুরে গো॥
বসনপরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই, কোথা আমি
যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে
পাব গো॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি
আছে গো॥

সুহই।

এই ভয় মনে উঠে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি ছুটে।
গড়ন-ভঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে
তিলেক॥

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥
বঁধুর পিরীতি, শেলের ঘা,
পহিলে সহিল বুকে।

(১) শ্রীকৃষ্ণের রূপ মেঘের মত, সেইজন্য লজ্জায় আমি মেঘেরদিকে তাকাই না। কাজরও আর পরি না, কেননা, কাজর দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল,
এ দুখ কহিব কাকে॥
অস্ত্র ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কোন্ কুলবতী কুল মজাইয়া,
কেমনে রৈয়াছে শুয়া?
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
কেবল দুঃখের ঘর॥

ধানশী।

সখী রে, মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরাতে, বুঝি দিবা রাতে,
সদাই চমকে চিত॥
কত তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্ক ডালা।
যে জন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা॥
যে ডালি মাথায় করি,দেশে দেশে ফিরি,
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চবচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে যে ডুবিয়া,
কি তার আপন পরে॥

ধানশী।

আগে সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
কেবা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি,
পিরীতি স্বপনে দেখি।
পিরীতি লহরে, আকুল হইয়া,
পরাণ পিরীতি সাথী॥
পিরীতি আঁখর, জপি নিরন্তর,
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
নিছিয়া দিলাম কুল॥
চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি,
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া, যতেক রাখিবে,
পিরীতি পাইবা তত॥

তুড়ি।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কান্দে॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত॥

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
করিয়া গলার মালা।

সই। ছাড়িতে যদি বল তারে।
অম্বর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
সে দিন যেখানে, যে সব পিরীতি,
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হৈয়া বঞ্চিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপ নহে, হিয়ার পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা॥

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন।
সে রূপলাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগিয়াছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে।
সই অই ভয় মনে বড বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবা নিশি।
অলস আইসে, নিঁদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে।
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিধি মোতে হইল অনুকূলে॥
পূরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কাবে জানি পুছ॥

দাসপাড়িয়া।

দূরী দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো॥
কার সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো
তবু ত দারুণ লোকে কহে সেই কথা গো॥
তার সনে মোর দেখা নাই বটে মিছে
কথা গো।
দেখা হইলে কতই যদি তার বলে
সই গো॥
মিছা কথা কহিয়া পরের মন ভারি
করে গো।
পরকুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা কেমন করে
রহে গো।
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা
কয় গো।
হয় কি না হয় মনে আপনি বুঝে
দেখ গো॥

তুড়ি।

এক জ্বালা গুরু জন আর জ্বালা কান।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু।
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়?
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
ভাবিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলি আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি হৈল যাব কোন দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥

তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলি-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

সিন্ধুড়া।

সই, এ কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কাণে॥
পরের কথায়, এ কথা কহে,
ইহাতে করিব কি।
কানু পরিবাদে, ভুবন ভরিল,
বৃথায় জীবনে কি॥
কানুরে পাইতে, এ সব কহিতে,
তবে বা সে বোলে ভাল।
মিছে পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
জরজর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝাবে, শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুখে করিবে পার?
চণ্ডীদাস কহে, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিবে কার?

পঠমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি হলে ছলয়ে, সদাই ধরে চুলি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়ে রবি॥
সতী সাথে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলকে ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নে ধার মোর বহে অনিবার॥

পোড়া লোক না জানে পিরীতি
বোলে কারে।
তুমি যদি বল, সমাধান দেই যরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি॥

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদীর বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সী॥
কাহাকে কহিব দুখ যাবো আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা॥
যত দূর যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুঃখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটী নয়নের তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণপুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥

যে মোর করম, কপালে আছিলা,
বিধি মিলাওল তাই।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥
ঘরে গুরুজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু,
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সী দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাবো সে লোক-পাড়া।
চণ্ডীদাস কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

ধানশী।

কে আছে বুঝিয়া, শুঝিয়া বলিবে,
আমার পিয়ার পাশে।
গোপত পিরীতি, না করে বেকতি
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া, কেন না বলিলে,
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার, না বুঝি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে॥
সই, এমতি কেন বা হৈল।
পরের নারী, মনে যে হরি,
নিচয় ছাড়িয়া গেল॥
মোরা অভাগিনী, দিবস-রজনী,
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক, করিনু সালঙ্ক,
তবু যে না পানু হরি॥
পুরুষ পরশ, হইল দুরস,
বিছরিলে আপন রীতি।
জনম অবধি, না পাই সোয়াতি,
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥
চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়,
এমতি না করে সে।
তাহার পিরীতি, পাষাণে লেখতি,
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥

ধানশী।

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমনি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেহ গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয়?
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙ্গাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ, যেমনি করিছে,
তেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দর,
দিয়া পর-মনে দুখে॥

গান্ধার।

দেখিবে যে দিনে, আপন নয়নে,
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব, কেশ ঘুচাইব,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
এত যে সাধের, বঁধুয়া আমার,
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সে হেন কালিয়া, যা বিনেক হিয়া,
এমতি করিল কে।
হৃদি সীদতি, (১) আমার যে মতি,
তেমতি পড়ুক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, কেন কর ত্রাস,
সে ধন তোমার বটে।
তার মুখে ছাই, দিয়া সে কানাই,
আসিবে তোমা নিকটে॥

ধানশী।

সই, তাহারে বলিব কি?
যেযতি করিয়া, শপথি করি,
বৃথায় জীবন জী॥
ধরম গুণে, ভয় না মানে,
এমন ডাকতী সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতির সনে,
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥
বিনি যে পরখি, (২) রূপ যে দরখি,
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে॥

(১) হৃদয় শিহরিতেছে।
(২) অলঙ্কার।

গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন,
না জানিনু সেই রসে।
অমিঞা হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতু, সতর্কে থাকিতু,
এমত না করিতু মনে।
সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি,
এমন মনে কে জানে॥
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে, যথা সে পাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা॥

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যভার,
দেখি যে জগৎময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সই, জানি কি হবে মোর?
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর?
সে গুণ সোঙরিতে, যাহা কর চিতে,
তাহা বা কহিব কত।
গুরুজনা-কুলে, ডুবাইয়া মূলে,
তাহাতে হইবে রত॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে,
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, কত দেয় শোকে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমন যদি হয় মনোনীত।

কার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পিরীত।

শ্রীরাগ।

সই, মরম কহিয়ে তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
কভু না আনিব মুখে॥
পিরীতি মুরতি, কভু না হেরিব,
এ দুটী নয়ান-কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনাইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে।
পিরীতি নাগর, বসতি তেজিয়া,
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
যেন না পড়য়ে মনে॥
পিরীতি পাবক, পরশ করিয়া,
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়,
কহে চণ্ডীদাস কিবা।

ধানশী।

শুন শুন সই কহি তোরে।
পিরীতি করিয়া কৈল মোরে।
পিরীতি পাবক কে জানে এত,
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
অবিরত বহে নয়ানে নীর,
দোষের ধাতা পিরীতি হইল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি,
সদাই পুড়িছে সহিব কত।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল,
নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল,
এই অনুরাগে সকল সিধি।

শ্রীরাগ।

ও সই, আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি পিরীতি, দারুণ আখর,
বলিতে নয়ন ঝুরে॥
পিরীতি পিরীতি, কভু না স্মরিব,
শয়ন স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি ত্যজিব,
রহিব গগন বনে।
পিরীতি অবশ, পরাণ লাগিয়া,
তেজিব নিকুঞ্জ-বাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস॥

শ্রীরাগ।

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতির কথা॥
সই, কে বলে পিরীতি ভাল?
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে॥
আমি অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি। (১)

(১) পাঠান্তর—সদাই ঝরয়ে আঁখি। প ক, ত।

চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল,
পরাণে সংশয় দেখি ॥ (১)

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সেই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম ব্যথা জ্বালি দিলে সে ॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়নে।
যে কেহ তাহারে অরে না হেরি বয়ানে ॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে ইহার গুরু তুমি ॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু.
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল।
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া, অচল চড়িনু (২)
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়িল,
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করমদোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বরজ পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীতি,
মরমে হইল শেল ॥ (১)
যাবত জনমে, কি হৈল মরমে,
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমতে হইবে ভাল?
সই, বল না উপায় মোরে।
গঞ্জন সহিতে, নারি আচরিতে,
মরম মহিনু তোরে ॥
ননদী-বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কুল ॥
ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এ বোল এ ছার লোক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে ॥

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা ॥

(১) পাঠান্তর—"চণ্ডীদাস কহে যে দুখ উঠিল,
জীবন সংশয় দেখি ॥" প, ক, ত।

(২) পাঠান্তর—"উচল হইতে, নিচলে চাপিয়া।"

(১) এই পদটী জ্ঞানদাসের বলিয়া উক্ত হইয়াছে. ভণিতা এইরূপ—
"পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
পাছে কর অনুতাপে ॥"

এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতির ডুরি॥
তেমতি নহিলে, যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাসে কহে: ইহা বাশুলি-কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিযায়॥

শ্রীরাগ।

শুন গো মরম সই!
যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীরধার, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার, করে হাহাকার,
কহিল সকলে ডাকি॥
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা,
বঁধুর লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সূতিকা-মন্দিরঘরে॥
দেখিয়া জননী, কহিছেন বাণী,
এই ছিল কি কপালে।
করিয়া সাধনা, পেলেম অন্ধকন্যা,
বিধি এত দুখ দিলে॥
উঠ উঠ বলি, করে ধরি তুলি,
বসান যতন ক'রে।
হেনই সময়ে, মারে তেয়াগিয়ে,
বঁধু পরশিল মোরে॥
গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাড়ল সুখ।
হাসিয়া কাঁদিয়া, আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিনু বঁধুর মুখ॥
ঘুচিল অন্ধ, বাড়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে, আর্ন মনে,
করিল বিবিধ দানে॥
সুজন যে জন, জানে সেই জন,
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগ মন, সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

তুড়ি।

শুন কমলিনী, চল কুল রাখি,
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মুরতি, কালিয়া প্রকৃতি,
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী, ত্যজিয়া আপনি,
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে, জানকী সীতারে,
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
বালী বধিবার কালে।
বলীকে ছলিয়া, পাতালে লইল,
কি দোষ উহার পেলে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
হৃদয় পাষাণময়।
উহার পরশে, যেমত রাবণে,
যেই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
যেবা পরচর থাকে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
ভুলিতে কি করে তাকে॥

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিছে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ॥
সই, বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরিল,
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী,
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোক, যত বোলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতির কিবা সুখ॥

শ্রীরাগ।

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি,
এমন করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া,
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া,
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব,
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জন ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়, স্ব ঐ
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে, করিতে পারিলে,
তবে সে এ পাপ ছুটে॥

সুহই।

না জানে পিরীতি যারা নাই পায় তাপ।
পর সে (১) পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমজানা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত বা সহিব দুখ পরাধীনা বালা॥
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে শামাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন॥

ধানশী।

দৈব যুকতি, বিশেষ গতি,
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জনে, করিয়া যতনে,
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥
সই এমন জানুর রসে।
জনম অবধি, রহিবে পিরীতি,
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
যেই মনে ছিল, তাহা না হইল
সোঙরিতে প্রাণ কাঁদে।

(১)—(সে—হিন্দী—) পরেবি সঙ্গে অথব পর হইতে।

লেহ দাবানল, বন যেন জ্বলে,
হরিণী পড়িল ফাঁদে ॥
পলাইতে চায়, পথ নাহি পায়
দেখ যে অনলময়।
বনের মাঝারে, ছটফট করে,
কত বা পরাণে সয় ॥
বাহিরে আসিয়া, বাণ যে খাইয়া,
পশিতে তাহাতে পুন।
গরল অনলে, শরীর বিকল,
থামাইতে নারে যেন ॥
করীবর আদি, না পায় সমাধি,
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুলনারী, ফুকারিতে নারি,
ননদী আছয়ে ঘরে ॥
এমতি আকার, পিরীতি তাহার,
বহিয়া দহিছে মনে।
ননদী-বচনে, দগধে পরাণে,
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে ॥
নয়নে নয়নে, নয়ন পীজরে,
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে, সঙ্গে চলে তবে,
শ্যামেরে দেখি যে পাছে ॥
চণ্ডীদাস কয়, বাশুলীর সায়,
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে, না জীয়ে প্রাণে,
তার কি করে ননদী ॥

ধানশী।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি,
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে,
জ্বালার নাহিক ওর ॥
সই! এ বড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল,
জুড়াইব আর কোথা ॥
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে,
পাই এবে যার লাগি।
এমনি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য লয়,
হিয়ার ঘুচায় আগি ॥
জনম অবধি, কণ্টক ননদী,
জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়,
খলের পিরীতি শুন ॥
খলের সংহতি, ছাড়িনু পিরীতি,
ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়,
এবে কেন বাস দুখ?

সিন্ধুড়া।

সখি! কেমনে জীব গো আর!
বুকে খেয়েছে, শ্যামের শেল,
পীঠ হৈল পার ॥
মনু মনু মৈলাম, গো সখা,
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
এমতি হবে কে জানে?
সকল গোকুল, হইল আকুল,
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে, পিরীতি করিয়া,
কি হ'ল অন্তরে ব্যথা ॥
স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখি গো
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি
মনে না নিঃসরে রা ॥

পিরীত রতন, করিব যতন,
পিরীতি গলার হার।
যম বঁধুয়ার, নিদারুণ বাঁশী,
পরাণ বধে আমার ॥
কে জানে কেমন, পিরীতি এমন,
পিরীতে কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজনে, আনন্দিত মনে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

ধানশী।

যতন করিয়া, বেসালি ধুইয়া,
সাঁজে সাজাইনু দুধ।
দধি সে নহিল, জল সে হইল,
পাইনু বড়ই দুখ ॥
সই, দধি কেন ছিঁড়ি গেল?
কানুর পিরীতি, কুলের করাতি,
পরাণ টানিয়া নিল ॥
পিরীতি ঘুচিল, আরতি না পূরিল,
না ঘুচিল কলঙ্কজ্বালা।
তবু অভাগিনী, না ঘুচায় কাহিনী,
পরিবাদ হৈল কালা ॥
বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে,
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত, ভাবি অবিরত,
দৈবে করিল নিরাশ ॥
আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে,
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছড়ন নহে,
শুধু সুধাময় লেহ ॥

ধানশী।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বঁধুর সনে ॥
ত্যজিয়া কুল শীল এ লোকলাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ ॥
তেজিয়া সব তাহা (১) পিরীতি কৈনু;
যে হবে বিরতি ভাবে তেজিয়া দৈনু ॥
যে চিতে দাড়াঞাছি সই সে হয়।
খেপিল বাণ কে রাখিল নয় ॥
ঠেকিল প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ ॥ (২)

ধানশী।

ইক্ষু রোপিণু, গাছ যে হইল,
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পিরীতি, বাহিরে সরল,
অন্তরে গরল হয় ॥
সই, কে বলে ইক্ষুরস গুড়।
পরের বচনে, চাকিনু বদনে,
খাইনু আপন মুড় ॥
চাকিতে চাকিতে, লাগিল জিহ্বাতে,
পহিলে লাগিল মীঠ।
মোদক আনিয়া, ভিয়ান করিয়া,
এবে সে লাগিল মীঠ ॥
মশলা আনিনু, আগুনে চড়ানু,
বিছুরিনু আপন ভার।
কানুর পিরীতি, বুঝিনু এমতি,
কলঙ্ক হইল সার ॥

(১) সাধ।

(২) গীতকল্পতরু এবং পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতা-যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

আপন করমে, বুঝিনু মরমে
বন্ধুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে, পিরীত করিয়া,
কেবা পাইল কোথা যশ?

——

মল্লার।

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা॥
কে বলে পিরীতি ভাল গো সখি,
কে কলে পিরীতি ভাল?
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোণার বরণ কাল॥
সোণার গাগরী (১) বিষজল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর-লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে,
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সাফরী, আহার করিতে,
বড়শী লাগিল মুখে॥
নবঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পাসরল আশে।
বারিক কারণ (২) বহল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥
লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে,
পড়ল অগাধ জলে।
এমন অনুচিত, করে পাপ বিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

(১) কলস,
(২) জলের নিমিত্ত;

অনুরাগ।

(আত্মপ্রতি)

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়নকোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরের অধীনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এথতি, পরাণ পোড়ান,
ঠেকিনু পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাস মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

——

গান্ধার।

কেন বা পিরীতি কৈনু কালা
কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে।
কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি॥
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিলাইল মোর এ ঘর কারণে॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি।

আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই॥

সুহই।

ধরম-করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে (১)
একে নারী কুলবতী অবল বলে লোকে।
কানুপরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে॥(২)
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবান পানীর মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে॥
এ না রস যে না জানে সে আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু-প্রেম-শেল॥

(১) পাঠান্তর—"এমতি করয়ে মন বিষ খাই জীয়ে।"
(২) পাঠান্তর।—"একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে। তাহে কানু পরিবাদ দেয় পাপ লোকে॥"

প্র, কা, সং।

নিগড় পিরীতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥

ধানশী।

সেই হইতে মোর মন,
নাহি হয় সংবরণ,
নিরন্তর ঝুরে দুটী আঁখি,
একলা মন্দিরে থাকি,
কভু তারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা,
সে কেমনে জানে আমা,
কোন্ ধনি কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল,
দেখিয়া অকাজ হলো,
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি,
কানু সে পরশমণি,
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফান্দে॥

গান্ধার।

জনম গোঙানু দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কানু দিনু তিলাঞ্জলি,
গুরু দিতে দিনু বালি,
কানু লাগি এমন করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।

ভাল মন্দ নাহি জানে,
পরমুখে যেবা শুনে,
তেঞি ত অনলে পুড়ি মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাস কয়, প্রেম কি অনলে হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ,
এমন দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত ?
হিয়ার-মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত।
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল,
তাহে কি পরাণ রয় ? (১)
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে॥

---

(১) এখানে যমুনার জলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রূপের তুলনা করা হইয়াছে এবং সেই জন্য শ্রীরাধিকা যমুনার জল ঝলমল করা দেখিয়া এত অস্থির।

সুহই।

আনিয়া অমিঞা পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতল দেহ মীঠ হবে কেন।
জলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্বলোকে।
অন্তরে জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে॥

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি(১)যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনিয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব একজন॥(২)

সুহই।

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা বুঝিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ॥
জন্ম হইতে কুল শেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু-গুণে ঝুরে॥

(১) নূতন।
(২) শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিতেছেন।

নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার।
বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষে এ জনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥

শ্রীরাগ।

যাহার সহিত, যাহার পিরীত,
সেই সে মরম জানে।
লোক চরচায়, ফিরিয়া না চায়,
সদাই অন্তরে টানে॥
গৃহকর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি,
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ,
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা,
তাহা বা কহিবে কে।
মরণ সমান, করে অপমান,
বঁধুর কারণ সে॥
কাহারে কহিব, কেবা নিবারিবে,
কে জানে মরমদুখ।
চণ্ডীদাস কহে, করহ ঘোষণা,
তবে সে পাইবে সুখ॥

গান্ধার।

ধিক রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল-তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতাবনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা-পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব সে ও ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি,
মনের অনলে মনু॥
মরিনু মরিনু, মরিয়া গেনু,
ঠেকিনু পিরীতি-রসে।
আর কেহ জানি, এ রসে ভুলে না,
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর, মরণ সফল,
কি আর এ সব আশে॥
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে
জানিবে পিরীতি শেষে॥

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥

মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুল শীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥

গান্ধার।

যদি পিরীতি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন, হইল মিলন,
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া লয়॥
যে মোর পরাণে, মরম কথিল,
তারে বা কিসের ভয়?
অতি দুরন্তর, বিষম পিরীতি,
সকলি পরাণে সয়॥
অবলা হইয়া, বিরলে বসিয়া,
না ছিল দোসর জন।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
পরাণ উপরে হান॥ (১)
যেন মলয়জ, ঘষিতে শীতল,
অধিক সৌরভময়।
শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি করিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

সিন্ধুড়া।

এমত ব্যভার, না জানি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া, কেন না রাখিলে,
বেকত করিলে কেনে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সই সে জানে, মনের মরম,
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি করিলে,
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত, যাবে পরতীত,
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখ-ভাগী, পাই তার লাগি,
তবে সে কহিয়ে তারে॥
পর কি জানিয়ে, পরের বেদনা,
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে, বনের ভিতরে,
কভু কি রোদন সাজে?

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি কাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু (১) বন্ধ॥
তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ॥ (২)
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ॥

---

(১) পাঠান্তর—হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া এ বড় সুগড় পনা। প্র, কা, সং,

(১) করি।
(২) পাঠান্তর—তবু ত দারুণ নাসা ... শ্যামগন্ধ। প, ক, ত।

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবনে রথে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটী কহিতে যেনা পারে৭
পরপুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুই ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥

বিহগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়ে ছাই।
জনম হৈলে একা কৈল দোসর দিল নাই।
না দিল রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।
এমতি আছয়ে ত এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোখা॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাবো দূর দেশে
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমি কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিন বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এতদিন বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু,
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হইতে মোর, তনু জরজর,
ভাবিতে অন্তরব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে, বঁধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরয ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম, সরম ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
কুলকলঙ্কিনী, বলে দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়ে,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে, পিরীতি করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে॥
মুঞি অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া, পিরীতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে পিরীতি লক্ষণ,
শুন গো বরজনারী।
পিরীতি ঝুলিটী, কান্ধেতে করিয়া,
পিরীতি নগরে ফিরি॥

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, ঘুরুণি নিকট,
লটপট তার বেশ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে, পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে।
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এ মতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে যে জন,
সহজ মানুষ সে॥

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণে, মিলাইতে জানে
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ে যায় চলে
এ মতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান।
মনের সহিত, যে করে পিরীত,
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের,
ভাগ্যের দরশন পায়।
মনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ আগে।
স্বরূপ হইলে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

বরাড়ী।

কেন কৈনু পিরীতের সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাই চিতে,
শুনিবে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিত এত, তবে কেন হয় রত,
না করিতু হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইনু কুলে,
জগত ভরিয়া রহিল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল, আনি চাঁদ হাতে দিল,
পুন হাতে না পাই দেখিতে।

কি করিতে কি না করি,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি,
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে ॥
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস,
যে করে পিরীতি আশ,
তার বুঝি এই সব হয় ॥ (১)
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর ॥
বিহি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি।"
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল রী
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তালে ভিয়াইল "তি।"
সকল সুখের, এ তিন আঁখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আঁখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার ॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, মধুর পিরীতি,
এ তিন ভুবন কয়।

পিরীতি করিয়ে, দেখিলাম ভাবিয়ে,
কেবল গরলময় ॥
পিরীতের কথা, শুনিব হে যথা,
তাহাতে নাহিক যাব।
মনের সহিত, করিয়া পিরীত,
স্বরূপে চাহিয়া রব ॥
এমতি করিয়া, সুমতি হইয়া,
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ প্রভাবে, সেরূপ মিলিলে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি, মুরতি হইলে,
তবে কি পরাণ ফলে।
পরাণ পিরীতি, সমান করিলে,
কে তারে জীবন্ত বলে?
যদি হাম শ্যাম, বঁধু লাগি পাউ,
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি, মনের আগুনি,
ঝলকে ঝলকে উঠে ॥
পরাণ রতন, পিরীতি পরশ,
জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন, অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে ॥
জাতি কুল বলি, দিনু জলাঞ্জলি,
আর সতী চরচাতে।
তনু ধন জন, জীবন যৌবন,
নিছিনু কালা পিরীতে ॥
হিয়ায় রাখিব, কারে না কহিব,
পরাণে পরাণ যোড়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কি দিয়া কি কৈল,
মরিলে না যায় ছাড়া।

(১) পাঠান্তর—"তার বুঝি এই দশা হয়।"
ল। স

তিলেকে মরিয়ে, যদি না দেখিতে,
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাসে, মরমে রহল,
পিরীতি অমিয়া সিন্ধু॥

তিওট, বিহগড়া

বিধির বিধানে হাম অনল ভেয়াই।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামণি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কালসাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কেন বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে।
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে।
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি
পাড়িছ কেনে

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক
দোসর জনা।
মরমের মরমী নহিলে ন জানে মরমের
বেদনা॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী বচনে পাঁজর বিঁধে ঘুণে।
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হইল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেল ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়?
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত রহ সম্বিত॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহে ত পিরীত,
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল,
কি তার কুল ভয় লাজে॥
বেদ বিধি পর সব অগোচর,
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে॥

কুহুক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল "পি।"
হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর ॥

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগয়ে সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা?
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ-পুতলী যথা ॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল ॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পরশী করিব,
তা বিনে সকল পর ॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব,
পিরীতি বাঁধিব চাল।
পিরীতে আসকে(১) সদাই থাকিব,
পিরীতি গোঙাব কাল ॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব,
পিরীতি সিথান (২) মাথে।
পিরীতি বালিশে, (৩) আলিস তাবিজ,
থাকিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি সরসে, সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসার, বেশর করিব,
দুলিবে নয়ন-কোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

বাসকসজ্জা *

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে,
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর জাতি যূথী,
সাজাইছে থরে থরে ॥

(১) আসক্তিতে (২) মাথার বালিশ (৩) আলস্য।

* বাসকসজ্জা লক্ষণ—
"প্রিয়ার সহিত বিলাসের আশা করি। গৃহশয্যা মালা তাম্বূল স্নিগ্ধ বারি ॥ চন্দনাদি মাল্য গন্ধ বসন ভূষণ। সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ার কারণ ॥"
—ভক্তমাল

আজ বচয়ে বাসক-শেজ।
মনিগত চিত, হেরি মুরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস, আলিস কারণ
প্রতি দলে ফুলেশ্বর
শুক পিক দ্বারী, মদন প্রহরী,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত,
মলয়-পবন বায়
উজ্জ্বল বাতি, মণিময় বাতি,
কর্পূর তাম্বুল বাঁধে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে,
শয়ন করল গোরী।

বিপ্রলব্ধা।*

ধানশী।

বঁধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু, দীপ উজারিনু,
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এ সব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান?

শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে
মিলিব বঁধুর সনে॥
পথপানে চাহি, কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে?
রস-শিরোমণি, আনিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে।

ধানশী।

দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ
বঁধুপথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখারে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখ লো সজনি
মধুর শব্দ শুনি।
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ ছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসা গে যমুনাজলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥ (১)

* বিপ্রলব্ধা লক্ষণ—
"সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করে মন। প্রিয় আগমন পথ করি নিরীক্ষণ॥ বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়। এই আইসে প্রিয়ে বলি উঠিয়া বৈঠয়॥ দূতী পাঠাইয়া দিল প্রিয়ার কারণ। ফিরিয়া আইল দূতী ব্রজ হেন মানে॥ এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়।"

ভক্তমাল।

(১) ফুলের হার সর্প হইয়া যেন হৃদয়কে দংশন করিতেছে।

সকল লইয়া, যমুনায় ডার (১)
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দুর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর-রেখা ॥
আর না রাখিব, এ ছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
স্থির হও রাই, চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুররাজে। (২)

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু-সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা॥
সজল-নয়ান হৈয়া।
রহে পথপানে চাইয়া॥
ফুল অশেজ বিছাইয়া।
বহয়ে ধেয়ানী হৈয়া॥
উজর চাঁদনি রাতি।
মন্দির রতন বাতি॥
কহে সব তেল আন।
কাহে ন মিলল কান॥
সকল বিফল ভৈল।
আধ রজনী গেল॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥

---

(১) ফেলিয়া দাও।
(২) নিঠুর রাজা—শ্রীকৃষ্ণ।

খণ্ডিতা। *

কামোদ।

(চন্দ্রাবলীর উক্তি)

এই পথে নিতি, কর গতারতি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি একাকিনী ॥
বঁধু হে! ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব।
শুন সখীগণ, ধরিয়া বসন,
লয়ে চল নিকেতনে।
আজকার নিশি, রাধিকা রূপসী,
বঞ্চুক নাগর বিনে ॥
এতেক শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
লইয়া চলিল বাস।
রাধা-ভয়ে হরি, কাঁপে থরহরি,
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

শ্রীরাগ।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

চন্দ্রাবলী (১) আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে ॥

* খণ্ডিতা-লক্ষণ—
"অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক। আইসে অঙ্গেতে নখ-চিহ্নাদি ধারক॥ দেখিয়া কুপিতমনে ভর্ৎসনাদি করি। উপেক্ষা করয়ে খণ্ডিতাবনত নারী॥ ভক্তমাল।

(১) বৃষভানু রাজার ভ্রাতা রত্নভানু রাজার কন্যা।

কাল আসি হাম, পূরাইব কাম,
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী-নাথ, ভুবনে বিদিত,
জগতে ঘোষয়ে দোষ॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে?
লোক জানাজানি, কেন কর ধনি!
পিরীত ভাঙ্গিবে পাছে॥
দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ,
ভ্রময়ে নগর-মাঝে।
চণ্ডীদাস কয়, সে যদি জানয়,
সবাই পড়িবে লাজে॥

বিহগড়া।

কে বলে আমার, তুমি সে রাধার,
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি ঘর,
রাধারে করিতে সুখী॥
বঁধু হে, তুমি ত রাধার নাথ।
তব ভারিভুরি, ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাথ॥
এতেক বলিয়া, করেতে ধরিয়া
চুম্বয়ে বদন-চাঁদে।
রসিক নাগর, হইয়া ফাঁফর,
পড়িল বিষম ফাঁদে॥
হেথা সুবদনী, সখী সঙে বাণী,
কহয়ে কাতর ভাবে।
নিশি পোহাইল, পিয়া না আইল,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম-শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ভীত হইয়া,
আসিল রাধার ঠাম॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুলমালা, তাম্বূলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই রাগে॥
নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে সে ভুজঙ্গ, ভঙ্গিম দেখিয়া,
নাগর তরাসে কাঁপে॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি,
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু ভালি॥

ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু তোমার বলি হারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়েছে রূপে কাজরের
শোভা
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনি
মনোলোভা
খর নখ দংশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কলঙ্ক-দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।
রমণীরমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥

সুরঙ্গ যাবক (১) রঙ্গ উরে ভাল(-)সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা
কিবা কাজে ॥
চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে।

রামকেলি।

ছুঁইও না ছুঁইও না বধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ।
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালোর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভাল
অধরের তাম্বুল, বয়ানে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ন ভরিয়া দেখি
চাঁচর কেশের, চিকণ চূড়া,
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ, আছে সর্ব্বগায়,
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীলকমল, ঝামরু (৩) হইয়াছে,
মলিন হইয়াছে দেহ।
কোন রসবতী, পেয়ে রসবতী
নিঙড়ে লয়েছে সেহ
কুটিল নয়ানে, কহিছে সুন্দরী,
অধিক করিয়া ত্বরা।
কহে চণ্ডীদাস, আপন স্বভাব,
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥

---

(১) আলতা। (২) বক্ষঃস্থল।
(৩) মলিন।

বিভাষ।

ফেদে কে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে(১)পরের বাড়ীকোন্ লাজে আস ॥
বুকমাঝে দেখি তোর কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী(২)আজি পেয়েছিল লাগ?
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পুরিত।
তাহা মরি কিবা শোভা করিল ভূষিত
কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনী।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি

সিন্ধুড়া।

বঁধু কহ না রসের কথা শুনি।
কেমনে কামিনী সঙ্গে রঙ্গে,
যাপিলা যামিনী,
কত সুখে পোহালো রজনী ॥
নীল নলিনী আভা,
কে নিল অঙ্গের শোভা,
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার চাঁদ,
কে নিল বরিহা (৩) ফাঁদ
আজি কেন পীঠে দোলে বেণী?
ধন্য সে ব্রজবধূ, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সখী।
রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে তুন আঁখি
রচিয়া সিন্দুরের বিন্দু,
কে নিল অমিয়া সিন্ধু,
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।

(১) প্রাতে
(২) রসিক।
(৩) উৎকৃষ্ট।

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, এ কথা অন্যথা নয়,
ভালে জানে বৃষাভানুসুতা॥

রামকেলি।

এস এস বঁধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি,
ভাল ত সুখেতে ছিলে?
নয়নে কাজর, কপালে সিন্দুর,
ক্ষত বিক্ষত কে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর, পরি নীলাম্বর,
হরি এলে হর সাজিয়া॥
ধিক্ ধিক্ নারী, পর আশাধারী,
কি বলিব বিধি তোয়।
এমন কপট, দুষ্ট লম্পট শঠ,
হাতেতে সোঁপিলি মোয়॥
কাঁদিয়া যামিনী, পোহালাম আমি,
তুমি ত সুখেতে ছিলে।
রতিচিহ্ন সই, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখাতে এলে?
এই মিনতি রাখ, ঐখানে থাক,
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
নাহি করিবে পরশ॥
লোকমুখে কত, শুনিলাম যত,
প্রতীত আজি হল সব।
চণ্ডীদাস কয়, নাগর দয়াময়,
এত দয়ার স্বভাব?

ললিত।

আরে মোর আরে মোরসোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদরিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমায় এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূরে রহ (১) প্রণাম হামারি॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলি কেমনে?
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥ (২)

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমনে গোঁয়ারী॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখাল তারে এহেন পিরীতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলে মুখখানি মুছাই॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥

রামকেলি।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥

(১) পাঠান্তর—দূরে দূরে রহ বঁধু। প্রা কা সং।
(২) চোর ধরিলে কেবা ছাড়য়েএমনে? প্রা কা সং।

তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনী অসম্ভব বাণী ॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ ॥ (১)
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে (২)
কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে ॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে ॥

রামকেলি।

(শ্রীরাধিকার প্রত্যুত্তর)

ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে মরম কথা।
পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা ?
চোরের মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজবাসী ॥
চলিবার তরে, দেও উপদেশ,
পাথর চাপিয়া পীঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাবুকের ঘা,
তাহাতে লুনের ছিটে ॥
আরে না দেখিব, ও কাল মুখ,
ওখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে ॥
কেন দাঁড়াইয়া, পাপিনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যাও,
ধরমের থলী আছে ॥

ধানশী।

(পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ?
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগু-বিন্দু দেখিয়া সিন্দুর-বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

ধানশী।

ললিতা কহয়ে শুন হে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি ॥
শুন শুন ওহে রসিক-রাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥
শিশুকাল হইতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রইতে ধৈর্য্য ধরি ?
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরি পায় কি না পায় ॥
সোণা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে ?

(১) পাঠান্তর—"অসঙ্গত কৈলে কি লাভ শুনিতে না হয় সুখ।" প্রা: কা: সং।
(২) সহিব।

এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কথ মন শুদ্ধ নয়॥

মান।

ধানশী।

আপন শিরহাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর-শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়াণ॥
তপ বরত কত, করি দিন-যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল ধন, মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥
আরে সই কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া,
ছাড়িনু সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায়॥
জনম অবধি মোর,এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস, কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া?

সুহই।

শুন লো রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি?
মিছাই করবি মান।
তোবিনু জাগল কান।
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইল হরি॥
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান॥

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ, শ্যাম-অঙ্গ মুকুর পর,
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার॥
তুহুঁ এক রমণী, শিরোমণি রসবতী,
কোন্ ঐছে জগমাহ? (১)
তোহারি সমুখে, শ্যামসহ বিলসক (২)
কৈছন রস নিরবাহ॥ (৩)
ঐছন সহচরী, বচন হৃদয়ে ধরি,
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে, মান তেয়াগিল,
উলসিত দুহে দোহা হেরি॥
পুন সব জন মেলি,করয়ে বিনোদ কেলি,
পিচকারী করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস, আবীর যোগাওত,
সকল সখীগণ সাথে॥

ধানশী।

তার বাণী, শুনি বিনোদিনী,
প্রসন্ন বদনে কয়।
আমি ত কেবল, তোদের জীবন,
যা বল শুনিতে হয়॥
সখি, তোরা মোর কর এহি হিতে।
আর যেন কখন, না করে এমন,
পুছ উহায় ভালমতে॥

(১) তুমি রসিকা রমণীর শিরোমণি, তোমার তুল্য জগতের মধ্যে আর কে আছে?
(২) বিলাস করিবে। (৩) নির্ব্বাহ।

পুন যদি আর, এমত ব্যভার,
করয়ে এ ব্রজভূমে।
উহার প্রণতি, শ্রবণ-গোচরে,
না করিব এ জনমে॥
এত শুনি হরি, গলে বাস ধরি,
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনী, জনমে জনমে,
আমি আছি প্রেমে ঋণী॥
এত শুনি গোরী (১) দু বাহু পসারি,
বঁধুয়া করিল কোলে।
এইখানে হয়, রসামৃতময়,
চণ্ডীদাস ইহা বলে।

ধানশী।

কনক বরণ করিয়া মনে
ভ্রমই মাধব গহন বনে॥
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব?
রাই সুধামুখী কেমনে পাব?
এতেক কহিতে মিলল রাই।
চণ্ডীদাস তব জীবন পাই।

শ্রীরাগ।

আস সহচরী, কহে ধীরি ধীরি,
শুনহ নাগর-রায়।
অনেক যতনে, ঘুচাইলাম মনে,
ধরিয়া রাইয়ের পায়॥
তবে যদি আর, মান থাকে তার,
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন, মলিন দেখিলে,
ঘুচিবে এমন রোষ॥
তুরিত গমনে, এস আমা সনে,
গলেতে ধরিয়া বাস।
সো হেন নাগর, হইল কাতর,
দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ॥
রাই কমলিনী, হেরি গুণমণি,
বঁধুয়া লইয়া কোলে।
দুহুক হৃদয়, আনন্দ বাঢ়িল,
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

ছি ছি মনের লাগি, শ্যাম বঁধুরে,
হারাইয়াছিলাম।
শ্যামল সুন্দর, মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হৈলাম॥
শ্রীমধুমঙ্গলে (১) আনন্দ কুতূহলে,
ভুঞ্জাও ওদন (২) দধি।
হারাধন যেন, পুনহ মিলন,
সদয় হইল বিধি॥
নিজ সুখরসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে সুখ॥

সুহই।

ছি ছি দারুণ, মনের লাগিয়া,
বঁধুরে হারাইয়াছিলাম।
শ্যাম সুন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥

(১) শ্রীরাধিকা।

(১) "বিশেষ রহস্যকারী বিদূষক কৈল।
তার মধ্যে বিশেষত শ্রীমধুমঙ্গল॥
শ্রীকৃষ্ণ থাকেন যবে প্রিয়গণ সনে।
তথায় যাইতে পারে নর্ম্ম সখাগণে॥"
—ভক্তমাল।

(২) অন্ন।

সই, জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পাইয়া॥ ধ্রু
তোরা সখীগণ, করহ সিনান,
আনিয়া যমুনার নীরে।
আমার বঁধুর, যত অমঙ্গল,
সকলি যাউক দূরে॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আনহ সকালে,
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে, দেহ নানা ধনে,
আমারে সদয় বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুনহ নাগর,
এমন উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ, শতেক মনয়ে,
ইথে কি পরাণ রয়।

শ্রীরাগ।

রাইয়ের বচন, শুনি সখীগণ,
আনল যমুনা-বারি।
নাগর সুন্দর, সিনান করল,
উলসিত ভেল গোরী॥
ললিতা আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
পরায়ল পীতবাস।
পাইয়া বসন, হরষিত মন,
বসিলা রাইক পাশ॥
রাই বিনোদিনী, তেড়ছ চাহনি,
হানল বঁধুর চিতে।
নাগর সুন্দর, প্রেমে গরগর,
অঙ্গ চাহে পরশিতে॥
মনে আছে ভয়, মানের সঞ্চয়,
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে, না পায় সাহসে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

কলহান্তরিতা। *

ধানশী।

আসিয়া নাগর, সম্মুখে দাঁড়াইল,
গলে পীতবাস লৈয়া।
সে চাঁদ-বদনে, ফিরি না চাহিল,
তো বড় নিঠুর মায়া॥
সে শ্যাম নাগর, জগত-দুর্ল্লভ,
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে যার॥
তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা॥
অভিমানী হৈয়া, মোরে না কহিয়া,
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল, যতনে আপনি,
হানিলি আপন বুকে।
মনের আগুনে, মরহ পুড়িয়া,
নিভাইবা আর কিসে?
শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

---

* "মান অন্তে প্রিয়ের বিচ্ছেদে যে সূচনা।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতা-লক্ষণ॥
ভক্তমাল।"

বিভাষ।

উহাঁর নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছে' কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু॥
এনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহার কাজ।
এখন উহাঁর অনেক হলো'আমরা পেলাম লাজ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী-আদেশে।
উহার সনে লেহ করে তনু হইল শেষে॥

প্রবাস।*

সখি রে মথুরা-মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি, পুন না আসিল,
কুলিশ-পাষাণ হিয়া।
আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজমণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দলাল?
মিছা পরিহার, তাজিয়ে বিহার,
রহিব কতেক কাল?
চণ্ডীদাস কহে, মিছা আসা আশে,
থাকিব কতেক দিন?

* প্রবাসলক্ষণঃ—
"প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায়।
তাহাকেই রীত এই প্রবাস কহয়॥" ভক্তমাল।

যে থাকে কপালে, করি এককালে,
মিটাইব আখর তিন॥

সুহই।

কানু-অঙ্গ পরশে শীতল হবে কবে।
মদন-দহন জ্বালা কবে সে ঘুচিবে?
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে?
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে?
দুখ দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে?
চণ্ডীদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি?
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাটা,
তাহারে কেমনে রাখি?
জোয়ারের পানী, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিবে ফল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি, জানিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমশ্বাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

সিন্ধুড়া।

সহি রে বয়স বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবী-লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরা যতা। (১)॥
আমার মাথার কেশ,সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব-যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল॥
কোন সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর॥ (২)
যাও সহচরি, মথুরা-মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে, আইসে বা না আসে,
জানিয়া আইস হেথা॥
বিধুমুখী বোলে, সহচরী চলে,
নিদয় নিঠুর-পাশ।
সহচরী সনে, ভণয়ে ভয় সয়ে,
কবি বড়ু চণ্ডীদাস॥

কানড়া।

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর॥

সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিহি সে করল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহি যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে, আইসে করিবে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

মাথুর।

ধানশী।

শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ান ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বান্ধে॥
তারে প্রেম-সুধা নিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী,কাটিয়া আকুসি, (১)
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে,
কুবুজা রেখেছে ধরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজবিজে,
পেতে পারে কি না পারে॥

শ্রীরাগ।

বিরহ-কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।

(১) যত।
(২) আমার লোভী ভ্রমর—শ্রীকৃষ্ণ। লুবধ, লম্পট, লোভী।

(১) শিকলের কড়া যাহা দ্বারা পাখীর পা আবদ্ধ রাখা হয়।

নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়,
কহিনু তোহারি কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরি॥
কালিন্দী পুলিনে, কদম্বের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে,
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥
যখন হইনু, যমুনা পার,
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে,
রাই-দেহ হরি বলি॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তবে,
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই॥

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল?
কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল?
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহের (১) লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে মীঠ কি তীত।
সুমধুর পায়স, চিনি পরিহরি,
চিটাতে আদর এত॥
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার সোণার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল ঘাটে॥

(১) পিরীতির, স্নেহের।

সুহিনী।

হে কুবুজার বঁধু।*
পাসরেছ রাই মুখ-ইন্দু॥
হে পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥

বেলাবেলী।

রাইর দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥

* সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার বঁধু ভিন্ন জানিতেন না, মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ কুবুজাকে রাণী করিয়াছেন দেখিয়া সখী শ্লেষপূর্ব্বক কুবুজার বঁধু বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হয়ল সুধী॥
অব্ যতনে ধৈরয ধরি।
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি॥
আগে আগুয়ান করিয়া তাব।
সখী পাঠাওল কহিয়া সার॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে॥
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড চণ্ডীদাস তাহাই গায়।

ধানশী।

সই, জানি কু-দিন সু-দিন ভেল।
মাধব মন্দিরে, তুরিতে আওব,
কপাল কহিয়া গেল॥ ধ্রু
চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার।
প্রভাত সময়ে, কাক কোলাকুলি,
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবাব, নাম সুধাইতে,
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বূল, খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথায় ফুল।
চণ্ডীদাস কহে, সব সুলক্ষণ,
বিহি ভেল অনুকূল॥

ভাবসম্মিলন।

বেলাবেলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান॥
যাহার যেমন পিরীতি গাঢ়া।
তাহাবে তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হৈতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নয়ান জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
বাহির আব না করিব আমি।
এহ বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা॥
খাওইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে।
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা-তীরক বন।
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥

সুহই।

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলে লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ॥

মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ,পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই,
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহু ক মিলনে আজি, নিভাওল অনল,
পাওল বিরহক ওর॥
রতন-পালঙ্ক-পর, বৈঠল দুহু জন,
দুহু মুখ হেরই দুহু আনন্দে।
হরষ-সলিল ভরে, হেরই না পারই,
অনিমিখে রহল ধন্দে॥
আজি মলয়ানিল, মৃদু মৃদু বহত,
নিরমল চাঁদ প্রকাশ। (১)
ভাবভরে গদগদ, চামর ঢুলায়ত,
পাশে রহি চণ্ডীদাস॥

সুহই।

শুন শুন হে রসিক-রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদি যে তুয়া পায়॥
না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু. হেলায়ে হারায়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগ,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয়সখীগণ কহে, দেখ প্রাণসম,
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণ কহে, শ্যাম-সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে।
হামার গৌরব, তুহুঁ বাঢ়ায়লি,
অব টুটায়ব কে? (১)॥
তোহারি কারণ, গরবিণী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে,
পিরীতি কিসের সুখ?

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে.
প্রাণবঁধু হইও তুমি॥
অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে.
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে,
তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে.
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে.
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে, তাঁরা বলে কত,
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে,
দুকুল হইল হাসি॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের, চূড়ামণি হয়ে,
সদাই অন্তরে থাক॥

---

(১) এত দিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন হেতু মলয়ানিলবহে নাই এবং নির্ম্মলচন্দ্র উদয় হয় নাই, আজ তাঁহার আগমনে যেন মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহিতেছে এবং নির্ম্মল চন্দ্র উদয় হইয়াছে।

(১) আমার সম্মান তুমিই বাড়াইয়াছ, কে এখন ইহা লাঘব করিতে সক্ষম?

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণ,
বাঁধিব প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিচয় হইলাম দাসী (১)॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে?
এ কুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটী কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর। (২)
আঁখির নিমিষে, যদি নাহি হেরি,
গতি যে নাহিক মোর॥ (৩)
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ-রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ (১)

সুহই।

শুন হে চিকণ কালা!
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে,
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে,
লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে,
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন,
না পেলেম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত দুখ, প্রাণনাথ:
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জান হে তুমি॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি॥

(১) পাঠান্তর—"জাতি কুলশীল, সকল মজাঞা হইনু তোমার দাসী।" প্রা, কা, সং।
(২) পাঠান্তর—"অবলা অখলা না ঠেল চরণে, ত্রুটির নাহিক ওর।" প্রা, কা, সং।
বিভিন্ন পাঠ—"না ঠেল না ঠেল ছলে অখলে অবলা যে হয় উচিত তোর॥" প, ক, ল।
(৩) বিভিন্ন পাঠ—"অবলার ত্রুটি যদি, হয় কোটি ক্ষমিতে উচিত তোর।" প্রা, কা, সং।

(১) পাঠান্তর—"গলায় বসন, করি নিবেদন, শুন হে রসিক-রায়। চণ্ডীদাস কহে, অনুগত জন, ছাড়িতে উচিত নয়।" প্রা, কা, সং

মায়ের যেমন, বাপার তেমন,
তেমতি ব্রজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে।
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, কথন কহিলে
তুলনা নাহিক তার।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব বাধা॥
পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইয়া,
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পিরীতি কেমন জ্বালা॥

সুহই।

শুন সুনাগর, করি যোড কর,
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে, ভাঙ্গে নাহি যেনে,
নবীন পিরীতিখানি॥
কুল শীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন, পরশ রতন
সঁপেছি চরণতলে॥
তিনহি আখর, করিয়ে আদর,
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ, না করে নৈরাশ
সদাই পূরিবে তুমি॥
তুমি রসরাজ, রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে, জনমে জনমে
বিমুখ না হও তুমি।

সুহই।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান।
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মম নাহি আন তায়॥

কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোক,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা, অসতী, তোমার বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণখানি॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

রাই! তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারিদিক্ হেরি,
যেমত চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডীদাস্ কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয়?
এমত পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয়॥

সুহই।

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

অনেক সাধের, পরাণ-বঁধুয়া,
নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির, শোভা গাঁথিয়া,
হিয়ার মাঝারে লব॥
তুমি হেন ধন, দিয়াছি যৌবন,
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিবা ধনে আর, অধিকার কার,
এ বড় গৌরব মনে॥
বাড়িতে বাড়িতে, ফল না বাড়িতে,
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে, ভূমে না ফেলাও,
এই নিবেদন তোরে॥
এই নিবেদন, গলায় বসন,
দিয়া কহি শ্যাম-পায়।
চণ্ডীদাস কয়, জীবনে মরণে,
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায়॥

সুহই।

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শতকোটি,
সকলি করিবে ক্ষমা॥

না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোহা বঁধু বিনে,
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি।

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন, কিছুই না জানি,
সদাই ভাবি হে তোরে॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি॥
যাওত পিরীতি, মদন বেয়াধি,
তনু মন হলো ভোর।
সকল ছাড়িয়া, তোমারে ভজিয়া,
এ দশা হৈল মোর॥
নব সন্নিপাতি, দারুণ বেয়াধি,
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে, ডুবায়ে আমারে,
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু জানি, সব জান তুমি,
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া, নায়ে কড়ি দিয়া,
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ পাথার, না জানি সাঁতার,
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
যে হয় উচিত তোর।

ভূপালী।

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে,
দেখা না পাইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিযা যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল?
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে।

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জপিতে তোমার নাম, বংশীধারী অনুপাম,
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরি,
আইনু গোকুলপুরী,
বরজমণ্ডলে পরকাশ।

ধনি, তোমার মহিমা জানে কে ?
অবিরাম যুগ শত, গুণ গাই অবিরত,
গাহিয়া করিতে নারি শেষ ॥
গঞ্জন বচন তোর, শুনি সুখে নাহি ওর,
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমলআঁখি, তেরছ নয়নে দেখি,
বিকাইনু জনমে জনমে ॥
তোমা বিনু যেবা যত,
পিরীতি করিনু কত,
সে পিরীতে না পূরিল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু, স্বতন্ত্র না হৈ তনু,
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥

—

সুহই।

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

শ্যাম সুন্দর, স্মরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার ॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম দাসী হলো রাধা ॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চশর,
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব শ্যামেরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥

—০—

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা ॥
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়ানতারা।
গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
নয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে, দোঁহার পিরীতি,
পরাণে পরাণ বাঁধা ॥

—

কল্যাণী।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়নতারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে ! ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে,
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবা ক্ষমা ॥

গলায় বসন, আর নিবেদন,
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাস ভণে, ও রাঙ্গা চরণে,
দয়া না ছাড়িও রাই ॥

——

রাগাত্মিক পদ।*

—০—

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে ॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥
ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষটি সনে ॥
বস্তুতে গৃহেতে, করিয়া একত্রে,
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যজিতে,
সহজের এই রীতি ॥

* রসিক ভক্তগণের সাধন-প্রণালীর নাম "রাগাত্মিক।" রসিক ভক্তেরা "রাগানুগ" ভক্ত।

দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে। (১)
এই কথা মনে, ভাবি রাত্রি দিনে,
আনন্দে থাকিতে তবে ॥
রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক-ঝিয়ারি,
রামিণী নাম যাহার ॥
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না, না জানে যে জনা,
সেই সে করিল ভূত ॥

——

শুন রজকিনি রামি।
ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বাগ্বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা।

(১) বস্তু শব্দে পৃথিবী কহি একুন আকার।
আছে সে গুহ্যদেশে প্রকৃতি সবার ॥
গৃহ শব্দে আলয় কহি পুরুষের অঙ্গ।
বস্তুতে গৃহেতে যুক্তি করি পঞ্চবাণ সঙ্গ ॥
* * *
* * *
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খোদিবে
ভীমরুল বরুল উঠিবে ধন নাহি পাবে ॥
* * *
* * *
দক্ষিণে খোদিবে যদি শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ অনুরাগ হীন নরক নিশ্চয়।
দক্ষিণের নায়ক যেই স্বসুখ সহিতে।
ভীমরুলাদি পুত্রকন্যা উঠিবে তাহাতে ॥
তাহার সহিত যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়?
বিবাহ করিতে মানা বাশুলী কহয় ॥
নিবর্ত্তবিলাস—চতুর্থ বিলাস।

তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥
এক নিবেদন, করি পুনঃপুন,
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন,
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন,
তুমি দেবমাতা গায়ত্রী।
তুমি বাগবাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল পর্ব্বত,
তুমি সে নয়নের তারা ॥
তোমা বিনা মোর, সকল আঁধার,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি, ও চাঁদবদন,
মরমে মরিয়া থাকি ॥
ও রূপমাধুরী, পাসরিতে না পারি,
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র,
তুমি উপাসনা রস ॥
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
ধোপানী-চরণ সার ॥

পুন আরবার, আসি তারাতার,
রামিণী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিণী, কহিছেন বাণী,
শুনহ আমার কথা ॥
যাহা কহি বাণী, শুনহ রামিণী,
এ কথা ভুবন পার।
পরকীয়া রতি, করহ আরতি,
সেই সে ভজন সার ॥
চণ্ডীদাস নামে, আছে একজন,
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে, নিত্যধাম পাবে,
আমার বচন ধর ॥
নেত্রে বেদ দিয়া, (১) সদাই ভজিবা,
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্রে (২) ছাড়িয়া, নরকে যাইবা,
ভজন নাহিক হবে ॥
আর তিন দিয়া, বেদে মিশাইয়া, (৩)
সতত তাহাই যজ।
নিত্য একমনে, ভাব রাত্রি-দিনে,
মম পদ সদা ভজ ॥
ব্যভিচারী হৈলে, প্রাপ্তি নাহি মিলে,
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
সহজে পাইবে তবে ॥

(১) নেত্র—(তিন) পিরীতি। "বেদ"—(চারি) রাধাকৃষ্ণ।
(২) সমুদ্র—(সাত) রাধাকৃষ্ণপিরীতি।
"তিন"—রমণ। } শ্রীকৃষ্ণ।
(৩) "বেদ"—(চারি) বৃন্দাবন। }

আর এক বাণী, শুনহ রমণী,
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
এই কথা পাছে কেহ শুনে॥

কহিছে রজকিনী রামী,শুন চণ্ডীদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা,সত্য করি মান তাহা,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥
আমি ত আশ্রয় হই, বিষয় তোমার কই,
রমণকালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান,
তেঞি সে তোমার গুরু করি মানি।
সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব,
থাকিব প্রণয় রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা,হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া,মন-পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংসপ্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে, আনন্দে কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে তুয়া পাব॥
শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু,
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥

চণ্ডীদাসে কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥
যে প্রেম রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িও কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু নাহি জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
একদেহ হয়ে নিত্যতে যাবে॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিতা হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেলা॥

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন-কথা॥
সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি। *
সে তিন রহয়ে কাহার গতি॥

* সাতাশী—পঞ্চবাণ,অর্থাৎ মদন, মাদন, শোষণ, উন্মাদন ও স্তম্ভন। পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান,উদান,ব্যান। পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, ব্যোম। পঞ্চভাব অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ
দশ ইন্দ্রিয়
দশ দিক্
দশ দশা যথা—
চিন্তাত্র জাগরুদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রমাদো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুদশা দশঃ।
নবধাঙ্গ ভক্তি ও আত্মভাব এই দশ। যথা—শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চন বন্দন,পদসেবন দাস্য সখ্য নিবেদন এবং স্বীয় ভাব।
অষ্টদিক যথা—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নৈঋত বায়ু অগ্নি ও ঈশান।
অষ্টকাল। যথা—প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন অপরাহ্ণ প্রদোষ মধ্যরাত্রি নিশান্তক।
ছয় রিপু।
সাতাশী উপর তিন— রতি সামর্থা সাধারণী ও সামঞ্জসা।
গতি—অধিকার।
সামর্থা—শ্রীরাধিকা ও গোপীগণ।
সাধারণী কুব্জা ও কুব্জিকাগণ।
সামঞ্জসা—রুক্মিণী প্রভৃতি।

এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥
রতির আকৃতি বলিয়া যারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ সাধে॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয়॥
সামান্য রসকে কি রস যজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥
তিনটী দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে॥
চণ্ডীদাস কহে কহরে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে॥

এ দেহ সে দেহ একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥
সে বীজ যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥
রতিতে রসেতে একতা করি॥
সাধিয়ে সাধক বিচার করি।
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি।
সাধহ সতত রজক-ঝি॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটী দুয়ার তাহার পর॥
বীজ মিশাইয়া রামিণী যজ।
রসিকমণ্ডলে সতত ভজ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে॥
বাশুলী কহয়ে এই সে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়॥
বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ।
প্রথম (১) দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় (২) দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় (৩) দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আখরে সাধিবে তিনে।(৩)
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী (৫) আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে (৬) বাণকে (৭) ভজি॥
দ্বিতীয় (৮) আখরে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥

(১) প্রথম দুয়ারে—সামর্থা।
(২) দ্বিতীয় দুয়ারে—সাধারণী।
(৩) তৃতীয় দুয়ারে সামঞ্জস।
(৪) তিন—পিরীতি।
(৫) তিনটী আখর—কন্দর্প।
(৬) পঞ্চম আখর—শান্ত দাস্য,সৌখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য।
(৭) বাণ—মদন।
(৮) দ্বিতীয় আখর—রাগাত্মিক ও রাগানুগতা।

চতুর্থ (১) আখর সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রসসমুদ্র বেদান্ত পার॥

স্বরূপে আরোপ যার,রসিক নাগর তার,
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।
গুরুদেব বাশুলীরে,জিজ্ঞাসে গে করযোড়ে,
রামী কহে শৃঙ্গার-সাধন॥
চণ্ডীদাস করযোড়ে,বাশুলীর পায় ধরে,
মিনতি করিয়া পুছে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি, বেউল(২)হইনু অতি,
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী॥
হাসিয়ে বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রাম্যদেবতা আমি,ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাসগে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী,হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা-স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু,সেহ রসের কল্পতরু,
তার সনে দাস অভিমান॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা,কহিলে সাধন কথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন গুরু, সেই রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥

এই রসের নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইল জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে তাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাস কহে রসের রতি॥

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে।
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের (১) বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশিযোগে শুকসারী সেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী-কৃপায়॥

---

(১) চতুর্থ আখর—রস ও রতি।
(২) ব্যাকুল।

(১) কপটের।

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস-সার শৃঙ্গার এ ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে ।
মরম বুঝিয়া ধরম যাজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে যারা ।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
কিশোরা কিশোরী দুইটী জন ।
শৃঙ্গার রসের মুরতি হন ॥
শুক্ল বস্তু এবে বলিব কায় ।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায় ॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে ।
শুক্ল বস্তু সদা সেই যজে ॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে,
কেহ ত রসিক নয় ।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিক হয় ॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে ।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলি যে তারে ॥
রস পরিপাটি, সুবর্ণের ঘটি,
সম্মুখে পুরিয়া রাখে ।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিলে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে ॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলি পুরিয়া খায় ।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাঢ়য়ে,
উছলিয়া বহি যায় ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন রসবতি,
তুমি সে রসের কূপ ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ ॥

রসিক নাগরী রসের মরা ।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥
অবলা মুরতি রসের বাণ ॥
রসে ডুবু ডুবু রসের পরাণ ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে ।
দরশ বাঢ়ায়া পরশ মাগে ॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ ।
চণ্ডীদাস কহে রসবিলাস ॥

রসের কারণ, রসিকা রসিক,
কায়াটী ঘটনে রস ।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত,
যাহাতে প্রেমবিলাস ॥
স্থূলত পুরুষে, কাম সূক্ষ্ম গতি,
স্থূলত প্রকৃতি রতি ।
দুঁহুক ঘটনে, যে রস হোয়ত,
এবে তাহে নাহি গতি ॥
দুঁহুকে ঘোটন, বিনহি কথন,
না হয় পুরুষ নারী ।
প্রকৃতি পুরুষে, যো কছু হোয়ত,
রতি প্রেম পরচারি ॥
পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক বশ যে পিয়ে ।
রতিসুখকালে, অধিক সুখছি,
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥
দুঁহুক নয়নে, নিকষয়ে বাণ,
বাণ যে কামের হয় ।

রতির যে বাণ, নাহিক কখন,
তবে কৈছে নিকষয় ॥
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
সলিল প্রণয়পাত্র।
কুল কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়,
পচনে পিরীতি মাত্র ॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া,
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাসে উপজে,
তাহাতে রস যে কয় ॥
বাশুলী-আদেশ, চণ্ডীদাস তথি,
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তথন,
ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মূরতি,
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায় ॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই,
সদাই অনল জলে।
আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল বলে ॥
মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছটফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায় ॥
তাহার মরণ, জানে কোন জন,
কেমন মরণ সেই।
যে জন জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাঁটিয়া লেই ॥
টুটিলে মরণ, জীয়ে দুই জন,
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি, করে ছটফটি,
চণ্ডীদাসে ইহা ভণে ॥
প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন,
অতি সে নিগূঢ় রস।
যথন সাধন, করিবা তথন,
এড়ায় টানিবা শ্বাস ॥
তাহা হইলে, মন-বায়ু সে,
আপনি হইবে বশ।
তা হইলে কথন, না হইবে পতন,
জগৎ ঘোষিবে যশ ॥
বেদবিধি পর, এমন আচার,
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্য ধন, পায় সেই জন,
তাহার উপর কে ॥
সদানন্দ হয়ে, নয়নে দেখায়ে,
যুগলকিশোর-রূপ।
প্রেমের আচার, নয়ন গোচর,
জানয়ে রসের কূপ।
চণ্ডীদাস কয়, নিত্য বিলাসময়,
হৃদয়ে আনন্দ ভরা।
নয়নে নয়নে, থাকে দুই জনে,
যেন জীয়ন্তে মরা ॥

শুন শুন দিদি, প্রেম সুধা নিধি,
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার, গভীর গম্ভীর,
উপরে শেহালাদল ॥
কেমন ডুবারু, ডুবেছে তাহাতে,
না জানি কি লাগি ডুবে।

ডুবিয়া রতন, চিনিতে নারিলাম,
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥
আমি মনে করি, আছে কত ভারি,
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন, কিশোর কিশোরী,
চমকি চমকি হাসে ॥
সখীগণ মেলি, দেয় করতালি,
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে, রূপে মিশাইয়া,
ভাবিয়ে দেখিলে হয় ॥
ভাবের ভাবনা, আশ্রয় যে জনা,
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে, জগত তরায়,
তাহাকে তরাবে কে ॥
চণ্ডীদাস বলে, লাখে এক মিলে,
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ করুণা, যাহারে হইয়াছে,
সেই সে সহজ বান্ধা ॥

—

আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন, করিব যতন,
যদি সমানে সমানে হয়।
সখি হে পিরীতি বিষম বড় ॥
যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে,
তবে সে পিরীতি দড় ॥
ভ্রমর সমান, আছে কত জন,
মধু-লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি, উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত ॥
বিধুর সহিত, কুমুদ পিরীত,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে ॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে, যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর ॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লৈয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

—

সুজনের সনে, আনের পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত, দন্তের পিরীত,
সময় পাইলে কাটে ॥
সখী হে কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
গরলে ভরিল দেহা ॥
বিষম চাতুরী, বিষের গাগরি,
সদাই পরাধীন।
আত্ম-সমর্পণ, জীবন যৌবন,
তথাচ ভাবয়ে ভিন ॥
সকাম লাগিয়া, ফেরয়ে ঘুরিয়া,
পরতন্ত্রে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী, মধু পান করি,
শেষে উড়িয়া পলায় ॥
সখী না কর পিরীতি আশ।
ঝাটিয়া পিরীতি, কেবল কুরীতি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

—

শুন গো সজনি আমারি বাত।
পিরীতি করিব সুজন সাথ ॥

সুজন পিরীতি পাষাণ রেখ্।
পরিণামে কভু না হয় টেট্॥
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি রীত।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীত॥
নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমত রীত॥
এখানে সেখানে এক হইলে।
সহজ পিরীতি না ছাড়ে মৈলে॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥
চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত।
বুঝিয়া নাগরী করহ প্রীত॥

পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
তাহার উপরে ভাব।
ভাবের উপরে, ভাবের (১) বসতি,
তাহার উপরে লাভ (২)॥
প্রেমের মাঝারে, পুলকের স্থান,
পুলক উপরে ধারা। (৩)
ধারার উপরে, ধারার বসতি,
এ সুখ বুঝয়ে কারা॥
ফুলের উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ উপরে, এ তিন আখর,
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ॥
কুলের উপরে, কুলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি,
ইহা জানে কেউ কেউ॥
দুখের উপরে, দুখের বসতি,
কেহ কিছু ইহা জানে।
তাহার উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥
সতের সঙ্গে, পিরীতি করিলে,
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস, অঙ্গেতে লাগিলে,
সকলি পলায়ে যায়॥
সোণার ভিতরে, তামার বসতি,
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে, বৈদিক থাকিলে,
রসিক নাহিক লেখি॥
রসিকের প্রাণ, যেমতি করয়ে,
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে, এমতি বুঝিয়া,
মরম কহিব কারে॥
এমতি করণ, যাহার দেখিব,
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডীদাস কয়, জনমে জনমে,
হয়ে রব তার দাসী॥

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কায়।
কেমন বরণ, কিসের গঠন,
বিবরিয়া কহ তায়॥
শুনি নন্দসুত, কহিতে লাগিল,
শুন বৃষভানু-ঝি!

(১) "ভাব—মধুর (মাধুর্য্য)
(২) 'লাভ" প্রেম।
(৩) "ধারা" কারুণ্যামৃত লাবণ্যামৃত।

সহজ পিরীতি, কোথা তার স্থিতি,
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥
আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সরির,
প্রেমবিন্দু উপজিল।
গন্ধ পন্থ হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল ॥
বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার ॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই ॥

———

সহজ (১) সহজ, সবাই কহয়ে,
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে ॥
চন্দের (২) কাছে, অবলা (৩) আছে,
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে, মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার, একটী দুয়ার,
ভিতরে তিনটী আছে।
চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া,
থাকিবে একের কাছে ॥
যেন আম্রফল, অতি সে রসাল,
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন, বুঝে যেই জন,
করহ তাহার আশা ॥
রূপ করুণাতে, পারিবে মিলিতে,
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস, পূরিবেক আশ,
তবে ত খাইবে সুধা ॥

(১) প্রণয়।
(২) চান্দ—কৃষ্ণচন্দ্র।
(৩) অবলা—গোপীগণ।

———

সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে ॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই ॥
রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে ॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা।
বুঝিলে পাইবে মনের ব্যথা ॥

———

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যে জন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
জানিবে ভজন সার।
রাগমার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার ॥
মৃত্তিকা উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, পিরীতি বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ ॥
রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে,
রস উদগারিল কে ?

সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া,
গোলোকে রহিল সে॥
পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া দেখ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি সাধক হই॥
পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

সাধন শরণ, এ বড় কঠিন,
বড়ই বিষম দায়।
নব সাধু সঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ,
জীবের জনম তায়॥
অনর্থ নিবৃত্তি, সতে দূর গতি,
ভজন ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি, হয় দিবা রাতি,
হয় যে যাহাতে প্রীতি॥
আসক উকত, সবে দূরগত,
সদ্গুরু আশ্রয়ে হবে।
রতি আস্বাদন, করহ যতন,
সখীর সঙ্গিনী হবে॥
দেহ রতি কয়, কুপত রতি হয়,
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাসে কয়, বিনা দুখে নয়,
কিশোরী চরণ দেখে॥

কাতরা অধিক, দেখিয়া রাধিকা,
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনি, ব্যাকুল হইলে,
ধরম সরম যায়॥
ধনি, কহব তোমার ঠাঞি।
পরকীয়া রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাঞি॥
যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে,
বলিবি পূরবমুখে।
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
থাকিবি মনের সুখে॥
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি,
তবে ত রসিকরাজ॥
যে জন চতুর, সুমেরু শিখর,
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে,
এ রস মিলয়ে তারে॥
পিরীতি যা সনে, আদর সে ধনে
সতত না লবি ঘরে।
অন্তরে পরাণ, বাটিয়া দেওবি,
বাহিরে বাচিবি পর॥
বেদ বেদান্তর, না করিবি বিচার,
না লৈবি বেদে বিরস।
হইবি সতী, না হবি অসতী;
না হবি কাহার বশ॥

হইবি কুলটা, কুল ত্যজিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি, হেমকান্তি রতি,
স্বপতি ভাবিবি লেহা ॥
কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি,
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি, জল না ছুঁইবি,
সমর দুঃখ সুখ ক্লেশ।
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
বাশুলী-চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাঁটিবি,
না ছুঁইবি হাঁড়ি।

মরম কহিতে, ধরম না রয়,
নাহি বেদবিধি রস।
সতী যেই হইবে, আগুনি খাইবে,
না হইবে অন্তের বশ ॥
যে জন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয়-মাঝারে নায়ক লুকায়ে,
ভবনদী হয় পার ॥
কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে,
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি।
পাইয়া কাম রতি, হবে অন্তপতি,
তাহাতে বলাব সতী ॥
স্নান না করিব, জল না ছুঁইব,
আলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব, নীরে না তিতিব,
নাহি দুঃখ সুখ ক্লেশ ॥
রজনী দিবসে, হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্রে থাকিব, নাহি পরশিব,
ভবানী পরের দেহা ॥
অন্তের পরশে, সিনান করিব,
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস, এ বড় উল্লাস,
থাকিব যুবতি মাঝে ॥

হইলে সুজাতি, পুরুষের রীতি,
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় লইলে, সিদ্ধ রতি মিলে,
কখন বিফল নয় ॥
তেমতি নায়িকা, হইল রসিকা,
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায়, স্বজাতি ধরায়,
যেমত কাচপোকা করে ॥
সহজ করণ, রতি নিরূপণ,
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেই ত রসিক, হয় ব্যবসিক,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন ॥
পূর্ব্বরাগ হইতে সীমা সমৃদ্ধিমান্ আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি ॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হইয়া করয়ে প্রকাশ ॥
কন্যার বিবাহ আর অন্তের উপপতি।
ভাবভেদ এই হয় চব্বিশ রস রীতি ॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই ॥
এই সব নাম ভেদ নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ ॥

এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাস কহে রস ভেদ এক পত্রে॥

নায়িকা সাধন, শুনহ লক্ষণ,
যেরূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কষ্ঠের সম, করিয়া সাধই,
আপনার দেহ করিতে হয়॥
সেকালে রমণ, অতি নিত্য করণ,
তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ, রতির গঠন,
তখন দেখিতে পাবে॥
সে রতির সাধন, করেন যে জন,
সেই সে রসিক সার।
ভ্রমর হইয়া, সন্ধান পূরিয়া,
মরম বুঝয়ে তার॥
তাহার উপর, জলদ বরণ,
রবির বরণ হয়।
সাধিতে সে রতি, কাহার শকতি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

সজনি শুন গো মানুষের কাজ।
এ তিন ভুবনে, সে সব বচনে,
কহিতে বাসিবেক লাজ॥
কমল-উপরে, জলের বসতি,
তাহাতে বসিল তারা।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
পরাণে হানিতে হারা॥
সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল,
ভ্রমর ধরি ফুল।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
হারায়াছে জাতি-কুল॥

হরিণ দেখিয়া, বেয়াধ পলায়,
কমলে গেল সে ভৃঙ্গ।
যমের ভিতরে, আলসের বসতি,
রাহুতে গিলিছে চন্দ্র॥
সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল,
এ কথা বুঝিবে কে?
চণ্ডীদাস কহে, রসিক হইলে,
বুঝিতে পারিবে সে॥

সে কেমন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে, নায়কে লুকাইয়া,
ভবনদী হয় পার॥
ব্যভিচারী নারী, না হবে কাণ্ডারী,
নায়কে বাছিয়া লবে।
তার অবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষধর্ম্ম যাবে॥
সে কেমন পুরুষ, পরশ রতন,
সেবা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পাড়িলে,
পরশ পাষাণময়॥
সাতের বাড়ীতে, ক্ষীরোদ নদী,
নারায়ণ শুভ যোগ।
সেই যোগেতে, স্থাপন করিলে,
হয় রজনী মনহা যোগ।
রমণ ও রমণী, তারা দুইজন,
কাঁচা পাকা দুই থাকে।
এক রজ্জু, খসিয়া পড়িল,
রসিক মিলয়ে তাকে।
মনের আগুন, উঠিছে দ্বিগুণ,
তোলা পাড়া হলে সার।

চণ্ডীদাস কহে, ধন্য সে নারী,
তলাটে নাহিক আর ॥

নারীর স্বজন, অতি সে কঠিন,
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি, নারিকেল বিধি,
বিষামৃতে একত্রে রয় ॥
যেমত দীপিকা, উজরে অধিকা,
ভিতরে অনলশিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘূরিয়া,
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
জগৎ ঘুরিয়া, তেমতি পড়িয়া,
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান,
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥
হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক,
মৃণাল দগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে, কোথা প্রেম মিলে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

এ তিন ভুবন ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পারে শকতি ॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয় ॥
সাক্ষাত নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয় ॥
কহয়ে চণ্ডীদাস বুঝায়ে এে।
ইহার অধিক পুছয়ে যে ॥

রাগের ভজন, শুনিয়া বিষম,
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগমতে, লোভে বাড়ে চিত্তে,
সে সব গ্রহণ করে ॥
ছাড়িতে বিষম, তাহার স্মরণ,
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব, অলৌকিক সব,
লৌকিকে কেমন করে ॥
করিয়া গ্রহণ, না করে যাজন,
সে কেন সাধন করে।
বুঝিতে না পারে, আনা গোনা করে,
ফাঁপরে পড়িয়া মরে ॥
তার এ কুল ও কুল, দুকুল গেল,
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয়, সে দেব নয়,
তাহারে তরাবে কে ॥

এ রূপ মাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে ॥
তিনটী দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ-নগরে তাহার বাস ॥
প্রেম-সরোবরে দুইটী ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা ॥
দুই ধার যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক-যুগল দেখে ॥
প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে আন।
নিরবধি রসিক করয়ে পান ॥
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাক্ষী।
এ রূপ-সাগরে ডুবিয়া থাকি ॥

স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম,
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে, কার্য্যসিদ্ধি,
কেমনে সাধকে কয় ॥

কেবা অনুগত, কাহার সহিত,
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত, মুঞ্জরী সহিত,
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
দুইচারি করি, আটটা আঁখর (১),
তিনের (২) জনম তায়।
এগার আঁখর (৩), মূল বস্তু (৪) জানিলে,
একটী আঁখর (৫) হয়॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপর, মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই॥

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে॥
নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥
সেই পূর্ণ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃতধারা তার নাম কৈল ধার্য্য॥
লাবণ্যামৃত স্নান কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥
সংক্ষেপে কহিনু তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥

---

(১) আটটা আখর—অষ্ট সখী। ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুখদেবী এই অষ্টসখী॥

(২) তিন—পিরীতি।

(৩) এগার আখর—দশ ইন্দ্রিয় ও মন।

(৪) মূল বস্তু—সেব্য।

(৫) একটী আখর—ক (কৃষ্ণ)।

রতির করণ, রবির কিরণ,
যেমত জলের লাগে।
অন্তরে অন্তরে, শুষ্ক করে তারে,
আকর্ষয়ে উর্দ্ধভাগে॥
পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি,
সে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষের যুতে, নায়িকার রীতে,
যেমতে সংযোগ পায়॥
পুরুষ সিংহেতে, পদ্মিনী নারীতে,
সে সাধন উপজয়।
স্বজাতি অনুগা, সোণাতে সোহাগা,
পাইলে গলিয়া যায়॥
যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি
কুজাতি পুরুষের ধরে।
কণ্টকে যেমত, পুষ্প হয় ক্ষত,
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥
পুরুষ তেমতি, নারী হীনজাতি,
রতির আশ্রয় নয়।
ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

আমার পরাণ, পুত্তলি লইয়া,
নাগর করে পূজা।
নাগর পরাণ, পুত্তলি আমার,
হৃদয়-মাঝারে রাজা॥
আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম, দুর্গম সুগম,
শ্রবণ নয়ন মনে॥
এই সাত নদী, অন্তর অবধি,
এই সাত যে দেশে নাই।

সে দেশ তাহার, বসতি নগর,
এ দেশে কিমতে পাই ॥
এ সব করণ, করে যেই জন,
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সে জন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি ॥
হ্রীং সে অক্ষর, তাহারি উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী জিনি তার স্বর ॥
দুন্দুভি বাঁশীটা, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভবনে ব্যক্ত,
সখীর সঙ্গিনী সে ॥
এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন সুতা দিয়া, তাহার চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে,
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল ॥

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন ॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ
মাৎসর্য্য দম্ভ ॥
দশ ইন্দ্র কত তারা হয় ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাঙ্কক॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক্ চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব-নিরূপণ ॥
কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পূরি ॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল ॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ॥
হৃদ-পদ্ম নির্ম্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশ হয় নাভিমূলে ॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম-সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর ॥
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।

* * * *

স্থূল মূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত ॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহমধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃদপদ্ম দ্বাদশদল কয় ॥
সহস্র দল অষ্ট দেহমধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয় ॥
ষটচক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড ॥
দন্ত দুই পার্শ্বেতে ইড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যস্থিত সুগমন সদা প্রবল বহে ॥
মূলচক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে হয় লীলার সধার ॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে হয় পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার ॥
প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান ॥
কণ্ঠ পরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান ॥

চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ নাভিপদ্মে আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে॥

———

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্রদল পদ্ম কয়॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদিমধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে শতদল॥
লিঙ্গমূলে ষড়দল চতুর্দ্দল গুহ্যমূলে।
বস্তুভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে॥
সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়।
বোধিযোগ এই তত্ত্বে কয় ত নিশ্চয়॥

———

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আঁখর তাহার চিন॥

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এইরূপ, যথা—

চৌদ্দ ভুবন—সপ্তম স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।
ভুবন তিন—ব্রজ, গোলোক ও দ্বারকা।
সপ্ত আখর—রাধা, রমণ কুঞ্জ।

দুইটী আঁখরে সদা পিরীতি।
তিনটী পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর॥
কনক-আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপনকালে॥
তাপিত জনে জেন সে আনন্দ পায়।
শীত-ভীত জন ভয়ে পালায়॥
পঞ্চ রস আদি একত্রে মিলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি॥

দুইটী অ খর—রাধা
তিনটী আখর—রমণ।
নির্জ্জন কানন ইত্যাদি—রাধারমণ, পরে কুঞ্জ।
অষ্টম আখর"—"স্থ" অর্থাৎ রাধারমণ কুঞ্জস্থ।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এই ;—

চৌদ্দ ভুবন—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চারি অন্তরেন্দ্রিয়।

—ভ বিন্যাস। ইহা সপ্তাক্ষরবিশিষ্ট। বীত্যানুসারে এ স্থলে অক্ষরগণনা হইয়াছে তৎপরে, —আখর তিন।"

"দুইটী আখরে ভাব" ইহাতে সর্ব্বদা প্রীতি বিরাজ করে।

"তিনটী পরশ"—বিলাস। ইহাই রতির কারণ।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—হৃদয়রূপ নির্জ্জন কাননস্থিত পঞ্চভূত আত্মার পর বা কান্তি ও বিলাসের পর দুইটী আঁখর ভাব।"

"কনক আসন" ইত্যাদি—ষট্‌চক্রমতে হৃদয়স্থিত রত্নবেদিকায় অভিন্ন মদন শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহ বিরাজ করেন।

পঞ্চরস—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য।

অষ্ট আঁখর একত্র যবে।
কনক-আসন জানিবে তবে।

অষ্টম আঁখর ইত্যাদি—ভাব কান্তি বিলাসের পর 'জ্ঞ'' বুঝাইতেছে এবং তদীয় অধিষ্ঠান বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে এবং তদীয় অধিষ্ঠান বশতই হৃদয় কনক-আসনরূপে ব্যক্ত হয়।

পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিশেষ কয়।।

পঞ্চরস ইত্যাদি—প্রাগুক্ত পঞ্চরসমধ্যে চণ্ডীদাসের মতে মাধুর্য্য শৃঙ্গার রস প্রধান। তৎপ্রমাণে ''সব রস সার শৃঙ্গার এ'' ইত্যাদি পদ।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত পাকুলীপুরগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত জীউলাল মজুমদারের প্রতিপাদিত অর্থের কতকাংশ এই—

চৌদ্দভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও পাতাল। ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক মহর্লোক জনলোক তপোলোক ও সত্যলোক এই সপ্ত স্বর্গ। অতল বিতল সুতল তল তলাতল রসাতলও পাতাল এই সপ্তপাতাল।

ভুবন তিন—গোলোক বৈকুণ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।

মনসিজ রাজা— অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ।

পরিশিষ্ট

(শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য)

বরাড়ী।

দেয়াশিনী-বেশে সাজি বিনোদবর।
ধীরি ধীরি করি চলে হরিষ অন্তর॥
গোকুলনগরে এই শব্দ উঠিল।
একজন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল॥
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গমন।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণ-কমলে।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়নের জলে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মন আনন্দে বাড়িল।
কোথা হইতে আইলা তুমি এ ব্রজমণ্ডল॥

শ্রীরাগ।

মথুরাপুরেতে, কপটে বলয়ে শ্যাম,
আইলাম এই বৃন্দাবনে।
মম মনে বাঞ্ছা এই, সকল তোমারে কই,
শুন শুন বলি তোমা স্থানে॥
দেবী আরাধনা করি,
ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি,
আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ।
হই আমি তীর্থবাসী,
সদাই আনন্দে ভাসি,
এই সত্য বলি হে বচন॥
জিজ্ঞাসা করিলা যেই,
তাহাতে তোমারে কই,
ব্রজমাঝে রব কিছুকাল।
ইহা বলি দেয়াশিনী, চলে পুন একাকিনী,
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল॥

রাই রাখাল।

ধানশী।

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি॥
বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটী বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।
পীতধড়া পর সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি॥
নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে, আনন্দিত হয়ে মনে,
জিজ্ঞাসি কোথা ভানুপুর।
দেখিব তাহার ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম,
রস লাগি রসিক চতুর॥

সুহই।

কেহ হও দাম, শ্রীদাম সুদাম,
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে, নরবর সনে,
কাননে করিব দেখা॥

পর পীতধড়া, মাথে বান্ধ চূড়া,
বেণু লও কেহ করে।
হারে রে রে বোল, কর উচ্চ রোল,
যাইব যমুনা-তীরে॥
পর ফুলমালা, সাজহ অবলা,
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম, সাজ বলরাম,
যাইতে হইবে সবে॥
যোগমায়া তখন, কহিছে বচন,
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডীদাস ভণে, দেখি গে নয়নে,
আমি তব সঙ্গে যাই॥

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী (১) সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনি।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥
বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রামকানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥
চণ্ডীদাস বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥

বরাড়ী।

আনন্দিত হৈয়া সবে পোরে(২)শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখি আনন্দিত সবাই অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংসবাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে।
বৃষভাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখবাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি তায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ান জুড়ায়॥

বিভাষ।

গায়ে রাঙ্গা মাটী, কটিতটে ধটি,
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার,
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥
সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ,
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল, গাঁথি শতদল,
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া, গলে দিল মালা,
নাসিয়ে পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপনে, কুচ ঢাকা গেল,
চলিলা পরম সুখে॥
কেহ পীত ধটি, কেহ লয়ে লাঠি,
গর্জ্জন শব্দে ধায়।
চণ্ডীদাস ভণে, গহন কাননে,
শ্যাম ভেটিবারে যায়॥

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
সাঙলী ধবলী বলী আনন্দিত অঙ্গে॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥

(১) বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
(২) নিনাদ করে।

কোন্ গ্রামে বসতি রে কোন্ গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিব অন্তর॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল॥
রাধা-অঙ্গের গন্ধে নাসিকা মাতায়।
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণী॥

নাপিতিনী-মিলন।

ধানশী।

না ভাঙ্গিল মন দেখিয়া চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজাইয়ে দেহ নবীন একনারী॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাড়াইল॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি করিল গমন।
রাইয়ের মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
কি লাগিয়া ধূলায় পড়ি বিনোদিনী রাই।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক পরাই॥
চরণ-মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিত হয়ে ধনী চারুপানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম-অঙ্গ গন্ধ কেন পায়॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডীদাস বলে॥

কাকমাল্য মান।

ধানশী।

হলধর ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্কেতে॥
হেনকালে আইল কাক খাদ্যদ্রব্য বলে।
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে করি তুলে॥
আহার নাহিক হলো দিল ফেলাইয়া।
পবনে দিলেক তারে বেগে উড়াইয়া॥
আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলীর ঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে॥
সঙ্কেত জানিয়া এথা খুঁজে শ্যামরায়।
দেখিতে না পায় পুন সাতলী খেলায়॥
এথা সেই মাল লয়ে আনন্দে পূরিল।
চন্দ্রাবেশ করি সেই মালা পরি এল।
রাইকে দেখিবার তরে এল তার পাশ।
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডীদাস॥

ধানশী।

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহবিপ্র-বেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই-পাশে ভানু-রাজঘরে॥
বিশাখা দেখিয়া তারে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তিনা নাগর।
বিদেশে বেড়াইয়ে খাই শুন হে উত্তর॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য॥

তোমাদের মনেতে যে আছে যে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে ॥

অনুরাগ---সখা-সম্বোধনে।

শ্রীরাগ।

কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে ॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
গৃহকাজে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মনু লোকলাজে ॥

* * * *

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

সুহই।

শুনিয়া মুরলী-ধ্বনি, ধ্যান ছাড়ে যত মুনি,
জপ তপ কিছুই না ভায়।
তৃণ মুখে ধেনু যত, উর্দ্ধমুখে রহত,
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায় ॥
ময়ূর-পাখের চূড়া, মালতীর মালে বেড়া,
ভুবনমোহন তার বেশ।
অগুরু চন্দন, তনু ঘন লেপন,
সৌরভে ভরল সব দেশ ॥
ব্রজরাজ-নন্দন, অনন্ত জীবন-ধন,
নাম তার সুন্দর কানাই।
তাঁহার আঁখের ঠারে,
এ দেশ তাঁহার ডরে,
ঘরের বাহির হইতে নাই ॥

অনুরাগ—প্রকারান্তর।

জাবট নিকট দিয়া, ধায় বেণু বাজাইয়া,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াইয়ে।
দেখি বল আইনু আমি,
ফিরিয়া না চাইলে তুমি,
আঁখি রহিল চাঁদমুখ চেয়ে ॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে,
নাচিতে নাচিতে রঙ্গে,
দাঁড়াইলে হলধরের বামে।
কাঁদিতে কাঁদিতে হাম, হয়ে বাউরীনিসম,
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে।
তোঁহা রূপ গুণ স্মরি, ধৈরয ধরিতে নারি,
মূরছিত মুরলীর গানে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যে না মিলে সহি পতি,
কুলের ধরম নাহি জানে ॥

* * * *

সম্পূর্ণ।

জ্ঞানদাসের পদাবলী

জ্ঞানদাস

গৌরচন্দ্রিকা।

সিন্ধুড়া।

কনয় কিশোর, বয়স অতি রসময়,
কিয়ে নব কুসুম ধনু।
লাবণ্য সার কিয়ে, সুধা নিরমিত,
গৌর সুললিত তনু॥
সাধ করি হেন গোরাগুণ শুনি।
শ্রবণ পরশে, সরস রস তনু,
অন্তরে জুড়ায় পরাণী॥ধ্রু॥
কনক নীপ ফুল, পুলক সমতুল,
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বভোর প্রেমভরে, অন্তর গর গর,
উজোর মরমের সুখে॥
অরুণ নয়নে, করুণ নিরমিত,
সঘনে বলে হরি বোল।
জ্ঞানদাস কহে, পহুঁর পদভরে,
অবনী আনন্দে হিলোল॥

গৌরী।

কাঞ্চন কিরণ, গৌর তনু মোহন,
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিবর সুবলিত, আজানুলম্বিত,
ভুজ যুগ শোভিত পুলক ভরে॥
জয় শচীনন্দন গৌরাঙ্গ নাম।
জগতারণ কারণ ধাম॥ধ্রু॥
হরি গুণ কীর্ত্তন, প্রকট অনুক্ষণ,
নাহি পরাভব ভরে।
শিব শুক নারদ, ব্যাস বিশারদ,
অনুক্ষণ রঙ্গে সঙ্গে ফিরে॥
চুয়া চন্দন, অঙ্গে বিলপেন,
রূপ-সুধাকর মোহ করে।
জ্ঞানদাস কহে, গৌর কৃপাময়ে,
হেরইতে কোন জীব দেহ ধরে॥

ভূপালী।

সুরধুনী-তীরে নব ভাণ্ডীর তলে।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মিলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায়॥
তাহি রচয়ে পহুঁ ললিত শয়নে।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়নে॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়ে উঠয়ে।
বাসকসজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে॥

বিভাস।

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হৈয়া, রাধার প্রেমে,
তার গুণ কহি কান্দে॥
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা,
পুলকে পূরল অঙ্গ।

খেনে গরজয়ে, খেনে সে কাঁপয়ে,
উথলে ভাব তরঙ্গ ॥
পারিষদগণে, কহয়ে যতনে,
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর,
যেঁ লাগি আইলা এথা ॥

সুহই।

সহচর অঙ্গে গৌর অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুর্ব্বল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥
কোথায় পরাণ-নাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

বরাড়ী।

কি কহব শত শত তুয়া অবতার।
একেলা গৌরাঙ্গ চাঁদ জীবন হামার॥ধ্রু।
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব শুক নারদ জনা দুই চারি॥
সেতুবন্ধ কৈলে তুমি রাম অবতারে।
এবে যে অলপ তোমার আশ এ
সংসারে॥
কলিযুগে করিলে কীর্ত্তন সে বন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ॥
কিবা গুণেপুরুষ কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতল ভুবন দশ চারি॥
না জানি যে জপ তপ এ বেদ-বিচার।
জ্ঞানদাস কহে গৌর-পদ সার॥

মঙ্গল।

সহজে কাঞ্চন গোরাচাঁদ।
হেরইতে জগজন লোচন ফাঁদ॥
তাহে কত ভাব প্রকাশ।
কে বুঝিয়ে কি রস-বিলাস॥
কি কহব পহুঁক চরিত।
রোদইতে উদয় পিরীত॥
পুলকই প্রেম অঙ্কুর।
প্রতি অঙ্গে সুখ ভরিপূর॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন।
সঘনে প্রেম বরিষণ॥
পুলক বলিত সব তনু।
কেশর কদম্ব ফুল জনু॥
করুণায় কান্দে সব দেশ।
জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ॥

গান্ধার।

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পূরব দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ রসে ভেল ভোরা॥

ধানশী।

সোণার গৌরচাঁদে।
উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি,
হা নাথ বলিয়া কান্দে॥
গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে,
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর,
থির নয়নে নেহারি॥
বিরহ-অনলে, দহয়ে অন্তর,
ভস্ম না হয় দেহ।

কি বুদ্ধি করিব, কোথা বা যাইব,
কিছু না বোলয়ে কেহ॥
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ,
কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরীতে,
সতত সে রসে ভোরা॥

ধানশী।

হেম বরণ বর, সুন্দর বিগ্রহ,
সুরতরুবর পরকাশ।
পুলক পত্র নব, প্রেমপক্ক ফল,
কুসুম মন্দ মৃদুহাস॥ ধ্রু
নাচত গৌর মনোহর অদ্ভুত,
রাজিত সুরধনীধার।
ত্রিজগত লোক, ওক ভরি পাওল,
ভকতি রতন মণিহার॥
ভাব বিভবময়, রসরূপ অনুভব,
সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদ মত্ত গতি, অতি সুমনোহর,
মুরছিত লাখ অনঙ্গ॥
ধনি ক্ষিতিমণ্ডল, ধনিন নদীয়াপুর,
ধনি ধনি কলিকাল।
ধনি অবতার, ধনিরে ধনি কীর্ত্তন,
জ্ঞানদাস নহ পার॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

গান্ধার।

পট্টবসন পরে মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল্ল করে অঙ্গ নানা আভরণে॥
পিঠেপাটথোপা তাহে শোভে হেমঝাঁপা।
কলি-কল্মষ-রাশি নাশি করে কৃপা॥
আরে মোরে আরে মোরে নিত্যা-
নন্দরায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌর বোলায়॥ ধ্রু
লাফে ঝাঁপে যায় পহুঁ গৌর আবেশে।
পাপ পাষণ্ডমতি না থুইল দেশে॥
দয়ার কারণে পহুঁ ক্ষিতিতলে আসি।
অবিচারে দিল প্রভু প্রেম রাশি রাশি॥
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী রঙ্গী রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিকে হরিদাস হরি হরি বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি পহুঁ গুণ গায়॥

গৌরী।

দেখ রে প্রবল মল্লবেশধারী।
নাম নিত্যানন্দ, ভাইয়া বলি রোয়ত,
ভাব বুঝিতে না পারি॥ ধ্রু
ভাবে ঘূর্ণিত, লোচন ছল ছল,
দিগ বিদিগ নাহি মানে।
মত্ত সিংহ জিনি, গরজন ঘন ঘন,
জগমে কাহু না মানে॥
লীলা রসময়, সুন্দর বিগ্রহ,
আনন্দে নটন বিলাস।
কলি মন দলন, দোলন গতি মন্থর,
কীর্ত্তন করল প্রকাশ॥
কটিতটে বিবিধ, বরণ পট পহিরণ,
মলয়জ লেপন অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে, বিধি মিলায়ল,
আনি কবিমে ঐছন রঙ্গে॥

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দরায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায়॥

লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ
আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে ॥
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে।
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর ॥
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইগুণ গায় ॥

বেলোয়ার।

সুবলিত বলিত, ললিত পুলকাইত,
মুরতি পিরীতিময় কাঞ্চন কাঁতি।
শরদ চাঁদ ছাঁদ, মুখমণ্ডল,
লীলা গতি রতিপতি কোভাঁতি।
গৌর মোহনিয়া ধলি নাচে।
অরুণচরণে, মণি মঞ্জীর রঞ্জিত,
অঙ্গে ভঙ্গে কত কাঁচনি কাঁচে ॥ ধ্রু
গদ গদ ভাষ, হাস রসে রোষত,
অরুণ নয়ানে কত ঢরকত লোর।
নটন রঙ্গে, কত রঙ্গ বিভঙ্গিমা,
আনন্দে মগন সঘনে হরিবোল ॥
বণি বনমাল, উর উপর,
কনয়া শিখরে কিরণাবলি ভাঁতি।
জ্ঞানদাস আশই, অহনিশি গাওই,
গৌরগুণ ইহ দিন রাতি ॥

শ্রীরাগ।

পূরবে গোবর্দ্ধন, ধবল অনুজ যার,
জগজনে কহে বলরাম।
এবে সে চৈতন্ত সঙ্গে, আইলা কীর্ত্তনরঙ্গে,
ধরি পহুঁ নিত্যানন্দ নাম ॥
পরম উদার, করুণাময় বিগ্রহ,
ভুবনমঙ্গল গুণধাম।
গৌর প্রেমরসে, কটির বসন খসে,
অবতার অতি অনুপাম ॥
নাচত গাওত, হরি হরি বোলত,
নিরবধি যে মাতয়াল।
হাস প্রকাশ, মিলিত মধুরাধরে,
লোলিত রসাল ॥
রামদাস পহুঁ, সুন্দর বিগ্রহ,
গৌরীদাসের ধন প্রাণ।
অখিল জীব যত, এই রসে উনমত,
জ্ঞানদাস গুণ গান ॥

শ্রীকৃষ্ণের ও
ষোড়শ গোপালের রূপ।

বরাড়ী।

তরু অবলম্বন কে।
হৃদয় নিহিত, মণিমাল বিরাজিত,
সুন্দর শ্যামের দে ॥ ধ্রু
নব কুবলয় দল, কিয়ে অতসীফুল,
নীল মুকুর মণি আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন, কিয়ে নবঘন,
বরণে না পায়হ শোভা ॥
কুসুমিত চিকুর, বলিত বর বরিহা,
চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ, মলয়জ তিলক,
চাঁদ উয়ল ঘনমালে ॥
কোটি ইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর,
অধরে মুরলী রসাল।

জ্ঞানদাস চিত, ওরূপ অবিরত,
ভাবিতে যাউ মোর কাল ॥

সুহই।

সই লো ও বড় বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাক্ষে, লাখে লাখে কুলবতী,
ছাড়ল কুল অভিমান ॥ ধ্রু
কুঞ্চিত অলকা উপরে, অলিমণ্ডল,
কাম কামান ভুরূভঙ্গী।
মলয়জ তিলক, ভালে অতি বিলখন,
যা দেখি চাঁদ কলঙ্কী ॥
পীত অঙ্গ সম, ভূষণ ঝলমল,
উরে দোলত বনমাল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দেখহ,
বিজুরী তরুণতমাল ॥

(রসরাজরূপ)

সুহই।

নন্দের বাড়ী, তমাল গাছি,
কনকলতায় বেড়া।

* * * *

কালা কলেবর, পীত বসন,
গৌর কলেবর নীরে।
কনক অষ্ট দলে, অমিয়া সাগর,
ভাসল মত্ত অলিকুলে ॥
এক শিরে শোভে, মেঘের মালা,
আর শিরে ইন্দ্রধনু।
এক কপোলে, শশধর শোভিত,
আর কপোলে শোভে ভানু ॥
এক মুখে, অমিয়া বরিখে,
আর মুখে বায় বেণু।
জ্ঞানদাসের মন, অনুখন ভাবই,
রাধার পরাণ কানু ॥

ধানশী।

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল।
বন-ফুল-মালে কুন্তল বাঁধে ভাল ॥
অরুণ বরণ ধটি কটির বাঁধনি।
যষ্টি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি ॥
প্রবাল মুকুতা গুঞ্জে গলে ঝলমল।
হেলায় দুলিছে কাণে মকর-কুণ্ডল ॥
সর্ব্ব-অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধূলা।
উরোপর দুলিছে বনফুলমালা ॥
নানা আভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিণী।
চরণে মঞ্জীর বাজে রুনু ঝুনু শুনি ॥

ধানশী।

আরক্ত গৌর কান্তি গোপাল সুদাম।
পূর্ণিমার শশী জিনি মুখ অনুপাম ॥
বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র।
সুললিত লসিত সুন্দর সর্ব্বগাত্র ॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া-কৌতুক-রসে মাতুয়ার।
দিগাবিদিগ নাহি আনন্দ অপার ॥
কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম।
গোরোচনা তিলক চন্দন অনুপাম ॥
রাঙ্গা ধটি পরিধান কটিতে কিঙ্কিণী।
নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি ॥
শ্রবণে সোণার কুঁড়ি ফুলের মঞ্জরী।
গলে বনমালা অলি ভ্রমিছে গুঞ্জরি ॥
বামকরে মুরলী নূপুর বাজে পায়।
অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায় ॥

ধানশী।

স্তোক কৃষ্ণ গোপালজী শ্যামলবরণ।
হরিত বরণ তার পিন্ধন বসন ॥
দ্বিরদ-শাবক-গতি বিক্রম বিশাল।
গ্রীম দোলনে দোলে গলে বনমাল ॥

কৃষ্ণ ক্রীড়া আমোদে তনু উলসিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত।।
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল॥

ধানশী।

কলধৌত বরণ যে সুবল গোপাল।
কমল জিনিয়ে অতি নয়ন বিশাল॥
কনক বরণ ধটি কটির শোভন।
ক্ষুদ্র ঘণ্টা সারি তাহে বাজে রণরণ॥
চাঁচর চিকুর চূড়া টালনী কপালে।
বেড়িয়া টালনী তাহে নব গুঞ্জামালে॥
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে নানা অলঙ্কার।
মত্ত করিবর জিনি গমন সঞ্চার॥
উরোপর দোলে দোলা তুলসীর দাম।
ভুবনমোহন রূপ অতি অনুপাম॥
করেতে মুরলী ধরে কনক রচিত।
দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে
পূরিত॥

ধানশী।

অতি অপরূপ শ্যাম কান্তি চিকণিয়া।
অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া॥
বরণ অরুণ কান্তি গোপাল অংশুমান্।
কজ্জল বরণ তার বস্ত্র পরিধান॥
সুনীল জলদ তার দীর্ঘল নয়ন।
নাটুয়ার ঝোলা অঙ্গে নানা আভরণ॥
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম।
যার রূপ দেখি মুরছে কত কাম॥
মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর।
কুম্‌কুম ভূষিত তার কপাল সুন্দর॥
বাম করে মুরলী ডাহিনে পাঁচনি।
বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি॥

উর-পর দোলে কিবা নব গুঞ্জামাল।
কণ্ঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥
হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর।
রুণু রুণু বাজে পায় সোণার নূপুর॥

ধানশী।

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম।
অরুণ বসন পরে গলে ফুলদাম॥
ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ।
চম্পকের মালা তাহে নানা ফুলরাগ॥
উপরে তুলিছে ফুল অঙ্গে ফুল ডাল।
মৃগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল॥
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে অগুরু চন্দন॥
সুধাময় তনুখানি নাটুয়ার ছাঁদ।
অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ॥
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর।
হাসির হিল্লোলে তার দোলে কলেবর॥

ধানশী।

নীলপদ্মকান্তি জিনি কিঙ্কিণী গোপাল।
পরিধান পিঙল বসন দেখি ভাল॥
ডাহিনে টালনী ভালে কুটিল কুন্তল।
বেড়িয়া মালতী জাতি যূথি থর থর॥
গোরোচনা তিলক অলকাপাঁতি কোলে
রতন-কুণ্ডল ছবি ঝলকে কপালে॥
সপত্র কদম্বফুল দোলে বাম অংশে।
পক্ক বিম্ব অধরে গাইছে মৃদু বংশে॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে টলমল।
উর পরে দোলে মাল নব গুঞ্জাফল॥

ধানশী।

অতসী সম আভা অর্জ্জুন গোপাল।
পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল॥

ধূসরবরণ বস্ত্র করে পরিধান।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রণু ঝুণু গান॥
বীণা বেণু আর হাতে কাচনী পাঁচনী।
নানা আভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি॥
অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার।
নবনীতে অধিক প্রীতি যে তাঁহার॥

ধানশী।

দেবদত্ত গোপাল যে দূর্ব্বাদলশ্যাম।
অরুণবসন পরে অতি অনুপাম॥
বঙ্কিম পাঁগড়ী পেঁচ উড়িছে পবনে।
নব-কিশলয় তার দুলিছে শ্রবণে॥
গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল।
মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল॥
কেয়ূর-শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়।
রুণু রুণু সঘনে নূপুর বাজে পায়॥
ধরায় মুরলী করে কনক পাঁচনী।
বনফুল মালায় ধূসর তনুখানি॥

ধানশী।

সুন্দর বরণ দেখি সুনন্দ গোপাল।
সুন্দর আকৃতি তার গলে বনমাল॥
কনক বরণ ধটি কটির আঁটনি।
দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থোপনি॥
বিনোদ পাগড়ী মাথে তাহে ফুল আভা।
উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দ-লোভা॥
সুগন্ধি ছটার ফোঁটা কপালে উজ্জ্বল।
রতন কুণ্ডল দুটী কাণে ঝলমল॥
শুদ্ধ সুবর্ণের হার বিচিত্র অলঙ্কার।
গলায় দুলিছে গজমুকুতার হার॥
অনুক্ষণ গাইছেন মনোহর গীত।
পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত॥
বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধড়ায় মুরলী।
সর্ব্ব-অঙ্গে বিভাসিত গোক্ষুরের ধূলি॥

ধানশী।

বরুপথ গোপাল যে অতি সে মনোহর।
সিন্দুর বরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর॥
ধবল বসন পরে গলে বনবাল।
অরুণবরণ দুটী নয়ন বিশাল॥
ভুবনমোহন রূপ অপরূপ ছাঁদ।
হেরিতে মিলন কত পূর্ণিমার চাঁদ॥
বিনোদ পাগড়ী প্যাঁচ পিঠে ঝলমল।
ঝিকি ঝিকি করে দুটী শ্রবণে কুণ্ডল॥
হাত দোলাইয়া যায় বামকরে বাঁশী।
আধ আধ বচনে কহিছে মৃদু হাসি॥

ধানশী।

নন্দক গোপাল যেন দূর্ব্বাদলশ্যাম।
রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম॥
মিহুর মধুর হাসি কোমল প্রকাশে॥
সদাই আনন্দ লীলা কৌতুক প্রকাশে॥
বিনোদ চূড়াটী তাহে নাগেশ্বর গাঁথা।
চন্দন তিলক তাহে মৃগমদলতা॥
নানা আভরণ অঙ্গে শোভে মূল আলা।
উর-পর দুলিছে বনজ ফুলমালা॥
কাঁচনি মুরলী করে কনক পাঁচনী।
চলিতে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি॥

ধানশী।

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে।
অবিরত ধায় কত লাবণ্যবিভঙ্গে॥
বিশালা (১)বিষয়ে দোঁহে সমান বয়েস।
ধূমল ধূসর বর্ণ সুললিত কেশ॥
নীল রক্ত বর্ণ ধটি কটির আঁটনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুণু ঝুনু রুনী॥
দোঁহার মাথার পাগ দোঁহে নটপাটন
গলায় দোসতি হার শোভে পরিপাটি॥

(১) বৃহৎ।

সুবর্ণ পাটের থোপ পিঠে ঝলমল।
ঈষৎ দুলিছে কাণে রতনকুণ্ডল॥
সোণার শিকলি শৃঙ্গা শোভে দুই কাঁধে।
দোঁহে এক মেলে যায় নটবর ছাঁদে॥

সুহই।

দিনমণি বল্লভ, দুহুঁ করপল্লব,
সুবলিত অঙ্গুলী সুছাদ।
অমৃত অঙ্গুলীমাঝে, রতন অঙ্গুরী সাজে,
মুখের লাবণি সম্পূর্চাঁদ॥
সরুয়া সুন্দর কটি, মেঘবরণ ধটি,
অঞ্চল চঞ্চল পর আগে।
কনয়া কিঙ্কিণী জাল,ঝুনুরুণু বাজে ভাল,
অঙ্গদ ভূষিত ধৌত রাগে॥
রাতা উৎপল জিনি, শ্রীরাঙ্গাচরণখানি,
রতন মঞ্জীর বাম পায়।
বলরাম বড় রঙ্গে, বামকরে ধরি শিঙ্গে,
রোহি রোহি গভীর বাজায়॥
যার গুণ শ্রুতি মাত্র,পুলকে পূরয়ে গাত্র,
তার রূপ কে কহিতে পারে।
জ্ঞানদাসেতে ভণে, এতেক রাখাল সনে,
বিহরয়ে যমুনার তীরে॥

সুহই।

পহিরহ নীলাম্বর ধবল-বরণ।
করে ধরে শিঙ্গা মত্ত-গজেন্দ্র গমন॥
পদ দুই চলে পুনঃ চলিতে না পারে।
স্থির হইতে নারে ঢলি ঢলি পড়ে॥
পড়িয়া আপনি কহে আপনি অস্থির।
বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর॥
বারুণী বারুণী বলি সখাগণে চায়।
ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায়॥
অরুণ নয়ন করি অধর কাঁপায়।
ভয় মানি তায় নিকটে না যায়॥
আপনার ছায়া দেখি তারে কহে কথা।
আপনে কহে বাত আপনে নাড়ে মাথা॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বিবিধ বিকার।
বালকের সঙ্গে ক্ষণে করেন বিহার॥
কেহ গায় কেহ বায় কেহ তান ধরে।
আনন্দে নাচয়ে ব্রজবালক-ভিতরে॥
একুই কুণ্ডল মাত্র বামকাণে দোলে।
একই নূপুর বাম চরণকমলে॥
ধরণী লোটায় নীল ধড়ার অঞ্চলে।
বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তলে॥
ক্ষণে তরুতলে বসি দোলায় শরীর।
টল টল করে ক্ষিতি ভরে নহে স্থির॥
দেখিয়া বালকগণ ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ভজে ক্ষণে পিরীতি সম্ভাষে॥
নির্ম্মল ধরাতল দেখিয়া সুছাঁদ।
দিবসে উদয়ে যেন পূর্ণিমার চাঁদ॥
কৃষ্ণক্রীড়া-রসে দিগবিদিগ নাহি মানে।
আনন্দে বলায়ের গুণ জ্ঞানদাস ভণে॥

সুহই।

উজ্জ্বল সুবাহু গোপাল দুইজন।
লোহিত বরণ নীলপদ্মের বরণ॥
দোঁহা কটিতটে নীল বিচিত্র বসন।
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক রতন॥
সপত্র কদম্বফুল দোঁহার কাণে।
কপালে চুম্বন করে অগিম দোলনে॥
চাঁচর চিকুরে বেড়িনব গুঞ্জা মালে।
টালনী বিনোদচূড়া ডাহিন কপালে॥
গোক্ষুরের ধূলা দোঁহা অঙ্গে বিভূষিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥
সুবর্ণ চম্পকমালা দোলে উড়ে বায়।
মধুর চলনি মত্ত করিবর ভাঙায়॥

সংক্ষেপে কহিনু এই ষোড়শ গোপাল।
লক্ষ লক্ষ গোপ আছে বিনোদ গোপাল॥
জ্ঞানদাসেতে কহে সে দিন কবে হব।
যে দিন রাখালপদে আশ্রিত হইব॥

শ্রীরাধিকার রূপ।

কল্যাণ।

ঢলঢল কসিত কাঞ্চন তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোলি॥
বয়ন শরদ সুধানিধি নিষ্কলঙ্ক।
মনমথ মথন অলপ দিঠি * বঙ্ক॥
রাই কি বলিব আর রাই কি বলিব আর।
ভুবনে কি দিয়ে হেন উপমা তোমার॥ ধ্রু
কুটিল কবরী বেড়ি কুসুমের দাম।
সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে অতি অনুপাম॥
নাসিকার আগে গজ-মুকুতা হিলোলে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে॥
উন্নত উরজ † কিবা কনক মহেশ।
মুঠিয়ে ধরিলে হয় কটিমাঝ দেশ॥
উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পঁহু জিয়ে তুহু অবলম্ব॥

মল্লার।

কমল বয়ান কনক কাঁতি।
মুকুতা-নিকর দশন-পাঁতি॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল।
কাজরে সাজল দিঠি ছকুল॥
চললি হরিণ-নয়নী রাই।
ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু।
চিবুকে মধুর শ্যামর বিন্দু॥
উচ কুচযুগ কনকগিরি।
হিয়ার মাঝারে মাণিক ছিরি॥
পবন তরল বসন খসলি।
দামিনী বেড়ল চাঁদনি বেলি॥
বিভ্রম সীরিম সময় সাজ।
রবিশিলা যত তটিনী মাঝ।
রোমলতাবলী ভুজগী ভাগ।
নাভি সরোবরে করু পয়ান॥
কেশরী যোসবি মাঝারি অঙ্গ।
ত্রিবলি যৌবন যান তরঙ্গ॥
মদন বিমান চারু নিতম্ব।
উলট কদলী উরু আরম্ভ॥
নীবী যে বান্ধন বেড়ল যাদ।
উলট কমল ফুটল আর॥
কটির উপরে কিঙ্কিণী নাদ।
রতন-মঞ্জীর করু বিবাদ॥
চরণকমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায়॥

ধানশী।

সখী সঙ্গ রাজিত এক জনি,
জল সুতাকো সুত তা সুতকো
সুত তা সুত তক বদনী॥ (১)
তমঃ রিপু সুত, ভ্রাতা পিতঃ বাহন
তা অরি কটি যৌবনী॥ (২)

* দিঠি—দৃষ্টি।
† উরজ—স্তন।

(১) জলের সুতা—পদ্ম, ব্রহ্মা পদ্মযোনি, মরীচি ব্রহ্মার পুত্র। তাহার পুত্র রাহু যেমন চন্দ্রের শত্রু। অর্থাৎ চন্দ্রবদনী।

(২) সূর্য্য অন্ধকারের শত্রু, সুগ্রীব সূর্য্যপুত্র, বালী—ভ্রাতা, তাহার পিতা—ইন্দ্র, বাহন ঐরাবত অরি—সিংহ। অর্থাৎ সিংহের ন্যায় কটিদেশ।

মীন সুতা সুত, তা সুত নাসা,
তা পর জড়িত মণি ॥ (১)
কনকস্ত পর, লসত কঞ্চুকী,
নাচত চরত ফণী। (২)
জ্ঞানদাস কহে, একল রাধিকা,
গোকুলচন্দ্র ধনী ॥

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব।

তুড়ি।

এ তোর বালিকা, চান্দের কালিকা,
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়, সদাই হৃদয়ে,
পসরা করিয়া রাখি ॥
শুন বৃষভানু-প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ,
এহেন সোণার ঝিয়ে ॥ ধ্রু
তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর,
মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক,
আমরা রাখিলাম রাধা ॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ,
তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে,
সঙরিবা যদি জীয়ে ॥
দুহিতা বলিয়া, দুখ না ভাবিহ,
ইহেঁ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা,
ইহাঁর অংশের অংশ ॥

(১) মীনসুতা—মৎস্যগন্ধার সুত ব্যাস, তাহার সুত—শুক। অর্থাৎ শুকের ন্যায় নাসিকা।
(২) সোণার থামের উপর কাঁচুলি শোভা পাইতেছে এবং তাহার উপর সর্পসদৃশ বেণী ঝুলিতেছে। লসত—শোভিত। কঞ্চুকী—কাঁচুলি।

শ্রীরাধিকার বাল্যলীলা।

তুড়ি।

প্রাণ-নন্দিনি, রাধা বিনোদিনি,
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ-নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি ॥
বিহান হইতে, কাহার বাটীতে,
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর-মোদক, চিনির দলক,
কে তোর আঁচরে দেল ॥
অগোর চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম,
কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন,
নব-মল্লিকার মালে ॥
অলকা তিলক, ললাটে ফলক,
কে দিল চম্পকদাম।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ,
কহ জননীর ঠাম ॥

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

ধানশী।

মা গো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে, এক গোয়ালিনী,
লৈয়া গেল মোরে ঘরে ॥ ধ্রু
গোপ-রাজরাণী, নন্দের গৃহিণী,
যশোদা তাহার নাম।
তাঁহার বেটায়, রূপের ছটায়,
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥
কি হেন আকুতে, তাঁর বাম ভিতে,
লৈয়া বসায়ল মোরে।
এক দিঠে রহি, তাঁহার আমার,
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥

বিজুরী উজোর, মোর অঙ্গখানি,
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া, দিবাকর-ঠাঁঞি,
কি হেতু মাগল বর॥
তবে মোর গোরা, গা-খানি মাজিয়া,
নানা বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে, পাঠাইয়া দেল,
এ সব আচন্দ দিয়া॥
বিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী,
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস, হিয়ায় বরিখে,
কহে কবি জ্ঞানদাসে॥

গোষ্ঠ-বিহার।

তুড়ি।

গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই,
গোধন চলিয়া গেল মাঠে॥ ধ্রু
উচ্চ দেখিয়া বেলা,
ডাকিতে আইনু মোরা,
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দির-মাঝে,
আছ তুমি কোন্ কাজে,
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণ॥
যদি বা এড়ায়ে যাই,
অন্তরেতে ব্যথা পাই,
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান, সদাই অন্তরে টান,
তিল আধ না দেখিলে মরি॥

মাথেতে ছাঁদন দড়ি,
হাতেতে কনক নড়ি,
বার হইলা বিহারের বেশে।
সকল বালক লৈয়া, যমুনার তীরে যাইয়া,
জ্ঞানদাস ছিল তার পাছে॥

ভাটিয়ারী।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া।
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে দ্বারে।
সাজিয়া কাচিয়া সবে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন লইয়া সবে চলিলা এক সাথে॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাচনি পাঁচনি আর হাতে শিঙ্গা বেণু।
সভার সমান বেশ বয়েস এক ছাঁদ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিল শ্যামচাঁদ।
ধাইয়া ধাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥

মঙ্গল।

বাঁকুয়া পাঁচনি হাতে,
রঙ্গিয়া রাখাল সাথে,
বাহির হৈলা রোহিণীনন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে, উভ করি দিল ফুকে,
শিঙ্গা রবে ভেদিল গগন॥
পরিধান নীল ধটি,
গলে শোভে হেম-কাঠি,
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আক শোভিত ঠাম, আঁখি যুগ ঘূর্ণমান,
শোভে কত রতন-ভূষণ॥
এক কাণে কোকনদ,
দেখিতে লাগয়ে সাধ,
আর কাণে মকর-কুণ্ডল।

জিনি মদ-মত্ত হাতী, গমন মন্থর গতি,
ধরা করয়ে টলমল ।।
বাহির হৈল বলরাম, না দেখিয়া ঘনশ্যাম,
প্রেমে ছল ছল দুনয়ন ।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মিলিয়া রাখালময়,
মাঝে করি নন্দের নন্দন ।।

[illegible]।

যমুনা-তীরে, ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বায় ।
ইন্দু-বরণ, কুঞ্জ-নব কামিনী,
স্বজন তেজিয়া বনে ধায় ।।
অসিত অম্বর, অসিত সরসীরুহ,
অরুণী কম্বর হিমকর ।
ইন্দ্র নীলমণি, উদরে মরকত,
শিখি-চূড়া আম্বর ।।
গোরলি ধসর, বিশাল বক্ষঃস্থল,
গোচ্ছাল [illegible] করে ।
দেখি অপরূপ, রূপ মনোহর,
জ্ঞানদাসের জ্ঞান হবে ।।

মঙ্গল।

নবীন মেঘের ছটা, জিনিয়া বরণ ঘটা,
ভালে কোটি চন্দনের চাঁদ ।
শিরে শিখি শ্রীগণ্ড, ঝলমল করে গণ্ড,
মুখমণ্ডল মোহন ফাঁদ ।।
রাম কানু দোঁহে, ভুবনমোহন বেশে,
বনে যায় গোধন লইয়া ।
শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে,
বাজায় ব্রজবালকে,
তাকে সভে সাঙলি বলিয়া ।।
সোণার নূপুর তাড়বালা,
আপাদলম্বিত বনমালা,
রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে শিশু ধায় ।
ধড়ার অঞ্চলা চলে, ঘণ্টার ঘন রোলে,
ভাবভরে কেহ নাচে গায় ।।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন,
তাহে অলি বসি করে গান ।
জ্ঞানদাসেতে বলে,
কি আনন্দ যমুনা-কূলে,
হেরি দুই ভাইর বয়ান ।।

তুড়ি।

গিরিধর লাল, গিরিপর খেলত,
তরু হেলন পদপঙ্কজ দোলনিয়া ।
অতি বল স্থবল, মহাবল বালক,
কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহানিয়া ।।
গিরিবর নিকট, খেলত শ্যাম সুন্দর,
দুর্লভ নটুআ নিশানে ।
কৌতুক ভূপ, হেরিয়া যমুনা-তটে,
চঞ্চল ধায় গোপাল ।।
সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে নন্দ-নন্দন,
উপনীত যমুনা-তীর ।
পাঁচনি বেত্র, বাম কক্ষে দাবই, (১)
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর ।।
প্রিয় শ্রীদাম, সুদাম মধুমঙ্গল,
তীর রহি হেরত রঙ্গ ।
শ্যামল সুন্দর, মুরতি মনোহর,
হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ ।।
জ্ঞানদাস কহ, পরিমল সুন্দর,
কুসুম ষটপদ জোর ।
যমুনাক তীর, রমণ অতি সুঘড়,
সুরস রসের ওর ।।

(১) দাবই, চাপিয়া রাখিয়া ।

ভুড়ি।

হিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্ধন লাগ,
মিলন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া,
কোন বনে ছিলা গিয়া,
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥
নব-ঘনশ্যামতনু, ঝামর হইয়াছে জনু,
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে,
হাতে হাতে সুঁপি দিল,
ঘরকে গেলে কি বলিব মায়।
খেলাব বলিয়া বনে,
আইলাম তোমার সনে,
বসিয়া তরু-ছায়।
বনে বনে উকটিয়া,
তোর লাগি না পাইয়া,
আমা সভা প্রাণ ফাটি যায়॥
জ্ঞানদাস কহে বাণী,শুন ভাই নীলমণি,
এ কোন্ চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে,
যাও তুমি অন্য স্থানে,
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥

শ্রীরাগ।

ধেনু সঙ্গে আওত নন্দদুলাল॥ ধ্রু
গোধূলি ধূসর, শ্যাম-কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শিঙ্গা, বেণু-রব শুনইতে,
ব্রজবাসিগণ ধায়।
মঙ্গল ঝারি, দীপ করে বধূগণ,
মন্দির-দ্বারে দাঁড়ায়॥
পীতাম্বরধর, মুখ জিনি বিধুবর,
নব মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর, শিখগুক মণ্ডিত,
বাইয়ি মোহন বংশ॥
ব্রজবাসিগণ, বাল বৃদ্ধ জন,
অনিমিখে মুখশশী হেরি।
ভুলিল চকোর, চাঁদ জনু পাওল,
মন্দিরে নাচত ফেরি॥
গোগণ সবহুঁ, গোষ্ঠে পরবেশল,
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
অকুল পন্থে, যশোমতী আও,
জ্ঞান ভণিত রসাল॥

শ্রীরাগ।

দুহু বাণী দুহুঁ করু কোরে।
ছুরম ভরম করি দূরে॥
আঁচরে বদন মোছাই।
মাখন দেওত যোগাই।
খাওত সখাগণ সঙ্গ।
অতিশয় সো সুখ-রঙ্গ।
কি কহব ভুবন সুখ ভোর।
জ্ঞানদাস তহি ভৈগও ভোর।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

(গান্ধার)

সহজে ননীক পুতলি গোরী।
জারল বিরহ-আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোঁহার নাম॥

ঝামর, মলিন। উকটিয়া অনুসন্ধান করিয়া। বাইয়ি, বাজায়। গোরী, সুন্দরী। সোঙরি, স্মরণ করিয়া।

শুনহ মাধব কহনু তোয়।
শমতি না দেই রজনী রোয়॥
অরুণ অধর বান্ধুলি-ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
কুন্তল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ঢোল॥
গলায় এ গজমতি হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার।
অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে মুখে মদন দেল॥

(সুহই)

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি।
লালসা বাঢ়ল শব্দ শুনি॥
কিরূপে এরূপে দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ।
অসিত চন্দনের উদয় দিন॥
জড়িত হৃদয়ে কর ভেদ।
অতি বেয়াকুল করত খেদ॥
পাণ্ডুবরণ বেয়াধি রাধা।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল মঙ্গল সবাই গায়॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম।
জীবন সুখদ তোহারি নাম॥

সুহই।

রাই কেন বা এমন হৈলা।
কি রূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহ না মোয়।
বেয়াধি ঘুচাব তোয়॥

শমতি, শমতা। রোয়, কাঁদে। উরহি, বক্ষঃস্থলে। লোল, দলিত। ঢোল, দুলিতেছে॥

না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু।
কাজর ভৈ গেল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ॥

বিভাস।

চলিতে না পারে রসের ভরে।
আলস নয়ানে অলস ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানি এ কিবা অন্তর সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলক মুখে॥
মরমে পীরীতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কালার বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহি সাখি।
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥

শ্রীরাগ।

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা-সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ
কোন দিনে।
এবে দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি,
কান্দে॥

সই বড়ি প্রমাদ হইল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে
পাইল।
ক্ষণে ধনী চমকয়ে ক্ষণে উঠে কাঁপ।
কর পরশিই নহে এত অঙ্গতাপ॥
মনের যুকতি কেহ লিখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে॥
সবে এক দেখিয়ে। করিয়ে পরতীত।
কাল নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত॥
কালা কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
জ্ঞানদাসে বলে কালা কানুর ভাবে
আছে॥

শ্রীরাগ।

কহইতে সো ধনী বচন না শুন।
পহিল সম্ভাষে পুছই নাহি পুনঃ॥
আনপরথাই যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে॥
শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল॥
লাজ লাজাই কহনু এক বেরি।
যতনেহি নয়ন কোণে নাহি হেরি॥
মুকুলিত করজ কুসুম নাহি ভেল।
হেরি ভ্রমর নিরাশা ভৈ গেল॥
কুবলয়কর চৌর চিকুর চিয়াব॥
কিয়ে পরাকিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥
অপরসে আন সঙ্গে প্রিয়সখি সঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে বুঝল অনঙ্গে॥

মৃগমদ, কস্তুরী। থকিত, স্থগিত। আনপরথাই, অন্যভাবে। যব, যখন। পরসন্ন, প্রসন্ন। কুবলয়কর, পদ্মহস্ত। চিয়াব, বিন্যাস করিব।

তুড়ি

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে,
সেখানে ভুলিনু বাটে,
তিমিরে গরাসিল মোরে॥ ধ্রু
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর,
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনী বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে,
ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥
ললাটে চন্দন-পাতি, নব গোরোচনা ভাতি,
তার মাঝে পূর্ণমিক চাঁদ।
অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রূপ,
কামিনীজনের মন-ফাঁদ॥
লোকে তারে কাল কয়,
সহজে সে কাল নয়,
নীলমণি মুকুতার পাতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্বগাছেতে ঠেকা,
ভুবন-মোহন রূপ ভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল,
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয়,
তারে তোমার কিবা ভয়,
সে কি সতি বোলইতে পারে।

ভাটিয়ারি।

আলো মুঞি জানিলে যাইতাম না
কদম্বের তলে।
চিত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥ ধ্রু
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনে বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে পিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুত্তলি রৈল বান্ধা॥
কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়া॥
জাতি কুল গেল মোর কেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল।
কুলবতী সতী হইয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি থাক বুক॥

তুড়ি।

(স্বপ্নদর্শন)

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল-বরণ দে,
তাহা বিনু আর কার নই॥
রজনী শাঙন, ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়নে রঙ্গে, বিগলিত চির অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরী বোল,
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝি ঝি ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল লেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখছটা নিন্দে ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেয় ছলে,
আমা কিন বিকাইনু বোলে॥

কিবা ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণে ভূষিত অঙ্গ,
কামমোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল,
মুখে না নিঃসরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

তিরোতা—ধানশী।

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঞর শেষ,
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস,
তিল আধ পরশিতে নারি॥
মাথায় করি কুলডালা, ঘুচাব কুলের জ্বালা,
তবহুঁ পূরব মনসাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি, সাধিব মনের সিদ্ধি,
যবে হবে কানু পরিবাদে।
কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজপতি,
সে যদি নয়নের কোণে চায়।
স্বরূপে দাঁড়াইনু মন, জাতি যৌবন ধন,
নিছিয়া ফেলহ শ্যামপায়॥
মনেতে করিয়া সার, যদি হয় পরিহাস,
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাস কয়, এ মত যাহার হয়,
ত্রিভুবনে তাহার নিছনি॥

সুহই।

কিশোর বয়স, মণি কাঞ্চনে আভরণ,
ভালে চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ, সায়রে মন ডুবল,
বড় ভাগে রহল পরাণ॥

কোড়া, বুক্ষ। দে, দেহ। শাঙন, শ্রাবণ। দেয়া, মেঘ। শিখরে, বৃক্ষাগ্রে। দাদুরী, ভেক। লেহ, প্রীতি।

সখি হে পেখিনু পন্থিক মাঝ।
হাম নারী অবলা, একলা পথে যাইতে,
বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ান সন্ধান বাণে, তনু জর জর,
কতেয় বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন, পুলকে পূরল তনু,
পানি না পূরলু কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর যেন, জাগিয়া স্বপন হেন,
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বাস করব নীপ-ছায়॥

মোহিনী।

চিকণ কালিয়া-রূপ, মরমে লাগিয়াছে,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গড়িয়া, মুখখানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥
অধরের দুটী কূল, জিনিয়া বান্ধুলিফুল,
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে,
বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতিকুল মজাইল তায়॥
ভুরুযুগ সন্ধান, কামের কামান বাণ,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি।
অরুণ নয়ন-কোণে,
চাঞাছিল আমাপানে,
সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাট হৈতে, উঠিয়া আসিতে পথে,
সখি, কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, সুধুই যে সুধাময়,
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥

পন্থিক, পথের। বিছুরল, ভুলিয়া গেলেন। আরতি, আসক্তি। নীপছায়, কদম্বরক্ষছায়ায়।

শ্রীরাগ।

দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা
আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥ ধ্রু
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা।
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন॥
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহকর্ম্ম করিতে আল্যায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥

বরাড়ী।

নিতি নিতি আসি যাই,
এমন কভু দেখি নাই,
কি খেনে বাড়াইনু পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশিতে কুলবতী,
কলঙ্ক আগে আগে চলে॥
বড়ি মাই কি দেখিনু যমুনায় ধারে।
কালিয়াবরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখি-ঠারে॥ ধ্রু
শ্যাম চিকনিয়া দে, রসে নিরমিল কে,
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।
ভুবন বিচিত ঠাম, দেখিয়া কাঁপয়ে কাম,
কান্দে কত কুলের রমণী॥
না জানি না শুনি তায়,
সেবা কোন্ দেবতায়,
তেঞি সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কয়, না করিলে পরিচয়,
কে জানিবে তাহার চরিত॥

দাপুনি, দর্পণ॥ বিচিত, বিচিত্র।

তুড়ি।

সখি হে কি পেখনু নীপ-মূলে ধন্দ।
একে ত চিকণ কালা, বিবিধ বিনোদমালা,
লাবণ্যে ঝুরয়ে মকরন্দ॥
ভবজ অনুজ রথ, তা তলে বিনতা-সুত,
কোরে কুমুদবন্ধু সাজে।
হরি হরি সন্নিধানে, অলি রস পূরে বাণে,
রমণী মুনির মন বান্ধে॥
খগেন্দ্র নিকটে বসি, রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরছায়।
কুন্তীর নন্দন মূলে, কশ্যপনন্দন দোলে,
মনমথ মনমথ তায়॥
জলধি-সুতা-পতি, তা তলে যার স্থিতি,
সে কেন যমুনার জলে ভাসে।
শচীপতি রিপুসুতা, বাহন বিজলী লতা,
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে॥

সুহই।

তরুমূলে কি রূপ দেখিনু কালাকানু।
যে রূপ দেখিনু সই, স্বরূপে তোমারে কই,
জল ভরিতে বিসরিনু॥ ধ্রু
একে সে কালিন্দী কূল, ত্রিভঙ্গিম তরুমূল,
সজল জলদ শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই,
হাসি হাসি পূরে মন্দরেণু॥
জল ফেলিয়া যাই, লোক-লাজে ভয় পাই,
কি করিব কিবা লয় মন।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভজি গিয়া ও রাঙ্গাচরণ॥

শ্রীরাগ।

রাজিত চিকুর, উপরে নব মালতী,
অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে, সাজে মৃদু মৃগমদ,
তরুণী-নয়ন বিলাসে॥
সজনি কি পেখনু শ্যামর চান্দে।
তপন-তনয়া-তীরে তরু অবলম্বনে,
তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে। ধ্রু
ও মুখমণ্ডল, ও মণি-কুণ্ডল,
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্র নীলমণি, মুকুর উপরে জিনি,
কর অবলম্বন অরুণে॥
তরুণ তারাবলী, অনিবার ঝলমলি,
উরে গজ-মোতিম-হারে॥
জ্ঞানদাস কহত, ধটি অঞ্চল,
বিজুরী ঘন আন্ধিয়ারে।

শ্রীরাগ।

শ্যামরূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া,
দুকুল ঠেলিলাম হাতে।
ভুবন ভরিয়া, অপযশ ঘোষণা,
নিছিয় লইনু মাথে॥
সজনি কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলাল,
আর মনে নাহি লয়॥ ধ্রু
অপযশ ঘোষণা, যাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গাপায়, এ তনু সঁপেছি,
তিল তুলসীদল দিয়া॥
কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার,
তিলেক না সহে গায়।

পূরে, নিনাদ করে।

রাজিত, শোভিত।

জ্ঞানদাস কহে, এ তনু নিছিনু,
শ্যামের ও রাঙ্গা পায়॥

মল্লার।

সই কি আর কথার বাঁধে।
মো পুনি ঠেকিয়া গেনু নয়ন ফান্দে॥
কুন্দে কুন্দাইল-দেহ বিদগ্ধ নিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি॥
চূড়ায় চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা।
চান্দের অধিক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা॥
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলিয়া যায় ও মধুর বোলে॥
নীলমণি হেম-গায় মকুতা সিচনি।
আই আই মরিয়া যাই রূপের নিছনি॥
কালা পাট গলে দোলে কটিতে পেখল।
তমাল শ্যাম স্থতে নব গুঞ্জামাল॥
নাসাস্থলে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বকভানুসুতা॥

ইমন।

কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদনমোহন ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥
গলে গজ-মোতিম-মাল।
করিবর-কর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতী পরশ না পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নাহি তাই॥
শুনিতে বচন সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥

ইমন।

শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়॥
ঐ রূপে আছে কি মাধুরী?
মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি॥
তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনী॥
তাহে হাসি কয় কথাখানি।
অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিকমণি॥

গান্ধার।

সজনি মুরতি পিরীতি বরদাতা।
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ, সুখ সায়র নাগর,
নিরমিত ধাতা॥ ধ্রু
রূপ দেখি আঁখি, না পালটি গো,
মন অনুগত নিজ লাভে।
অপরশ দেহ, পর সুখ সম্পদ,
শ্যামর সহজ স্বভাবে॥
লীলা লাবণি, অবনী অলঙ্কৃত,
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহু অবলোকনে, কত কুলকামিনী,
শুতল মনসিজ শয়নে॥
অলখিতে হৃদয়ক, অন্তর অন্তর,
পাশরিন না হয় স্বপনে।
জ্ঞানদাস কহে, তবহু কৈছন হয়ে,
তনু তনু যব হয় মিলনে॥

মূলের, মূল্যের।

সায়র, সাগর।

গান্ধার।

মন্দিরমাঝে, বৈঠল বরসুন্দরী,
দিনকর দুপর ঠানে।
বব হাম পুছল, পিরীতি সম্ভাষণ,
প্রেমজলে ভরল নয়ানে॥
মাধব! তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পর সঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত,
না মানয়ে গুরুজন বাধা॥ ধ্রু
ভাবে ভরল তনু, পুনঃ পুন কম্পিত,
পুনঃ পুন শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত, পুন দিগ্ নেহারত,
ভূয়ে শুতয়ে পুনঃ বেরি॥
কুয়ল কবরী, উরহি লোটায়ত,
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ, তুহুঁ ভালে সমঝত,
কোন করব চিতে আনে॥

ধানশী।

হাম যাইতে পথে ভেটিল গোরি।
তুয়া পরথাব কয়ল কছু থোরি॥
সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি।
আরতি রহল কহব পুন বেরি॥
শুন শুন মাধব নিজ পুন ভাগ।
রাই কমলিনী দোহে এত অনুরাগ॥ ধ্রু
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপ নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ॥
অধর শুকায়া দীঘল নিশ্বাস।
জনু অনুরোধে ঝাঁপল বাস॥
কত কত ভাব পেখনু হাম তাই।
ধনি ধনি তুহু ধনি রসবতী রাই॥

ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ॥

শ্রীরাগ।

হাসি রহল করে বয়ন ঝাঁপাই।
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই॥
আনদিন শ্রবণে না দেই পরথাব।
আজু আপনে ধনি কহলি সুধাব॥
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ।
কমলিনী করল তুয়া পরসঙ্গ॥ ধ্রু
শুনইতে তৈখনে যো যো করু চিত।
কাহে কহব কে যাবে পরতীত॥
এত দিনে জানলু সিদ্ধি ভেল কাজ।
দূরে গেল দুঃসহ দ্বিগুণ মঝু লাজ॥
লোচন লোর লুকায়লি গোরী।
পুলক প্রচুর কয়লি বনী চোরী॥
শুভ ভেল অশুভ গেল সব দূর।
জ্ঞানদাস কহুঁ মনোরথ পূর॥

শ্রীরাগ।

কানুর ঐছন বাত।
শুনি সখী অবনত মাথ॥
কছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি॥
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞানদাস॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

সরস সিনান, সমাপয়ি সুন্দরী,
মন্দিরে হলু সখী সাথ।

কুয়ল, স্খলিত। ভানে, ভ্রমে। পরথাব, প্রস্তাব। থোরি, অল্প।

নিরঞ্জন জানি, কান বহি উপনীত,
সহচর সুবল সাঙ্গাত ॥
দেখবি মোহন গোকুলচন্দ।
রাধা রসবতী, রসিকা শিরোমণি,
নব পরিচয় অনুবন্ধ ॥ ধ্রু
সহচরী পাশে, হাসি হরি পুছত,
স্বরূপে কহবি বররামা।
রমণী সমাজে, গজবরগামিনী,
এ ধনী কে অনুপামা?
সরস সংবাদ, সম্বোধই সহচরে,
কনক দাম রুচি গোরী।
মাঝহি মাঝ, বিরাজই ও ধনী,
বৃকভানু কিশোরী ॥
শুনইতে নাম, প্রেমে পরিপূরল,
মাধব অমিয়া সিনান।
জ্ঞানদাস কহে, আর কি বিছুরয়ে,
নিশি দিশি চরণ ধেয়ান ॥

ধানশী।

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল।
পাস উদাসল পালটি নেহারি।
তাহি চলল মন বাহু পসারি ॥
আজু পেখনু মুঞি বিদগধ নারী।
মদন বাণ কত গেলে উভারি ॥ ধ্রু
কেশ বিথারল পিঠহি লোল।
মাথ আধ পর রহল নিচোল ॥
পহিরণ পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ।
তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ ॥

উদাসল, অনাবৃত্ত করিল। পসারি, প্রসারণ। বিদগধ, সুরসিকা। নিচোল, অঞ্চল। পহিরণ, পরিধান। তবধরি, সেই অবধি।

চাতুরী কতএ কয়ল মঝু আগে।
জীউ রহল আজু বড়পুণভাগে ॥
কহইত কি কহব কহয়ে না পারি।
জ্ঞান কহ এ বড়ি বিদগধ নারী।

বরাড়ী।

এ সখি এ সখি বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥ ধ্রু
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পায়।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যায় ॥
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা।
রস পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা ॥
হামরা দুহুঁ জন পথে একু মেলি।
সুজান জন সঞে করু আন কেলি ॥
যব কছু পুছয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশ হাস পশি যাব ॥
ঐছন রমণী দৈবে দেল সঙ্গ।
বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ ॥
উহসে লাজ বশ হামারত লাজ।
জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ ॥

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরীমাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মচুকাই ॥
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি ॥ ধ্রু
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি ॥
মনমথ মন্ত্রী আগোরল বাট।
চকিত চরিত পঁহু রহু রসহাট ॥

উদগীম, উদগ্রীব। অবগাই, বিশ্রাম।

কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা কবহুঁ না পাই॥
পরশে পুছলু হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান॥

পঠমঞ্জরী।

সজনি শুনি মনে হোয়ল আনন্দ।
রাই সুধামুখী, মোহে এত অনুরাগী,
মিলন করহ পরসঙ্গ॥ ধ্রু
নলু হাম, রূপে গুণে অনুপাম,
তাহে রহল মন লাগি।
তুহু সুচতুর ধনি, মোর অনুকূল জানি,
যব পুন হয় মোর ভাগি॥
ওই দিবস—খন, হোয়ব সুলখন,
মোহে মিলব ধনি রাই।
সো তনু পরশএে, তাপ সব মেটয়ে,
তব হাম জীবন পাই॥
ঐছন নাগর, বচন শুনি কাতর,
দিঠে ভেল ছলছল লোর।
কানু পরবোধি, তুরিতে ধনী চললহ,
জ্ঞানদাস চলু ভোর॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

তিরোতা—ধানশী।

শুন শুন গুণবতী রাই।
তো বিনু আকুল কাহাই॥ ধ্রু
সো তুয়া পরশক লাগি।
ঝটকুটি যামিনী জাগি॥
ক্ষীণ তনু মদন হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিতপুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছতি কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার॥

জগমাহা, জগতের মধ্যে।

শ্রীরাধাকুণ্ড-মিলন।

ধানশী।

দূতী প্রতি কমলিনী, বোলয়ে মধুর বাণী,
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয়সখি, দেখাও সে নীরজাখি,
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম॥
শুন শুন প্রাণসখি, মন্ত্রণা বলহ দেখি,
কিসে পাই শ্রীনন্দকুমার।
দূতী কহে শুন ধনি, মোর নিবেদন বাণী,
পুনঃ দেখা না পাইব তার॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি, কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি,
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড-জলে।
তাহা শুনি রাই ধনী, মৃদু মৃদু বলে বাণী,
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে॥
আমি শ্যাম-কুণ্ডনীরে, শ্যাম নাম হৃদে ধরে,
বঁধু লাগি এ প্রাণ ত্যজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন, হেন কহ কি কারণ,
শ্যাম অন্বেষণে চল যাব॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

সিন্ধুড়া।

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত,
যেন দরিদ্রের হেম॥ ধ্রু

হিয়ায় হিয়ায়, লাগিব লাগিয়া,
চন্দন বা মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া, বাইয়ের দোসর,
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি, মুখ নেহারয়ে,
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত, দূর হেন মানয়ে,
তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে,
রসের পাসর: কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমন পিরীতি,
আর কি জগতে আছে॥

সিন্ধুড়া।

নিজ পর সঙ্গ, স্বপনে না করে,
আনে না পাঁতয়ে কাণ।
দিঠে দিঠে রহে, নিমিখ না বহে,
নিরখে মধু বয়ান॥
সই কিবা সে বন্ধুর, পিরীতি ঠক রীতি,
কহিতে কহিব কি।
সো সব চরিতে, কত উঠে চিতে,
পরাণ নিছনি দি॥
ক্ষণে ক্ষণে তনু, পুলকে আকুল,
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে, রসের আলাপ,
অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥
এক করি মোরে, কোরে আগোরয়,
রচয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে, ধনি ধনি সেহ,
যাহে এ পিরীতি লেশ॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে,
পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিহি গড়ল,
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
অলস করিয়া, নারে পাসরিতে,
কি দিয়া সুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া,
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক, করের মুরলী,
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ,
যখন যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া,
তখন সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিন,
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী,
পিরীতি বান্ধল তায়॥

সিন্ধুড়া।

যব দেখা দেখি হয়ে, হেন তার মনে লয়ে,
নয়ানে নয়ানে মোরে প্রিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি,
হেন মনে লয় সখি,
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি
কি দিয়া সুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি॥ ধ্রু
রসিক নাগর যে, নিতুই দুয়ারে সে,
বিনা কাজে কত আইসে-যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয়,
তোমার চরিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায়॥

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া,
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে,
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে, পিরীতি করয়ে,
কি জানি কি তার হয়॥
সহজে রসের, আকর সে যে,
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে পবন, উড়িতে আপন,
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি, ওগিম দোলনি,
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া পিরীতি,
মরমে পশিল তোর॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

তিরোতা—ধানশী।

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন, সদা উচাটন,
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে, দশ দিশ গণে,
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া,
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি, প্রেমের কাহিনী,
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন,
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥

মুরলী-শিক্ষা।

কানাড়া।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম?
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি?
কোন্ রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী?
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত?
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ?
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে?
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে?
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

কামোদ।

আইস আইস মোর বিনোদিনী রাধা।
তোমা দরশনে গেল মনসিজ বাধা॥
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনা দশদিক হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম॥
তোমার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥

চৌরাশী ক্রোশ এহি বৃন্দাবন-সীমা।
যত কিছু লীলা-খেলা তোমারি মহিমা॥
জানে সব ব্রজজন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সব জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা॥
নিজ পীতবাসে শ্যাম চরণ-ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম-কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ-মাধুরী॥

(শ্রীরাধার উক্তি)

ধানশী।

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লয় চিত॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে॥
ভাল হইলা আইল রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব॥

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

বিহাগড়া।

ধরবা ধরবা ধর, মোর পীতবাস পর,
গোর অঙ্গে মাখহ কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব, বনমালা পরাইব,
চূড়া বান্ধা আউলায়া কবরী॥
গৌর অঙ্গুলি তোর, সোণা বান্ধা বাঁশী মোর,
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ, কদম্ব হেলনে থাক,
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥
মুরলী অধরে লেহ, এই রন্ধ্রে ফুক দেহ,
অঙ্গুলি লোলায়া দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই বটে, যা বলিলা তাই বটে,
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি॥

সম্ভোগ-মিলন।

কেদার।

অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে বিহসি ঠেলহ পহুঁ পাণি॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ॥
পিরীতি বচন পুনঃ কহল বিশেষ।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে নব লেশ॥
পহিরণ বসন ধরল যব হাতে।
তব ধনী দিব দেই নিজ মাথে॥
রস পরসঙ্গে কয়ল কত রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ॥
নাহক আদর অধিক বাঢ়ায়।
জ্ঞানদাস কহে এহ না জুড়ায়॥

কেদার।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বহু আরতি অনেক॥
মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরহি লাজে॥
মণিময় দীপ উজরোল গেহ।
সুকুসুম সেজহি ঝলমল দেহ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
সারী শুক কত কপোত ফুকার॥

বিহসি. হাস্য করিয়া। নাহ, নায়ক। দিব দিবা।

মলয় পবন বহ গন্ধ সুগন্ধ।
দ্বিজকুল শব্দ গীত অনুবন্ধ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দী-তীর।
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ-কুটীর॥
সখীগণ হেরই ঝরকহি ঝাপি।
আরতি অধিক তিরপিত নহে আঁখি।
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদান কহ পূরল আশ॥

ভৈরবী।

কুসুমশেজ পর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁ জন হিয়ে হিয়ে জোর॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী।
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঁই করে কেলি॥
শিখিকোরে ভুজগিনী নাহে দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামনা এক ঠাঞ নাহি জাগ।
কলহ কয়ল বহু রসনা বয়ানা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা॥
শর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল॥

ধানশী।

নিমগন দুহুঁ জন রতির-ণ-রঙ্গে।
থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে॥
কুসুম শেজপর বাধা কান।
দুহুঁ মন পেশল মনসিজ জান॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচযুগ পর খরতর নখ হান॥
কুঞ্জহি দুহুঁ জন কেলি।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি॥

ধানশী।

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়ানের কোণে।
দুহুঁ হিয়া জরজর মনমথ বাণে॥
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ কত মদন-সাগরে ভেল ঝম্প॥
দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরীতি নাহি টুটে।
দরশে পরশে কতেক সুখ উঠে॥
অধর রস দুহু করু পান।
দুহুঁ দুহুঁ চুম্বই বয়ানে বয়ান॥
দুহু আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ।
জ্ঞানদাস মনে বাঢ়ল আনন্দ॥

কেদার।

বিগলিত-কুন্তল, মণিময় কুণ্ডল,
ঝুনু ঝুনু আভরণ রাজ।
ঘামহি অলকা, তিলক বহি যাওত,
ঘন দোলত মণিরাজ।
দেখ দেখ দুহুঁ জন কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর, সুধারস পিবি পিবি,
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি॥
গীমহি ভুজযুগ, উপর শশধর,
কনক ধরাধর মাঝ।
অপরূপ পবনে, সঘন তনু দোলত,
গগন সহিত দ্বিজরাজ॥
চঞ্চল চরণ, কমল মণি নূপুর,
শবদ মঙ্গলপুর।
মনমথ কোটি, মথন করু ঐছন,
জ্ঞানদাস চিতে ফুর॥

গীমহি, গ্রীবা।

পঠমঞ্জরী।

শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ।
দুহুঁ দুহুঁ হেরি হেরি করু কত রঙ্গ॥
নব মধুমাসে নিধুবনে সাজ।
দুহুঁ মুখ মন্থর কুঞ্জ বিরাজ॥
রাধা মাধব রতি রস কেলি।
বিদগধ নাগর বৈদগধি মেলি॥
দৃঢ় পরিরম্ভণ পুলক ভুজ দণ্ড।
চুম্বনে লুবধল দুহুঁ জন গণ্ড॥
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ জন পিব।
উৎপলে পূজত হেমক শিব॥
অদ্ভুত নাগরী অদ্ভুত কান।
অতি রসে ভেল অবশ পাঁচ বাণ॥
দুহুঁ গুণ রূপ কলা রস সীমা।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক মহিমা॥

ভূপালী।

বিদগধ নাগরী নাগর বসিয়া।
মধুকর মধু পিয়ে কমলিয়া পশিয়া।
বাঢ়ল রসসিন্ধু দুহুঁ এক হিয়া।
কালা মেঘে ঝাঁপল কুমুদ বন্ধুয়া॥
রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস।
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস॥
পূর্ণিমার চাঁদ মুখে স্বেদ বিন্দু বিন্দু।
অনঙ্গ লাবণ্যফুলে পূজল ইন্দু॥
বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস।
রতি রস ছয়মে বহে দীর্ঘনিশ্বাস॥
আলসে মুদিত আঁখি বয়ানে বয়ান।
জ্ঞান কহে চাঁদে কিয়ে চাঁদের মিলান॥

ভূপালী।

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দা।
জলনিধি উছই হেরইতে চন্দা॥
কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি।
কুসুম শরে রাই কানু অসম্বরি।
পুলকে পুরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস॥
দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥
হার টুটল পরিরম্ভণ কেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি॥
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর॥
দুহুঁ দোহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান।
জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণগান॥

শঙ্করাভরণ।

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ কেলি॥
নিধুবনে মুগধল নাগরী কান।
এক কলেবর দুহুঁ একুই পরাণ॥ ধ্রু
চান্দ চন্দন মলয়জ বাতে।
অতি রসে বাদর নহে পরভাতে॥
রাধা মাধব মধুর বিলাস।
নাহ অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥
রূপ কলাগুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশ রস আরতি অমূল॥
নিবিড় আলিঙ্গন করল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে শীৎকার॥
পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
দুহুঁ তনু একই নহত নব ভেদ॥
বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ॥

পরিরম্ভণ. আলিঙ্গন।

ললিত।

রাধা কানু বিলাসই নিকুঞ্জ-ভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
সুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখ এ সখি শ্যাম কিশোর॥
জ্ঞানদাস কহে সুরস সার।
যুগল মিলন রসের সার॥

(রসালস)

ললিত।

রাধা মাধব অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্প-শয্যার উপর॥
রতির অলসে দুহেঁ আখি মেলিতে নারে।
দুঁহু ঢুলি পড়ে দোহাঁর উপরে॥
কপূর তাম্বুল চুয়া সুগন্ধি চন্দন।
মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন॥
শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়।
জ্ঞানদাস দুহুঁ রসালস গায়॥

শ্রীরাগ।

পহিলহি পিরীতি নাহিক পরকাশ।
দোতী শুতায়ল উনহিক পাশ॥
ননদী নিন্দহ আপন ঘরে ভোর।
তৈখনে লই গেও বসনহি চোর॥
কি কহব রে সখি কেলি বিলাস;
মদন মণি মন্দিরে কয়লু বিনাশ॥
পহিলহি নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
দুঁহু তনু পুলকিত দ্বিগুণ ভৈ গেল॥
প্রেম কয়ল কত বিদগধ রাজ।
দশনে দশনে দুঁহু ঘন ঘন বাজ॥
দুহুঁ তনু লাগল ভালহি ভাল।
চন্দন লাগল সিন্দুর জাল॥
বসন বসন দুঁহু আনহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ পুন কিয়ে কেল॥

কৌরাগিণী।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোওয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদ্রের অলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকায় নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুঞি ত্যজিয়ে দীর্ঘনিশ্বাসে।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি, দুহেঁ এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

গান্ধার।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ার হইতে পিয়া সেজে না শোওয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ ত্যাজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস।
তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥

ভূপালী।

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥

এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেক বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে ॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই ॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক ॥

পঠমঞ্জরী।

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপলু লাজে ॥
করে কর ধরি ফুয়ল চীর মোর।
পিয়া বর টিট কর রাখাল আগোর ॥
কি কহব রে সখি কানুক লেহা।
ও সুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা ॥
প্রেম পরশ রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতি পসার ॥
চুম্বনে চুয়ল অধরক দাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ ॥
উপজিল আরতি কহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায় ॥

শ্রীরাগ।

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল ॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন চাঁদ চিত রহি গেল ॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
সুধুই সুধায়সি চকিত ভেল অঙ্গ।

আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর ॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরুষ্কম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প ॥
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটি।
তাম্বূল অধরে অধরে লই সাটি ॥
করে কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে তুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ ॥

সুহই।

সজনি ও কথা কথন নয়।
শ্যাম সুনাগর, গুণের সাগর,
পড়িনু কোরে ঘুমায় ॥
কত পরকারে, চেতন করয়ে,
চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি, পাশ মোড়ি রহি,
দুঃখেতে চলল ভোর ॥
উঠিনু জাগিয়া, দেখি নাই পিয়া,
হৃদয়ে বাজয়ে শেল।
আহা মরি মরি, মদন-বাণেতে,
জর জর ভৈ গেল ॥
সে সব সোঙরি, চিত বেয়াকুল,
কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ কথা শুনিতে,
বিদরয়ে মোর হিয়া ॥

সিন্ধুড়া।

প্রভাত-সময়ে, কাক ফুকরিয়া,
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, বচন কহিতে,
তহি আন থলে যায় ॥

ফুয়ল, খলিত করিল।

নিরুষ্কম্প, খলিত।

সখি এ কথা কহিয়ে তোরে।
চিরদিন পরে, কোন বিধাতা,
সদয় হইল মোরে॥
নিশি অবশেষে, কান্দিতে কান্দিতে,
নিদ আওল আঁখে।
ঝুকে দুটী হাত, অতি ভীত পিয়া,
আসিয়া দাঁড়াইল সমুখে॥
চমকি উঠিয়া, কোরে আগুরিতে,
চেতন হইল মোর।
মুরছি পড়িতে, নিকটে বিশাখা,
আমারে করিল কোর॥
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়য়ে,
তবহি সন্তোষ হয়।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
বঁধুয়া মিলল তোয়॥

সিন্ধুড়া।

স্বপনে দেখিনু মোর প্রাণনাথ।
সমুখে দাঁড়াঞা আছে জোড় করি হাত॥
পুন না দেখিয়ে প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥
পাইয়া পরাণনাথ পুন হারাইনু।
আপন করমদোষে আপনি মরিনু॥
যে দেশে পরাণ-বঁধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বঁধু সময় বুঝিয়া॥

সুহই।

পিয়ার পিরীতে, জাগি ঘুমায়লু,
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের, অঙ্গের সৌরভ,
ননদী পাওল আসি॥
ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের, এমন বিতথা,
লোকে না বলিবে কি॥
কেন তোর তনু, হেন বিবরণ,
মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবরে, মথিয়া থুঞাছে,
শিরীষ-কুসুম-মালা॥
কে দিল হের, রঙ্গের নপুর,
কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া, বরণ বসন,
গুপতে আনিলি কার॥
আপদ মস্তক, নাহি পরকাশ,
কে দিল চন্দন চুয়া।
সুরঙ্গ অধরে, রঙ্গে ধরাইতে,
কে দিল তাম্বুল গুয়া॥
নাসার বেশর, ভালে সে তিলক,
কে দিল এমন ছান্দে।
পঙ্কজ-নয়ানে, অঞ্জন রঞ্জিত,
জ্ঞান পড়িল ধান্দে॥

সুহই।

ননদি গো রহিতে নারিনু ঘরে।
না দেখি না শুনি, এমন দেবতা,
যুবতী দেখিয়া ভুলে॥ ধ্রু
নিশির স্বপনে, চাঁদ উপরাগ,
হেরিয়া মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে, সে বন-দেবতা,
মোরে গরাসিল আসি॥
গরাস তরাসে, আকুল হইয়া,
মূরছি পড়িনু ভূমে।
তোর নাম ধরি, কত না ডাকিনু,
শুনিয়া না শুনিলি কাণে॥

এ মোর বিতথা,   সে বন-দেবতা,
শুনি চমকিয়ে চিতে।
যুবতী দেখিয়া,   ফিরিয়া হেরিয়া,
এমনি তাহার রীতে॥
যে জন হেরয়ে,   সে বন-দেবতা,
হরয়ে তাহার চিতে।
এ বোল শুনিয়া,   ননদী চমকি,
ভ্রমিয়া বোলয়ে ভিতে॥
গোকুল-পতির,   মতি ভুলাইতে,
ঈষৎ আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে,   ননদী ভুলাইতে,
কিবা পরমাদ তারে॥

সিন্ধুড়া।

অবহুঁ রভস রস,   বয়সহুঁ সাধস,
ঝামর দুপুর বেলি।
উপটল কবরী,   সম্বরে নাহি অম্বরে,
কহ কেবা মারা বা দেলি।
সখি হে কেন এতহু দুখ দেল।
বিকচ কমল ফুল,   লোচন ছল ছল,
অবগাহে মুদিত ভেল॥ ধ্রু
তাম্বুল অধরে,   মধুর বিম্বফলে,
কিরদ দংশন কিবা দেল।
কুচ ছিরিফল পর,   বিহগ কিয়ে বৈঠল,
তাহে অরুণ রেখ ভেল॥
কাজর কপোল,   লোল অমিয় জল,
সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ,   চলহ চল সখি,
রাইক মিলাহ সিনানে॥

ধানশী।

সখি রাই কলাবতী কানে।
এ দুহু মনোভাব,   মনহি বুঝাওল,
কিয়ে দুহুঁ আপন সুজানে॥
দুহুঁ দিঠি চঞ্চল,   বচন সমাপল,
চৌদিশে কত আছে আনে।
দুহুঁ জন বুঝল,   কেহ নাহি সমুঝল,
ঐছন দুহুঁ যে সিনানে॥
ভুজে ভুজ বান্ধি,   উরহি দরশায়ল,
রমণী সহ লমুঝল কাজে।
আনন সরোরুহ,   করে পরশাওল,
সময় বুঝায়ল সাঁঝে।
কর কমল মুখ,   কমল লুকায়ল,
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ,   তরুণী তুল নহ,
ঐছে কয়ল নিরবাহ॥

বরাড়ী।

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
জননি নেহারি হের মোহে থোর॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজে বান্ধি অলপ চলি গেল॥
কি কহব রে সখি নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ বাণ॥
হরি কত দরসে পালটি নেহারি।
ভেড়ল কানড় কুসুম উঘারি॥
বসনক ওর ঝাঁপল নব গোরী।
নীলকমলে মুখ রো[illegible] থোরি॥
বৈদগধি বিবিধ পস[illegible] যেহ।
কানু মুগধ তাহে ধর[illegible] দেহ॥
ধনি ধনি তাক হ[illegible] নারী।
জ্ঞানদাস কহ ধনি [illegible] চারি॥

সুহই।

সখি বড় অপরূ[illegible] কলি।
রাই যমুনা-সিনানে গলি॥
কানু দরশন [illegible]
কিয়ে দুহুঁ ইঙ্গিত [illegible] কল॥

বুঝিয়া সে সব রীত।
সবে গেল আন ভিত ॥
যব হোত নিরজনে।
পৈশলি নিকুঞ্জবনে॥
কি হুহুঁ কয়লি লেহ।
জ্ঞানদাস তব থেহ ॥

ভূপালী।

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছে কতিহুঁ না হেরিয়ে আর ॥
গুরুজন সনে আজি চলইতে বাট।
অন্তজন উপজল কানুক নাট ॥
পুলকে পূরল তনু ঝরঝর ঘাম।
অবশ হইয়া কহে কানু শ্যাম॥
ননদী কহয়ে তহি কানু কাঁহা হেরি।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুন বেরি।
অতিয় তাপে তনুতে বহে ঘাম।
তাহে পুনঃ পুনঃ সে কহলু ভানু নাম।
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল॥

ধানশী।

যাইতে যমুনা-সিনানে।
সঙ্গহি কাল সমানে ॥
অলখিতে আওল কান।
হাম তব বঙ্ক বয়ান ॥
ননদিনী আগে আগে যায়।
তহি কিছু কহিতে না পায়॥
ও বর বিদগধ নাহ।
ইথে যে করল নিরবাহ॥ ধ্রু
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেরিতে শ্যাম দেহ॥
অলখিতে চুম্বন কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল॥
বিহি দিল কণ্টক হাতে।
চললিহুঁ অধমক সাথে॥
করলহুঁ যমুনা সিনান।
জ্ঞান কহে সহে কি পরাণ॥

ভূপালী।

একসরি যাইতে যমুনা-তীর।
অলখিতে আওল শ্যাম-শরীর।।
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কতবেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস।।
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দিঠহি দিঠ পড়ল রহি লাজে।।
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়ানে ক্ষণে বয়ান লাগায়।।
আনছলে কতয়ে করয়ে পরিহাস।
হেন বুঝি কত কুলজা-কুল নাশ।।
শুনইতে মধুর মুরলী-রব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি নিচোর।।
কি দেখিনু কি শুনিনু কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি ঠায়।।

ভূপালী।

বরুণক দেশ রঙ্গিণী চলি গেল।
অরুণ অতি সুরপথদিগ ভেল।।
ঐছন সময়ে নিজ কেলিনিবাসে।
বেশ কয়লি পিয়া বহু প্রীতি আশে॥
আধা আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিখানি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহিক চিতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস বিহিকি কহ সম্ভেদ ॥

করলহুঁ, করিলাম। একসরি একলা।

ধানশী।

একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহু তাহার, পরশ না ভেল,
এ বরি মরমে ধন্ধ ॥
সজনি পাওলি পিরীত ওর।
শ্যাম সুনাগর, শৈশব কিবা,
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে, বান্ধল কবরী,
শিথিল না ভেল তোর ॥
অমল বদন, কমল মাধুরী,
না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনী, ধরণী হেরসি,
হাসি না কহসি বাত ॥
কিবা রতিপতি, বসতি বিষয়ে,
দেখিয়া দেওলি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, এ দোষ কাহার
দৈবে না ভেল সঙ্গ ॥

শ্রীরাগ।

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিকুঞ্জ গৃহে, ধনী নিবসই
তুরিতে গমন করু তাই।
এত শুনি নাগরী, বেশ ধরি সখী সঙ্গে
চলু বনমালী।
যোই নিকুঞ্জে, আছয়ে পরমানিধি,
তাঁহা যাই উপনীত ভেলি ॥
জ্ঞানদাস কহে পুরুষপ্রকৃতি।
দুহুঁ রস উজ্জ্বা পরিপাটি অতি

ধানশী।

দূতীক বচন শুনি নাগররাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো অশোয়াস।
মনো মহা হয়ল বহুত উল্লাস ॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞে হরি করল পয়ান ॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর ॥
জ্ঞানদাস কহে অপরূপ রূপ।
যুগল মিলন সুধু রস কূপ ॥

ভূপালী।

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদ গদ বোল ॥
নয়ানে বহই ঘন আনন্দ লোর ॥
পদ আধ চলে রাই সখী করি কোর ॥
আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে অতি রসের তরঙ্গ ॥
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাটি কুঞ্জে যাই।
প্রেম ধন দিয়া তুমি কিনহ কাহাই ॥

শ্রীরাগ।

(অভিসার-মিলন)

একলি কুঞ্জহি কান।
অথ হেরি আকুল পরাণ ॥
মনমথে জয় জয় ভেল।
তৈখনে সুন্দরী গেল ॥
হেরইতে নাগর কান।
হোরল আমিয়া সিনান ॥
সব অনুরাগিণী নারী।
কি কহব কহই না পারি ॥
নাথ দরশন ভেল তোর।
কো কহই আরাত ওর ॥

সহচরীগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥
পূরল মন অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখী পাশ॥

তিরোতিয়া।

উজ উঠল জনু বদরী।
করে জনি ঝাঁপহ সাগরি॥
পরবোধি-পরশি মুহ থোরে।
কমলিনী পড়ু যৈছে করিবর কোরে॥
মাধব তুয়া পায়ে সোঁপনু গোরী॥
তুহু বিদগধবর এহ রস থোরি॥ ধ্রু
সাচল নবীনক পুতলী।
অরুণ কিরণে জনু শুতলি॥
সরসে না হয় ভরমে।
চান্দ আরোপল জনু জলধর ঠামে॥
সহজে সহজে কর করমে।
ধরম রাখি যদি রাখয়ে ধরমে॥
বৈদগধি দোতী বিচারে।
জ্ঞানদাস কহ এহ রস সারে॥

ধানশী।

তুহুঁ বিদগধবর তরুণী পরাণ।
আজু শুনলো মুঞি মনসিজ নাম॥
অঞ্চল পরশিতে অন্তর কাঁপ।
রমণী সহয়ে কিয়ে এত এ আলাপ॥
এ হরি এ হরি অতএ আমার।
হাম কিছু না বুঝিয়ে ও রস বিচার॥
আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ।
দারিদ ঘর যাচক নাহি যাব॥
জল বিনু জলচর না করয়ে কেলি।
কলিকা কমলে ভ্রমর নহে মেলি॥
দেখইতে শুনইতে লাগু তরাস।
আজু পুছব মুঞি প্রিয়সখী পাশ॥
সো যব জানয়ে দুঁসব সুধি।
জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি॥

ধানশী।

দেখিতে দেখিতে আনহি ছান্দে
কিবা লাগায়াছে মদন ফান্দে।
সহজ কানুর চরিত যে।
তা দেখি জগতে না ভুলে কে॥
সই বলিব কি।
প্রেম পরসঙ্গ দেখিতেছি॥
পিরীতি আহারে না পড়ে কে।
দোতী পাইয়াছে পরতেক দে॥
নহিলে এমন চরিত নয়।
আনছলে এত কথা কি কয়॥
হাসির মিশালে চাহনি আন।
তা দেখি কাহার না হয় ভান॥
জ্ঞানদাস অনুভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥

ললিত।

উঠিয়া নাগররাজ নিজের আবেশে।
দুটী আঁখি মুদি রহে বিনোদিনী পাশে॥
ভুজলতা বেড়ি রাই নাগর কৈল কোরে।
অনিমিখ হইয়া চাঁদবদন নেহারে॥
সুবাসিত জলে চাঁদ-বদন পাখালে।
মুছায়ল বদন আপন অঞ্চলে॥
জ্ঞানদাসেতে বলে বালি হারি যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥

বিভাষ।

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥
তোমার পীত ধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বাঁধ চূড়া খুলাইয়া কবরী॥

কাণের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী।
শ্যাম বরণ মোর অঙ্গের উড়ানী॥
জ্ঞানদাস কহ কাহাই পাগুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয়া-নূপুর॥

রসোদ্গার।

ধানশী।

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলু অদভুত কাজে॥
তুহুঁ বরনারী চতুর বরকান।
মরকতে মিলল কনক দশবাণ॥
এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজ জন জানি না কহ বেভার॥ ধ্রু
ক্ষণে ক্ষণে অলসে মুদসি দুটী আঁখি।
নিজ তনু ছাহে চাহি করি সাখী॥
জলধর হেরি ভেলি চমকিত।
শ্যামের চান্দে চোরায়ল চিত॥
ক্ষণে পুলকিত তনু বহসি সাভারি।
মৃগমদ উরজে যতনে চীরে বারি॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়।
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায়॥

বরাড়ী।

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবহ।
লাজে কপাট কয়ল মুখবন্ধ॥
এ সখি এ সখি মানহ মোয়।
পরতেক জানি পুছলু হাম তোয়॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিবে অঙ্গ।
আজু আন রীতি-দেখিয়ে আর রঙ্গ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদে তোঁহে কয়ল অনঙ্গ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥

বরাড়ী।

লহু লহু মুচকি, হাসি চলি আওলি,
পুনঃ পুনঃ হেরসি ফেরি।
জনু রতিপতি সঙে, মিশল রঙ্গভূমে,
ঐছন কয়ল পুছেরি॥
ধনি হে বুঝলু এ সব বাত।
এত দিন তুহুঁক, মনোরথ পূরল,
ভেটিল কানুক সাথ॥ ধ্রু
যব তোঁহে সখীগণ, নিরজনে পুছল,
তব তুহুঁ ছাপলি কায়।
অব বিহি সো সব, বেকত কয়ল সখী,
কৈছনে গোপবি তায়॥
চৌরিক বচন, কহত সব গুরুজন,
সো সব পাওলু সাথী।
দশ দিন দুরজন, এক দিন সুজনক,
আজু দেখিয়ু পরতেকি॥
হাম সব নিজ জন, কহসি রাতিদিন
সো সব বুঝয়ু আজে
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহুঁ বিরমছ
রাই পাওল বহু লাজে॥

*পাগুনি, পাপ। বরকান, সুন্দর কানাই। পুছেরি, জিজ্ঞাসা করিয়া। বিরমছ, স্থির হও।

কামোদ।

রূপ কলাগুণ, সব সম্পূরণ,
ঐছন কানু বরমাহ।
আছিল আমার চিতে, তুয়া সহ মিলাইতে,
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ॥
সখি হে কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।
বিহি পরিসাদে, সাধ সব পূরল,
বুঝল মো অপরূপ কাজে॥
যা কর কাহিনী, ছাড়ি তুহু আনদিন
আন না শুনসি কাণে।
বচন রচন করি, সব উল্টায়সি,
আজু দেখি আন সন্ধানে॥
সব আন রীত, চিত তুয়া অন্তর,
বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ, বচন আন নহ,
কো পাতিয়ায়ব ইথে॥

গান্ধার।

কাহে কানু ঘন ঘন, আওত যাওত,
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি।
হাসি হাসি মুখশশী, উগারে অমিয়া-রাশি,
তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি॥
সুন্দরি কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে,
না জানি কাহার ভীতে,
আছয়ে পিরীতি নবলেশ॥ ধ্রু
সহজে রসিকরাজ, অলখিতে সব কাজ,
অনুভবি ওর না পাই।
যাহার নয়ন শরে, জাতি কুল শীল হরে,
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই॥
একই নগরে বৈসে, কখনএদিকে আইসে,
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বলে, কি দেখি কোনছলে,
করিতে না পারি অনুমান॥

ধানশী।

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
পুরুষ পরশ হইয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া হরে চরণে আমার॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা॥
আপনি চূড়ার বেশ বনায়ে আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
ভীতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি॥

ধানশী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘন আলসে ঝাঁপি আখি।
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি হিয়ায় কি আছে ব্যথা।
কিবা বা মনে লাগিয়াছে।
দোষ দিঠে কেবা দেখিয়াছে॥
বসন সঘন না রহে গায়।
রসের অঙ্কুর উপজে তায়।
যদি বা বোলহ লাজের কাজে।
মরম লোকের মরমে বাজে॥
কালা কানুর পথে যে জনা যায়।
বাতাসে মানুষ চমক পায়॥
তার ভাবে যদি এমন জান।
জ্ঞানদাস বলে কেন না মান॥

ভূপালী।

অঞ্জন রঞ্জই দিঠে অরবিন্দে।
ভুলল মধুকর অতি মকরন্দে॥
হেট মুকুট দূর করয়ে ললাট।
সিথার সিন্দুর মনমথ প্যাট॥
সহজই সুন্দরী অতি রসভার।
বিদগধ নাগর করয়ে শিঙ্গার॥ ধ্রু॥
ইন্দু কোটি জিনি চন্দন বিন্দু।
হেরইতে নাগর পড়ু রসসিন্দু॥
চিবুক বনায়ল কাল ভুজঙ্গ।
হেরি হরিষে পুলক পহুঁ অঙ্গ॥
চন্দনে রাজিত করু কুচকুম্ভ।
ভুখে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু॥
বেশ বনাইতে না পাই ওর।
জ্ঞানদাস কহে ভয়ে নহ ভোর॥

মলয় পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি॥
ঐছে রজনী হেরি রসবতী রাই।
সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই॥
তবহি চললি ধনী কালিন্দীতীর।
অপরূপ শোভন ধীর সমীর॥
সখীগণ সহ তহি মিলল কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁক বয়ান॥
দুহু' মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস॥

বসন্তলীলা।

বসন্ত।

আওবরে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন মধুৎসব পিককুল রাব॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
পীত ভীত রহু শিখর কোর॥
মলয়জ পবন সুহিতে ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত॥
সরোবর সরসিজ শ্যাম লেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা॥

ভূপালী।

নব মধু মাস কুসুমময় গন্ধ।
রজনী উজোর গগনহি চন্দ॥

কামোদ।

সাজল শ্যাম, সুরত-রণপণ্ডিত,
করে করি কুসুম কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে, কতহুঁ কত মধুকর,
জিতল মনমথ বাণ॥
ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে।
বেশ বিলাস, রসময় মাধুরী,
কামিনী-লোচন ফান্দে॥ ধ্রু
চুয়া চন্দন, অগোর বিলেপন,
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সমর সমিত কেশ, কেশ করু বন্ধন,
বরিহা চারু চরিত্রে॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী, ঝন ঝন রণ রণি,
রতিরণ বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ, রসিক শিরোমণি
সাজল রমণী-সমাজে॥

বরাড়ী।

মত নারীকুল, বিরহে আকুল,
ধৈরয ধরিতে নারে।

বরিহা, ময়ুর।

রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর,
দাঁড়াইল যমুনার ধারে।
কদম্বের তলে, বসি কোন্ ছলে,
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী॥
শুনিতে শ্রবণে, ব্রজবধূগণে,
তাহাই মিলল আসি॥
মরণ শরীরে, পরাণ পাওল,
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বনদাবানলে, পুড়িয়া যেমন,
অমিয়া সায়রে কেলি॥
চাতকিনীগণ, হেরি নবঘন,
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি জলধর, বদন সুন্দর,
চকোরিণী চারি পাশে॥
বিরহে তাপিত, ভেল তিরপিত,
বরিখে অমিয়া-রাশি।
জ্ঞানদাস ভণে, শ্যামের বদনে,
আধ ঈষৎ হাসি॥

বসন্ত।

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগু রঙ্গে আজি সবে হইয়াছে
বিভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যাম নাগর অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর-অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥

বসন্ত।

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে, রাঙ্গা
কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিক বিদিক না জানি॥
রতি জয় জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায়॥

বসন্ত।

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরছে অনঙ্গে॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারী।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পঙার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতি মহার॥
দোলাপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পূরয় আশ॥

ধানশী।

মধুর যামিনী, কাম কামিনী,
বিহরে কালিন্দীতীর।
কোকিল কুহরত, ভ্রমর ঝঙ্কত,
বদত কি রসধার॥
রাধা মাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরী, নাচয়ে ফিরি ফিরি,
গাওয়ে রসপরসঙ্গ॥ধ্রু
করহি বন্ধন, ঝমকি কঙ্কণ,
চরণে মঞ্জরী বোল।
কটিতে কিঙ্কিণী, বাজয়ে কিনি কিনি,
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত, কতহুঁ অদভুত,
কানু কত কত গায়ই।
সবহুঁ সখী মেলি, রচয়ে মণ্ডলী,
জ্ঞানদাস মতি ভায়ই॥

সুহই—বসন্ত।

মলয় পবন, পরশে পিক কুহরই,
শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত, সবহুঁ লতা তরু,
মদন ভেল অধিকারী॥
মুকুলিত চূত, দূত ভেল ষট্‌পদ,
শবদহিঁ দেয়ল বাধাই।
সন্ত বসন্ত, পূজা লয় ঘরে ঘরে,
জগজনে আনন্দ বাঢ়াই॥
চাতক পায়ে, কপোত শিখণ্ডক,
দুহু জন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর বসন্ত, বিহঙ্গ শুক মুখ,
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥
কুঞ্জলতা পর, সাজল ঋতুপতি,
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাশল, রাসস্থল ঝলমল,
কানু শুনল নিজকাণে॥
মাধবী মধুমতী, বিমলা চন্দ্রমুখী,
সভাকারে কহবি বুঝাই।
রস পরধান, নারী যাঁহা বৈঠয়ে,
সুন্দরী রসবতী রাই॥
ইহ মৃদু বচন, শুনিয়া রসদায়িনী,
দোতী চললি উল্লাসে।
গুরুয়া গমন তব, চলিতে না দেখে পথ,
সবহুঁ কহল ধনী পাশে।
"শুনহ বচন, কানু পাঠাওল মোহে,
কহলি নিজ কাছে॥
শ্যাম সুঘড়, নাগর রসশেখর,
রাস করব বন মাঝে"॥
দোতীক বোলে, দোলে ঘন অন্তর,
আনন্দে ঝোরে দুই আঁখি।
রাধা সুধামুখী, সফল তনু মানই,
পুনঃ পুনঃ কহ চল দেখি॥
যত নহ আননে, আন নাহি বোলয়ে;
স্বপনে নাহি আন ভান।
রাতি দিবসে ধনী, আন না ভাবই,
নয়ানে না হেরই আন॥
কুঙ্কুম কস্তূরী, চন্দন কেশর ভরি
কুচযুগে শোভিত হারে।
বেশ বনাওল, যো যাহা সাজল
ঐছন চলল বিহারে॥
রঙ্গিণী সঙ্গে, চললি ধনী সুন্দরী
সঙ্গীত সঞ্চক নাই।
নব অনুরাগে, জাগি রূপ অন্তরে
সভে মেলি শ্যামরু গাই॥

সুঘড়, সুনিপুণ।

সব নব নাগরী, বর রসে আগরী,
রসভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্বভরে, অঙ্গ করে টলমলে,
হেরইতে কত মনোহারী॥
দুহুঁক দুলহুঁ দুহুঁ, দরশনে পহিলহি,
আধ নয়ন অরবিন্দ।
দুহুঁ তনু পুলকিত, ঈষদবলোকিত,
বাঢ়ল কতয়ে আনন্দ॥
পহিলহি হাস, সম্ভাষ মধুর দিঠে,
পরশিতে প্রেম-তরঙ্গ।
কেলি-কলা কত, দুহুঁ রসে উনমত,
ভাবে তরল দুহুঁ অঙ্গ॥
নয়নে নয়ান, ঢুলঢুলি উরে উরে,
অধরে অমিয়া রস নেল।
রাস বিলাস, শ্বাস বহ ঘন ঘন,
ঘামে তিলক বহি গেল॥
বিগলিত কেশ, কুসুম শিখি চন্দ্রক,
বেশ ভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ, পরিপূরিত ভেল,
দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ॥
ধনি বৃন্দাবন, ধনি রঙ্গিণীগণ,
ধনি বাসর সময় কাম।
ধনি ধনি সরস, কলারস ঋতুপতি,
জ্ঞানদাস গুণগান॥

রাসলীলা।

বিহাগড়া।

দেখিব সখি, শ্যাম চান্দ,
ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র, যুবতীবৃন্দ,
গাওয়ে রাগ মালিকা॥ ধ্রু॥
মন্দ পবন, কুঞ্জভবন,
কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন-রাজ, নব সমাজ,
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
তরল তাল, গতি দুলাল,
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ, করত হাত,
রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গে, পরশে ভোর,
কেহ রহত কানুক কোর।
জ্ঞানদাস, কহত রাস,
যৈছনে জলদে বিজুরি জোর॥

কামোদ।

চন্দন চন্দ, কুসুম নব কিসলয়,
মন্দ পবন পিক রাব।
বরিহা কপোত, জোড়ে জোড়ে নাচত,
চিতক নিজ পরথাব।
তালি রে তালি, অতি অভিনব,
মদন সমাজে।
রাধা রসবতী, অতি রসে আরতি,
কানু রসিকবররাজে॥ ধ্রু॥
কুসুমিত কুঞ্জহি, রঞ্জন মনসিজ,
নব নব রঙ্গিণী মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ, কতহু রস মধুকরী,
ভ্রমি ভ্রমি করু রস কেলি॥
ধনিরে ধনিরে ধনি, দুহুঁ রূপ লাবণি,
ধনি বৈদগধি কত ভাতি।
আর কে কহুঁ কত,
দুহুঁ রসে উনমত,
জ্ঞান কহে নাহি দিবারাতি॥

দুলহ. দুল্‌ভ।

কামোদ।

মনমথ মন্ত্র, সুধীর সুনাগরী,
শ্যাম সুন্দর রস সীম।
সব বৈচিত্র, কলারস চাতুরী,
নাগরী গুণ গরিম॥
বিলসই রাস রসিক বরকান।
রাই বিনোদিনী শোভই যান॥ধ্রু॥
নয়নক অঞ্জন, কানু কত রেখহি,
রাই তাহি ভেল ভোর।
প্রেম পরশ রস, লীলা রস লহরী,
দুহুঁ তনু ভাবে উজোর॥
চঞ্চল চারু, চিকুরে শিখি-চন্দ্রক,
সুন্দর সিন্দূর দাগ।
দুহুঁক হৃদয়ে, উদয় সুখ-সম্পদ,
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ॥

বেলোয়ার।

রাস বিলাসে, রসিক বরনাগর,
বিলসই রসবতী-মাঝে।
দুহু বনি বেশ, বয়েস বৈদগধি,
অবধি করিয়া ধনী সাজে॥
এক অপরূপ রস, এই ক্ষিতিমণ্ডলে,
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।
রাধা রাতি দিবস, রস আরতি,
শ্যামর ঘনরসপুঞ্জে॥
অলিকুল রব শুক রাব।
কোকিল কুলগুরু পঞ্চম গাব॥ধ্রু॥
ফিরত মনোহর ময়ূরক পাঁতি।
মদনে হাট পড়য়ে দিন রাতি॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র একতান।
নিজ সব সঙ্গে রঙ্গে রস গান॥
নারী পুরুখ দুহুঁ ভাবে বিভোর।
জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর॥

কামোদ।

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি।
কুহরে কোকিল বরিহা কেলি॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে।
দেখবি সখি কুঞ্জমাঝ।
শ্যাম নাগর নাগরী সাজ॥
বিবিধ যন্ত্র একই তান।
গাওত বাওত অগুণ মান॥
তাতা দ্রিমি দ্রিমি মৃদঙ্গ।
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ।
তালে কতেক নটন ভঙ্গ॥
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ।
অমিয়া অধিক বোলয়ে মিঠ॥
হিয়ে হীরহার আলস লোল।
চরণে মঞ্জীর ঘুঙ্গর বোল॥
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞানদাস চিত বিলাস॥

মায়ূর।

একে সে যমুনার কূল,
আর সে কেলি কদম্বের মূল,
আর সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আর সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রব,
পিক কুহু কুহু করত রাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলালি,
বিবিধ রাগ গায়নী॥

বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মুরছ সতত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসনদামিনী।
শাঙল ধবল কালিম গৌরী,
বিবিধ বসন বোলি কিশোরী,
নাচত গায়ত বলে বিজোরী.'
সবহুঁ বরজ কামিনী।
বিশাল পিনাক ভাল,
সপ্তস্বর বাজত তাল,
এ সব রস মণ্ডল,
মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী॥
নূপুর চুঙ্গর মধুর বোল,
ঝন নন টন লোল,
হাসি হাসি কেহ কয়ত বোল,
ভালি ভালি বোলনী।
জ্ঞানদা সপড়ত ভাল,
গায় মধুর অতি রসাল।
শুণত ভুলত জগত উমত,
হৃদয়পুতলী দোলনী॥

বেলোয়ারী।

বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান।
বিলাস, উলাস পুলক তনু,
এক শকতি দুহু একই পরাণ॥
একে নব কুঞ্জ, কুসুম অতি মনোহর,
ভ্রমরা ভ্রমরীগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ, নীপ পর হিমকর,
মদন দেব মোহন নটরাজ॥
বাজত বলয়, নপুর মণি কিঙ্কিণী,
শ্যাম বামে রহু গোরী কিশোরী।

ভুজ দুহু দুহুক, কান্ধ পর শোভই,
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী॥
মৃদু মধুর স্মিত, মিলিত দৃগঞ্চল,
আনন্দে হেরি দুহু দুহু ক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ, সাগরে সুতল,
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান॥

মঙ্গল।

ব্রজরমণীগণ, হেরি হরষিত মন,
নাগরনটবর-রাজ।
নটন বিলাস, উলসহি নিমগন,
চৌদিগে রমণী-সমাজ॥
যূথে যূথে মেলি, করে কর ধরাধরি,
মণ্ডলী রচিয়া সুঠাম।
রাজত বীণ, উপজি পাখোয়াজ
মাঝহি রাধা কান॥
শরদ সুধাকর, গগন নিরমল,
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর, গাওয়ে অতি সুস্বর,
অমল কমল পরকাশ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি, বাহু ধরাধরি,
নাচত রঙ্গিণী মেলি।
জ্ঞানদাস কহ, নাগর রসময়,
করু কত কৌতুক কেলি॥

কানাড়া।

ধনীর নিকুঞ্জে নয়ল কিশোর।
রাধাবদন সুধাকর চন্দ্রাবলী
মুখচন্দ্রচকোর॥ এ
খেনে তিরিভঙ্গ, অঙ্গ নিজ হেরত
খেনে রমণীগণ অঙ্গহি অঙ্গ।

পড়ত, পড়িতেছে।

নয়ল, নব।

খেনে চুম্বক খেনে চলত,
মনোহর উপজায়ত,
কত অনঙ্গ-তরঙ্গ ॥
শ্যাম নটেন্দ্র, কোটি ইন্দু শীতল,
ব্রজরমণীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়।
ঈষৎ হাস, সম্ভাষই ঘন ঘন,
লীলা লহু লহু গীম দোলায় ॥
উহ রসময়ী, ইহ রসিক-শিরোমণি,
নয়ন নয়নে কত করত আনন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, দুহুঁ তনু ভিন নহে,
ঐছন পিরীতি নিবন্ধ ॥

কেদার।

কুঞ্জ-কুটীর কুসুম নবপল্লব,
ভ্রমর ভ্রমরী কত রঙ্গে।
সারী নারী, শুক পুরুখ জোড়ে জোড়ে,
ময়ূর ময়ূরীক সঙ্গে ॥
ভুবনে অনুপ রস, রসঅতি মনোহর,
ষড়ঋতু নব নিতি নিতি।
রাই কানু তাহে, নিতি নব নিরবাহে,
খেনে খেনে নবীন পিরীতি ॥
নয়নে নয়নে রস, পরশিতে শুণ দশ,
বিহসিতে শত শুণ রঙ্গ।
খেনে খেনে হৃদয়ে, হৃদয় পরশাইতে,
ভাবে ভরয়ে দুহুঁ অঙ্গ।
নাচত গাওত, কোই কোই বাওত,
বিলসিতে বিগলিত বেশ।
জ্ঞানদাস কহ, আবেশে অবশ তনু,
তাহে কত কেলি বিশেষ ॥

সুহই।

নাগরী নাগর শ্যাম রাজে।
রঙ্গে মিলল দুহু মণ্ডলী-মাঝে ॥
অতি রসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজল কত কত মদন-তরঙ্গ ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতিরসে আবেশে বাঢ়ল দুই রঙ্গ ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা ॥
দুহু সুখে আপনে নাহি রস ওর।
হেরি মরকত জনু লাগল জোর ॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধর রস নেল।
দুহুঁ মুখচান্দে দুহুঁ চুম্বন দেল ॥
দুহুক মরম দুহু জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল ॥

কেদার।

শ্যামর সকল কলারস সীম।
নাগরী নাগরী কত শুণহি গরিম ॥
দুহু বনি বেশ বয়স এক ছান্দ।
রাজিত কুঞ্জ মুগ্ধ মুখচান্দ ॥
বিলসই রাসে রসিকবর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ ॥
দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ।
দুহুঁক মরমে পৈঠে দুহুঁক সোহাগ ॥
দুহুঁক পরশ রসে দুহু ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগরে নাহি বোল ॥
পূরল দুহুক মনোরথ সিন্ধু।
উছলিত ভেল তহি স্বেদ বিন্দু বিন্দু ॥
দুহুক পরশ রসে দুহু উমতায়।
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায় ॥

মঙ্গল।

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলা রভস মনোহর ফান্দ ॥
তাহে কত বেশ বিশেষ পরিপাটী।
হেমমণি রমণীক হৃদয়ক সাটি ॥

ধনী বনি আওল মোহন রায়।
ব্রজবনিতা বনি সঙ্গীত গায়॥
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রক-চূড়।
কত কত মধুকর উনমত উড়॥
হিয়ে হীর-হারক চন্দ্রক জ্যোতি।
জনু আন্ধিয়ার তলে গজমোতি॥
কটি কিঙ্কিণী ধটি উপরে কাছ।
জনু ঘন সৌদামিনী থির আছ॥
চরণ-কমলে মণি-মঞ্জীর রোল।
জ্ঞানদাস আনন্দে উতরোল॥

মল্লার।

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ-ভবনে,
আলুঞা আলস ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি,
প্রাণনাথ কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী, ও চাঁদবদনী,
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু, করিয়া সিথান,
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে তুলিছে, রতন বেশর,
হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি,
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল, না করিহ রোল,
জ্ঞানদাস রস ভণে॥

ভূপালী।

বিহরিত রাসে রসিক বলরাম।
রূপ হেরি মূরছিত কত শত কাম॥
কত শত নব নাগরী অনুপাম।
অবিরত সেবই পূরু মনকাম॥
শীত কলেবর মনোহর ধাম।
জগমন রমইতে যাঁ কর নাম॥
তাই রস আবেশে ভঙ্গী ভঙ্গী সুঠাম।
কি কহব জ্ঞান পহুঁক গুণগ্রাম॥

নৌকা-বিলাস।

মল্লার।

সকল সখীগণ চলু ঘর যাই।
নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই॥
মানস সুরধুনী দুকূল পাথার।
কৈছনে সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবৃট সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তহি জোর॥
দূরহি নেহারও নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান॥
"চড় সবে পার উতরব হাম"॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল।
চড়ল তরণী পর সহচরী মেল॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান।
বেগেতে তরণী সেই করল পাযাণ॥
টুটিল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পানি করে কবি জ্ঞানদাস॥

কামোদ।

দধি ঘৃত পসরা, লেই সব রঙ্গিণী,
আওল কালিন্দীর তীরে।
যমুনা তরঙ্গ, রঙ্গ হেরি আকুল,
পরশ না পায়ই নীরে॥
প্রাবৃট সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন,
গরজল দুকূল পাথার।

ঐছন হেরি, কহই সব কামিনী,
কৈছন হোয়ব পার॥
মুখরা সঞে ধনী, রমণী শিরোমণি,
বদন পানী তোলে নাই।
হেরি নাগর বর, হরষিত অন্তর,
তরণী লই চলু যাই॥
কর্ণধারবর, চড়িয়া তরণী পর,
আওল রাইক পাশ।
চড় সভে পারে, উতরাব এ ধনী,
কছু নাহি ভাব তরাস॥
এত কহি সবহুঁ, পাণি ধরি নাবিক,
তরণী উপরে সবে নেল।
জ্ঞানদাস ভণ, সেই রমণীগণ,
গহন পানী মাহা গেল॥

ভাটিয়ারী।

মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দুকূল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
দেখ সখী নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান,
জানিয়া চড়িনু কেনে নায়॥
নায়্যার নহিক ভয়, হাসিয়া কথাটী কয়,
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে,
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥
অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল,
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখী, স্থির হৈয়া থাক দেখি,
এখন না ভাবহ বিষাদ॥

মল্লার।

এ কি দায় দেখ দেখ ওগো বড়ি মা,
জীরণ শীরণ, আয়স ভিন্ন,
অতি পুরাতন না॥
অথির নীর, গভীর ধীর,
অগাধ নাহিক থা।
নিধির ঘটন, আসিয়া পবন,
উপজিল বহু বা॥
পাইয়া আশ্রয়, দিয়া জয় জয়,
যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল,
দেখিয়া হাসিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে, তুলিয়া ফেলিছে,
চলবল স্রোত সা।
জ্ঞানদাসের, কেবল ভরসা,
ও রাঙ্গা দুখানি পা॥

বরাড়ী।

করে তুলি ফেলিবারি, ডুবিল ডুবিল তরী,
ফের হাল খসি পড়িল জলে।
পবনে পাতিল ঝড়, তরঙ্গ হইল বড়,
বুঝি আজি কি আছে কপালে।
এ কূল ও কূল, দুকূল নিরাকুল,
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল, উথলে যমুনার জল,
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥
এত দিন নাহি জানি,
লোকমুখে নাহি শুনি,
যুবতীর যৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গ বাস ছাড়ে, যৌবন পাতল করে,
তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি॥

আয়স লৌহনির্ম্মিত ফলক।

খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে,
কি গুণ করিল মোরে,
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই,জল না দেখিতে পাই,
তোমরা হইলা প্রাণের বৈরি॥
কেমনে বাহিয়া যাব,কিনারা কেমনে পাব,
ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হলো বিষম দায়,
মধ্যে তরঙ্গে ডুবে তরী॥

মল্লার।

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়ে এ যৌবন চায়।
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল।
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে।
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
ছলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল।
জ্ঞানদাস কহে ধনী না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়ে কিসের পরমাদ॥

জয়জয়ন্তী।

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বলহ ছলে॥
নেয়ে হৈয়ে চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে॥
পার না অদ্ভুত নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নেয়ে বড় রসরাজ॥

গান্ধারি।

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি,পার কর ভব নদী,
তব আগে কি ছার যমুনা॥
চরণ-তরণী যার,যে করে তোমারে সাধ,
কিবা তার পারের ভাবনা।
পাইয়া চরণরেণু, পাষাণ মানবী তনু,
কাষ্ঠ-নৌকা পদে হইল সোণা॥
অজামিল পাপী ছিল,সেহত তরিয়ে গেল,
চরণ করিয়ে আরাধনা।
হেন পদে অনুভবে, যাহার পরাণ যাবে,
নাহি তার যমের যন্ত্রণা।
আমরা আহীর-নারী, কুল শীল পরিহরি,
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী, শুন ওহে গুণমণি,
কত না করহ প্রবঞ্চনা।

দানলীলা।

ধানশী।

চলইতে গজপতি বেচনে যাহ।
কনক মুকুল কত মুখ নিরবাহ
অধর অরুণ ছবি মাণিকের কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিমপাঁতি॥
এ ধনি কমলিনী কি বলিব আন।
সভে তোহে ছোড়ব গোরস দান॥
উরপর বিরাজিত কনক মহেশ।
চামর ধাম সুবাসিত কেশ॥
সিন্দুর বিন্দু ভাল পর শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিদ্রুম লোহ॥

বিদ্রুম প্রবাল।

নয়নক অঞ্জন কণ্ঠক হার।
ইথে জানি আছয়ে কতয়ে বেভার ॥
সখী সনে যুকতি আন ঠামে।
জ্ঞানদাস কহব পরিণামে ॥

ধানশী।

সুন্দরী শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই এ পথের দানী ॥
সিথায় সিন্দুর তোমার নয়ানে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর ॥
হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার ॥
করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী ॥
রঙ্গিণ আলতা পায়ে রতন-নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর ॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী মাঝে॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় টিটপণা ॥
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন্ জনা ॥

পঠমঞ্জরী।

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ সাজাঞা পসারে ॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন্ ছলে যাও অবিচারে ॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
একপণ আধক কাহন প্রতি ঘটে ॥
সমুখ আছয়ে দান সমুখে আমারি।
অঙ্গে বহুমূলধন আর নীল শাড়ী ॥
সিথার সিন্দুর দান কহনে না যায়।
নয়ন কাজর দেখে ধরণী বিকায় ॥

কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ ॥
ঈষৎ চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে দানী বিষম বিধাতা ॥

ভাটিয়ারী।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীরে।
মো যদি জানিতাঙ পাছে,
এ পথে কণ্টক আছে,
তবে ঘরের না হইতাম বাহিরে ॥
ঘরে হৈতে বারাইতে,
চাল না ঠেকিল মাথে,
হাঁচি জেঠি না পড়িল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে,
ঠেকিল ব্যাধের হাতে,
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা।
বিষম দানীর দায়, এক লয় আর চায়,
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে দেয়,
বাদ দিবার বেলে দেয়,
এ কি কলঙ্কের পরমাদ ॥
মণি আভরণ ছিল, ডরে ডরে সব দিল,
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোণার গাছ,
দানীতে না ছাড়ে কাজ,
ডালে মূলে নেবে উপাড়িয়া ॥
ঘরে বৈরি ননদিনী, পথে বৈরি মহাদানী
দেহের বৈরি হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ, যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন ॥
অবলা বলিয়া গায়, বলে হাত দিতে চায়,
পসারিয়া আইসে দুটী বাহু।

জ্ঞানদাস কয়, মোর মনে হেন লয়,
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু॥

সিন্ধুড়া।

শুন শুন সুজন কানাই,
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান, গোরস মানি যে,
বেশর দান নাহি শুনি॥
মথার সিন্দুর, নয়নে কাজর,
রঙ্গণ আলতা পায়।
এ কি বিকিকিনির ধন, নারীর যৌবন,
ইথে কার কিবা দায়॥
মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী,
কাদ কেবা নাহি পরে।
যদি দানের এ গতি,তুমিত গোলোকপতি,
দান সাধহ ঘরে ঘরে॥
আমরা চলিতে না জানি,কহিতে না জানি,
তোমারে কেন সে বাজে।
জ্ঞানদাস কহে, কেমনে জানিব,
পরের মনের কাজে

সৌরাষ্ট্রী।

কহ কহ কহ.. জটিলার বহু,
তোমারে সভাই জানে!
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ,
এত বা গরব কেনে॥
পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়,
দানীরে না কর ভয়!
রাজকাজ করি, দান সাধি ফিরি,
এথা কিবা পরিচয়॥
এ নব যৌবনে, নানা আভরণে,
যাইছ মথুরা দিকে॥
বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব,
আমি ডরাইব কাকে॥

অমূল্য রতন, করিয়া গোপন,
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ, খসাই দেখাহ,
ইথে কি তোমার লাজে॥
এত কাহু হরি, দুবাহু প
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাস কয়, কিবা কর ভয়,
যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

বরাড়ী।

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া, বনফুল তাহে বেড়া,
গুঞ্জমালা তাহে বন সোণা॥
গোঠে থাক ধেনু রাখ,
আপন নাহিক দেখ,
বড় হেন বাসহ আপনা॥
ওহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলে ভোল।
আঁখি মটকিয়া হাস,আপনা কেমন বাস,
আন হেন নাহি যে আমরা॥
গায়ের গরবে তুমি,চলিতে না পার জানি,
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান, কংস দরবার জান,
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥
চতুর চাতুরী কত, আর কহ অবিরত,
কাঁচা কাঞ্চনের সমান।
জ্ঞানদাস কহে, হিয়ায় কসিয়া লহ,
কাঁচা নহে কষ্টি পাষাণ॥

ভাটিয়ারী।

মাধব দূরে কর উলট নয়ান।
সেই চাতুরীপণা, রূপমহা জানিয়ে,
যে রাখয়ে নিজ মান॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে,আসিছ অবলা হেরি,
ভাল নহে তোহারি ব্যভার।

লোক-লাজ ভয়, এক না মানসি,
ও কুলে কংস দরবার॥
মো কুলটা হাম, বরকুলকামিনী,
নিকটে তাত-ঘর মোর।
তুহু বনচারী, চোরি মতি চঞ্চল,
তাহে সাহস এত তোর॥
শক্তি সম্বর নহ, ইহ সব কুবচন,
যে সব কহসি মঝু আগে
জ্ঞানদাস কহ, ঐছে কহসি কাহে,
আওলি নব অনুরাগে॥

পঠমঞ্জরী।

আজি কেন নাহি বাজাও বাঁশী।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ঈষৎ হাসি॥
কিবা ভরসায় আইস কাছে।
না জানি মরমে কি ভাব আছে॥
পসরা ছুঁইতে করহ সাধ।
বরাকের দানী সোণায় সাধ॥
মুখের সুখে কহিতে চাও।
বিপরীত ইথে কি করিলে পাও॥
কালা হৈয়া এত রসের ভোরা।
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥
কি গুণ দেখিঞা সঘনে চাও।
হাতে কি চাঁদের পরশ পাও॥
জ্ঞানদাস কহে গোপ-ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥

শ্রীরাগ।

সহজেই তনু তিরিভঙ্গ।
এমন হইয়া এমত রঙ্গ॥
যবে তুমি সুন্দর হৈতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পর-নারী দেখিয়া না কাঁপ॥
যে দেখি মরমে এই ভাব।
তেঁই সে বাতাসে রসে ডুব॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥

(শ্রীকৃষ্ণোক্তি)

ধানশী।

কি লাগিয়া আইলা দূরদেশে।
তোমার সহজ রূপ, কাম হেরি কান্দে হে,
ভুবন ভুলিল ওই বেশে॥
আইস বৈস মোর কাছে, রৌদ্র মিলয় পাছে,
বসনে করিয়া মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাঁটিছ তায়,
দেখিয়া হালিছে মোর গায়॥
কেমনে তোমার গুরুজন,
কি সাধে সাধিল ধন,
কেনে বিকে পাঠাইলা তোমা।
তোর নিজ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে,
পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥
হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিয়া বুক,
দেখিয়া হইনু বড় দুঃখী।
জ্ঞানদাস কয়, পসারি যে জন হয়,
রসাল বচনে করে বিকি॥

ধানশী।

এত ছান্দে কে না বান্ধে চুল।
তোমার চূড়ায় মজাইলে জাতি কুল॥
এই ত চন্দনের ফোঁটা কেবা নাহি পরে
তোমার কপালগুণে ঝলমল করে॥
কেবা নাহি পরে বনমালা।
তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা॥

কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে এ রূপ দেখিয়া॥
কেবা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা॥
কেবা নাহি কহে কথাখানি।
তোমার চাঁদমুখে সুধা খসে জানি॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে সে ভুবন কৈলা আলা॥
তোমা বিনা মনে নাহি লয়।
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়॥

বরাড়ী।

এহি মনে বলে, দানী হৈয়াছ কানাই,
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজকুমারী সনে.
না জানি কিসের রঙ্গ॥ ধ্রু
গিরি গিয়া যদি, আরাধনা কর,
সেবহ শঙ্কর দেবে।
সতত অরণ্যে, শরণ শৈলজা,
পূজা কর একভাবে॥
জলধি জাহ্নবী সঙ্গম নিকটে,
সঙ্কটে কামনা কর।
তবে বৃকভানু- নন্দিনী নিচোল,
অঞ্চল ছুঁইতে পার॥
অলপে অলপে, সঘন সঘনে,
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ, থাকিতে হিয়ার হারে,
বাড়ায়াছ দিঠ॥
মদনে আকুল, আপনে ঢুকুল,
কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস্ কহে, ইঙ্গিত নহিলে,
কি লাগি বাহু পসার॥

সিন্ধুড়া:

বড়ি মাই ভাল বিকি কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে,রঙ্গ দেখাবার তরে,
নেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে,যদি কিছু বলে নেয়ে
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ, ঘুচাই মনের তাপ,
এড়াইব সকল জঞ্জাল॥
আমি রাজনন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ, পূরালে মনের সাধ,
কলঙ্কে কুলে কালি দিল॥
আপনার মাথা খেয়ে, ঘরের বাহির হয়ে,
আইলাম বড়াইয়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে, তার পাইলে ফলে,
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে॥

অনুরাগ।

(নায়ক সম্বোধনে)

ধানশী।

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনী অনুরাগিণী সহজেই বাম॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস॥
পহিলহি যত তুহুঁ আরতি কেলি।
সো অব দুরহি দূর রহি গেলি॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর॥

কেলি, করিলি।

তুয়া লাগি কুল শীল ত্যজিনু হাম।
না জানি কি অবহু আছয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই।
ধনী অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥

ধানশী।

বঁধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী, কুলের ধরম রাখি,
সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥
সহজে বরণ কাল, তিমিরপুঞ্জ ভেল,
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে, কলসী বাঁধিয়া গলে,
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥
যখনে তোমার সনে, পরিচয় নাহি ছিল,
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও;
বারে বারে ডাকি আমি,
শুনিয়া না শুন তুমি,
আঁখি তুলি সরমে না চাও॥
যখন পিরীতি কৈলা,
আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি বানাইলে মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর, হৃদয় উপরে ধর,
এবে তুমি দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধীনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘরে হইতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি,
তোমা বই নাহি জানি,
সকলি কহলি সবিশেষ॥
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি, ভরসা করিনু মনে,
ফুল ফলে এক না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ,
আমারে সে দিলা লাজ,
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্ধ॥

সিন্ধুড়া।

ওহে কানাই বুঝিনু তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া,
এমতি তোমার রীত॥ ধ্রু.
যখন আমাকে, সদয় আছিলা,
পিরীতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি, হইলা বিরাগী,
নিদয় হইলা দড়॥
বুঝিনু মরমে, যে ছিল করমে,
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কে জানে, খলের বচনে,
পরাণ সঁপিনু তায়॥
তোমার পিরীতি, দেখিতে শুনিতে,
যে দুঃখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মরুক, যে করে ভরসা,
তোমার পিরীতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে, মানুষ আকার,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে, যেমন পুড়িছে,
সে দুঃখ কহিব কারে॥
পূরবে জানিতাঙ, হইবে এমতি,
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে, ধৈরয ধরি রহ,
আপন সুখের কাজে॥

শ্রীরাগ।

ভাল হইল বঁধু, আপনা রাখিলে,
কি আর ও সব কথা।
তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥ ধ্রু
সহজে অবলা, অথলা হৃদয়,
ভুলিনু পরের বোলে।

অনেক পিরীতির, অনেক দোষ,
যেন দুপুরে আন্ধার বোলে ॥
বাদিয়া বাজী যেন, তোমার পিরীতি হেন,
না বুঝি একই রীতি।
সম্মুখে সরস, অন্তরে নীরস,
বুঝিনু কাজের গতি ॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিলে,
কেবল দুখের ঘর ॥

করুণ-বরাড়ী।

আরে মোর বঁধু রে কানাই।
তোমা বিনা তিলেক রহিতে ঠাই নাই ॥
এ ঘর বসতি মোর আনলের খনি।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি
পরাণী ॥
অথ পাথার জলে তৃণ হেন বাসি।
উচিত কহিতে নাই এ পাড়া পড়সী ॥
তুমি যদি না ছাড় বঁধু দুখে মোর সুখ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে লাখ যুগ ॥

সুহই।

পরাণ কান্দে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া ॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে ॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণবঁধু জানে মোর মন ॥
ছটফট্ করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি ॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এ বিষম পিরীতি ॥

তুড়ি।

কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
শাশুড়ী ননদী কথা সহিতে না পারি।
তোমরা নিঠুরপণা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকুরিতে নারে।
এমতি রহয়ে পাড়া পড়সীর ডরে ॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন ॥

(বংশী সম্বোধনে)

সুহই।

গুরুজন-জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দিল শ্যামের মুরলী ॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি ॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন ॥
তোরে কহি বাঁশিয়া লাগিয়া সতী কুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হইয়াছি আকুল ॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ঐ সে বেভার ॥

ধানশী।

ইহ গুরু গঞ্জন বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল।
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান ॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি কার করিনু অপরাধ ॥
ননদী নয়ন-জালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়া-পড়সী
জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই ॥

অনুরাগ।

(সখী-সম্বোধনে)

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই লো কি আর বলিব।
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলকে ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাইলাম
আগুনি॥

তুড়ি।

একে কুলবতী, চিতের আরতি,
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগর, পিরীতি কণ্টক,
ফুটিল হিয়ার মাঝে॥
শুন শুন সই, মরম তোমারে কই,
পড়িনু বিষম ফাঁদে।
অমূল্য রতন, বেড়ি ফণিগণ,
দেখিয়া পরাণ কাঁদে॥
গুরু গরবিত, বলে অবিরত,
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল, দুকুলে চাহিতে,
সংশয় পড়িল রাধা॥
ছাড়িলে ছাড়ল, এ লোক সে লোক,
পরাণ অধিক বড়।
জ্ঞানদাস কহে, এমন সম্পদ,
কাহার ডরে বা এড়॥

ভাটিয়ারী।

একে দেখি অতি, চিতের আরতি,
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন, গঞ্জনা না মানে
নিতি নিবারিব কত॥
সই ঠেকিনু বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরীতি, তিলেক বিরতি,
তিলেক পরাণ কাঁদে॥
সহজে মধুর, শ্যামের মূরতি,
পিরীতি বুঝিবা কে।
সে সব আদর, ভাদর বাদর,
কেমনে ধরিব দে॥
চিতের বিচার, উচিত করিতে
জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহে, ইহার অধিক,
রসিক গোপত কাজ॥

সুহই।

ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোর পতির পিরীতি॥
বিরলে ননদী মোর যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥
সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না রব পুনভাগে॥

আ খে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।
সে জন নীরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁদি।
তিলে কতবার স্বপন সমাধি ॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম-কথা কারে জানি পুছ ॥

তত্তোধিক দুঃখ দেয় এ পাড়া-পড়সী।
বঁধুর লাগিয়ে মুঞি হব বনবাসী ॥
হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল ॥
ফলফুল কানে এবে বাড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি ॥

সিন্ধুড়া।

গৃহে গুরুজন, স্বামী তরজন,
যা লাগি না দিলু কাণে।
এখন কি লাগি, সে জন আমারে,
না চাহে নয়ন-কোণে ॥
সই পরখে বুঝিনু কাজে।
বিনি অপরাধে, সাধিল বাদ,
জগত ভরিল লাজে ॥ ধ্রু
সে সব পিরীতি, আদর আরতি,
সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম পরাভব, এমন জানিয়া,
এখন যায় পরাণে ॥
সহজে অবলা, আগু অনুসারে,
নাহি জানি কি হয় পাছে।
জ্ঞানদাস কহে, সময় বুঝিতে,
কে জানে এমন আছে ॥

সুহই।

সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ।
একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর,
তিল এক নাহি অপবাদ ॥
পহিল বয়েস একে, আরে নব আরতি,
আর তাহে কানুর সোহাগ।
এত রস আদর, বাদ করল বিধি,
কুলবতী কেমন অভাগ।
গৃহে গুরু দুরজন, ও ভয়ে সভয় মন,
তাহাতে অধিক শ্যামলেহা।
নহিয়ে স্বতন্তর, কানুর বিচ্ছেদ ডর,
সে তাপে তাপিত দুন দেহা ॥
কিবা করি কিবা হয়, আপনা বুঝিল নয়,
নিরবধি উড়ু উড়ু চিত।
জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বিষাধিক বিষম পিরীত ॥

ভাটিয়ারী।

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঁঞি তোরে কই ॥
সদা চিত উচাটন বঁধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গরগর হিয়া ॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল ॥
কি করিব কোথা যাব স্থির নহে মন।
তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন ॥

ধানশী।

কি গুরু গরবিত, না লয়ে পাপ চিত,
আন না শুনে কাণে বিন্ধে।
সে নব নাগর, আগর সব গুণে,
তারে সে পরাণ কান্দে ॥
না জানি কিবা হইল, কি খেনে পরশিল,
সে রস পরশমণি।
জাতি কুল শীল, আপন ইচ্ছায়ে,
তাঁহারে করিনু নিছনি ॥

সজনি ও বোল না বোল জানি আর।
কি যশ অপযশ, না তার গৃহবাস,
হইলো কুলের খাঁখার॥
হিয়ার দগদগি, মনের পোড়নি,
কহিলো না রহিমো ঘরে।
এবে সে জানিনু, প্রেমের এই ফল,
ভাল সে জ্ঞানদাস বুঝে বে

সিন্ধুড়া।

কি মোর ঘর, দুয়ারের কাজ,
লাজ করিবারে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে, লাখ পরমাদ,
হিয়া বিদরিয়া মরি
শুন শুন তোরে, মরম কহিও,
মোর পরাণনাথে।
ও রস পরশে, উলস'গো,
দুকুল ঠেলিনু হাতে॥ ধ্রু
গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গা চরণে, আপনা বেচিনু,
তিল তুলসী দিয়া॥
আপন ইচ্ছায়, বাছিয়া লইনু,
যে মোর করমে ছিল।
এত বোল বলিতে, যে জন বিমুখ,
তাতে তিলাঞ্জলি দিল।
সো মুখ না দেখিয়া, পরাণ বিদরে,
রহিতে না পারি যে বাসে।
এমন পিরীতি, জগতে নাহিক,
কহই এ জ্ঞানদাসে।।

সুহই।

তুমি কি না জান সই, কানুর পিরীতি,
তোমায়ে বলিব কি।
সব পরিহরি, এ জাতি জীবন
তাঁহারে থাপিয়াছি॥
প্রাণসই কি আর কুল-বিচারে।
প্রাণবঁধুয়া বিনু, তিলেক না জীও,
কি মোর সোদর পরে॥ ধ্রু
সে রূপ-সাগরে, নয়ান ডুবিল,
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল মন,
আনিব কি আর দিয়া।
খাইতে থাইরে, শুইতে শুইয়ে,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
আগুন দিয়ে দুয়ারে॥

সোহিনী।

গুরু দুরজন, দূরে তেয়াগিনু,
পতি খুর-ধার তায়।
কানুর পিরীতি, কি রীতি করিনু,
কলঙ্ক এ লোক গায়॥
সই গো মরম কহিনু তোরে।
কানুর পিরীতি, শপতি করি
যে বলু সে বলু মোরে॥ ধ্রু
মরম বচন, মনেতে না লয়,
করমে আছিল যে।
সে সব আদর, ভাদর বাদর,
কেমনে ধরিবে দে॥
হিয়ার পিরীতি, কহিলে না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহে, নব অনুরাগে,
অমিয়া অধিক লাগে॥

সুহই।

কহ কহ এ সখি কি করি উপায়।
দরশন বিনু চিত থরণে না যায়॥

তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ॥
তবু সে বঁধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিধি বেয়াধি কি বুধি বা করি॥
কি খেনে দেখিনু সখী বিদগধ রায়।
পাষাণের রেখ যেন মিটন না যায়।
গুরুজনে যত বলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কিবা হয় কিছুই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস।
চান্দের উপরে যেন তিমির বিলাস॥
পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি।
বঁধুর পিরীতি যেন বহিছে ত্রিবেণী॥
সোঙরি সে রূপ গুণ পরাণ জুড়ায়।
তবে জ্ঞানদাস চিত্তে সোয়াথ না পায়॥

তুড়ি।

জিমুনা গো মুঞি, জিমু না,
কালা বঁধুর পিরীতির পাকে।
আপনার দুটী আঁখি, নিবারিতে নারি গো,
কালা বিনু আন নাহি দেখে॥ ধ্রু
এক দিন আয়ান আইল ঘরে,
কালিয়া দেখিনু তারে,
বঁধু বলি তাহারে সম্ভাষি।
আমার আরতি, দেখিয়া আয়ান,
মুখে কাপড় দিয়া হাসি॥
বঁধুয়ার ভরমে, আয়ানের সনে,
মনের কথাটী কই।
হাসিয়া হাসিয়া, আয়ান বলে,
মুই তোমার বঁধুয়া নই॥
কালিয়া কালিয়া বলি, কালা বসন পরি,
কালা বিনে আন নাহি শুনি।

জিমু না,' বাঁচিব না।

জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি এমনি হয়ে,
তারে কি দেখিলে জীয়ে প্রাণী॥

ধানশী।

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি,
শ্যাম-রসে হইয়াছি বিভোর॥ ধ্রু
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহ ত পরাণ-সখী, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি,
আন রঙ্গ লাগে নাহি পায়॥
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন পসার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥

সুহই।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ মন,
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলি,
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোর কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনু,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, কুলের ধরম,
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া, রসের পরাণ,
আর কার জানি হয়॥

যে মোর করমে, লিখন আছিল,
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরাও কুলবতী, দেখিনু চুকতি,
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

সুহই।

সহজে নারীর, অধিক জীবন,
তাহে পিরীতির লেশ।
ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে,
যাইতে কি হেন দেশ॥
সখী গো তোমারে কহিতে কি।
এ রস লালস, সব সম্ভাবনা,
এ নাকি নহিলে জী॥ ধ্রু
হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাস,
সে পুন পাইয়ে হাতে।
বিধির লিখনে, কালা বঁধুর সনে,
বান্ধিল করম-সূতে॥
রাতি দিনে মুঞি, সম্বিত না পারি,
দেখি বড় পরমাদে।
জ্ঞানদাস বলে, ও মুখ দেখিতে,
কাহার না যায় সাধে॥

সুহই।

কিয়ে মধুরূপ, কলারস চাতুরী,
সব ভেল দূরে।
গুরুজন বৈরী, দ্বিগুণ ভেল দাতা,
ডর সঙ্গে কয়ল বিদরে॥
স্বজনি হাম জীয়ব কতি লাগি।
একে মধু অন্তর, দগধ নিরন্তর,
নহি অধিক অনুরাগী॥ ধ্রু
বৈদগধি বিধি, সকল লুকায়ল,
দুহুঁ ভেল পঙ্ক চোর।
যবহুঁ দৈবদোষে, দরশ করায়ল,
কেহ না কহে এক বোল॥
অবিরত চিতে কত, কাঁদি গোঁয়াব,
কাহে করব বিশোয়াসে।
জ্ঞানদাস কহ, অন্তর দহ দহ,
পরবশ পিরীতি আশে॥

সুহই।

দুহুঁ কুল গরিমা, অসীম দুখ অন্তর,
বাহিরে পরিজন গঞ্জে।
ও নব লেহ, দেহ অবলম্বন,
সোঙরি সঘন মন রঙ্গে॥
স্বজনি বুঝিয়ে না পারিয়ে চিত।
অবিরত অভিনব, আদর যত যত,
দগ দগ করিয়ে পিরীত॥ ধ্রু
সব গুণসীম, অসীম রূপ-লাবণী,
ও নব কৈশোর দেহা।
গুরুজন বচন, তাপ নিবারণ,
শীতল সুখময় গেহা॥
পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি,
অনুখণ অন্তর দাহ।
জ্ঞানদাস কহে, তিলে কত সুখ হতে,
হেরইতে শ্যামর নাহ

সুহই।

অবিরত বহে, নয়নক বারি,
যেন বরিখয়ে জলধারা।
ও দুখ মরমে, সেই সে জানয়ে,
এমন পিরীতি যারা॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
গলায় হার পরিমু।

জাতি কুল শীল, দূরে তেয়াগিয়া,
পরাণ নিছিয়া দিমু ॥
সই লো পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান, সব করে আন,
না শুনে ধরম কথা॥ ধ্রু
জীবন মরণে, পীরিতি বেয়াধি,
হইল যাকর সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, দোসর পিরীতি,
নিতই নূতন রঙ্গ ॥

শ্রীরাগ।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বঁধুর সনে ॥
ত্যজিলে কুলশীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈনু।
যে চিতে দাঁড়াএছি সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয় ॥
ঠেকিল প্রেম-ফাঁদে সকলি নাশ।
ভণে সে জ্ঞানদাস না করে আশ ॥

ভাটিয়ারি।

তেজিলু নিজকুল এ লোক-লাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহ-কাজ ॥
সে সব নব লোহার নিছনি কৈলোঁ।
যে মোরে বোলে তারে জীয়ন্তে মৈলোঁ॥
না বোল স্বজনি আর কিছু না লয় মনে।
সে বঁধু বান্ধিঞাছো পরাণ সনে ॥
বঁধুর আরতি হিয়ার মালা।
পতিক পিরীতি বিষের জ্বালা ॥
যে চিতে দড়াইলু সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যেন রাখিল নয় ॥
খাইতে শুইতে আনহি নাহি।
জ্ঞানদাস কহে বুঝি এ তাহি ॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল ॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া, অচলে চাঢ়নু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁ
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম-দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
পাছে কর অনুতাপে ॥

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু,
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণে,
বুঝিয়া বুঝিয়া মৈনু ॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বঁধু সনে, পিরীতি করিয়া,
পাঁজর ধরিয়া গেল ॥
পিরীতি মিরিতি, তুলে তৌলাইয়া,
পিরীতি গুরুয়া ভার।

পিরীতি বেয়াধি, যার উপজয়ে,
সে না কি জীয়য়ে আর ॥
সবাই কহয়ে, পিরীতি কাহিনী,
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
পাঁজর ধরিয়া গেল ॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি,
নিতি নৌতুন রঙ্গ

তুড়ি।

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিতে নহে বঁধুর পিরীতি
অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগে।
না জানি কি লাগি তাহে এত অনুরাগ ॥
সই বড়ি পরমাদ।
শয়নে স্বপনে সঙ্গ মনে নাহি অবসাদ ॥
দেখিতে না দেখি সখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান।
শুনিতে শুনিতে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ ॥
হিয়ার আরতি করিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ ॥
গেহে কাজ করিতে আউলয়ে সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যাম লেহ ॥

ধানশী।

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহ না বিচারি ॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি ॥
কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব ॥
শুনি কহে সব সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল ॥
যৈছনে যামিনী কামিনী ঘোর।
তৈছনে বেশ বনায়ব তোর ॥
এতহি কহই করু বেশ রসাল।
ধনী অনুরাগিণী জ্ঞানদাস ভাণ ॥

শ্রীরাগ।

মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী।
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব।
কোন্ বিধি সিরজিল কুলবধূবালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কারে এত জ্বালা।
ঘর হইতে বাহির বাহির হইতে ঘর।
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর।
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে।
জ্ঞানদাস কহে সখি এই যে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব।

সুহই।

সহজেই কুলবতী বালা।
সে কি সহই প্রেমজ্বালা ॥
তাহে গুরু গঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তরে রোল ॥
তাহে নিতি প্রেম-তরঙ্গ।
জোরি কবহুঁ নহি ভঙ্গ ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ মন্দিরে অনুসারি ॥
সকল কহব কানুঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম ॥
জ্ঞানদাস কহে তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায় ॥

কৌরাগিণী।

অরুণ উদয়-কালে,ব্রজশিশু আসি মিলে,
বিপিনে পয়াণ প্রাণনাথ।
একদিঠি গুরুজনে,আর দিঠি পথপানে,
চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥
সজনি না জানি কি প্রেম লাগি।
দারুণ পিরীতি, পরবোধ না মানই,
কত চিতে নিবারিব আগি॥ ধ্রু
একে কুলকামিনী, তাহে নবযৌবনী,
আর তাহে পরের অধীন।
পিরীতি বিষম শরে,রহিতে না পারি ঘরে,
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥
নিশি দিশি অবিরত,জাগিতে ঘুমিতে কত,
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
জ্ঞানদাস বলে, আকুল নয়ানের জলে,
তিল আধ থির নাহি পাই।

ধানশী।

বল না সখি যাহার মনেতে যে।
কানুরে সঁপেছি আপনার দে॥ধ্রু
চাঁদ জিনিয়া মুখের বলনি।
জরজর কৈল মোর হিয়ার পুতলি॥
এমন পামর দেশে বৈসে কোন্ জনা।
যা বিনে না রহে প্রাণ তারে করে মানা॥
জ্ঞানদাস কহে বুঝিনু সকলি।
জাতি কুল শীল দিনু কানুর পায়ে ডালি॥

করুণ একতালী।

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সবে অযশ ঘোষণা॥
সই কহিনু নিদান।
প্রেমেরি পরাণ সহে এতেক অপমান॥ধ্রু
যারে দিনু তনু মন কুলশীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈনু ধড় অখোয়াতি॥
সে জন কি লাগি এহ করে ভিন পর।
ঝাঁপল কূপে পরল নব চোর॥
শুকয়া পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধুজলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বা অনলে॥
না জানি পিরীতি বিরিখে হেন ফল।
জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুধি বল॥

শ্রীরাগ।

বঁধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
এমন আমার, লয় অন্য জন,
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
আন জন সঙ্গে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বঁধুর হিয়া, এমন করিলে,
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ, করিছে যেমত,
এমন হউক সে॥
জ্ঞানদাস কহে, শুন হে সুন্দরি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের, সরবস ধন,
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥

সুহই।

একে নব পিরীতি, আরতি অতি দুরগম,
সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহ।
তাহে গুরু গঞ্জন, হৃদয় বিদারণ,
পরিজন কণ্টক গেহ॥

সজনি দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাহা, শুনই না পায়ব,
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু
যাঁ বিনু স্বপনে, আন নাহি হেরিয়ে,
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনী, সহজে একাকিনী,
আপনা বলিতে নাই কোই॥
দুহু কুল চাহিতে, আকুল অন্তর,
পাতয়ে পড়ি রহু হেম।
জ্ঞানদাস কহে, ধিক্ ধিক্ জীবনে,
যা কর পরবশ প্রেম॥

সুহই।

ভালই আছিনু আনমনে।
প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে॥
কেনে শুনাইলে তার গুণ।
উথলিল আগুনের খুন॥
নিশি দিশি যার গুণ গাই,
সে কেনে এতেক নিঠুরাই॥
যার লাগি তেয়াগিনু ঘর।
সে কেনে ভাবিয়ে ভিন পর॥
যার লাগি কুলে দিনু ছাই।
তারে কেন দেখিতে না পাই॥
সতীর মাঝ হইনু মন্দ।
জ্ঞানদাস শুনি রহি ধন্দ॥

ধানশী।

এ সখি হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি, প্রেম-ছায়া পায়লু,
বেকত কয়ল ঐ শ্যামা॥ ধ্রু
আছিনু মালতী, বিহি কৈল বিপরীত,
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি, ভ্রমরা নাহি আওত,
দূরে রহি দুহু মন ঝুরে॥
সব দুহু দরশন, দৈবে মিলায়ল,
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি, মাণিক ছাপায়ল,
দুহু ভেল পন্থক চোর॥
দক্ষিণ নয়ন করি, রঞ্জন কিয়ে হরি,
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরীতিখানি, কোন টুটায়ল,
মঝু মনে লাগল ধাঁধা॥
কাঁদিব রে কত, কাঁদি গোঙায়ব,
কাহাকে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহে, ধিক্ রহু জীবনে,
যে করে পরপ্রীতি আশ॥

শ্রীরাগ।

যাহার লাগিয়া কৈনু কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিব দেহে গুরু গঞ্জনা॥
যার লাগি ছাড়িনু গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জন বিমুখ॥
সজনি নিবেদন তোরে।
কলঙ্ক রহিল সব গোকুল নগরে॥ ধ্রু
তিলেকে সে তেয়াগিনু পতি খুরধার।
শ্রবণে না শুনিনু ধরম-বিচার।
অবলা অবলা জাতি ভুলে পরবোলে।
অনেক সাধের দীপ নিভাইল সাঁজবেলে।
দুঃখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হইনু চোর॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
প্রেম পরাভব সুখ সহনে না যায়॥

—

অনুরাগ।

(আত্মপ্রতি)

তুড়ি।

বড়ই বিষম, কালার প্রেম,
এ ঘর বসতি শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতুলী ॥
কাহারে কহিব মরম-কথা।
কানু বিনু কে জানিবে মরম ব্যথা।
যত যত পিরীতি করয়ে মোরে।
আঁখরে লিখিয়াছে মোর হিয়ার ভিতরে ॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চোখে চোখে।
এ বড়ি দারুণ শেল ফুটিয়াছে বুকে ॥
মনের মনকথা মনে সে রহিল।
কুটিল শ্যাম শেল বাহির নহিল ॥
নিচয়ে মরিব আমি তাঁরে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মিলাব আনিয়া ॥

সুহই।

বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা।
গা মোর কেমন করে নাহি চলে পা ॥ ধ্রু
প্রেম নহে পিরীতি নহে বাদিয়ার তন্ত্র।
কালসাপে দেখাইলে নাহি শুনে মন্ত্র ॥
কোথায় গরল তার কোথা তার বিষে।
প্রতি অঙ্গে গরল ভরা জীয়াইবে কিসে ॥
সৎ ঔষধ তার কদম্বের মেলা।
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়ে ফেলা ॥
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে ভাল জানি।
জীয়াইতে পারে সে রসিক-শিরোমণি ॥

অভিসার।

ভূপালী।

সখীগণ বচনে বনাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ ॥
ভালহি দেওল সিন্দুর-বিন্দু।
চন্দন-রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু ॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মুরছে কতহুঁ অনঙ্গে ॥
নীল বসনে তনু ঝাঁপল গোরী।
চলিল নিকুঞ্জে শ্যামরসে ভোরি ॥
মদনমোহন মনোমোহিনী নারী।
জ্ঞানদাস কহ যাও বলি হারি ॥

কামোদ।

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার ॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ ঝাপি।
নীলবসনে ধনী সব তনু ঝাপি ॥
চারি সহচরী সঙ্গহি মেল।
নব অনুরাগ ভরে চলি গেল ॥
বরিখত ঝর ঝর থরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেতে গেহ ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগররাজ ॥

ধানশী।

কানু অনুরাগ, হৃদয় ভেল কাতর,
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরজন ভয়ে, কছু নাহি মানয়ে,
চীর নাহি সম্বরু দেহ ॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার, ভুজগ-ভয়ে কত শত,
তবু নহুঁ মানয়ে ভীত ॥

সখীগণ তেজি, চলু একশরী,
হেরি সহচরীগণ যায়।
অদ্ভুত প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গিত,
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥
চলিল কলাবতী, অতিশয় রসভরে,
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ, এই অপরূপ নহ,
মনহি উজোরল কান॥

কেদার।

বৃষভানুনন্দিনী, রমণীর শিরোমণি,
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাণনাথের দরশনে,
রস-ভরে ডগমগ অঙ্গ॥
রাই রূপ-লাবণ্যের সীমা॥
না জানি কতেক নিধি, গড়িল কেমন বিধি,
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥ ধ্রু
নীলমণি চূড়ী হাতে, কনয়া কঙ্কণ তাতে,
নীলবসন শোভে গায়।
নব যৌবন ভরে, গতি অতি মন্থরে,
হংস গমনে চলি যায়॥
জিনি কত কোটি শশী, মুখে মন্দ মৃদু হাসি,
পিঠে দোলে চাচর কেশের বেণী।
বেণী আগে সোণার ঝাঁপা,
তার মাঝে কনক-চাঁপা,
গোবিন্দের হৃদয়মোহিনী॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে,
বাম ভুজ দিয়া তাতে,
বৃন্দাবন-ভূমে প্রবেশিলা।
রাই অঙ্গ কান্তি মালা,
দশ দিগ কৈল আলা,
জ্ঞানদাস তাহাতে ভুলিলা॥

কেদার।

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মারুতে হিল্লোল।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেমবিলাসিনী রাই কানু মনোলোভা॥
ভালে সে সিন্দূর-বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া।
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণু ঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পাড়া॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারিদিগে চায়।
মাধবীলতার তলে দেখে শ্যামরায়॥
শ্যাম-কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণমাধুরী॥

কেদার।

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল, নিভৃত নিকুঞ্জে,
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভোরি।
নয়ান নয়ান বাণে, আকুল দুহুঁ তনু,
ধনী লেই কোরে আগোরি॥
দেখ সখি রাধা মাধব প্রেম।
অধরে অধর মেলি, ঘন ঘন চুম্বই,
যৈছন দারিদ হেম॥
কুচ করপরশনে, আকুল মাধব,
ভুজে ভুজে বন্ধন [illegible]।

থির বিজুরী জনু, জলদে ঝাঁপি রহু,
ঐছন অপরূপ ভেল॥
নারী পুরুখ দুহু, লখই না পারই,
হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দুহুঁ জন,
দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥

বাসকসজ্জা।

ধানশী।

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ বনে, ধনী সাজয়ে,
পুনঃ পুনঃ উঠয়ে চকিত॥ ধ্রু
কিশলয় শেজ, বিছায়লি পুনঃ পুন,
আরত রতন-প্রদীপ।
তাম্বূল কর্পূর, খপুরে পুন রাখয়ে,
বাসিত বারি সমীপ॥
মলয়জ চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম,
সেই পুন তেজই তাই।
সচকিত নয়নে, নেহারই দশ দিশ,
কাতরে সখী-মুখ চাই॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ, মণিময় আভরণ,
পহিরত তেজত তাই।
সখীগণ হেরি, কতহুঁ পরবোধয়ে,
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

এ ঘোর রজনী, মেঘ গরজনী,
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া, রহিনু বসিয়া,
পথপানে নিরখিয়া॥
সই কি কব কহ মোরে।
এতহু বিপদ, তরিয়া আইনু,
নব অনুরাগ ভরে॥
এ হেন রজনী, কেমনে গোঙাব,
বঁধুয়া দরশন বিনে।
বিফল হইল, মোর মনোরথ,
প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী, ঘন ঝনঝনি,
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
মিলবি বঁধুর সনে॥

খণ্ডিতা।

ললিত।

ভাল হৈল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ;
অব হাম বুঝল বিদগধ রাজ॥
নয়নকি কাজর অধরহি শোভা।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গোপত রহু যামিনী সঙ্গ॥
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন মুদসি আধ তারা।
কহইতে বচন বচন আধহারা।
যাবক অধিক উর পর লাগ।
অনুক্ষণ সো ধনী করু অনুরাগ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর-বিন্দু গলিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত তনু বহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আগি॥

ধানশী।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহারি চরণ ধরি, শপতি করিয়ে কহি,
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥ ধ্রু
তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চনু,
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ বিন্দু, অধরে কৈছে লাগ,
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
তাহে বিমুখী দেখি, ঝরয়ে যুগল আঁখি,
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখবি,
হাম কাঁহা যাওব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ, ভাল রীতে জানসি,
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে, দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে,
জ্ঞানদাস চিতে ভীত॥

চন্দন তরু বলি বিখতরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ॥

তিরোতা ধানশী।

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈলশিখরে একপাণি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল।
বাসি কুসুম কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি না বোল আন।
কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥ ধ্রু
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠ নিকটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিতে হোয়॥

মান।

ধনশী।

সজনি না কর কানু পরসঙ্গ।
পানি না সেচহ দগধল অঙ্গ॥
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুহুঁ দোতী।
ভালে মনোরথ ভালে কানুক পিরীতি॥
ভাল জন বচন কয়লু যত বাম।
সো ফল ভুঞ্জইতে ইহ পরিণাম॥
পহিলহি কি কহব আরতি রাশি?
সুকপট প্রেমে সব পরিজন হাসি॥
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পূরবক পুণ্যফলে পায়লু পরাণ॥

কেদার।

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতী মানায়ই তাই॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়হ তব বাহু পসারি॥
তবহু মলিনমুখী সুমুখী না ভেল।
হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল॥
একলি বনমাহা যাঁহা বরকান।
আওল সখী তাঁহা বিরস বয়ান॥
কি কহব মাধব মানিনী মান।
জ্ঞানদাস তাহা কি কহিতে জান॥

কেদার।

সজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হিত অহিত, সবহু হাম বুঝিয়ে,
আনে হোয়ত বিপরীত ॥
লঘু উপকার, কর়য়ে যব সুজনক,
মানয়ে শৈল সমান।
অচল হিত, করয়ে মুরুখ জনে,
মানয়ে সরিষ প্রমাণ।
কানুর রীত, ভীত মঝু চিতহি,
না জানি কি হবে পরিণামে।
ঐছন পিরীতক, রস নাহি হোয়ত,
যৈছন কি রস মানে॥
কি কহব রে সখী, কহি কহি দেখনু,
অতয়ে চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ, কবহু না যাওত,
জ্ঞানদাস পরমাণ ॥

কেদার।

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ।
রোয়ত মাধব অব নিশি দিন ॥
দোতীক কর ধরি করু পরিহার
কহইতে নয়নে গলে জলধার ॥
বাউরী সম কত করু পরলাপ।
শত গুণ ধিক্ মনে মনসিজ তাপ ॥
রাধা রাধা ধরি আখর এক।
গদগদ কণ্ঠ ন হয় পরতেক ॥
মানিনী মান মানায়ব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনী ঠাম॥
পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ ॥
কত পরবোধি কয়ল সখী থির।
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথির ॥

সুহই।

সহজহি শ্যাম, সুকোমল শীতল,
দিনকর কিরণে মিলায়।
সো তনু পরশ, পবন নব পরশিতে,
মলয়জ পঙ্ক শুকায় ॥
সজনি কতয়ে বুঝায়ব নীতি।
কানু কঠিন, পথ করল আরোহণ,
গুণি গুণি তোহারি পিরীতি ॥
অনুখন দুনয়নে, নীর নাহি তেজই,
বিরহ-অনলে দিয়া জারি।
পাবক পরশে, সরস দারু যৈছে,
এক দিশে নিকসই বারি ॥
সজল-নলিনী, দলে শেজ বিছাইয়া,
শুতল অতি অবসাদে।
জ্ঞানদাস কহে, চামর ঢুলাইতে,
অধিক উপজে পরমাদে ॥

সুহই।

করে কর মোড়ি, মিনতি কর মো সঞে,
চরণ-কমল প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখী, নয়নে না হেরসি,
অভিমানে অবনত মাথ ॥
সুন্দরী ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন, তেজি পুনঃ মঙ্গল,
সো মিলব অতি দূর ॥
কোকিল নাদ, শ্রবণে যব শুনবি,
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুম শর, হিয়া পর বরিখব,
তব কৈছে ধরবি পরাণ ॥
মঝু এত বচনে, তুয়া নহি আরতি,
হিত কহিছে কহ আন।
দারুণ দক্ষিণ, পবন যব পরশব,
অবহিঁ ত দূর মান ॥

শুন শুন ছোড় দোখি, এক সোঙরসি,
নিকটহি কই না যাব।
দারুণ নয়ানে, আরতি তব ধাওল,
অব জ্ঞানদাস সুখলাভ ॥

সুহই।

মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকট পাই, যো জন বঞ্চয়ে,
তা কর বরই অভাগি ॥
দিনকর বঁধু কমল সবে জানয়ে,
জল তোহি জীবন হোয়।
পঙ্ক বিহীন তনু, ভানু শুখায়ত,
জলহি পচায়ত সোয় ॥
নাহ সমীপে, সুখদ যত বৈভব,
অনুকূল হোয়ত যোই।
তা কর বিরহে, সকল সুখ সম্পদ,
ক্ষেণে দগধই সোই ॥
তুহুঁ ধনি গুণবতী, বুঝি করহ রীতি,
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই, হৃদয়ে ভেল গদগদ,
অনুমত করল প্রকাশ ॥
জ্ঞানদাস কহে, সুন্দরী সুন্দর,
মিলহি কুঞ্জক মাঝ।
হের নয়ন মোর, সফল করহু,
যুগল পরমহি সাজ ॥

সুহই।

না বুঝলু অন্তর, কোপ নিরন্তর,
বচন না সঞ্চরে বয়ানে।
সহজেই কমলিনী, ভেল মলিন অতি,
ধরা শতশত নয়ানে ॥
মাধব! রাধা বোধি না ভেল।
কত সমুঝাই, চরণে ধরি বোলনু,
তবহুঁ উতর নাহি দেল ॥ ধ্রু
সঘন নিশ্বাস, উদসল কুন্তল,
আকুল অতিশয় গোরী।
কনক মুকুর, নিয়ড়ে জনু মরকত,
ঐছন ভেল কত বেরি ॥
তোহারি কেশ, কুসুম, জল, তাম্বুল,
ধরল মো রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী, পালটি না হেরিল,
মোহে হেরি রহল বিমুখে ॥
এক কর মঠিবান্ধি, মুখ মুদল,
মোহে কহল পরিণামে।
জ্ঞানদাস কহ, তুহুঁ ভালে সমুঝহ,
নীরস না ভেল বয়ানে ॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরী আর কত সাধবি মান।
তোহারি অবধি করি,নিশিদিশি ঝুরিঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান ॥
কি রসে ভুলায়লি, ভুলল নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম কহই, যদি পঙ্কিক,
শুনইতে আকুল পরাণ ॥
যো হরি হরি করি, তরিয়ে ভবার্ণব,
গোপসুত-পদ অভিলাষে।
সো হরি সতত, তুয়া নাম জপই,
দারুণ মদন তরাসে ॥
পুরুষ বধের হেতু, তুহার অভিলাষ,
কে না শিখায়লি নীত।
জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পিরীতি,
ভাবিতে আকুল কানুর চিত ॥

সুহই।

শুন শুন সুন্দরী রাধে।
কানু সহ প্রেম করসি কাহে বাধে ॥

অনুক্ষণ যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহু কৈছে তেজবি তা কর কোর॥
নিশি দিশি বয়ানে না বোলই আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কাণ॥
তুহুঁ লাগি তেজল গুরুজন আশ।
কাহে লাগি তুহু তাহে ভেল উদাস॥
ঐছন পুরুখ কতহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব যো হরিকো উপেখি॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ॥

বরাড়ী।

চলইতে চাহি, চরণ নাহি ধাবয়ে,
রহিতে নাহিক প্রীতি আশে।
আশ নৈরাশ, কছুই নাহি সমুঝিয়ে,
অন্তরে উপজে তরাসে॥
স্বজনি বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতী, উহ রসিক-শিরোমণি,
হঠ রস না করহ বাধা॥ ধ্রু
প্রেম রতন জনু, কনক কলস পুন,
ভাগ্যে যো হোয় নিরমাণ।
মোতিম হার, বারশত টুটয়ে,
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥
হর-কোপানলে, মদন দহন ভেল,
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান, কানু মুখ হেরহ,
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥

কামোদ।

কত কত ভুবনে, আছয়ে কত নাগরী,
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখ রতন, যতনে নাহি পাইয়ে,
সো তুয়া দাসক আশে॥
সুন্দরি কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক, মুকুটবর নাগর,
চরণেহি সাধয়ে কান॥
কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পারিয়ে,
গুরুতর কৌশল মোর।
লাখ লছমি যৈছে, চরণে লোটায়ই,
তাহে এত বিরকতি তোর॥
জীবন যৌবন, সকল না মানসি,
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহে, কতিহুঁ না শুনিয়ে,
পিরীতি কহই নিরবাহ॥

কামোদ।

গগনক চাঁদ হাত ধরি দেয়লুঁ,
কত সমুঝায়লু রীত।
যত কিছু কহিনু, সবহুঁ ঐছন ভেল,
চিত্রপুতলী সম রীত॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝাইতে অবুধ, অবুঝ করি মানই,
কতয়ে বুঝায়ব তাই॥
তোহারি মধুর গুণ, কত পরথাপলু,
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন, বারিখে রজনীকর,
কমলিনী না সহে পরাণে॥
যতনহি বহু, চরণ ধরি সাধলু,
রোখে চলল সখী পাশ।
সরস বিরস কিয়ে, তা কর সহচরী,
সো না বুঝল জ্ঞানদাস॥

ভূপালী।

সখীগণ মেলি বহু বচন কেল।
মানিনী শুনি কছু উতর না দেল॥

কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাহে অপমান॥
কাহে তুহুঁ পুনঃ পুনঃ দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহুঁ যাহাঁ নিবসই সোয়॥
জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনি।
তুয়া লাগি মুগধ শ্যাম চিন্তামণি॥

ভূপালী।

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি।
কহিত আওলু যে বিপরীতি॥
কত পরকারে মিনতি করি।
সদয় নহিল চলহ হরি॥
তোমা আগে করি কহিব যে।
আপন কাণেতে শুনিবে সে॥
শুনিয়া গমন করল তাই।
জ্ঞান সঞে হরি মিললি রাই॥

ভাটিয়ারী।

সহচরী বচনহি, বিদগধ নাগর,
আকুল অথির পরাণ।
ত্বরিতহি গমন, করল যাহাঁ মানিনী,
ঢল ঢল সজল নয়ান॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণী,
হাম যৈছে উহ পরমাণ॥
তাহে বিনু নিশিদিশি,আন নাহি হেরিয়ে,
ও মুখ সতত ধেয়ান।
যো মধুর বোল, শ্রবণে মঝু লাগি রহুঁ,
সো গুণ অহনিশি গান॥
এত কহি মাধব, মিলল রাই পাশে,
ঠারি রহল তাহাঁ যাই।
অবনত বয়নে, রহিল অভিমানিনী,
জ্ঞানদাস মুখ চাই॥

বালাধানশী।

শুনি সখি বচন মনহি অনুমান।
নাগরী বেশ বনাওল কান॥
আগু পদ বাম, বাম গতি চাহনি,
বামে কুন্তল অনুপাম।
বাম ভুজে বসন, ঢুলায়ত ঘন ঘন,
যৈছন পেখনু শ্যাম॥
পট-অম্বর পরি, অভিনব নাগরী,
ঐছনে কয়ল পয়াণ।
চারুসিঁথোপরি, কাম সিন্দুর পরি,
লখই না পারই আন॥
এমন চতুর বর, কবহুঁ না পেখনু,
তেই হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহে, রাইক মন্দিরে,
নাগর করব পয়াণ॥

ভূপালী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করতেই অবনতবয়ণী।
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী॥
অঞ্চলে পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই কমলপদ আধ পয়াণ॥
রস নবলেশ দেখায়লি গোরী।
পায়লি রতন পুনঃ লেয়লি ছোড়ি॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
হাসি দরশই মুখ কাপই গোই।
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পায়ল হেম॥
নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রীতি আর্শ।
জ্ঞানদাস কহে শুরুয়া পিয়াস॥

সুহই।

অনুনয় করইতে, অবগতি না কর,
না বুঝিয়ে অন্ত তোর।
কুটিল নেহারি, গারী যব দেয়বি,
তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর॥
মানিনি আব কি করব দুরদিনে।
মনমথ গরল, গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল,
তুয়া পদ দরশন বিনে॥ ধ্রু
অনুগত জানি, পাণি পসারিয়ে,
বিপদে বুঝিয়ে উপকার।
তব হাম জনম, সফল করি মানিয়ে,
জগতে বহয়ে যশোভার॥
সময় জানি অব, কোপ নিবারহ,
বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞানদাস কহ, নিজ জন জানিয়া,
অতএ করবি সমাধানে॥

তিরোতা ধানশী।

সুন্দরি উলটি নেহারহ নাহ।
চাঁদ অমিয়া বিনু, চকোর না জীয়য়ে,
জানি করহ নিরবাহ॥
কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদযুগ,
সেবই যাকর আশে।
সো বহু বল্লভ, তোহারি পরশ বিনু,
দগধল মদন হুতাশে॥
শ্যাম সুধাকর, নিকটহি রোয়ত,
কুঞ্চিত কুমুদ বিকাশ।
অঞ্চল অন্তর, মান তিমির রহু,
লোচন পড়ল উপাস॥
সো সুখ সম্পদ, তুহু বিনু সুন্দরি,
হাসি হাসি আপনে বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ, অলপভাগী নহ,
দূতীক পরশ না পাই॥

ধানশী।

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়।
তোহারি পিরীতি মোর জীবন রহয়॥ ধ্রু
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তহি লাগি কেলি কদম্বে করি বাস॥
রজনী দিবস করি তুয়া গুণ গান।
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
স্বপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া॥
তোমার অধররস পানে মোর আশ।
করজ লিখিয়া লই মুই তুয়া দাস॥
মনমথ কোটি মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জীয়াও॥

ভাটিয়ারী।

রামা হে ক্ষম অপরাধ মোর।
মদন বেদন, না যায় সহন,
শরণ লইনু তোর॥
ও চাঁদ মুখের, মধুর হাসনি,
সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি, ফিরিয়া না চাহ,
আমার শপথি লাগে॥
তোমার অঙ্গের, পরশে আমার,
চিরজীবি হউ তনু।
জপ তপ তুহুঁ, সকলি আমার,
করের মোহন বেণু॥
দেহ গেহ সার, সকলি আমার,
তুমি সে নয়ানের তারা।
সাধ ছিল আমি, তোমা না দেখিলে,
সব বাসি আন্ধিয়ারা॥

এত পরিহারে, কহিতে তোমারে,
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া, লেহয়ে আমার,
দাস করি অভিমান॥
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
এ কোন ভাব যুকতি।
কানু সে কাতর, সদয় হইয়া,
কেন না করহ প্রীতি॥

শ্রীরাগ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার॥
যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ-বদনে কেনে আমারে
পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোণা শত গুণ হৈয়া কাছে নাহি
তোষে॥
সে চরণ-ধূলি পরশিতে করি সাধ
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥

কেদার।

মানিনি যামিনী ভেল অবসাদে।
তুয়া পদকমল, বিমল বরদাতা,
কি দেখি না হয়ে পরসাদে॥ ধ্রু
জনমে জনমে হাম,তুয়া আরাধনা বিনু,
আন নাহিক অভিলাষে।
তুহুঁ মনে জানহ, হাম তুয়া কিঙ্কর
তবহুঁ তেজ সইবাসে॥
রূপগুণ বিহি, তুয়া,নিরমাওল,
আন কি কহব তুয়া আগে।
নয়নক ওর, থোর না হেরসি,
এ মোহে কেমন অভাগে॥
অনুনয় বোলইতে, শ্রবণে না শুনসি
লগইতে লাগু তরাস।
জ্ঞানদাস কহ, কৈছে বিছুরল,
পূরব পিরীতি আশ॥

তুড়ি।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জনমে মোর তোহারি ও নাম॥
শুন বিনোদিনি রসময়ি ধনি রাধা।
কবহুঁ করহ জনি ইহরস বাধা॥ ধ্রু
অঙ্গ আগে পরশন যবে পাই।
সুখের সাগরে ডুবি ওর না পাই॥
লোচন ইঙ্গিতে কৃষ্ণ মোহে দান।
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান॥

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীতবন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
রাই কত পরসখি আর।
তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার॥ ধ্রু
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখি আঁখি ভেল ভোরে।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরিচিত চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

(শ্রীরাধিকার উক্তি)।

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥

পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লু সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূর কর কৈতব ভ্রম রতি আশ॥
অলপে বুঝলু হাম তুয়াক চরিত।
নামহি যৈছে অন্তর সেই রীত॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নিব॥
জ্ঞানদাস কহে কর এত অবধান।
তুয়া নিজজন কাহে এত অপমান॥

কেদার।

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনী তেজল মান॥
ছল ছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনী কোর॥
বুঝল হিয়া অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ঈষৎ বয়ান॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয়ে তবে ভেল॥
নীবি পরশিতে কর কাঁপ।
নীরস কমলে অলি ঝাঁপ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদভাষ॥
ধনীক কষাইতে চিত।
সরস করয়ে প্রকটিত॥
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ॥

কলহান্তরিতা।

আঁচরে মুখশশী, গোই ঘন রোয়সি,
কহইতে কহন না ফুর।
সো গিরিধর ধর, অবনত চলল,
যৈছে মিলল বহু দূর॥
সখী হে কো ঐছন মতি কেল।
সো কাতর অতি, তাহে তুহুঁ বিরকতি,
অতএ বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু
নিজগণ বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
না বুঝি কয়ল তুহুঁ রোখে।
সে সব বাণী, সখী মোহে মিলল,
অতএ পাওসি অব দুখে॥
সো বহু বল্লভ, জগজন দুর্লভ,
তেজলি নিজ মন সাধে।
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহু বিরমহ,
কাহে বাড়াওসি খেদে॥

প্রবাস।

সুহই।

আজু পরভাতে দেখিনু কার মুখ।
কোন্ নিদারুণ বিধি দিলে এত দুঃখ॥
কোন্ দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল।
কেমন বজর হিয়া পিয়া লইতে আইল॥
কামপূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিনু বাম পায়।
পদাঘাতে কৈনু কোন ভুজঙ্গ-মাথায়॥
না জানিয়া মুঞি কোন্ দেবেরে নিন্দিল
কো মোর হিয়ার ধন লইতে আইল॥
এত কহি সুবদনী ভেল মুরছিত।
জ্ঞানদাস কহে সখী করয়ে সম্বিত॥

বরাড়ী।

বঁধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তো বিনু দগধে যেন দাবানলে বন॥
নহে ত কহয়ে যেন এ দুঃখ এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদমুখ তবে মরি যাই॥
জ্ঞান কহে এত দুঃখ না কর ভাবন।
নিচয়ে মিলব জান তোমার প্রাণধন॥

পূর্ব্ববরাড়ী।

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিও বঁধুরে মোর এত পরমাদ॥
এক তিল যাহা বিনু যুগ শত মানি।
তাহে এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণী॥
যদি না আইসে বঁধু নিচয় জানিয়।
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিয়॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইসে পিয়া নিচয়ে মরিব॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥

গান্ধার।

পুন নাহি হেরব সো চান্দবয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হইল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাই রাতি॥
সো সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণপুতলি মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥

গান্ধার।

কানু রহল পরদেশ।
জলদ সময় পরবেশ॥
দামিনী দশ দিক ধাব।
নিকরুণ কান্ত না আব॥
স্বজনি কাহে কহব দিন বন্ধ।
জীবইতে ভেল অশঙ্ক॥
গগনে গরজে ঘন ঘোর।
শুনি উনমত চিত মোর॥
যব নিশি বাহিরে পরাণ।
শিকরে নিকলে পরাণ॥
দিনকর দিবত উপেখি।
অলিকুল কমলে না দেখি॥
চাতক পিউ পিউ নাদ।
জ্ঞানদাস কহে ইহ পরমাদ॥

গান্ধার।

সখি হে বিরাট তনয় দেহ দান।
বায়স আজ রবে, তনু মোর জর জর,
কিয়ে ভেল পাপ পরাণ॥
বক্ত যার তিন দুন, তাহার বাহন পুন,
তাহার ভক্ষ্যের ভক্ষ্যের নিজ সুতে।
বাণ দুন শির যার, পুরী নষ্ট কৈল তার,
হেন দুঃখ পিয়া দিল মোকে॥
সুরভি তনয় প্রভু, তাহার ভূষণ রিপু,
তাহার প্রভুর নিজ সুতে।
তাহার কটাক্ষ শরে, দুহে মম কলেবরে,
বল সখি বাঁচিব কিমতে॥

মুনি তিন গুণ করি, বেদে মিশাইয়া পুরী,
দেখ সখি একত্র করিয়া।
আমি কুলবতী রামা, বিধি মোর হল বামা,
গরাসিব বাণ ঘুচাইয়া॥
জ্ঞানদাসেতে কয়, পিয়া মোর বশ নয়,
দেখ সখি আছে কোন্ দেশে।
যাহ দূতি ত্বরা করি, আন গিয়া শ্রীহরি,
চাতকিনী রহিল সে আশে॥

গান্ধার।

পাঁচ পঞ্চগুণ, সিন্ধু বিন্দু তাহে,
তিথি তথি হরণই কেল।
এতেক বচন বলি, মাধব গেয়ল,
পুন তিষ্ঠতি নাহি ভেল॥
সখি সো যদি বিছুরল মোহে।
ব্রজপতি বন্ধু নন্দন, নন্দন তা সুত,
তা সুত হৃদয় মম দাহে॥
ব্যাস সুত যেই জন, তা সুতমণ্ডলী,
পরিহর গঙ্গজ বিন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, সো মঝু ভখিব,
যদি নাহি আওয়ে গোবিন্দ॥

গান্ধার।

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনীবেশ,
যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন, পরশ রতন,
কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
বান্ধিব বসন দিয়া॥
আপন বঁধুয়া, আনিব বান্ধিয়া,
কেবা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ, ত্যজিব এ জীউ,
নারী-বধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম বঁধুয়া হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, ধরিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে॥
জ্ঞানদাস কহে, বিনয়-বচনে,
শুন বিনোদিনি রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করে,
দারুণ কুলের বাধা॥

সুহই।

ফুটল কুসুম, নব কুঞ্জ কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাইব রে।
মলয়ানিল, হিমশিখরে সিধায়ল,
পিয়া নিজ দেশ না আইব রে॥
অনিমিখ নিকট, নাহ মুখ নিরখিতে,
তিরপিত নহি এ নয়ান।
এ সব সময়, সহয়ে এত সঙ্কট,
অবলা কঠিন পরাণ॥
চন্দন চাঁদ, অধিক উতপাতই,
উপবন অলি উতরোল।
সময় বসন্ত, কান্ত দূর দেশ,
জানল বিহি প্রতিকূল॥
দিনে দিনে খিন তনু, হিমে কমলিনী জনু,
না জানি কি হয় পরজন্ত।
জ্ঞানদাস কহ, কো সমুঝায়ব,
শ্যামর নিকরুণ অন্ত॥

ধানশী।

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চূর॥
মৃগমদ চন্দন লেপন বিখ।
মন্দ পবন জনু আনল শিখ॥
এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি।
হাত রতন খসে কোন অভাগী॥
হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টক শেজ॥
সব বিপরীত ইহ সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত॥
রতন-হার ভেল গুরুতর ভার।
দিনে দিনে দেহ লেহ অনুসার॥
বিহি সে করল মোরে হাহা সার।
জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার॥

বালা-ধানশী।

কানুক ঐছে দশা, শুনি বিরহিণী,
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি, ক্ষিতিতলে মুরুছলি,
সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখা তুরিতহি, কোরে আগোরল,
কহতহিঁ আগোরত কান।
শুনইতে ঐছন, বচন রসায়ন,
পাওল জীবন দান॥
চেতন পাই হেরই, পুন দশদিশ,
অতি উৎকণ্ঠিত হোই।
কাহাঁ মধু প্রাণনাথ, কহি ফুকারয়ে,
অবহুঁ না আওল সোই॥
রোয়ত হসত, খসত মণি যোজত,
পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি, জ্ঞান পুন তৈখনে,
মথুরানিগরা সিধারি॥

তিরোতা।

শৈশব সময় পহুঁ গেলা।
যৌবন জনম অব ভেলা॥
আর নাহি করল উদেশ।
কি কহব কাহিনী বিশেষ॥
স্বজনি দুরগহ কক্ষ অবগাহে।
বিছুরত গোকুল নাহে॥
বাঢ়ল বিরহ বেয়াধি।
মনমথ পরম বিরোধী॥
মন্দিরে একলা পরাণে।
কত চিতে করি অনুমানে॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে।
কা দেই করব সম্বাদে।
জ্ঞানদাস চিতে অনুমান।
দোতী অব করব পয়াণ॥

শ্রীগান্ধার।

গগন ভরল, নব বারিদকে,
বরখা নব নব ভেল।
বাদর দর দর, ডাকে ডাহুকী সব,
শবদে পরাণ হরি নেল॥
চাতক চকিত, নিকট ঘন ডাকই,
মদন বিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ়, গাঢ় বড় বিরহ,
বরখা কেমনে গোঙাব॥
সরসিজ বিনু সে, শোভ না পাবই,
ভ্রমরা বিনু শূন দেহা।
হাম কমলিনী, কান্ত দেশান্তর,
কত না সহব দুখ লেহা॥
সঘন সঘন, সৌদামিনী,
বিরহিণী বিন্ধিল জায়॥
মাস শাঙনে, আশ নাহি জীবনে,
বরিখয়ে জল অমিবার॥

নিশি আন্ধিয়ার, অপার ঘোরতর,
ডাহুকী কল কল ডাক।
বিরহিণী হৃদয়, বিদারণ ঘন ঘন,
শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক॥
উনমতি শকতি,আরোপয়ে নিতি নিতি,
মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দর দর, দেহ দোলন,
মন্দিরে একলি অভাগী॥
উলসিত কুন্দ, কুমুদ পরকাশিত,
নিরমল শশধরকাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে, নগরে সব রঙ্গিণী,
নাহি জানে ইহ দিন রাতি॥
চিরপরবাসী, যতহুঁ পরদেশী,
সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশ্বিন, খিন ভেল দেহা,
জ্ঞান কহে দুখ কোনহি দেল॥

গান্ধার।

কানু কুশলে, পরদেশ সিধায়ল,
লাগল মনমথ বাদে।
নয়নক লোরে, লহরী দিঠি বাদর,
কি কহব হৃদয় বিষাদে॥
সখি হে পরাণ ভেল উপহাস।
আশা পাশ, পাপ মন বান্ধল,
জীবন মরণক আশ॥
এত দিন অমিয়া, সরোবরে আছিনু,
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দন পবন, হুতাশন হিমকর,
বিষধর বিলসে কলঙ্কে॥
কেশ কুসুম ধরি, সঘরি না বান্ধই,
না কয়ব সুন্দর শিঙ্গার।
নাহ বিহিনী সব দাহক মানিয়ে,
জ্ঞানদাস কহল উপচার॥

শ্রীরাগ।

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত।
দ্বিগুণ তাপায়ল ঋতু বসন্ত॥
শিরস দিবসপতি কিরণ বিথার।
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার॥
শতগুণ ভেল ইথে কেবল নিদান।
ঐছন বরিষায় রহল পরাণ॥
হেরি সহচরি কছু ভেল আশোয়াস।
শরদ চাঁদ হেরি ভেল নৈরাশ॥
রোয়ত সখীগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি॥

আড়ানি।

সোণার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মূরছে সখীক কোর॥
দারুণ বিরহ-জ্বরে।
সো ধনী গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে জ্ঞানদাস॥

গান্ধার।

যোই নিকুঞ্জে, রাই পরলাপয়ে,
সোই নিকুঞ্জ সমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে, সব মন রঞ্জনে,
আয়ল মধুকররাজ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে, উড়ি যাওত,
হেরইতে বিরহিণী রাই।
সখী অবলম্বনে, সচকিত লোচনে,
বৈঠল চেতন পাই॥
অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ, বরণ গুণ যৈছন,
ঐছন সবহুঁ তোহারি॥

পুররঞ্জিনী, কুচ কুঙ্কুম রঞ্জিত,
কানু-কণ্ঠে বনমাল।
তা কর শেষ, বদনে তুয়া লাগল,
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল॥

সুহই।

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখে নাহি
লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি,
আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥ধ্রু
ব্রজবাসিগণ দেখি,
নিবারিতে নারি আঁখি,
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ অনল একে,তনু ক্ষীণ শ্যাম-শোকে,
নিভান আগুনি দিল জ্বালি॥
মথুরায় কর বাস, থাকহ শ্যামের পাশ,
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে,
দুখ দিতে মোর প্রাণে,
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥
সে সুখ-সম্পদ মোর, তুমি জান মধুকর,
এবে সে আমার দুঃখ দেখ।
কহিও কানুর ঠাম, ইহ বিরহিণী নাম,
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ॥

মাথুর।

বালা-ধানশী।

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ॥
সে ধনী বিরহ বিষাদে।
খোয়ল কুলঅরিবাদে॥
জাবর তনু ছিল শেষ।
সোই রহত অবলেশ॥
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়নু তুয়া পাশ॥
খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তনি গদগদ ভাষ॥
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবন মানয়ে ভার॥
চৌদশী চাঁদ সমান।
মলিনতা ধরলু বয়ান॥
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরী করু কি উপায়॥
জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিরিবধ লাগয়ে তোয়॥

সুহই—সুহিনী।

শুন হে বিকরুণ কান।
তুয়া রাই ভেল নিদান॥
যব পরশে সরসিজ শেজ।
তব চমকে জনু জীউ তেজ॥
তাহে শারদ যামিনী কান্ত।
হেরি জীবন তেজব নিতান্ত॥
যব রোয়ত সহচরী মেলি।
তব রচিয়া পূরবক কেলি॥
যব হেঁট করি রহু শির।
তব সবহুঁ সুবধ শরীর॥
যব তাপ উপজয়ে অঙ্গ।
তব যৈছে দহন তরঙ্গ॥
যব সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
তব ধরিতে নারয়ে কেহ॥
যব তেজই দীঘল নিশ্বাস,
তব দূরে রহু জ্ঞানদাস॥

শ্রীগান্ধার।

আঘন মাসে, আশ বহু আছিল,
মিলব করি অনুমানি।
সো সব মনোরথ, দূরহি দূরে রহু,
জীবইতে সংশয় জানি॥
শুন শুন নিবেদয় কান।
ইহ দুখ শুনি তুয়া, চিত না দরবয়ে,
কৈছন হৃদয় পাষাণ॥
পৌর-রমণীগণ বহু গুণ জানত,
তাহে বুঝি বারণ চিত।
রসময় সদয়, হৃদয়গুণ বিছুরলি,
ভুললি সো হেন পিরীত॥
আগমন সময়ে, যতেক আশোয়াশলি.
সো কছু আছয়ে চিত।
শুনইত তোহারি, নিঠুরপণ গুণগণ,
জ্ঞানদাস চিত ভীত॥

বালা-ধানশী।

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি, দিবস গোঙাইতে.
জীবন ভেল অতি ভার॥
পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধাওল,
দিবস লখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল,
বরিখে বরিখ কত ভেল॥
আওব করি করি, কত পরবোধব,
অব জীব ধরই না পার।
জীবন মরণ, অচেতন চেতন,
নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥
চপল চরিত তুয়া, চপল বচনে আর,
কতই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব, জনম গোঙায়ব,

বরাড়ী।

রূপে গুণে কৌশলে কুলবতী নারী।
কাঞ্চন কাঁতি বরণ ভেল কারি॥
বুঝয়ে না পারিয়ে বয়নক বোল।
কণ্ঠে গতাগতি জীবন হিল্লোল॥
এ হরি এ হরি জগ ভরি লাজ।
তোহে না বুঝিয়ে ঐছন কাজ॥ ধ্রু
কেহ কেহ রাইক কোরে আগোর।
কেহ জল দেই কেহ চামর ডোর॥
কত বরবোধব মরম না জানি।
লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পানী॥
আর কত কত ধনী অবিরত রোই।
অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই॥
যব তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি।
জ্ঞানদাস কহ তুহু বধ ভাগী॥

সুহই।

আজু পরভাতে, কাক কলকলি,
আহার বাটিয়া খায়।
বঁধুর আসিবার, নাম সুধাইতে,
উড়িয়া বৈসয়ে তায়॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
ত্বরিতে মাধব, মন্দির আওব,
কপালে কহিয়া গেল॥
সুচারু বদন, দেখিনু স্বপন,
গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা, দধির ডালা,
নিকটে মিলিল আসি॥
গণক আনিয়া, পুনঃ গুণাইনু,
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে, যতেক গণিল,
আখর নাহিক ওরে॥

মোরে একাদশ, গৃহে বৈসে পাঁচ,
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানুসুত, দ্বিতীয়ে বৈসয়ে,
প্রভাতে শিখী বিচারু॥
দেয়াসিনী আনি, দেব আরাধিনু,
পড়িল মাথার ফুল।
বঁধুর নামেতে, আগ তুলাইনু,
কোলে মিলাওল কূল॥
কুল-পুরোহিত, আশীস করিল,
সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন, সব দূরে গেল,
কহই সে জ্ঞানদাসে॥

ধানশী।

আজু অবধি দিন ভেলা।
কাক নিকটে কহি গেলা॥
আজুক প্রাতসময়ে।
বাম বাহু নয়ান কাঁপয়ে॥
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ।
পুলকে পূরয়ে সব অঙ্গ॥
অনুখন হৃদয় উল্লাস।
পূরল পথিক পরবাস॥
বাম নয়ন করু ফন্দ।
সঘনে খসয়ে নীবিবন্ধ॥
এ লিখন বিফল না যাব।
মাধব নিজ গৃহে আব॥
মনোরথ কহে শুক সারী
জ্ঞানদাস সুবিচারি॥

সুহই।

অচিরে পূরব আশ।
বঁধুয়া মিলব পাশ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর॥
অধর-অমৃত দিয়া।
প্রাণদান দিবে পিয়া॥
পুলকে পূরব অঙ্গ।
পাইয়া তাহার সঙ্গ॥
ছল ছল দুনয়ানে।
চাহিব বদন পানে॥
কিছু গদগদ স্বরে।
এ দুঃখ কহিব তারে॥
শুনিয়া দুঃখের কথা।
মরমে পাইবে বেথা॥
করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান তা কহিবে কত॥

ধানশী।

বঁধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
মিলব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া,
বদন ঝাঁপিব বাসে॥
তা দেখি নাগর, রসের সাগর,
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি, গদ গদ করি,
কহিবে বচন থোর॥
তবহি মিলন, দেখিয়া বদন,
হইবা নাগর ভোরে।
আঁখি ছলছলে, গর গর বোলে,
কত না সাধিবে মোরে॥
সময় জানিয়া, থির মানিয়া,
পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী, ফলিবে এখনি,
কহে কবি জ্ঞানদাস॥

ভাব-সম্মিলন।

তুড়ি।

পহিলহি অঞ্চল পরশিতে কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়াণ॥
যব নব লেশ দেখায়লি গোরী।
পায়ল রতন কমল ধনী চোরি॥
অনুন বোলইতে অবনত বয়নী।
চাতক চমকিত নখে লিখে ধরণী॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘরে বিহি বরিখয়ে হেম॥
রাইক অঙ্গুলি পহিলহি মেলি।
পরিচয় ভুলহ দূরে রহু কেলি॥
মনমথ ভরমে বাঢ়ল প্রীতি আশ।
জ্ঞানদাস কহে অধিক প্রয়াস॥

কামোদ।

হেদে হে কিশোরী গোরি,
তাহে পরিহার করি,
শুন কিছু কর অবধান।
ও চাঁদমুখের হাসি,
হৃদয়ে রহল পশি,
বৈদগধি বধহ পরাণ॥
রাই তোমার বৈদগতা,
কি কহব তার কথা,
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে,
পরাণ কেমন করে,
তোমার গুণের নাহি ওর॥
যে জন প্রণত হয়,
তাহারে তেজিতে নয়,
মনে বিচারহ এই কথা।
তুমি যে কহাও বাণী,
তাহাই কহিয়ে আমি,
নিশ্চয় জানিবা সর্ব্বথা॥
যে পণ করহ তুমি,
সেই পণ দিব আমি,
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাস কয়,
দুহু তনু এক হয়,
পরাণে পরাণে বান্ধ থুইহ॥

শ্রীরাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ-পিয়া।
চিরদিন পরে, পাইয়াছি লাগ,
আর না দিব ছাড়িয়া॥ ধ্রু
তোমায় আমায়, একই পরাণ,
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে, বাহির হইয়া,
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার, মরমের দুখ,
সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব, আঁখির আড়,
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে, বিভোর হইয়া,
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে, রসিক নাগর,
ভাসিল নয়ান লোরে॥

ধানশী।

বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া, যেথানে পরাণ,
সেথানে তোমারে থোব॥
ও চাঁদ-বদন, সদা নিরখিব,
মুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি,
পূরিল মনের সাধ॥
প্রেম-ডোর দিয়া, রাখিব বান্ধিয়া,
দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, কাহার শকতি,
পাজরে কাটিয়া সিঁধ॥
হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি,
রাখিতে নাহিক ঠাঁঞি।
হারাইলে পুন, অলস পরাণ,
খুঁজিয়া পাইতে নাই॥
অনেক যতনে, পাইলাম রতন,
রাখিতে নারিলাম কোলে।
, বিধি বিড়ম্বিল,
জ্ঞানদাস ইহা বোলে॥

সুহই।

বঁধু তোমার গরবে, গরবিণী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি, ও দুটী চরণ,
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে, অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
তুমি সে কালিয়া চান্দা।

জ্ঞানদাসে কয়, তোমার পিরীতি,
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

কেদার।

ওহে নাথ কি দিব তোমারে॥ ধ্রু
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার॥

ধানশী।

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম ধারী॥
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা হৈনু আমি॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসে গান॥

যুগল রূপ।

সখি হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এ চারু পঙ্কজ,
নয়নে দেখ চাহিয়া॥

পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর,
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের, উপরে শোভিত,
যুগল কেশরীরাজ॥
কেশরী উপরে, এ দুই সায়র,
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এ দুই তমাল,
চারি শাখা আছে ধরি॥
তাহে আছে সখী, একটী তমাল,
নব ঘন সম দেখি।
একটী তমাল, সোণার বরণ,
শুন লো মরম-সখি॥

তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ,
এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতর, ফুল ফুটিয়াছে,
নাহি তার শখাদল॥
তার পর এ দুই, কীরের বসতি,
তা পর চকোর চারি।
তা পর এ দুই, চাঁদের বসতি,
পিবইতে ইহ বারি॥
তাপর দেখহ, বিধু সে অরুণ,
তাপর ময়ূর অহি।
জ্ঞানদাস কহে, মরমক বাত,
এ কথা জানে না কহি॥

সম্পূর্ণ।

গোবিন্দদাসের পদাবলী

গোবিন্দদাস

বন্দনা।

চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল
জিতল গৌরতনুলাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনমোহন ভাঙনী রে॥
জয় শচী-নন্দন ত্রিভুবন বন্দন
কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে॥ ধ্রু
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনী গদ গদ ভাষণী
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহিঁ মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥

বেলোয়ার।

জয় জগতারণকারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম॥ ধ্রু
ডগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌর প্রেমভরে চলই না পার॥
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাস-বিকশিত গণ্ড।
পাষণ্ডখণ্ডন শ্রীভুজমণ্ডন
কনকখচিত অবলম্বন দণ্ড॥
কলি-যুগ-কাল ভুজঙ্গম দংশল
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেম-সুধারস জগ ভরি বরিখল
গোবিন্দদাসকে কাঁহে উপেখি॥

গৌরী।

নন্দনন্দন গোপীজনবল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুর মুনিগণ মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিনোদ।
জয় ব্রজসহচরী লোচনমঙ্গল
নদীয়া বধূজন নয়নআমোদ।
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেমপ্রবর্দ্ধন নবঘনরূপ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়-ভঞ্জন
গোবিন্দদাস আশ অনুবন্ধ॥
জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন হীন তারণ প্রেম রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু

কাঞ্চনবরণ হরণ তনু সুললিত
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছে বরণ তনু সাজে॥
নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গতি
প্রকটহি চরণারবিন্দ।
নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ॥
যুগল ভজন গুণ লীলা আস্বাদন
গ্রন্থ কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
গোবিন্দদাস অনাথে॥

ভাটিয়ারি।

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেম-ভকতি-মহারাজ।
যাঁকে মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ॥ ধ্রু
প্রেম মুকুট মণি ভূষণ ভাবাবলি
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন খেতুর মাহা বৈঠত
সঙ্গহি ভকত সমাজ॥
সনাতন-রূপ-কৃত গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিন করত বিচার।
রাধামাধব যুগল উজ্জ্বল রস
পরমানন্দ সুখ সার॥
শ্রীসংকীর্ত্তন বিষয় রসে উনমত
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগ দান ব্রত আদি ভয়ে ভাগত
রোয়ত করম গেয়ান।
ভাগবত শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতি ধন
তাক গৌরব আপ।
সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত
মলিন দেখি পরতাপ॥
অভকত চৌর দূরহি ভাগি রহু
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে দেয়ল ভকতি ধনে
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

সুহই।

জয় জয় যদুকুলজলনিধিচন্দ্র।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দকন্দ।
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজনমোহন মধুরিম হাস॥
অবনী বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহি রসাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

শ্রীরাগ।

জয় জয় জগজনলোচন ফান্দ।
রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ॥ ধ্রু
অভিনব নীল জলদ তনু চল চল
পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনী রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ
নূপুর রণরণি বাজনী রে॥
ইন্দীবরযুগ সুভগ বিলোচন
অঞ্চল চঞ্চল কুসুমশরে।
অবিচল কুল রমণীগণ মানস
জর জর অন্তরে মদন ভরে॥
বনি বনমাল আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গাওত গোবিন্দদাস পহু॥

ভূপালী।

শ্রীপদকমল সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করি গানে॥
শ্রীমুখ বচন সুধারস সঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল প্রেম তরঙ্গী॥
রে মন কাঁহে করসি অনুতাপে।
পহুঁক প্রতাপমন্ত্র করু জাপে॥ ধ্রু
যে কিছু বিচারি মনোরথে চঢ়িব।
পহুঁক চরণযুগ সারথি করিব॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।
আশপাশ পড়ি মোহ ভঙ্গ॥
লীলাজলধি-তীরে চল ধাই।
প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই॥
রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাসে।
রতিমণি দেই পূরব অভিলাষে॥
সো রসজলধিমাঝে মণিগেহ।
তহি রহু গোবিন্দ সুশ্যাম দেহ॥
সারথি লেই মিলায়ব তায়।
গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায়॥

শ্রীরাগ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতং,
ব্রজবনিতা-কুচকুঙ্কুমললিতম্।
বন্দে গিরিবরধরপদকমলং,
কমলাকমলাঞ্চিতমমলম্॥ ধ্রু
মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ং,
অচপলকুলরমণীকমনীয়ম্।
অতিলোহিতমতিরোহিতভাবং,
মধুমধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্॥

পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মঞ্জরী রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাহাঁ তুহুঁ গোরী আরাধলি কান।
জানলু রাই তোহে মন মান॥
স্বামীক শয়নমন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী নিশান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই॥
ঐছন মরম যতহু অভিলাষ।
কতহু নিবেদিব গোবিন্দদাস॥

বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজনলোচন অমিয়া স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ রহে উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী
করি শুন॥
সুন্দরী মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলি জাও তুয়া মুখচন্দ॥
তবহুঁ সফল দিন মোর।
রাই লিউ অব জব কানুক কোর॥
হাম পৈঠব কালিন্দী-বারি।
তবহুঁ পূরব মনোরথ তোরি॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥

গোবিন্দদাস ভালে জান।
কানুক জলত পরাণ॥

নবোঢ়া।

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনতবয়নী।
চকিতবিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়াণ॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ অগোরলি গোরী।
দেই রতন পুন লেয়ল চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥

ভূপালী।

সুরত পিয়াসে ধরল পহু পাণি।
করে কর বারই তরল-নয়নী॥
হঠপরিরম্ভণে পরশিত গাত।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম মতঙ্গ রঙ্গ অবগাই॥ ধ্রু
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই শীৎকার॥
নখর পরশে ধনি চমকই বোরী।
দংশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোরি॥
কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ।
আন মনে মনসিজ উনমাদ॥
তৈখনে-রোখত বহি পরসাদ।
গোবিন্দদাস কহ রস-মরিযাদ॥

গান্ধার

কালিদমন দীননাহ।
কালিন্দী-কূল কদম্বক ছাহ॥
কত কত ব্রজ নব বালা।
পেখলু জনু থির বিজরীক মালা॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জানি দিবা রাতি॥
তহিঁ ধনি মণি দুই চারি।
তহিঁ মনমোহিনী এক নারী॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি॥
অনুখণ তহিত সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নবলেহা॥

সুহই।

রতন মন্দির মাহা বৈঠল সুন্দরী
সখী লয়ে রস পরচার।
হসইতে খসয়ে কত যে মণি মোতিব
দশন কিরণ অবছায়॥
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সো বরনারী হামারী মন বারণ
বান্ধল কুচগিরিমাঝ॥
মঝু মুখ হেরি ভরম ভরে সুন্দরী
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষ বিশিখে তনু জর জর
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
করে কর জোরি মোরি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ তৈঁই নন্দনন্দন
দোলত মদন হিলোর॥

বরাড়ী।

কতয়ে কলাবতী যুবতী সুমূরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি উপহাসি রভসরসে কাহুক
কুটিল নয়নে নাহি চাহ॥
সুন্দরি অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভক্ষণে স্বামী ঘরত তুহুঁ ছোড়লি
নারীবরত নিল কান॥ ধ্রু
তুয়া নিজ নাম গান ঘন গাবই
সো এক আর্থর রঙ্গ।
শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥
তুয়া গুণ গান, ঘন কত গাবই
আর কত মুরলী নিশান।
সহচরী কোরে, ভোরি তোহেঁ ডাকই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

বরাড়ী।

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ॥
এ ধনি মোহে না করু অরু ছন্দ।
জানল ভেটলি শ্যামক চন্দ॥
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়ানক লোল।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল॥
আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥
দূরে রহু গুরুজন গৌরব লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ॥

শ্রীরাগ।

নীরদ নয়ানে নব ঘন নে
পূরল মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চয়ত
বিকসিত ভাবকদম্ব॥
কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥ ধ্রু
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম রতন ফলবিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস বহু দূর॥

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল জলদ তনু সোহন
মোহন চরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরী চমক জিতি
দগধল কুলবতী লাজ॥
সজনি যাইতে পেখলু কান।
তবধরি জগভরি ভরল কুসুম শর
নয়ানে না হেরিয়ে আন॥ ধ্রু
মধু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথ আকুল
কিশলয় দলে করু দংশ॥
অতয়ে সে মধু মন জলতহি অনুখণ
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস মিছাই আশোয়াস
তবহুঁ না মিলল কান॥

ধানশী।

চূড়ক চূড় ময়ূর শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতীমালে।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত
চৌদিকে করত ঝঙ্কারে॥
সজনি কো কহে কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্বতলে সো রতি-নায়ক
পেখলু নটবর-ভঙ্গ॥
কতহু বিষম শর নয়ন তূণ ভর
সঞ্চরু ভাঙ কামানে।
নাগরী নারী মরম মাহা হানই
লেখই না পারই আনে॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
মদনমোহন অবতার॥

বালা-ধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাস হসই না হসই॥
পেখলু ব্রজ-নব নারী।
তরুনিব শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সোঁপিয়ে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি॥
তবহিঁ কুসুম শর জোরি।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চাঁদকি লাগি সুরয উপরাগ॥

শ্রীরাগ।

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ানে।
হানত অতয়ে কুসুম শরবাণে॥
এ সখি কাহে ভেটল নন্দনন্দন।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দন॥
তৈখনে দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥
সাজহ শেজ কমলদল পাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ শাতি॥
তাহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরয লাজ গেল দুহুঁ ভাগি॥
কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ মিলব কান॥

বালা-ধানশী।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু-তনুজোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥
যাহা যাঁহা অরুণ চরণ যুগ চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাহা যাহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উৎপলবন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥

কেদার।

অভিনব গোরী বসতি পতিগেহ।
ঘর সংএ করষয়ে নবীন সুলেহ ॥
নিবসয়ে নরপতি পতিভয় লাজ।
দোতিক পৈঠয়ে এহেন অকাজ ॥
কি কহব রে সখী কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান। ধ্রু
যব ধনী যতনে কান্ত সুএ ভেট।
অবনত নয়ানে বয়ান করু হেঁট ॥
যব তুহুঁ সোঁপল করে কর আপি।
সাধসে ধয়ল তুহুঁক তনু কাঁপি ॥
যব তুহুঁ পায়ল মদন-শয়ান।
না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচবাণ ॥
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ সে সেয়ানী।
হরি করে সোঁপিল হরিণী-নয়ানী ॥

ধানশী।

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন শরানলে পীড়িত
জীবইতে সংশয় কান ॥ধ্রু
বৈঠলি তরুতলে পন্থ নেহারই
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
"রাই" "রাই" করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেয় কোর ॥
শীতল নলিনীদল তাহে মলয়ানিল
আগোরে লেপই অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি উঠত কত বেরি
হানত মদন তরঙ্গ ॥
চলহ বিপিনে ধনি রমণী-শিরোমণি
ঝাট করি ভেটহ কান।
গোবিন্দদাসের বাণী তুরিতে চলহ ধনি
কানু ভেল বহুত নিদান ॥

কামোদ।

গৌরবরণ তনু শোহন মোহন
সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান ॥
পেখলু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলি-যুগ-কলুষ তিমির নাশক
নবদ্বীপ-চাঁদ উজোর ॥ধ্রু
ভাবহি ভোর ঘোর দুহুঁ লোচন
মোচন ভবনদবন্ধ।
নব নব প্রেমভর বর তনুসুন্দর
উয়ল ভকত জন সঙ্গ ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীনজনে নিজ বীজ দেই সব তারব
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥

শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ নয়ানবাণে ॥
সই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে,
নাগরী না রবে ঘরে ॥ধ্রু
রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইনু
পরাণ রহিবার নয় ॥
কোন্ পুণ্যবতী যুবতী ইহার
বুঝয়ে রসবিলাস।
তাহার চরণে হৃদয় ধরিয়া
কহয়ে গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীরাগ

চিক্কণ কালা গলায় মালা
বাজয়ে নূপুর পায়।
চূড়ায় ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়নে চায়॥
কালিন্দীর কূলে কি পেখনু সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিনু সই
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাঁশরী
মধুর মধুর গায়॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর-কুণ্ডল
পিন্ধন পিঙল বাস।
রাঙ্গা উৎপল চরণযুগল
নিছনি গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিমাণ
দাস গোবিন্দে কয়॥

শ্রীকৃষ্ণের দশ দশা।

সুহই।

চম্পকদাম হেরি, চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর, জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানুনন্দিনী, জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী, বোলয়ে মধুর বাণী
স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥
"রা কহি ধা পহু কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি, লোটায় ধরণী পুনি
কো কহ আরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল,
কানুক ঐছে সম্বাদ।

নিচয়ে জানহ, তছু দুঃখ খণ্ডুক,
কেবল তুয়া পরসাদ ॥

আড়ানা।

কাঞ্চন-যূথী কুসুম লই গোরি।
নিরমই মূরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনু তাপে ভসম ভই যায়॥
শুন শুন ও বৃষভানু-কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি॥
ঝরঝর নীল-উৎপল-দল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়ন-তরঙ্গ॥
বিগলিত মুরলী কুরলি রহু দূর।
অনুখণ মদন দহনে পরিপূর॥
বিছুরল পিঞ্জ মুকুট পরিপাটি।
সহচরে মেলি মরত জীউ কাটি।
জীউ রহত অব তুয়া রস আশে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে॥

সুহই।

গহন বিরহক লাগি।
রজনী পোহায়ই জাগি॥
করতহি তোহারি ধেয়ান।
তো বিনে আকুল কান॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর॥
সো রস পরশ না পাই।
মূরছিত ধরণী লোটাই॥
মনমথ মদন তরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ॥
কহতহি গদ গদ ভাষ।
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

আড়ানা।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল হরি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহ আন ছন্দ।
তাহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥
যোই নয়ান-ভঙ্গী না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে শ্রবে লোর তরঙ্গ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস॥
বিদ্যাপতি কহ মিছ নহ ভাতি।
গোবিন্দদাস রহু তঁহি কত সাথি॥

কেদার।

ধার সখি আঁচর ভই উপচঙ্ক।
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥
নুবধ মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি কোঙারী॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়নজল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি॥
শুতলি ভীত পুতলী সম গোরী।
চিত নলিনী অলি রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপকে কূপে মগন ভেল কাম॥

তথা।

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরী।
কনকলতা সম সাজ।

হরি চন্দন বলি কোরে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গরাজ ॥
অব কিয়ে করব উপায়।
কাল-ভুজঙ্গ কোরে ছোড়ি মুগধ সখী
যুগমন যুকতি না যায় ॥
চন্দ্রক চারু কণাগণ মণ্ডিত
বিষমারুণ দীঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মীঠ ॥
এক সন্দেহ শীতকে ভীতহি
পুলকিনী কাঁপই রাই।
গোবিন্দদাস কহ মেলি সবহু সখী
বুঝই সম অবগাই ॥

শ্রীমতার দশ দশা।

কড়খা।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূরসঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি জাগি তনু অন্তর
জীবন রহ কিয়ে যাব ॥
মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেম আগেয়ান দহনে ধনি পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী ॥
কহত সম্বাদ কহই না পারই,
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী শয়নে কত যেটব
সুতনু অতনুশর জ্বালা ॥
কালিন্দী-কূল কদম্ব-কানন
নামে নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
কৈছে জীবে বরনারী ॥

বরাড়ী।

মাধব ধৈরয না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী অন্তর জর জর
মানস মিলল শমনে ॥ধ্রু
ধূলি ধূসর ধনী ধৈরয না ধর
ধরণী শুতল তরমে।
মুকত কবরীভার হার তেয়াগল
তাপিত ভূষিত পরাণে ॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
সুরসুতা স্রবে নয়ানে।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল
সোই নয়ন বর বয়ানে ॥
মা বোলই ধনী ধরণীতলে মুরছনি
প্রাণ প্রবোধ না মানে।
কহই চতুরা ধনী আর কিয়ে হোয় জানি
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

ধানশী।

কাঞ্চন গোরী ভেরী বৃন্দাবনে
খেলই সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠি গরলে তনু জারল
তৈখনে শ্যামরী ভেলি ॥
মাধব সো অবিচার কুলরামা।
মরমহি গোই রোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়া গুণগামা ॥ধ্রু
গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনী মণি মন্ত্র মহৌষধ
লোচনে লাগল সমাধি ॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥

সুহই।

আঁচরে মুখশশী গোয়।
ঝর ঝর লোচন রোয়॥
কারণ বিনু ক্ষণে হসই।
উতপত দীর্ঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহু পরিণাম॥
তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥

সম্ভোগ।

কেদার।

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলিক সমাগমে কাঁপ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কানুক দরিশিতে ঐছে বেয়াকুল
দরশিনে ইহ চিত রঙ্গ॥
রাই বদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়লি গোরী।
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী
চুম্বনে রহ মুখ মোড়ি॥
ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভণ
অধরে অধর রস নেল।
গোবিন্দ পহুঁ পূরল মনোরথে
নব নব সঙ্গম ভেল॥

ধানশী।

নিরমল বদন কমলবর মাধুরী
হেরইতে ভৈ গেনু ভোর।
অলখিতে রঙ্গিণী ভাঙ ভুজঙ্গিনী
মরমহি দংশল মোর॥
সজনি যবধরি পেখলু রাই।
মদন মহোদধি নিমগন মঝু মন
আকুল কুল নাহি পাই॥ ধ্রু
বঙ্কিম হাস বিলোকন অঞ্চলে
মঝু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী কিয়ে বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরম বেদন মরমহি জানত
সদয় হৃদয় তাহ চাই।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নব নৌতুন
মনে লাগল রসবতী রাই॥

ধানশী।

রতন মঞ্জরী ধনী লাবণী সারয়
অধরহি বান্ধুলী রঙ্গ।
দশন কিরণ কত দামিনী ঝলকত
হসইতে অমিয়া তরঙ্গ॥
সজনি যাইতে পেখনু রাই।
মঝু হেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই॥
পদ দুই চারি চলই বরনায়রী
রহল নিমিখ কর জোরি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম শর বরিখনে
সরবস লেয়ল মোরি॥

মঝু মন যশ গুণ সুধি মতি সাধস
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
জপতহি তুয়া গুণমালা॥

কামোদ।

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস লেই পালটী পুন বিন্ধলি
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥
হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ না পূরল
পালটি না হেরনু রাধা॥ ধ্রু
ঘন ঘন আচর কুচ কনকাচল
ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়াকুম্ভ ভরি
মুহরি রাখত কত বেরি॥
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাফর
তাহি মিলিল আন আন।
কানুক মূরতি ঐছে মুরুছায়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

বরাড়ী।

সহচরী মেলি চলল বররঙ্গিণী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ কুসুম জিনি তনুরুচ
দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি সো ধনী চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নাক ওর॥ ধ্রু
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চিত নয়ন মঝু এ দুহুঁ চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগররাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ॥
মুগধী কোঙারী কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে ঐছন রঙ্গ।
বিপরীতবাণী কহিল তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কিছু করয়ে সহায়॥
মাধবীকুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহুঁ যাই করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দদাস কহত পরিণাম॥

কেদার।

মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে
সোঙরি সো গুণধাম।
মরম অন্তরে জপয়ে মন্তর
একলি তোহারি নাম॥
রামা তেজহ কপট ছন্দ।
মদন হিলোলে তো বিনু দোলত
নন্দনন্দন চন্দ॥

শ্রীরাগ।

চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপন
তাপ সহই না পার
ধবল নিচোল বহই না পারই
কৈছে করচ অভিসার॥

সুন্দরি তুয়া লাগি সম্বাদল কান।
বিরহক্ষীণ তনু অনুখন জর জর
অব ইথে বিহি ভেল বাম ॥
যতনহি মেঘ মল্লার আলাপই
তিমির পয়াণ গতি আশে।
আওত জলদ ততহি উড়ি যাওত
উতপত দীরঘ নিশাসে ॥
তুয়া গুণ নাম গান জপি জীবই
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহা ইহ নব নব লেহা ॥

সুহই।

কিয়ে হিম চন্দ্র কর কিয়ে নীর ঝর ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জ্বলতহি চন্দন পঙ্ক।
সুন্দরি কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।
নায়রী কোরে সোঙরি তাহে মুরছই
নয়নহি লোর তরঙ্গে ॥ ধ্রু
জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ত
আকুল চিকুর বিথারি।
রাধা নামে নয়ন ঘন বরিখয়ে
আরতি কহই না পারি ॥
ধনি ধনি তুহু ধনী রমণী-শিরোমণি
কানু সে তোহারি একান্ত।
তুয়া পদ-পঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত
গোবিন্দদাস মতিমন্ত ॥

কেদার।

রতি রস-ছরমে শ্যাম হিয়ে শুতলি
শরদ ইন্দুমুখী বালা।
মরকত মদনে কোই জনু পূজল
দেই নব কাঞ্চন-মালা।
শ্যাম বয়ানপর বয়ান বিরাজই
উর পর কুচযুগ সাজে।
কনককুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল
মদন মহোদধি মাঝে ॥
জোড়ল তনুমন ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহি অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে হেম নীলমণি জনু
বান্ধিল যুগ একঠান ॥
ঘন সঞে দামিনী সাজে দুকুল জনু
দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণে বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস ॥

অথ রসোদ্গার

বিভাষ।

পুলকে বলিত অতি ললিত হেমতনু
অনুখণ নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইয়ে
প্রেমসিন্ধু বহ নয়নহি লোর ॥
জয় জয় ভুবনমঙ্গল অবতার।
কলিযুগ বারণ মদ-বিনিবারণ
হরিধ্বনি জগতে বিথার ॥ ধ্রু
নিজ রসে ভাসি হাসি ক্ষণে রোয়ই
আকুল গদ গদ বোল।
প্রেমভরে গর গর না চিনে আপন পর
পতিত জনেরে দেই কোর ॥
ইহ রস সায়রে মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জানি।
গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি রোয়ই
শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥

বিভাষ।

চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি কি কেল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানয়ু হিয়া মাহা সাঁচি॥ধ্রু
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এত দিনে পেখলু আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জিতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি বুঝনু কাজ॥

শ্রীগান্ধার।

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহু ভুজ কাঁপি॥
দূর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ কর অঙ্গ।
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস রস কেলি॥
যো ধনী মানি সুরত অধিদেবী।
তাকর চরণ-কমল পাই সেবি॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরক সমুঝাব॥
অবহুঁ জগত ভরি অকিরীতি এহ।
রাধামাধবৃ অবিচল লেহ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দদাস চিতে না ভাজে বিবাদ॥

সুহই।

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলু বিহি মোরে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥ধ্রু
সুনয়নী কহত কানু ঘন শ্যামর
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জনু আগি॥
প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবনে মধু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী রস মরিযাদ॥

বরাড়ী।

যাঁহা দরশনে তনু পুলকে ভরই।
যাঁহা কর করষনে টুটত বলই॥
যাঁহা পরিরম্ভণে অম্বর খলই।
যাঁহা ঘন চুম্বনে বয়ান টুটই॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।
যব হোয়য়ে হেন মনোভবকেলি॥ধ্রু
যাঁহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বোলই।
যাঁহা নখ বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই॥
যাঁহা মণি নূপুর তরলিত কলই।
যাঁহা ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই॥
যাঁহা নাহি ঐছন রস নিরবহই।
তাঁহা পরিবাদ গোবিন্দদাস কহই॥

ধানশী।

যব হরি পাণি পরশে ঘন কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।

ব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ
কেশ পল্লায়লি রঙ্গ ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগয়ে নিঁদহু না জীবসি
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ ॥
করইতে কোরে জোরি তনু বল্লরী
নহি নহি বোলসি থোর।
চুম্বন বেরি জানি মুখ মোড়সি
জনু বিধু লুবধ চকোর ॥
যব হোয়ে নাহ রত নিয়ত অবিরত
রারত জনি অভিলাষ।
গোবিন্দদাস কহ নাহ বহু-বল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ ॥

শঙ্করাভরণ।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে ॥
চান্দ চকোর জনু পাওল রে।
রাইক প্রেমতরে ভাসল রে ॥
মুরছি অবনীতলে পড়লহি রে।
অরুণিত লোচনে ঢলঢল রে ॥
করে পহুঁ কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে ॥
দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে ॥

ভাটিয়ারি।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত ঐছন বেঢ়ল হেম ॥
কনক-লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব-জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ ॥
মুখ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান ॥

তথা রাগ।

বিপিনহি কেলি-কয়ল দুহুঁ মেলি।
জলমাহ পৈঠি করল জলকেলি ॥
নাহি উঠল দুহুঁ মোছল অঙ্গ
দুহুঁ রূপ নিরখিতে মুরছে অনঙ্গ ॥
অঙ্গে করল দুহুঁ নব নব বেশ।
কবরী বানাওল বান্ধল কেশ ॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়াণ।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান ॥

সুহই।

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক-মুকুট-মণি, নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেনে করে ॥ ধ্রু
মোর অঙ্গসঙ্গ আশে, লালসা পাইয়া বৈসে,
বঁধুয়া বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে, গণিয়া রাখিবে মনে,
এ তনু তোমারে দিনু দিনু ॥
আউলাঞা কবরীভার,
বেশ করে বারে বার,
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে করতলে ॥
বঁধুয়া বলয়ে ধনী, কালিয়া কন্ঠ খানি,
ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর, ঘোষণা রহুক মোর
নিগূঢ় মরম তার সাখী ॥
বিদগধ শ্যামরায়, বসনে কয়য়ে বায়,
আপনে যোগায় গুয়া পান।
গোবিন্দদাসের বাণী, শুন রাধা বিনোদিনী
তেঁই তুমি শ্যামের পরাণ ॥

গান্ধার।

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাধসে ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর রসের সাগর
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত আদর পিরীতি
ঝুরিয়া মরিয়ে মনে॥
সে মোর কোলেতে করিয়া ভাবিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥
কাঁচুয়া ফাড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভুলিলা মধুপ জনু।
কমল কোরক ভরমে কি কৈল
গুণিতে ঘূর্ণিত তনু॥
ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে বুঝিলাম হয়ে
দাস গোবিন্দ ছার॥

পঠমঞ্জরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস॥

তথা রাগ।

সিনান দোপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্নতলে লুটয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন॥

বিভাষ।

নবঘনকিরণ বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ানকোণে মদন জাগাওল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥
সজনি কি কহব রজনী-আনন্দ।
স্বপনে বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥ধ্রু
উরু পর কমল পাণি অবলম্বনে
দূরে করল আন আন।
নীবিহক বন্ধ বিমোচন নাগর
কি করল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন কুসুম-শর হানল
জর জর জীবন মোর।
গোবিন্দদাস কহ আরাধন কি ফল
বিফল কি যাইবে তোর॥

ধানশী।

ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগন কয়লহুঁ রম মনমীন॥

শ্রবণ মকর গীম কম্বু বিরাজ।
হিয়া মাহা লখিমী মিলিত ফণিরাজ॥
এ সখি শ্যামসিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচকনয়াকটোর॥ ধ্রু
যছু মুখচাঁদ সুধাময় হাস।
গরলহি ভরল নয়ন পর ˙াশ॥
অধর পঙার দশন মণিমোতি।
রোচনতিলক মৈনাকক জোতি॥
সুরতরুকুসুম সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ পিঞ্জ ধনুভাস॥
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

তথা রাগ।

কুটিল কটাক্ষ বিশিখ ঘন বরিখনে,
দূরে করি বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ওষধি সরস পরশ দধি
লেশে থকিত করি অঙ্গ॥
সুন্দরি ধনি পীতাম্বরী তুহুঁ ভেল।
এক হিলোলে শ্যামরসসায়রে
সবহুঁ সার হরি নেল॥ ধ্রু
দূর অবগাহ অন্তর মাহা মন্থর
মদন-কমঠ অবগাহ।
উচ কুচ মন্দর হার ভুজগ-বর
মেলি মথন নিরবাহ॥
অধর-সুধা পিয় প্রেম লছমী হিয়
বাহিরে নখ-পদ চন্দ।
প্রীতি অনুভব রতন পরিপূরল
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥

বিভাষ।

যো গিরি-গোচর বিপিনহি সঞ্চরু
কৃশ-কটি করু অবগাহ।
চন্দক চারু শটা-পরিমণ্ডিত
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
সুন্দরি ভালে তুহুঁ হরিণ-নয়নী।
সো চঞ্চল হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি
কৈছনে ধয়লি সেয়ানী॥
কত বর-দন্তীক করহি কর বারত
দশনহি গণ্ড বিদারি।
বল করি খরতর নখর-নিকর সঞে
মোতিম বনহি বিথারি॥
অধর-সুধা দেই পুনহি জীয়ায়ই
পুন নিরমদ করি তেজ।
গোবিন্দদাস ভণ তাক শয়ন পুন
অহনিশি কিশলয়-শেজ॥

কৌ-রাগিণী।

বেণুক ফুকে বুক মদনানল
কুল ইন্ধন মাহা জারি।
দরশন পাণি তুহুঁ পরশে সোহাগল
শ্রম-জলে জোরল বারি॥
সজনি কানু সে হৈল সোণার।
মঝু মনকাঞ্চন আপন প্রেম-মণি
জোরি পিন্ধায়ল হার॥
নব অনুরাগ রঙ্গে পুন রঞ্জল
মূল না জানই কোই।
গুরুজন নয়ন চৌর পরে ছাপিয়ে
প্রাণনাথ সম গোই॥
যো রস আগরি বিদগধ নাগরী
হের তুহুঁ মন সাধ।
গোবিন্দদাস কহই আনে হেরিলে
জানি হোয়ত পরমাদ॥

শ্রীগান্ধার।

কাজর ভরম তিমির জনু তনুরুচি
নিবসই কুঞ্জকুটীর।

বাঁশী নিশাসে মধুর বিষ উগারই
গতি অতি কুটিল সুধীর ॥
সজনি কানু সে বরজ-ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয় চন্দনরুহে লাগল
ভাগল ধরম-বিহঙ্গ ॥
লোচনকোণে পড়ত যব নাগরী
রহই না পারই থির।
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পিবই
কুলবতী বরতসমীর ॥
এক অপরূপ নয়নে বিষ তাকর
মেটয়ে দশনক দংশে।
বিষ ঔষধ বিধ অবধারল
গোবিন্দদাস পরশংসে ॥

ধানশী।

পহিলহি কুল তুল সম উয়ল
যাকর বেণুক ফুকে।
ধরম করম মতি ভরম সদৃশ ভেল
নারী গিরি সম দুখে ॥
সজনি কি হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু, আপনি আপন তনু
কাঁহে করত অন্তরায় ॥ ধ্রু
নয়নহি নিন্দউ নয়ানে না হেরই
হানল ফুলশর বাণ।
যত পরমাদ কহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

সুহই।

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেমপ্রহরী রহুঁ জাগি ॥
গুরুজন-গৌর চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহুঁ ভাগি।
সজনি এন দিনে, ভাজল দ্বন্দ।
কানু অনুরাগ ভুজগে গরাসল
কুলদাদুরী মরু মন্দ ॥ ধ্রু
আপনক চরিত, আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন করিতে হয়ে আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি সপতিক ঠাম ॥
নিন্দউ নিঁদ নয়নে নাহি হেরিয়ে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি;
যর পরমাদ কহই নাই পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাখী ॥

অভিসার।

সুহই।

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা মু জাঙ নিছনি ॥
কি কাজ শরদ কোটি শশী
জগত করিল আলো গোরা মুখের হাসি ॥
দেখি রঙ্গী মাধব কাঁতি।
মনু মনু অনুরোধে এ বর যুবতী ॥
সুদর্শন শিখর মূরতি।
মরমে ভরম জাগে পিরীতি আরতি ॥
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানুকী।
কুলবতী উনমতি কৈল দুটী আঁখি ॥
অলকা তিলক ভালে শোভে।
রঙ্গিণীর রঙ্গ বাঢ়ে ঐ লোভে ॥
চাঁচর চিকুর কবরী।
নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি ॥
চন্দনকেশরমাখা তনু।
রঙ্গিণী ত্রাণ বাটি লেপিয়াছে জনু ॥
মদনবিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা ॥

রাঙ্গা প্রান্ত পীত পটবাস।
পহিরল নিতম্বিনী রস-অভিলাষ॥
অরুণে চরণে নখচান্দ।
পামরি গোবিন্দদাসে রচিত বান্ধা ফাঁদ॥

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চান্দ
কামিনী মোহন ফাদ
আন্ধারে করিয়াছে আলো।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা॥
সই কিবা সেই নয়ান চাহনি।
হাসির হিলোলে মোরে,
পরাণ পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥ ধ্রু
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ নখ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুল শীল যত ছিল মনে নাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন নাগরে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥

শ্রীরাধিকার রূপাভিসার।

শ্রীরাগ।

কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী অঙ্গ তরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে ধনী
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি॥ ধ্রু
কুঞ্জরগামিনী মোতিমদশনী
দামিনী চমক নেহারিনী রে॥
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনী হাসবিকাসিনী
গোবিন্দদাস চিত শোহিনী রে॥

কেদার।

পহিল সমাগম রাধা কান।
অতি রসে মগন ভেল পাঁচবাণ॥ ধ্রু
দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁক বিলোকনে
আনন্দ-নীরয়ে ঝাঁপা রে।
অবিরত পরশিতে কুচ কনকাচল
গিরিবরধর কর কাঁপই রে॥
গদ গদ ভাষে আলাপই দুহুঁ দুহুঁ
চুম্বনে নয়ন ঢুলায়ই রে।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ পুলকায়িত
অঙ্গহি অঙ্গ হেলায়ই রে॥
দুহুঁ রসে ভাসি দুহুঁ অবলম্বই
রঙ্গতরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ।
নব নাগরী সঙ্গে নাগরশেখর
ভুলল গোবিন্দদাস পহুঁ॥

ধানশী।

মো মেনে মনু মো মেনে মনু।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রস রঙ্গে॥
থির বিজুরী করিয়া একে।
সে নহে-গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনী ভাঙর দোলা।
মোর হিয়ামাঝে করিছে খেলা॥
চান্দ ঝলমলি বদন-ছান্দে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কান্দে॥

চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতি কুলের থোটা॥
তাহে তনুসুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে॥

বিহাগড়া।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহু হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দুহে যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আর নিতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥

বসন্ত।

পদতলে ভকত কল্পতরু সিঞ্চিত
প্রেমরস মকরন্দ।
যাকর ছায়ায় সোসর নব নব
পরমানন্দ নিরদন্দ॥
পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল
কিয়ে নবদ্বীপমাঝ॥ ধ্রু
নব নীরদ জিনি কত মন্দাকিনী
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র অভিরাম দিনমণি
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে॥
যাকর চরণ সমাধয়ে শঙ্কর
চতুরানন করু আশে।
সে পহু পতিত কোরে ধরি কান্দই
কি কহব গোবিন্দদাসে॥

ধানশী।

কুন্দ কুসুমে তরু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিমহার॥
চন্দনে চরচি তনু রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরপূর॥
চাঁদনী রজনী উজোরল গোরী।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরী॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বলই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গপুতলী কিয়ে রসমাহা বুর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥
মূরতি শিঙ্গারকি রীতি সম ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস॥

বাসক-সজ্জা।

ধানশী।

বাসিত বারি কপূরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদন শয়ান।
উজোর দীপ সমীপহি জারহ
বিচরহ চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যায় আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি অবহুঁ আই নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু
কুসুমিত মৌলি রসালক পরিমলে
ভ্রমরী ভ্রমর রহুঁ ভোর।
মদন মনোরথে সগরহি যামিনী
সুখে বঞ্চিব হরি কোর॥
বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব এহি বর
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস কহই হরি পরশহি
সো পুন হোত সন্দেহ॥

কামোদ।

উজোর রাতি শেজ নব-কিশলয়
বাসিত উশুল বারি।

এহি উপচারে আজ হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি॥
সজনি কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশ মণি- পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনী মান॥ ধ্রু
দুহুঁ কুণ্ডল দুহুঁ কঙ্কণ কিঙ্কিণী
ছুহুঁ নূপুর রাখি।
মৃগমদ সিন্দুর লোচনে কাজর
পদ যাবক রতি-সাখী॥
সো তনু পরশে পুলকে তনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি ধনি
কানু মরম তুহুঁ জান॥

সুহই।

মধু-ঋতু রজনী উজোরল হিমকর
মলয়-সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে চপল মনোভবে
মনহি বিথায়ল দ্বন্দ্ব॥
সজনি পুন যাই সম্বাদহ কান।
কালিন্দী-কূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥
কিশলয় দহন- শেজ অব সাজহ
আহুতি চন্দন পঙ্কা।
দ্বিজ-কুল-নাদ মন্ত্রে তনু জারব
যাই যাই প্রেমকলঙ্কা॥
চিতরতন মঝু কানু পাশে রহল
অবহুঁ না মিলিল যোই।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
আপহি মিলব সোই॥
গোবিন্দদাস কহই ধনি মিরমহ
আপহি মিলব সোই॥

শ্রীগান্ধার।

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ।
মলয়-সমীরণ কুসুম সুগন্ধ॥
যামিনী আধ অধিক বহি গেল।
যতহু মনোরথ অনরথ ভেল॥
এ সখি হরি সঞে কি করব দ্বন্দ্ব।
আপন মনহি মনোভাব মন্দ॥
সো মুখ হেরইতে না রহ মান।
তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ॥
যাকর বচনে নাহি বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দদাস॥

তথা রাগ।

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ।
চিতহিঁ তোহারি দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বরনারী।
নিরজনে বিছরই মূরতি তোহারি॥
দারুণ ধদনত তহি নাহি গেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করু তোয়।
ভীতক চিত পুতলী ভেদ সোয়॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত-দেবা॥

ধানশী।

মাধব মনোরথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনী কুসুমশরে জর জর
পন্থ নেহারত তেরা॥
উজোর শশধর দীপ জারল
অলিকুল ঘাঘর রোল;

হনইতে হরিণী- নয়নী দরশায়ই
তাহিঁ তহিঁ পিক বোল ॥
তুহুঁ অতি মন্থর গগন দুরন্তর
যামিনী অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখে মানয়ে যুগ কোটি ॥
আশা পাশে লেই গলে বৈঠল
প্রেম কল্পতরু মূল।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে ধরব গরল ফল
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥

বিহাগড়া।

হরিণনয়নী তেজি নিজ মন্দির
আওয়ে সঙ্কেতঠামা।
তৈখনে চাঁদ উদয় ভেল দারুণ
পসারল কিরণক দামা ॥
মাধব তোহে কি বলব আন।
বিষমকুসুমশরে পাঁজর জরজর
ধনি যদি তেজই পরাণ ॥
মোতিম হার ভার হিয়ে জারই
করকঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক।
সহচরী কোরে ভোরে তনু মোড়ই
লোরে ধরণী করু পঙ্ক ॥
কিশলয় শয়নে থির নাহি বান্ধই
চন্দনে পবনে মুরছাই।
গোবিন্দদাস কহই হরি অভিসর
যদি খনে জীবই রাই ॥

গুর্জ্জরী।

ঋতুপতি রাতি বিরহ জরে জাগরি
দোতী উপেখলি রামা।
প্রিয় সহচরী বলি মোরে পাঠাওলি
অতয়ে আইনু তুয়া ঠামা ॥
শুন মাধব কর জোড়ি কহলমো তোয়।
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গি লোচনত
তুহুঁ না হেরবি মোয় ॥
দূরে কর লালস আনহি লালসী
চাতুরী বচন বিভঙ্গ।
বরু জীবন হাম তোহে নিরমঞ্জব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ ॥
যাহে শির সোঁপি কোর পর শুতিয়ে
সো যদি করু বিপরীতে।
পিরীতি রীত ঐছে তবু মীটব
গোবিন্দদাস চিত ভীতে ॥

ভূপালী।

পৌখিনী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিকে হিমকর হিম করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে শয়ন করু ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥ ধ্রু
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচকুচকঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতহিঁ নাহি টলই ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাহা নবীন সুনেহ ॥

কেদার।

হিম ঋতু যামিনী যমুন তীর।
তরল লতা কুল কুঞ্জ কুটীর ॥
তহিঁতনু থির নহে তুহিন সমীর।
ইথে কৈছে বঞ্চসি শ্যাম শরীর ॥

ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুহুঁ লেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহরি গেহ॥
কুলবতী গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজনে নয়ন সকণ্টক বাট॥
যো জনে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলল ধনী রাই॥

ভূপালী।

হিমঋতু নিশি দিশি দিশি বাত।
হিমকরশীকরনিকর নিপাত॥
মদন-জলধি-তলে তহি দেহ ঝাঁপ।
মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ॥
সুন্দরী দূরে কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি॥
তুহুঁ হেন নাগরী হরি হেন নাহ।
ধনি ধনি মনসিজরস নিরবাহ॥
শুনইতে ঐছন সহচরী বোল।
মধুরিম হাসি গোরী তনু মোড়॥
হরি পরিপূরল মানসকাম।
গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগান॥

কামোদ।

অম্বরে ডম্বরু ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভবসিন্ধু॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণ ভেল বাদল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহিঁ পহিরায়হ নীল নীচোল॥
কিঁ ফল উচকুচকঞ্চুক ভার।
দূর কর সৌতিনী মোতিমহার॥
তুহুঁ সখী দেখহ দেহলী লাগি।
গুরুজন অবহু ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলয়তে দিগভরম জানি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥

তথা রাগ।

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পথে শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতীগৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লু অভিসার॥
সজনি কি ভেল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান॥
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানুপিরীত অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল
ভাও ভুজঙ্গিনী পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দদাস কহয়ে তুহুঁ সংশয়
নিরসল রসিক মুরারি॥

কল্যাণী।

সাজল কুসুম শেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি।
বাসিত কপূরে কপূরে পুন বাসই
ভৈ গেল মদনভরাতি॥
আজু রাই সাজল বাসকশেজ।
মনোরথে লাখ মনমথ ধাবই
অঙ্গে অঙ্গ নাহি তেজ॥ ধ্রু
ঘন ঘন আভরণ অঙ্গে জঁড়ায়ই
ক্ষণে ক্ষণে তেজই তাই।
চকিত বিলোকনে চমকিত উঠই
হেরইতে নিজ তনু ছাই॥

কাতর বচনে সম্ভাষই সহচরী
কহে বিলম্বত কান।
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলী নিশান ॥

কামোদ।

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়নু
সঙ্কেত কেলিনিকুঞ্জ।
মাধবী পরিমলে ভোরি মঝু তনু
জারই মধুকর পুঞ্জ ॥
অবহুঁ না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত চিত পিরীতি অনুরোধ
ইথে নাহি যাত পরাণ ॥ ধ্রু
কানুক বচন অমিয়ারস সেচনে
বেচনু তনু মন জাতি।
নিজকুলদূষণ ভূষণ করি মানলু
তেঞি ভেল ঐছন শাতি ॥
হিমকরকিরণে গমন অবরোধল
মন্দিরে চলত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানহ
কানু কি তেজল লেহ ॥

তথা রাগ।

কতহুঁ প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি।
গুরুজন নয়ন পহরীকর বাঁচি ॥
হাম রহুঁ সঙ্কেত আনত রহুঁ কান ॥
একলি নিকুঞ্জে কুসুম শর হান ॥
এ সখি হৃদয়ে জলত মঝু আগি ॥
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি ॥
যাকর লাগি মন হি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই ॥
কুলবর্তী চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হা হা করি হরি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন রয় লাগি।
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগী ॥
অবহুঁ না মিলল শ্যামর কাঁতি।
গোবিন্দদাস কহ দীঘল রাতি ॥

ধানশী।

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নীরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
গুণি গুণি জীবন নৈরাশ ॥
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহ যামিনী জাগি পোহায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা ॥ ধ্রু
হরি হরি বলি ধরণী ধরি উঠই
বোলত গদগদ ভাগ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ ॥
কি করব চন্দ্র চন্দন ঘন লেপন
কিশলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পায়ে ওখদ
গোবিন্দদাস নারি মান॥

ললিত।

উত্তর না পাই যাহ সখী কুঞ্জহি
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদগদ
হেরি চমকিত ভেল চিত ॥
সুন্দরি কানু মিলন ভেল ধন্দ।
নিশিপতিকাঁতি মলিন অব হেরিয়ে
টুটল সব পরবন্ধ ॥ ধ্রু
এত শুনি রাই পাই মনদুখচয়
চললহি অব নিজ গেহ।
রজনী উজায়ল নাহ পাহু পর
মিলল ঝামর দেহ ॥

দূর সঞে নাগর রাই বদন হেরি
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস ভণ ওহে নন্দনন্দন
ইহ কিয়ে পিরীতি রীত॥

গান্ধার।

শুন মাধব কোন কলাবতী সোয়।
প্রেম হেম গহি আপনি রঙ্গ দেই
এহেন সাজাওলি তোয়॥ধ্রু
নয়নক অঞ্জনে অধর ভেল রঞ্জিত
নয়নহি তাম্বুল দাগ।
সিন্দুরবিন্দু চন্দন ইন্দু ঝাঁপল
উর পর যাবক রাগ॥
বদন সোণার তোরি রূপ লালসে
তাহে দেওল নখ-রেহ।
কোন গোঙারী তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ॥
অব রসলালস কিয়ে দরশায়সি
নিলজ সোহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ
হেম ধরব নিজ বাণ॥

কামোদ।

ডগমগ অরুণ উজাগর লোচন
উরে নখ পরতীত রেখা।
রতিরণে রমণী পরাভব মানই
দেওল রতি জয় লেখা॥
মাধব অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতি বস ও সুখ সম্পদ
কি কণ তুয়া অনুরাগে॥ধ্রু
রতি রসে অলস অবশ দিঠি মন্থর
নিরবধি নিদ্দক সেবা।
কোন কলাবতী করি কত আরতি
পূজল মনোরথ দেবা॥
বচন রচন করি কিয়ে পরবোধসি
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দদাস কহ পরশ তুল নহ
পরশনে রস নাহি হোই॥

মিলন।

কামোদ।

গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে
জটিলা ভিখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর মাথ হিলায়ত
বুঝল ভিখ নাহি নেল॥
জটিলা কহত তব কাহা তুহুঁ মাগত
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ হাত ভিখ হাম লেয়ব
তুরিতহি দেহ পাঠাই॥
পতিবরতা বিনু ভিখ লেউ যব
যোগী বরত হোয়ে নাশ।
তাকর বচন শুনিতে তনু পুলকিত
ধাই কহে বধূ পাশ॥
দ্বারে যোগী বর পরম মনোহর
জ্ঞানী বুঝল অনুমানে।
বহুত যতন করি রতনথালী ভরি
ভিখ দেহ তছু ঠামে॥
শুনি ধনী রাই আই করি উঠল
যোগী-নিয়ড়ে হাম যাব।
জটিলা কহত যোগী নহ আন মত
দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধূমচূর্ণ পূর্ণ থালী পর
কনক কটোর ভরি ঘিউ।
করযোড়ে রাই লেহ করি ফুকরই
তাহে হেরি থরহরি জীউ॥

যোগী কহত হাম ভিখ নাহি লেয়ব
তুয়া মুখ বচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর যো অভিমান সো
মাফ করহ যাই॥
শুনি ধ্বনি রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
ভেখধারী নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ নটবরশেখর
সাধি চলত মন কাজ॥

বিভাষ।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর দহনা।
চন্দনচন্দ্র নাহ লাগল মৃগমদ
তাহে বেকত তিন নয়না॥
মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগরপুণ্যফলে প্রাতরে ভেটনু
দূরহি দূরে রহু সেবা॥ধ্রু
চন্দন-রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঞে জরি গেল॥
তবহুঁ বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহই পর অম্বর
গলইতে দেখি না দেখি॥

কামোদ বা সুহই।

সহজই গোরী রোখে তিন লোচন
কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ।
হৃদয়-পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈল-সুতা করি চিন॥
সুন্দরী অব তুহুঁ চণ্ডি-বিভঙ্গ।
যব মহাশঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ॥ধ্রু
কালিয় কুটিল ভাঙ ভুজঙ্গম
সঘন ঝাঁকর দন্ত।
পশুপতি দোখে রোখে নাহি সমুঝিয়ে
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ॥
দমন মনোভাবে তুহুঁ জিয়ায়বি
ঈষৎ-হাস বরদানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

ভূপালী।

রজনী গোঙায়লি রতি-সুখ সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে॥
সোই চণ্ড! তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে যাই সেব॥
কি কহব যে সব কয়লহিঁ তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী-সমাজ॥
ভাগল সহচরী না বোলই কোই।
পালটি চল মুখে আঁচর গোই॥
বসন হেরি অঙ্গ ভাঙ্গল দন্দ।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ॥
গোবিন্দদাস চলিল আগুসারি।
আওল মন্দিরে কই লখই না পারি॥

সুহই।

যামিনী জাগি অলস দিঠি পঙ্কজে
কামিনী অধরক রাগ।
বান্ধুলি অরুণ অধরে ভেল কাজর
ভালোপরি অলতক দাগ॥
মাধব দূর কপট সুলেহ।
হাতকি কঙ্কণ কিয়ে দরপণে হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ॥ ধ্রু
সো স্মর-সমরে সুধীর-কলাবতী
রতি রণে বিমুখ না ভেল।

নখর ক্লপাণে হানি উর অন্তর
প্রেম-রতন হরি নেল॥
প্রেমধনবিহীন পুরুষে অব কো ধরি
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার সাথী এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দদাস॥

বিভাষ।

নখ পদ হৃদয়ে তোহারি।
অনন্ত জলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
কাঁহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ।
দূরে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতাহিঁ গোবিন্দদাস॥

তথা রাগ। কন্দর্প তাল।

কাঁহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরী
ইহ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ-রস এহ॥
ভামিনি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহি তরুণি দিঠি মন্দ॥
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক-ভানে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ধানশী।

জানলু এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলি রজনী গোঙায়লি
তাহি করহ অনুরাগ॥ ধ্রু
রতিরণ-পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
অতয়ে অনুমানিয়ে বেকত উজগির
বিঘটন ভামিনি সঙ্গ॥
অতি অনুরূপ গতি এহ বচন সতি
আজ দেখলু পরতেক।
যো পরবঞ্চক বিহি তারে বঞ্চউ
দুরজন দেখি না দেখ॥
তুহুঁ রস-সাগর বিদগধ নাগর
হাম মুগধী কুল-নারী।
গোবিন্দদাস কহই অব হরি সঞে
অনুনয় বুঝই না পারি॥

ধানশী।

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুহু করে দুহুঁ পদ ধরি রহু মাধব
তবহিঁ বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ঠাম।

তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ ॥
এতহু মিনতি কানু যব করলহুঁ
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলত বর কান ॥

তিরোতা—ধানশী।

রাই অনাদর হেরি রসিকবর
অভিমানে কয়ল পয়াণ
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই
পীতবাসে মোছই বয়ান ॥
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেমী কহি কথি লাগি নিরসল
কাহে কয়ল মুঝে মান ॥
মোরে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।
রসবতী-হৃদয় বিরহ-জ্বরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥
রাই সম্বাদ সুধারসসিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোয়।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তব যশ গাওব তোয় ॥

সুহই।

আকুল প্রেমে পহিলে নাহি হেরনু
সো বহু বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঃ
অহর্নিশি জলত পরাণ ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দেখি যো ধনী রোখ
সো তাপিনী জগ মাহ ॥ ধ্রু
যো হাম মান বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরয লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক লেহ ॥

তথা রাগ।

কুলবতী কোই নয়নে জানি হেরই
হেরত পুন যদি কান
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান ॥
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোষ।
মান-দগধ জীউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোষ ॥
যো মঝু চরণ পরশ-রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনি তনু জরজর
পরশ পরশ সম ভেল ॥
সহচরি মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না রোপনু কাণ।
গোবিন্দদাস সরস বচনামৃতে
পুন বাহড়ায়ব কান ॥

শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণে নিবারনু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ানযুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি তৈখনে কহলমু তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঙায়বি রোয় ॥
বিনি গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহ।

দিনে দিনে খোয়ায়বি ইহ রূপলাবণী
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
যোঁ তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন- নীর ঘন সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে ॥

সুহই।

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরলু দূরে হি ডারলু
মানিনী অবনত মাথ ॥
সজনি কাহে মোর দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল ॥
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছমি চরণ পর ডারলু
ইহ কি করব পরকারি ॥
সো বহু বল্লভ সহজেই দুল্লভ,
দরশ লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তবহি মনোরথ পূর ॥

ধানশী।

কোমল মাখন তণু দেখল কান।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান ॥
রোখে বিমুখ যব চলু বরনাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ ॥
সুন্দরি তুহুঁ সমুঝায়ব কোই।
অব রহ নিরজনে মন মাহা রোই ॥
সহচরি লাখ বচন কিঁ ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহু মান ভুজঙ্গ ॥

কোন কুমতি দরশায়ল এহ।
জানসু গরলে ভরল তুয়া দেহ ॥
মদন কুমন্ত্রে অধীর ভেল সোই।
চললহুঁ দংশি লখই নাহি কোই ॥
ইথে বিনু নাগ-দমন রসপান?
গোবিন্দদাস মণিমন্ত্র না জান ॥

তথা রাগ।

তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর ॥
সজনি সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই ॥ ধ্রু
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোককি কূপে।
মূরছিত জনকে ঘাত নহে সমুচিত
জগজনে কহব কিরূপে ॥
ভাঙ্গল মান আন জন-গঞ্জন
পিরীতে পিরীতে করি বাধা।
রসিক সুনাহ আপনে সুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা ॥
সো মুখচাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী-বিষহ্রদ-নীরে।
পামর গোবিন্দ দাস মরি যায়ব
সাজি আনল তছু তীরে ॥

গান্ধার।

কি কহলি কঠিনি কালীদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে না বান্ধব থেহা ॥

তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি॥
কামুক চিত রীতি হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত মুখ চাই॥
ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরী
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাস কহ শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥

ধানশী।

সো বহুবল্লভ সহজেই ভোর।
কৈছনে বেদন জানাব মোর॥
চলইতে চাহি তাহা আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ তরঙ্গ॥
সখি হে কাহে উপেখলু কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান॥
সখীগণ গণইতে তুহু সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
মঝু এত আরতি হো জনি জান।
ইথে লাগি তব পায় সোঁপলু পরাণ॥
অব বিরচহ তুহু সো পরবন্ধ।
কামুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥
জীবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান॥

কামোদ।

রাইক বিনয় বচন শুনি সো সখী
চললিহ শ্যামক আগে।
দূরহি তাক বদন হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমিক রীত।
আদর বিনহি সোই বহুবল্লভ
দূতী নিয়ড়ে উপনীত॥
দূতী কহত তুহু কৈছন পিরীতি
রীত বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আয়লি ছাড়ি॥
আপনক দোষ জানি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপে চলহ মঝু সাথ॥

সুহই।

যাকর চরণ নখরুচি হেরইতে
মুরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়
পালটি না হেরল হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুলনন্দন চাঁদ উপেখলু
দারুণ মানকি লাগি।
কাতর দিঠে মিঠে বচনামৃতে
কতরূপে সাধ নাহ।
হায় শ্রবণ সীম নাহি আনল
অব হিয়া তুষদহ দাহ॥
সে হেন রসিক পিয়া কাঁহা করু
সোঙরি মঝু মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহ শুন বর নাগরী
সো পহুঁ তোহারি অদূর॥
একে তুহুঁ নাগরী নব গুণে আগরি
বৈঠসি চতুরীসমাজ।
আপনাক বাত আপনহি সমুঝসি
হটে নট কৈসি সব কাজ॥

মানিনি নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি বাত দুই পুছিয়ে
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ॥ ধ্রু
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল
তারক মুখে জ্বলুক আগি॥
যা তুয়া চরণ পরশি মহী লুঠল
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরসি
গোবিন্দদাস কহ ক্রুর॥
যো মুখচাঁদ নয়ানে নাহি হেরলু
নয়নদহন ভেল চন্দ্র।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলু
মধুকরধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥
সজনি কাহে বাঢ়ায়লু মান।
প্রেমভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাতর
তুহু পরবোধবি কান॥ ধ্রু
সো করকিশলয় পরশে উপেখলু
অব কিশলয়ে তনু ভোর।
নব নব লেহ সুধারস নিরমল
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো করবিরচিত হার উপেখলু
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুরজন
যো ঐছন মতি দেল॥

ধানশী।

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
বৈঠহে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহবি যৈছে না হোয় লাজ॥
সখীগণ মাঝে চতুরী তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি॥
অব বিরচহ তুহু সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব।
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব॥

শ্রীগান্ধার।

শুন বহুবল্লভ কান।
ভালে তুহু রসিক সুজান॥
পামরী পিরীতি উপেখি।
আওলি কুলবতী দেখি॥
তোহারি রসিকপণ জানি।
কহইতে আওল বাণী॥
দেখি তুয়া এ সব কাজ।
হাস যুবতী সমাজ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহু অভিলাষে॥
সো পদ-পঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক ধিক তোহারি পিরীতে॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
যাক হৃদয়ে যত সাধে॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে ভৈ গেল ধন্দ॥

শ্রীরাগ।

পরবশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে।
নিলাজ জীউ লেহ লাগি কান্দে॥
শঠ সঞে হঠ না করয়ে কেহ আন।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতী সমাজ॥

পরজনে কিয়ে পিরীতি অনুরোধ।
পুরজন সুজন কিয়ে পরবোধ ॥
কুলবতী-বল্লভ নাগর কান।
গোবিন্দদাস ইহ রস পরিমাণ ॥

গান্ধার।

রোখে দেখালু পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এতকি পড়ব পরমাদে ॥
রজনী প্রভাতে পূরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল মঝু পাশ ॥
শীতল তুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধ মুই উপেখল তায় ॥
কত রূপে বচন কহল সব মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়ল পিঠ ॥
পাটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল ॥

শ্রীগান্ধার।

হরি যব হরিখে বরিখে রসবাদর
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি আকুল সো হেরি
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত ॥
মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি জলে তাহে কত সাধল
পালটি না হেরিল কান ॥
তছু গুণে গুণিগণ ঝুরয়ে রাতি দিন
তুয়া গুণে উনমত সোই।
বিনি অপরাধে তাহে উপেখলি
জনম গোঙায়বি রোই ॥
তাকর বচন শ্রবণে নাহি শুনলি
রোখি চলল যব নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ হেরসি
পাই মনোভব দাহ ॥
বিধি তোহে বাম মানধরে বঞ্চল
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দদাস কহই চিতে মানিই
ইহ বড় দারুণ শেল ॥

কামোদ।

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি
অব পুন সাধসি মোয় ॥
কত কত গোপ সুনাগরী পরিহরি
যব তুয়া বন্দে বর কান।
তবহুঁ মান পরম ধন পায়লি
না হেরলি কমল বয়ান ॥
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন কলাবতীমন্দিরে
অব রহু নাগররাজ ॥
যাতে বিনু পল এক রহই না পারই
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুঝলি
পুন হেন না করবি আর ॥

শ্রীগান্ধার।

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোমারি অবধি করি,
নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান ॥ ধ্রু
কি রসে ভুলালি ও নব নাগর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধানাম কহই যব পঙ্খিক
শুনইতে আকুল কান ॥
পুরুখ বধের হেতু তুয়া অভিমান
কোন শিখায়ল রীত।

লেহ বিচ্ছেদ পুন সহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস কহ নীত॥

শ্রীরাগ।

তেজল তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গহি
শয়নে স্বপনেহি ভোর।
চমকে উঠি ঘন কাঁপি মুরছল
আধ নাম লেই তোর॥
মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ।
কতহুঁ সুকরুণে তোহে পরবোধলি
অবহ ঐছে বিরাগ॥ ধ্রু
সো তনু সুন্দর ধূলিধূসর
সো মুখ নিরমল ভেল।
সো দুহুঁ লোচনে নীর নিকসয়ে
এ দুখ কোনহি দেল॥
হরিকি রীতি নহি বিরহে জীবতি
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরী ভেলি দুবরী
এ বড়ি সংশয় মান॥
দেহ তেজবি তাহে পেখবি
তেজবি ও নব লেহ।
মাধব উনমত অতয়ে না মানত
দাস গোবিন্দ থেহ॥

তথা রাগ।

চাঁদবদনী তুহুঁ রামা।
কাঁহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তুহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি বয়নিতে॥
অনুগত কিঙ্করে দোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে॥
যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ নাগর তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দদাস মরি যাব॥

শ্রীরাগ।

গুরুজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি
কোপহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনে শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয়॥
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে
যাহে তুহুঁ পরতীত মান॥ ধ্রু
কুচযুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে
তাপর ধরি হাম পাণি।
নহে জানি ধরম ঘটহি করি পরীখহ
উচিত কহিয়ে এই বাণী॥
মনমথ অনল অন্তর মাহা জলতহি
তুহুঁ জনু কাঞ্চনগোরী।
আনলে হাম সাহসে উঠায়ব
সাঁচি জানব তব মোরি॥
তোহারি লোমাবলী কালভুজঙ্গিনী
হার তরঙ্গিণী জানি।
গোবিন্দদাস ভণ পরশ করহ ফণী
নহে জানি ডুবহ পানী॥

ভূপালী।

তোহারি কোরপর যো হরি তোর।
তুয়া নাম লেই যবহুঁ ভেল ভোর॥
কতিহুঁ গেলি বলি মুরছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরী না বান্ধহ থেহ॥
এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই।
কৈছে রহল এত মানিনি হোই॥

তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক ॥
ফুল পর তুয়া সঞে শুতল যেই।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেই ॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ।
বিন্ধয়ে মদনবাণ তহি লাখে লাখ ॥
কবহুঁ নাহু তুয়া দুঃখ না জান।
গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান ॥

শ্রীরাগ।

দূরে সঞে নয়নে না হেরবি নিয়ড়ে
রহবি শির নামাই।
পরশিতে শিরসি করহি কর বারবি
যতনে রোখ নিরমাই ॥
সুন্দরি অতয়ে শিখায়ব তোয়।
বিনহি মানে ধনি সো বহু বল্লভ
আপন বশ নাহি হোই ॥
পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জনি তুহুঁ হাস।
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি
কহবি আনহ ভাষ ॥
পড়ইতে চরণে বারি দিঠি পঙ্কজে
পূজবি সো মুখচন্দ।
গোবিন্দদাস কহ যাক হৃদয়ে রহ
তা সঞে এত পরবন্ধ ॥

কামোদ।

মাধব অপরূপ পেখলু রামা।
মানিনী মানে ধরণী পর লেখই
নয়নে না হেরই শ্যামা ॥
শুনইতে বিদগধ নাগরশেখর
আকুল গদ গদ বোল।
কি করব যবে হাম রজনী বঞ্চল
তবহিঁ হৃদয়ে মঝু দোল ॥

হামারি শপতি তোহে শুন শুন সুহচরি
তুরিতে গমন করু তাই।
বহুত যতন করি তাহে মানায়বি
যৈছে সদয় হোয়ে রাই ॥
শপতি বচনে সোই কিছু নাহি বোলল
আওল মানিনীপাশ।
হেরইতে রাই বিমুখ কৈ বৈঠব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

জয়জয়ন্তী।

তো বিনু সুখময় শয়ন তেজল
নিন্দই চন্দন চন্দ।
শুতল ভূতলে ফুয়ল কুন্তল
কাম চামরবন্ধ ॥
তেজহ দারুণ মান মানিনী
নাহ গাহক তোরি।
তুহে সে মরকত মূরতি মানই
কাঁচা কাঞ্চন গোরী ॥
নীল উৎপল দাম শ্যামর
ধাম ঝামর দেহ।
কুসুমশর জর বরিখে ঝর ঝর
নয়ন সাঙন মেহ ॥
বিরহ মোচন এ তুয়া লোচন
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

কামোদ।

কানু উপেখি রাই মহী লিখই
মানিনী অবনত মাথ।
নিরুপম নারী বেশ ধরি সো হার
আওল সহচরী সাথ ॥

শুন সজনি কি ফল মানিনী মানে।
টীট কানাই কত ভঙ্গী জানত
কো কঙ্ক কত অবধানে॥
শ্যামরী হেরি সখীক রাই পুছত
সো কহ ব্রজনবরামা।
তুয়া সখী হোয়ত যতনে চলি আওত
কোরে কয়লুঁইহ শ্যামা॥
করইতে কোরে পরশে ধনী জানল
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দদাস॥

বিহাগড়া।

প্রেম আগুনি মনহি গুণি গুণি
এ দিন যামিনী জাগি।
মদন-কুঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রসক লাগি॥
কি ফল মানিনি মান মানসি,
কানু জানসি তোরি।
তুহু সে জলধর, অঙ্গে শোভত,
যৈছন দামিনী গোরী॥
নওল কিশলয়, বলয় মলয়জ-
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত!
শয়নে ছটফট লুটই মহীতলে
তো বিনু দহই গাত॥
জানহ পুন পুন সো পিয়া পরীথন
সোই পুঞ্জে পাঁচ বাণ।
রায় চম্পতি ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

ভূপালী।

তুহুঁ রহ গরবিণী বাসক গেহ।
সো ভগি আওল শাঙন মেহ॥
তুহু শুতল সুখময় পরিযঙ্ক।
সো তরি আওল পাথর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণফলে মিলল রসময় কান॥
ঝলমল দামিনী যামিনী ঘোর।
কামিনী কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোন এ হেন বর নাহ॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আধারল কাম॥
গোবিন্দদাস দেখত তব সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ॥

শ্রীরাগ।

পহুমিনি পুন পরবোধহ তোয়।
পীতাম্বর পদ- পঙ্কজ পরিহরি
কামিনী কাতরে রোয়॥ ধ্রু
পুছইতে পহিলে পাণি উলটায়সি
পরিজন পর করি মান।
প্রিয় পরিবাদ পরশি পরিহারসি
পুরে পাইনু পাঁচবাণ॥
পিরীতিক পাঁতি পাঠে পরিহাসসি
পহুঁ পরিণত নাহি মান।
পাহুন পুতলি পরখি পরে পেখলু
পরপীড়ন নাহি জান॥
পুরুষোত্তমক প্রেমপরিরম্ভণ
পুণবতী পাওই কোই।
প্রাণ পিয়ারি পদবী পরিহারল
গোবিন্দদাস কহ তোই॥

দূতীর উক্তি।

কামিনী কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি কুতূহল কমলিনী
কোণে কঠিন তরু তোয়॥

কালিন্দীকূল কদম্বকানন
কুসুমিত কুঞ্জকুটীর।
কামকলহ করি কপটে কলাবতী
কানুক করহ অথির ॥
পরশিতে কান্ত কবরী কুচকঞ্চুক
কর সমর কর বারি।
কুটিলকটাক্ষ কুসুম শরে কোপিনী
কিয়ে না কর হামারি ॥
করইতে কোরে কাঁপি করু কাকলি
কোকিল কূজিত ভাষে।
কালি কুঞ্জবনে কৈতবে কি কহল
কতহ না গোবিন্দদাসে ॥

ধানশী।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি।
বুঝল মো খলজনবচনে বিভোরি ॥
বিফল মানিনি মান বাঢ়হ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ ॥
বিচারিতে দোষলেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাহা নাহি পাই ॥
অভিসরু ইথে যদি করু বড় মাই।
গোবিন্দদাস বচন হিয়ে নাই ॥

প্রাণপ্রিয় দুখ শুনি শশিমুখী
পুছই গদ গদ বোল।
অমল কুবলয় নয়ান যুগলহি
গলয়ে ঝর ঝর লোর ॥
বেশ বেশায়ল সবহি বিছুরল
চললি পরিহরি মান।
[illegible]জল কুলভয় নাহি গৌরব
মনহি জাগল কান ॥
পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর পন্থ দুরতর
বিহিক বিরচন নিন্দ ॥
গঢ়ল মনোরথে চলল সুন্দরী
বিঘন বিপদ না মান।
মিলল ভামিনী- কুঞ্জধামিনী
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

শ্রীরাগ।

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে কি আওয়ে পূণিমক চাঁদ ॥
অধর বান্ধুলী মধুর হাস।
নীরস না কর দীরঘ নিশাস ॥
রাই হে অব তেজহ মান।
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান ॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙভুজঙ্গম রাহু আগোর ॥
কি ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ ॥
বচন অমিয় বিন্দু যে নাহি জীয়ে।
মানকুলিশ দরশায়সি কিয়ে ॥
গোবিন্দদাস-চিতে এই আশ।
তেজন বরয়ে মান অভিলাষ ॥

শ্রীরাগ।

সুন্দরি জানলু তুয়া দুর ভাণ।
হরি নিজ মুকুরে হেরি নিজ ছাহকি
তাহে সৌতিনী করি মান ॥ ধ্রু
কানন কুঞ্জে কুসুমশরে জর জর
বয়ান হেরি পুন তোরি।
ভাগ্যে মিলন পুন তোরে কমলমুখি
রোখে চললি মুখ মোড়ি ॥
কত কত মুগধী বৈছে ভেল বঞ্চিত
হরি পুন তাহে না লাগি।

তুহুঁ গুণবতী তোহে যোহি মানাওত
কি কহব তোহারি সোহাগি॥
তো বিনু শুতল শীতল ভূতলে
দুসতর বিরহ হুতাশে।
তুয়া কর পরবশ সরস বিনি যায়ত
তোহে কহ গোবিন্দদাসে॥

সুহই।

শুনি ধ্বনি কহ তুয়া কাণে।
জনি করু অরুণ নয়ানে॥
করি হিয় অধিক উজোর।
জনি মণিময় যে মুকুর॥
কানু কোরে নহে নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি।
ইথে যদি তুহুঁ করু আনে।
সবহু হসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নাহ উপেখি॥
দোষ দেখি না দূষহ তাই।
গোবিন্দদাস বলি যাই।

তিরোতা ভূপালী।

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল তুহুঁ মান॥
তুহুঁ অতি রোখে বিমুখ না বৈঠ।
দুহুঁ বৃন্দাবন-বন মাহা পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহুঁক বিলাস॥
লোচন লোরে ভরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দুহুঁ পুছইতে দুহুঁ মতি বাম।
দুহুঁ কহলি নিজ সহচরী নাম॥
ভরমে কহত বরমক বোল।
সহচরী বোধে তুহুঁ দুহুঁ কর কোর॥

যব দুহুঁ বেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহত কিয়ে ভেল॥

কেদার।

ইহ মধু যামিনী মাহ।
কাহে লাগি মান দহনে তনু দহি দহি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥ ধ্রু
উহ সুপুরুখ বর বিদগধ শেখর
এ অবিচল কুলবালা।
বিহি যো না জানল মদন ঘটায়ল
জনু জলধরে বিধুমালা॥
চাঁদ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনী মুদিত
চাঁদনী বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনী কবহুঁ না পেখিয়ে
কিয়ে বিধি মতি ভোর॥
দুহুঁ তনু পরশ ক্ষণেক পরশহি
জলধরে দামিনীমালা।
ঐছন কামিনী সো সুপুরুখবর
দুহুঁক দুলহ নববালা॥
সহচরী বচন শুনিয়া দুহু হরষিত
দুহুঁ মুখ হেরি দুহু হাস।
দুহুঁক অনুভব পূরল মনোরথ
গোবিন্দদাস পরকাশ॥

সুহই।

(সখী-উক্তি)

কোরে রহি তু দুহুঁ মানহ দূর।
ভিন ভিন অব দুহুঁ দুহুঁ মন ঝুর॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম-তরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পরবেদন হিয়ে যো নাহি জান॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো দুখে তুহু ধনী ভেল আগেয়ান

ধরণী বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাঁহে বাঢ়ায়সি অকারণ মান ॥
শ্যামকলেবর ধূলিক সাথ।
মলিন বদন ভেল দুবরি গাত ॥
কমল-নয়ানে নীর ঘন ঘন গলই।
তোহার কমল দিঠি নিঝরই ঝরই ॥
সো তনু ছটফট মদনহি বাণে।
তোহারি মরম-দুখ মরমহি জানে ॥
অরুণ-নয়নী বৈঠল পিয়া পাশ।
চরণে লাগ কহ গোবিন্দদাস ॥

ধানশী।

শ্যাম তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দূর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখপদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার ॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভান ॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
টীট কানাঞি করল মোহে কোর ॥
তবহুঁ গঞ্জন করি করইতে মান।
হাম কুমুদে তহি সব কক্ক আন ॥
মানিনী মান-গরব ভেল চুর।
নাগর আপন মনোরথ পূর ॥
তবহুঁ না জানল দিন কিয়ে রাতি।
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি ॥

ধানশী।

মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতী হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু
সহিতে না পারি বিরাগ ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব
গোরী আলাপি শ্যাম নট সঙ্কর
অব তুহুঁ বিদগধ জান ॥ ধ্রু
মুরলী ছোড়ি অছু মধুর আলাপিতে
সব জন নাহি আন।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অবহি সমুঝিয়ে
যতি খণে হোত সুঠাম ॥
নিরজন জানি হৃদয়ে অব ধারবি
ঐছন গুণবতী ভাষ।
গুণিজন-লাজ ঐছে নাহি হোয়ত
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

বরাড়ী।

মনমথ-মকর ডরহি ডর কাতর
মঝু মানস-ঝস কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার তটিনীতট কুচ ঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ ॥
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাক্ষ।
কলসীক মীন বড়সী কিয়ে ডারসি
এ অতি কঠিন বিপাক ॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ব যব আকুল
নাভি সরোবর মাহ।
তাহি রোমাবলী ভুজগী সঙ্গ ভয়ে
ত্রিবলী বেণী অবগাহ ॥
তাহি ফিরত কত কতহুঁ মনোরথ
দৈবিক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে পড়ল ভেল সংশয়
গোবিন্দদাস রস গান ॥

শ্রীরাগ।

মদন কিরাত কুসুম শরে জর জর
বৃন্দাবন বন মাঝ।
তৈঁই আকুল হরি তোহারি স্মরণ করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ ॥

সুন্দরি তুয়া দিঠী অখিল সন্ধানে।
মনমথ মারিতে জোরি নয়ন শর
হানলি হামারি পরাণে ॥ধ্রু
তুহুঁ শরে জর জর জীবন অন্তর
কিয়ে করব নাহি জ্ঞান।
নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি
অধর সুধারস পান ॥
মণিময় হার তরঙ্গিণী তীরহি
কুচকনকাচল ছায়।
ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব
গোবিন্দদাস গুণ গায় ॥

তথা রাগ।

কনকলতা কিয়ে বিকশল পদুমিনী
কিয়ে মহী বিজুরী উজোর।
কুঞ্জকুটীরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে ভৈ গেনু ভোর ॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি ভরল নয়ন শর
হানলি অন্তর চিতে ॥
তব আগেয়ান করলি তুহুঁ ঐছন
অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ পাতর সরস পরশ দেই
উদঘাটহ দিঠি বাণ ॥
আশ পাশ হাস দরশারস
অতি খণে ধরবি পরাণ।
বিঘটন সময় পালটি নাহি আওত
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

ধানশী।

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরী।
কুসুমহি সব তনু নিরমিত তোরি ॥ধ্রু
আনন হেম সরোরুহ ভাস।
সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলল পাশ ॥
নয়নযুগল নীল-উৎপল জোর।
সহজ শোহায়ন শ্রবণক ওর ॥
অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমরতরু বাস ॥
বান্ধুলী মিলিত অধর যাহা হাস।
দশনহি কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥
সব তনু ফুটে চম্পক সম গোরা।
পাণিক তল থলকমল উজোরা ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান ॥

ভূপালী।

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী।
স্বামিবরত পুণ ছোড়ি না পারি ॥
সে রূপ যৌবন এক নহে উন।
বিদগধ নাহ না হোয়ব পুন ॥
এ হরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরী একান্ত ॥ধ্রু
সহজে বধূজন গতিমতিহীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চিন ॥
না মিলল কোই বনহি বন আন।
অনুসরি মুরলী আয়নু এই ঠাম ॥
আয়নু দূরে পুন বাণিজ সাধে।
একলি বলি করহ জনি বাদে ॥
তুহুঁ বৈছে গোরী আরাধলি কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ ॥

ইমনকল্যাণ।

মঝু মুখ-কমল বিমল রস পরিমলে
জানলু তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামীক নিয়ড়ে কতহুঁ কর কলরব
না জানি কৈছে দিন তোর

দূরে রহ শ্যাম ভ্রমরবর রায়।
স্বামীক সেবন করইতে ঐছন
জানি করহ অন্তরায়॥ ধ্রু
এতহুঁ তিয়াসে হোত যব আকুল
কি ফল মন্দিরে শুঞ।
তাহি চলহ যাহা কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবীকুঞ্জ॥
এতহুঁ সঙ্কেত কয়ল যব যামিনী
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ-কোঙর ভ্রমর বলি খেঁাজত
গোবিন্দদাস রস গান॥

কেদার।

দেখ রাধামাধব মেলি।
মুরতি মদন রস কেলি॥
ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
ও মত্ত মধুকর রাজ।
ইহ নব পদুমিনী সাজ॥
ও নব তরুণ তমাল।
ইহ হেম যূথী রসাল॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্ধ॥

মল্লার।

ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।
কনক-লতিকা রাই তামালকোলে॥
বীজই বনে বনে ভ্রমই দুহুঁ।
দুহাঁর কান্ধে শোভে দুহাঁর বাহু॥
দীপ-সমীপে যেন ইন্দ্রনীল মণি।
জলদ জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবার নাহি দুহাঁর প্রেম॥
বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে॥
চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রস সুধা।
গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা॥

অনুরাগ।

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত,
না শুনে আপন পরসঙ্গ॥
সজনী অব কি কর্য়বি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর, তনু মন বাতুল
না সহে ধরম ভয় লেশ॥ ধ্রু
নাসিকা সে অঙ্গের, সৌরভে উনমত,
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে, বান্ধল মঝু মনে,
ধরম রহব কোন্ ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে,
কো জানে উপজয়ে হাস।
তহি এক মনোরথ, যদি হয়ে অনুরত,
পুছত গোবিন্দদাস॥

তুড়ি।

মুঞি যদি বল, পাসর কান,
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ আর মুখ নাহি দেখি,
নিঝরে ঝরে নয়ান॥
শুন শুন শুন, পরাণের সই,
কানুর পিরীতি কাজে।

তনু মন প্রাণ, ভেল পরাধীন,
কি আর করিবে লাজে॥ ধ্রু
শ্যামের নামে সে, পরাণ উছলে,
ঐছন হয় অকাজে।
(যদি) শুনিতে না চাহ কানুর বচন
কাণে সে মুরলী বাজে॥
(যদি) চলিতে না চাহ, কানুর পাশে
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দদাস কহে, কানুর লাগিয়া,
ভালে সে পরাণ কান্দে॥

ধানশী।

শুনইতে অনুক্ষণ, বঁধু নব গুণগণ,
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেল।
দরশনে তাকর, এ হেন লোর ঝর,
নয়ন শ্রবণ সম ভেল॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি, বিঘন বাড়াওল,
কানু সমাগম মাঝ॥ ধ্রু
যা সঙ্গে কেলি কলারস লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি পরশে তনু পরবশ
তবহি অচেতন ভেল॥
হিয়া মনসায় হার নাহি পহিরনু
যাক পরশ রস আশে।
তাক বিচ্ছেদে, জীউ নাহি নিকসয়ে,
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

কামোদ।

নব নব গুণগণ, শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন,
পরশরসায়ন সঙ্গ॥
এ সখী রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগর,
কো ধনী বিছুরয়ে পার॥ ধ্রু
গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি তরজন,
কুলবতী কুবচন ভাব।
যত পরমাদ, সবহুঁ পুন মেটব,
মুরলী রব অশোয়াস॥
কিয়ে করব কুল, দিবস দীপ তুল,
প্রেম-পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস, যতন করি রাখত,
লাজক জ্ঞানে আগোর॥

সুহই।

সো কুলবতী অতি, দুলহ গতাগতি,
পরম দুরমতি খরধার।
পাপিয়া পিরীতি, এতহুঁ না সমুঝিয়ে
দোসর মদন গোঙার॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ, কবহুঁ না দূর নহ,
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র॥
দরশনে নহত, নয়ন ভরি তিরপিত,
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন, জীবন জর জর,
কহত কিয়ে সমাধান॥
বিছুরত মরমে, মরম মহা পৈঠত,
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন, দুহুঁ ভেল সমতুল,
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

শ্রীগান্ধার।

কাহারে কহিব, কানুর পিরীতি,
তুমি সে বেদনী সই।
রসের ধাধসে, ধস ধঁস হিয়া,
তেঞি সে তোমারে কই॥

ও নব নাগর, রসের সাগর,
আগর সকল গুণে।
সে রস পিরীতি, আদর আরতি,
ঝুরিয়া মরিব মেনে ॥
পিরীতি বোল, কত না ছল,
সে কি না আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া, মধুর ভাবিয়া,
হাসিয়া মরম বাঁধে ॥
সে মোর কোলেতে, করিয়া ভরিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া, বিধু বিড়ম্বিয়া,
পরাণ লইল পিয়া ॥
কাঁচুলী ফাঁড়িয়া, সে রস লুটিয়া,
অমিয়া মধুপ জনু।
কমল কোরক, ভরমে কি হৈল,
গুণিতে ঘূর্ণিত তনু ॥
ও দিঠি চাতুরী, মুখের মাধুরী,
লহরী বহয়ে আর।
এ সুখ শুনিয়া, ঝুরিয়া মরুক,
দাস গোবিন্দ ছার ॥

ধানশী।

পিরীতি কি রীত, কোন অবগাহক,
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে, ধস ধস অন্তর,
পাঁজর জর জর হোই ॥
সজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি, চিতে মধু উঠয়ে,
ভাবিতে আকুল দেহা ॥
পরবশ হোই, যো ধনী জীবয়ে
প্রেমবিলাসক আশে।
দরশন দুলহ, দূরে রহু লালস,
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥
মরমক বোল, কহত হিয়া ডোলত,
কো কহ জনি পরিবাদে।
গোবিন্দদাস, বচনে হাম ভুলনু,
তাহে ভেল এত পরমাদে ॥

কামোদ।

সবহুঁ বধূজন, চলু বৃন্দাবন,
গৌরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ, বচন রচন করি,
গুরুজন অনুমতি মাগি ॥
হরি হরি কাহে শিখলি পরকার।
গুরুজনে বাঁচি, মিছই বচনামৃতে,
দিনহি করল অভিসার ॥ ধ্রু
বেশ বনাওত, ননদী শুনায়ত,
চতুর সখী সঙ্গে যাত।
গৌরী আরাধি, মনোরথ পূরব,
পশুপতি নন্দন সাথ ॥
সুবাসিত কুসুম, কর্পূরিত তাম্বূল,
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস, পথ দরশায়ত,
যাঁহা নাহি কণ্টক আচোর ॥

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলের ধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানিলে মরমে ॥
সই, এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ ॥
সই, এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি বসিয়া বয়ান ॥
সই, এবে বলি কি রূপ লাবনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি ॥
সই, এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে ॥

ধানশী।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি,
বেকত করবি কলাচার॥
ধৈরয লাজ, করণ তুয়া সমুচিত,
শুনবি গুরুজন পাস।
আপক মান, আপে পুন রাখবি,
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুণ, আছয়ে ত্রিভুবন,
কুল শীল গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর
ধন জন গৌরব অন্ত॥
ভাব সঞ্চারে যব, হোয়ত অঙ্কুর,
আনতহিঁ দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ,
অনুরাগ গতি বিপরীত॥

কামোদ।

আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি,
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে, চরণযুগ মুছই,
হেরই চির থির আঁখি॥
পিরীতি মুরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে, সব দুখ মিটল,
সোই আপনে কর সেবা॥
হিমকর শীতল, নীরহি তিতল,
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনীদলে, মৃদু মৃদু বীজই,
পুছই পন্থ কি দুখ॥
অঙ্গুলি চিবুক ধরি, বদনে তাম্বুল পূরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভণ, নিতি নব নূতন,
রাইক অমিয় সিনান॥

তথারাগ।

কুন্দ কুসুমে করু কবরকি ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দনে চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর ধরই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলী যেন রস মাহা বুর॥
পূরিত মনোরথ গতি অনিবার।
গুরু কুলকণ্টক কি করয়ে পার॥
মূরতি শিঙ্গার পিরীতিময় ভাব।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস॥

ভূপালী।

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥
তহিঁ এক রঙ্গিণী পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেওল এক এক ফুলমাল॥
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটাওল প্রেম আনন্দ॥
সখী মুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
দুহু মেলি মালা সেই সখী গলে দেল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু।
দূরে গেও ময়ূর-শিখণ্ড [illegible] বাস।
দুহু গুণ গাওত গোবিন্দদাস।

ধানশী।

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহুযামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরখিয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু
চিরদুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহসুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণ হুঁ করি না গণলু
কহতহি গোবিন্দদাস॥

কেদার।

রতিরণরঙ্গ ভূমি বৃন্দাবন
রণবাজন পিকরাব।
চড়ল মনোরথে দোসর মনমথে
পরিমল অলিকুল ধাব।
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহু ক চপল চরিত নাহি সমুঝিয়ে
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি॥ধ্রু
জরজর চন্দন কর কুচকঞ্চুক
বিপুল পুলক ফুলবাণ।
দুহুঁ নূপুরধ্বনি দুহু মণি কিঙ্কিণী
কঙ্কণ বলয়া নিসান॥
দুহুঁ ভুজপাশ পড়ি দুহুঁ জন বন্ধন
অধরসুধা করু পান।
আকুল বসন চিকুর শিথিচন্দ্রক
গোবিন্দদাস রসগান॥

ভূপালী।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভবসিন্ধু॥
অব জনি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণে ভেল পহিল অভিসার॥
মৃগমদে তনু তনু লেপই মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কি ফল উচ কুচকঞ্চুক ভার।
দূরে গেল মোতিনী মোতিম হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন আবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দিগ ভরল জনি হোই।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোই॥

তথা রাগ।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে-জরি জাত॥
দশ দিশ দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনভার॥

ইথে যদি সুন্দরি তৈজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

মানশী।

কুলবতী কঠিন, কপাট উদঘাটনু
তাহে কি কাঠক বাধা।
নিজ মরিযাদ, সিন্ধু সঞে পঙরনু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি মঝু পরীখণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহনে দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরকি আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপিনু
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার
সহচরী পাওল বোধ॥

কামোদ।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণ ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরি হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহূ যামিনী জনু জাগি॥
নীল অলকাকুল অলিকু হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীলনলিনী জনু শ্যামসিন্ধুরসে
লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার॥

কেদার।

গুরুজননয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোল ঝাঁপিল মুখচন্দ্র॥
মেঘ যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদনদীপ দরশায়ল পন্থ॥
চললি নিতম্বিনী হরি অভিসার।
গতি অতিমন্থর আরতি বিথার॥
রসধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলাকমল তেজল বরনারী॥
পরিহরি মৌলিক মালতীমাল।
তেজল মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগভরমে ভেল ভোলি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি॥
বেশ শেষ রহু নীলম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

পঠমঞ্জরী।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদ জীউ কাঁপ॥
তহিঁ দিঠি জারত বিজুরীক জালা।
ইথে জানি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলা বনমালী।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তাঁহে বরিখত অবিরত জলধার॥
পাতর না ভেল আতর বারি।
কৈছে গোঙায়ব সো সুকুমারী॥
গণি গণি আকুল চলল মুরারি।
মিলল আধ পথে বরনারী॥

গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ॥

কেদার।

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার॥
ঐছে সময়ে বররাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম॥
দুহুঁ তনু মিলল মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভণ সমরক ভাতি॥
অপরূপ দুহুঁ জন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি॥

জয়জয়ন্তী।

মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক
ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে॥
গুরুয়া কুচভরে চল উলট পদ
পীন জঘনক ভার রে।
হেরিয়া যামিনী ফটিক তরু জানি
চমকি ধর নীরধার রে॥
দেখ ফণিমণি দীপ জনু জানি
বাম করে দেই ঝাঁপি রে।
জানল যুবতী এহি ফণিপতি
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥
প্রাণবল্লভ ভেটল দুর্লভ
দুহু-পূরল মন আশ রে।
ঐছনে পাই গেহ সফল করু দেহ
বদত গোবিন্দদাস রে॥

সিন্ধুড়া।

গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
চৌদিকে আথির পবন তরু দোল।
জগ ভরি শীকরনিকর হিলোল॥
চলইতে গোরী নগর পুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরহি দূরে রহুঁ গোবিন্দদাস॥

ভূপালী।

হরি রহুঁ কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জরজর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল প্রাত॥
আজি ভেল ভালে কুঝটি আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।
ধনী চলু আনছলে মাঘ সিনান॥
যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
যব দুহুঁ হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দদাস দুলহ রসগাব।
তাগণ গঠই মদন পরতাব॥

সুহই।

আজু কৈছে সুন্দরী ভেজলি
কে জানে কৈছন তোহারি সুলেহ॥

গুরুজন ভয়ে কি না কাঁপ।
ঘনহু আন্ধিয়ারে বহু দিঠি ঝাঁপ॥
তুহুঁ কৈছে হেরলি রাতি।
মরমহি উরল মনমথবাতি॥
দূতর পন্থসঞ্চার।
চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥
একলি আওলি এত দূর।
আগেহি আগে কুসুম শর পূর॥
আগে করই তুহুঁ কোর।
মিলল তুহুঁ দুহুঁ তনু তনু জোর॥
রাধা মাধব ভাষ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥

কেদার।

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতলে
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি॥
গাগরী বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাঁপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পুন করি মুখবন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

তথা রাগ।

ডাকত চিত ভুজগ হেরি যো ধনী
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফনি-মণি ঝাঁপ
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুনভাগ॥ ধ্রু
যে পদতল থল কমল সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাওত নিশাঙ্ক॥
মন্দির মাঝ শেজ নাহি তেজত
দোলহী মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

গান্ধার।

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার॥
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার॥
কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি।
এতহুঁ দূর তরি তোহে মিলু গোরী॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘনে মহী পঙ্ক॥
উঠইতে ফণী-মণি উজোর হেরি।
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥
ঐছনে সোঁপনু তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল॥

বরাড়ী।

মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।

নবীক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি করল অভিসার ॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার ॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারণ
মারুত মণ্ডল ধূলি।
তাপরে মেলি চললি বররঙ্গিণী
পন্থহি গেও সব ভুলি ॥
যত সব বিঘনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝাউ
হরি সঞে সমরক তন্ত্র ॥

কেদার।

মণি মঞ্জীর যতনে আনি ধনী
সো পহিরনু দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম হার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ ॥
সুন্দরী অপরূপ পেখল আজ।
হরি অভিসার ভরম ভরে সুন্দরী
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥ ধ্রু
ঘন আন্ধিয়ার রজনী জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধর ভরল দুরত পথ পাতর
একলি চললি তেজি গেহ ॥
চড়ল মনোরথে দোসর মনমথে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহই ব্রজনাগরী
ঐছনে ভেটলি কান ॥

ভূপালী।

শুক ডরু বঙ্ক উজোরল চন্দ।
গুরুজন নয়ন পদহি পদ ফন্দ ॥
তাহে অতি দুরতর পন্থ সঞ্চার।
ততহি কলাবতী চলু অভিসার ॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিত ॥
যাহা ধনী ধাধসে ভাও ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচবাণ ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরঃ
গোবিন্দদাস কহ পূরল সাধ ॥

কল্যাণী।

বয়সে সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-দরশ রস-লোভে।
কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে ॥
ভালে বনী আওয়ে বৃষভানু তনি ॥
চরণকমলতলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীররঞ্জিত মধুর ধ্বনি ॥ ধ্রু
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর
নীলবসন মণিকিঙ্কিণী রোল।
গজ অরি মাঝারি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহি সুরধুনী মুকুতা-হিলোল ॥
রবি মণ্ডল ছবি জিনি মণিকুণ্ডল
সুন্দর সিন্দুরবিন্দু ভালহি ভালে।
গোবিন্দদাস কহ ভুলল আলিকুল
বেঢ়ল কবরীক মালতীমালে ॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

কেদার।

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল
মদন আলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যেমন কাঞ্চন মণি যোড় ॥

কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহুঁ মঝু মিটব
অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ-মাধুরী বঙ্ক নেহারণি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর॥
এত কহি সুন্দরী দীর্ঘ নিশাসই
মুরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

বিহাগড়া।

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলু রে সখি প্রেম আগেয়ান।
নাগর-কোরে নাগরী নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কুল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত্রপুতলি সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস চিতে সচকিত॥

তথা রাগ।

রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ।
রাই কহই ধনি বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম॥
বিরহ জলধি কব উতরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধব তাই॥
কানু চমকি তব রাই কক কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥

ধানশী।

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখশশী দুখ দূরে গেল॥
সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।
সজল নয়ানে আলিঙ্গন ধনী কেল॥
আচরে মোছায়ত নয়ানক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি দুহুঁ কক কোর॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দদাস দুহুঁ গুণ গায়॥

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহহুতাশে॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
হেম আঁচলে রহু যৈছন খোঁজি
ফিরত আনহি ঠাঞি॥ ধ্রু
কহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন বেদনে রহু জাগি॥
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নাহি স্ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

বিহাগড়া।

বহুক্ষণ পরিচয় ভেল।
বিরহ বেদন দূরে গেল॥
দোঁহে দোঁহে কোরে আগোরি।
সহচরী হেরি বিভোরী॥
অদভুত প্রেম চরিত।
হেরইতে চমকিত চিত॥

কোরহি দেখিতে না পায়।
ঐছন না শুনি কোথায়॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস।
দূরে গেও বিরহ হুতাশ॥
গোবিন্দদাসক দাস।
ইহ গুণ আনন্দে ভাষ॥

ধানশী।

আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দরি
দরশ পরশ মঝু হোয়।
উর পর পাণি হানি ক্ষিতি শুতল
আকুল কণ্ঠে ঘন রোয়॥
সজনি না বুঝিয়ে প্রেম তরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥ ধ্রু
আর কিয়ে শ্রবণে শুনিব হাম তাকর
সো পিয় মধুরিম ভাষ।
নয়ানে বয়ান চান্দ কিয়ে হেরব
কৌমুদী হাস বিকাস॥
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজবনিতাগণ হাস॥
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

রূপোল্লাস।

কামকন্দর্প।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধারসে যো নিরমাওল
তুয়া মুখমণ্ডল রাধে॥
ভাল অব ইন্দু অমিয়া আগোর
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণবিকশিত শ্রুতি কুবলয় পাঁর
ধাবই নয়নে চকোর॥
নাসা শিখর সমুখে উদিত পুন
সিন্দুর ভানু উজোর।
অহনিশি বদন কমল তেঞি বিকসিত
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥
অরুণ কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি
হার তরঙ্গিণীতীরে।
কুচযুগ কোক শোক নাহি জানত
গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥

শ্রীরাগ।

এ ধনি রূপ নাহি সহয়ে নয়ান।
এতহুঁ নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান॥
সিন্দুর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত
ভাল সুধাকর কাঁতি।
সো ঘন চিকুর তিমির ঘন চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি॥
লোচন যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজরজালে পড়ত কিয়ে সংশয়
ততহি ভ্রমই অলি জোর॥
তবহি যো হাসি অধর দরশায়সি
অরুণিম কৌমুদী কাঁতি।
মোহিত জন বিকল পুন মোহন
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি॥

বেলোয়ার।

মঞ্জু চরণযুগ যাবক রঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী রণরণি
কুঞ্জর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে॥

সাজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গি রঙ্গিণী
মদন মোহন ছাঁদে॥
কনক কটোর চোর কুচ কোরক জোর
উজোর মোতিম দাম।
ভুজযুগ থির বিজুরীপরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥
বিম্ব হাস সুধারস নিরসন
দশনজ্যোতি জিত মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণিকুণ্ডল
দশ দিশ ভরল নয়ান শরপাঁতি॥
ঝাঁপিল কবরী ভালে অলকাবলী
ভাঙ ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারলি
শিঙ্গার দেব অধিদেবী॥

বিহাগড়া।

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাপাও।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
আনত আনত চলি যাও॥
মুখমণ্ডল কিয়ে শরদ-সরোরুহ
তালহি অষ্টমীক চন্দ।
মধুরিপু-মরম ভরম যাহা ঐছন
তারে কি গণিয়ে মতি মন্দ॥
জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থলকমল উজোর।
তাহেঁ নখচাঁদ ভরম ভরে ঐছন
ততহিঁ পড়ত আনি ভোর॥
ভাঙ ধনুয়া কিয়ে সুতনু ধুনায়সি
বহু শরে গিরিধর কাঁপ।
সে কিয়ে অতনু পতগ শিরে ডারসি
গোবিন্দদাস চিয়ে তাপ॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটত হরি কুঞ্জক মাঝ॥
তুহুঁ গজগামিনী মতি অতি ভোর।
উচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর॥
যৌবন গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত॥
যব তোহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ॥
সো খর নখর পরশ যব হোতি।
এ কুচকুম্ভে না রাখিবি মোতি॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মুরছি পড়বি ধরণী নিপাত॥
গোবিন্দদাস যবহু সোঙরাব।
অধরসুধা দেই তবহি জীয়াব॥

শ্রীরাগ।

কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ।
শারী শুক পিককুল মধুরিম ভাষ॥
ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ॥
দেখ দেখ নাগররাজ।
চললহি সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ॥
কিশলয়-পুঞ্জহি শেজবর কেল।
তঁহি পর বৈঠি পুন তরখিত ভেল॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরী করল পয়াণ
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

কালিয়দমন জগবে তুয়া ঘোষই
সহচরী শুনইতে কাণে।

তুয়া সনে বাদ করিয়া ধনি আওত
মনমথ চড়ই ঝাঁপানে ॥
মাধব অতয়ে কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলিক মাঝ লোমভুজঙ্গিনী
হেরইতে তুহুঁ আনি ভাগি। ধ্রু
নয়ন কমল পর যুগলভুজগবর
কাজর গরল উগারি।
মদন ধন্বন্তরি আপে যব আওব
সো বিথ তবহি না সারি ॥
বেণী ভুজগবর পিঠ পর দোলত
চিরদিন ভুখল পিয়াসে।
শুনইতে নাগ দমন তনু কম্পিত
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে ॥

তথা রাগ।

রাইক আগমন বাত।
শুনইতে উলসিত গাত ॥
তাহে কহই বরকান।
নাগ দমন মঝু নাম ॥
খগকতি রহু মঝু পাশ।
সবহুঁ সে করব গরাস ॥
বিকট মকর পুন হোয়।
এক না রাখব সোয়
দৈব করয়ে যব মান।
দংশয়ে হামারি বয়ান ॥
রসনা ধন্বন্তরি আগে।
তহিঁ পুন অমিয়া লাগে ॥
নিরবিষ হোয়ব তায়।
জীতব এহি উপায় ॥
এত শুনি সহচরী গেল।
গোবিন্দদাস মতি দেল ॥

শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদন হাস রস পরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই ॥
আওত নব রঙ্গিণী ধনী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই ॥
লোল অলক তিলকাবলি রঞ্জিত
সিঁথহি কাঞ্চনকমল উজোর।
লোচন মধুকর চলত ফেরি ফেরি
শ্রুতি কুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর
শ্যামর চিতচোর কুচ কোরক নীল
নিচোল কোরে কর বাস।
যাবক রঞ্জিত অরুণ চরণতলে
জীউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস ॥

সিন্ধুড়া।

শারদ সুধাকর মণ্ডলখণ্ডন
বদন কমল বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম মনোহর
চিত চোরায়লি হাস ॥
আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অনু যুত শত সেবিত
লাবণি বরণি না যাই ॥ ধ্রু
বরী বকুলফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণী রণরণি বোল ॥
পদ পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন ভাব।
মদন মুকুর জনু নখ মণিদরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

সিন্ধুড়া।

জলদহি জলদ বিজুরী দিঠি তাপক
মরকত কনয় কটোর।
এতহুঁ তনু মন নয়ন রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর॥
রাধা মাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যাম গৌরী সঙ্গাতি॥
যব দুঁহু দুঁহু হেরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
আন আন পিবইতে চাহ।
তঁহু তনু পৈঠত সঘনে আলিঙ্গিত
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥
আরতি অধর সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁক পিরীতি উনমাদ।
গোবিন্দদাস কহ অধিক রস আবেশে
কিয়ে না কর পরমাদ॥

ধানশী।

মঝু পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ।
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুগধল জন তব জীবন পায়॥
পহিলহি ঝাঁপবি দিঠে পসারি।
করে কর পঞ্জরে ভার সম্ভারি॥
শ্রমজল অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পাণি সার॥
থর নখ রজনী তুয়া নখ মানি।
ঝরসি নিরবিষ উর পর হানি॥
যতনে অধর ধরি অধর-রস দেবি।
অধরক দংশনে অধরবিষ নেবি॥
রজনি উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি॥

তথা রাগ।

সুন্দরি তুরিতহিঁ করহ পয়াণ।
সবহুঁ তীরথফল স্বামী সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান॥ ধ্রু
ঐছন বচন কহল যব সো সখী
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার সুকপূর চন্দন
লেওল ভানুক লাগি
সবহুঁ সখী মেলি দেই হুলাহুলি
চলতহিঁ পন্থক মাঝ।
সো বর সুন্দরী করি পথ চাতুরী
মিলায়ল নাগররাজ॥
রাইক বদন চান্দ হেরি মাধব
পূরল সব অভিলাষ
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ আরতি নব নব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

জল ক্রীড়া।

ধানশী।

নাহি উঠল দোঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
অঙ্গে বনাওল নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ॥
বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করু তঁহি কত পরকার॥
রাইক যতনে সোই শ্যামরায়।
বহুবিধ ভুঞ্জল হরিষ হিয়ায়॥

মহারাস।

কানাড়া।

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত-চোরণী॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল রোলনী।
বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
একু নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত একু মঞ্জীর
একু কুণ্ডল ডোলনী॥
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগেতে ধাওত যুবতী-বৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী।
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহুঁ কাহুঁক পথ না হেরি
ঐছনে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস বোলনী॥

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপ-নারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ান পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু গাহনী।
পুছত সবক গমন কেম
কহত কিয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোর নহত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরীবৃন্দ
কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব
বেঢ়ল বিপথবাহিনী॥
কিয়ে শারদ চান্দনী রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহিনী।
এতহুঁ কহত না কহ কোই
রাখত কাঁহে মনহি গোই
ইহই আন নহই কোই
গোবিন্দদাস গাহনী॥

ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণী।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী॥
আকুল অন্তর গদ গদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গহি কুল শীল মুরলীক গানে।
কিঙ্কিণীগণ জনু কেশ ধরি আনে॥

অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কিয়ে কুমারী নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জীব তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥
এতহুঁ কহত ব্রজ-যুবতী মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
কবি পরসাদ তহি করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥

কামোদ।

কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমাওল
রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত সম
শ্যামর নটবর রাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার।
থির বিজুর সঙ্গে চঞ্চল জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার॥ ধ্রু
কত কত চন্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনকলতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পদ্মিনী পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ।
মধুকর মিলি কত পদ্মিনী গাওত
মুগধল গোবিন্দদাস॥

কেদার।

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও বরমরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধামাধব মেলি।
সুরতি মদন রস কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যূথী রসাল॥
ও নব পদ্মিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকররাজ॥
ও মুখচান্দ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ॥

বিহাগড়া।

নন্দনন্দন সঙ্গে শোহন
নওল গোকুলকামিনী।
তপননন্দিনী তীরে ভালি বনি
ভুবনমোহন লাবণী॥
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে পাখোয়াজ
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলাসে গোবিন্দ প্রেম আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী॥
চারুবিচিত্র দুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনী।
দুহুঁ কলেবর ভরত শ্রমজ
মোতি মকরত হেম মণি॥
উর বিলোল বাজত কিঙ্কিণী
নূপুর-ধ্বনি সঙ্গিয়া।
গীম দোলনী নয়ন-নাচনী
সঙ্গে রসবতী রঙ্গিয়া॥
রাধে মাধব বিবিধ বিলসই
সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া।
নীল দরপণ শ্যাম মূরতি
হেরত গোবিন্দ দাসিয়া॥

গোষ্ঠবিহার।

ময়ূরকণ্ঠক তাল।

আজু বিপিনে যাওত কান
মুরতি মূরত কুসুম বাণ
জলদজলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গী নটবর শোহিনী।
ঈষত হাসত বদনচাঁদ
তরুণী নয়ন নয়ন ফাঁদ
বিম্ব অধরে মুরলী খুরলি
ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরা গুঞ্জ
পিঞ্ছ নিচয় রচিত মুকুট
মকর কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর
গীম শোহন রতন রাজ
মোতিম হার লোলনী॥
কটি পীত পট কিঙ্কিণী বাজ
মদগতি অতি কুঞ্জররাজ
জানুলম্বিত কদম্বমালা
মত্ত মধুকর ভোরণী॥
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ
তরুণ তরণি কিরণগঞ্জ
গোবিন্দদাস হৃদয় রঞ্জ
মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী॥

ভুড়ি।

গোঠ-বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর।
জননী বিরচিত বেশ উজোর॥ ধ্রু
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া
পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া॥
সমবয় বেশ সবহু করি ছান্দ।
রাম বামে চলু শ্যামরচান্দ॥
ময়ূর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল টলমলিয়া॥
শিরপর চান্দ অধরপর মুরলী।
চলইতে পন্থে করয়ে কত খুরলী॥
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া॥
মণি মঞ্জীর বাজত রণঝনিয়া।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥

মল্লার।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গমকে গণ্ডকিরী গুর্জ্জরী
গৌরী গোল গান্ধার॥
গোপী গোপ গবীগণ গোপক
গোকুল-গাম-বিহারী।
গুঞ্জা গৈরিক গোরস গরভিত
গোরোচনা রুচিরধারী॥
গহন গুহাগত গোচারণ রত
গো-দোহন রতিকারী।
গো গিরিধারী গূঢ় গরবাইত
গুরু গৌরব পরচারী॥
গজগতিগামী গানগুণগুম্ফিত
গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গ হি গবীশ্বর নন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ॥

জয়জয়ন্তী।

মুদির মরকত মধুর মুরতি
মুগধ মোহন ছান্দে।
মল্লীমালতী মালে মধুকর
মত্ত মনমথ ফান্দে॥

শ্যাম সুন্দর সুঘড় শেখর
শরদ-শশধর-হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সমবয়
সতত সুখময় ভাষ॥
চিকণ চাঁচর চিকুরে চুম্বিত
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনি
চিত চোরক ভাতি॥
গিরিক গৈরিক গোরজ গোরোচন
গন্ধ গরভিত বাস।
গোপ গোপনি গরিম গুণ গান
গাওত গোবিন্দদাস॥

সারঙ্গ।

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরই যমুনা-তীর।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥
বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রাব হাম্বারব গরজন
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু॥
সম-বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল
হেরইতে জগজনমন করু ভোর॥
বলয়-নিসান কনক কটি কিঙ্কিণী
নূপুর রুণ ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস পহুঁ নিনি নিতি ঐছন
বিহরই নব বন বিপিন-সমাজ॥

কানাড়া বা গৌরী।

গোখুর ধূলি উছলি ভরু অম্বর
শুনহুঁ হাম্বা রব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিষাণ নিশান সমাকুল
সঙ্গে সঙ্গে সব সহচর ধাব॥
বনসঞে গিরিবরধর ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী
ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে॥ ধ্রু
কুটিল অলককুল গোরজ মণ্ডিত
বরিহা মুকুট মনোহর ছান্দ।
বিপিনবিহারী ছরমে ঘরমাইত
শ্যামল নীল উৎপল মুখচান্দ॥
কিশলয় বলিত ললিত মণিকুণ্ডল
গণ্ড মুকুরে উজিয়ার।
গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর
হেরইতে জগ ভরি মদন বিথার॥

তুড়ি।

গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ
সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল।
বৎসক বান্ধি ছান্দি ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেল॥
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গো- ধূলি ধূসর অঙ্গ॥ ধ্রু
নব নব পল্লব গুচ্ছসুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম।
মকরাকৃত মণি কুণ্ডল দোলনি
হেরই চমকে পড়য়ে কত কাম॥
বনফুল মাল বিরাজিত উরপর
কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহুঁ জগমনমোহন
ব্রজরমণীগণ হরষিত তায়॥

গৌরচন্দ্র।

সুরট-সারঙ্গ।

সুরধুনী-তীরে তীরে মহা বিলসই
সমবয় বালক সঙ্গ
করতলতাল বলিত হরি হরি ধ্বনি
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচী-নন্দন ত্রিভুবন বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ অনুরঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক গৌর প্রেমভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ পুলককুল আকুল
কঞ্জ নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাবিনী চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দদাস এ হেন রসে বঞ্চিত
অবহু শ্রবণে নাহি পিব॥

দানলীলা।

ভাটিয়ারি।

চললি রাজপথে রাই সুনাগরী
নাস বেশ করি অঙ্গে।
স্বর্ণ ঘট করি গাভী ঘৃত ভরি
প্রাণসখীগণ করি সঙ্গে॥
বিনান পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতীমালে।
সিঁথায় সিন্দূর লোচনে কাজর
অলক তিলক ভালে॥
মণিময় আভরণ শ্রবণে কুণ্ডল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরুপম বিচিত্র কাঁচুলি
পীন পয়োধর ভার॥
চরণ-কমলে রাতুল আলতা
মোহন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে এ রূপ-যৌবনে
জিতবি নিকুঞ্জরাজে॥

বরাড়ী।

এই ত বৃন্দাবন-পথে।
নিতি নিতি করি গতাগতে॥
হাতে করি লই যাই সোণা।
তুমি কে না কহে হেন জনা॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥
সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার।
তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল॥
তুমি ত বরজ-যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতহি গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

তোঁহারি হৃদয়ে যে বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি কোর।
সুন্দর বদনছবি কনকধূম পিবি
ততহিঁ তপত জীউ মোর॥
সুন্দরি তোহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে কাহাঁ চলি যাওব
তুহুঁ সে তৈ গৌরী॥ ধ্রু
সিন্দুর সুন্দর মৃগমদে পরশল
এই সুরথ-গ্রহ জানি।

তুয়া পদনখ হিজ রাজহি সোঁপনু
সুন্দরি সহস্র পরাণী ॥
কামসাগর হাম সহজেই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলিঅব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥

ভূপালী।

রাধামাধব নীপমূলে।
কেলি-কলা রস দান ছলে ॥
দূরে গেও সখীগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুটই রাই ॥
ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলান ॥
দোঁহের অধর-মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিলা রাই ঘনরস দান ॥
মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥

বরাড়ী।

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি ॥
এ-গজগামিনি তো বড়ি সেয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধরদান ॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পণ্ডার।
বরণে চোরায়সি কুঙ্কুমভার ॥
কনককলসে ঘনরস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই ॥
তেঞি অতি মন্থর চরণসঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার ॥
সুবল লেহ তুহুঁ গো-রস দান।
রাই করব অব কুঞ্জে পয়াণ ॥
যাহাঁ বৈঠত মন্মথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ ॥

সুহই।

কি করবি গোরস দান।
আপনা দেহ সমাধান ॥
অধরে অমিয়া-রস তোর।
যৌবন যোধ আগোর ॥
তোহে কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না করু বাদে ॥
কুচকনকাচল পারে।
শোভতহি মোতিম হারে ॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশে।
বেণী-ভুজঙ্গিনী পাশে ॥
ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খর শর নয়ন তরঙ্গ ॥
অতয়ে বুঝিয়ে রণ আশ।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

সুহই।

ত্রিভুবন বিজয়ী মদনমহারাজ।
বৈঠল বৃন্দাবনে নিকুঞ্জক মাঝ ॥
গোরস আওল রসবতী ঠাম।
সৃজিল বিপিনপথে সরবস দান ॥
তোহে কহ গোপিনি আয়ানের রাণি।
কেমনে জানিবা দান সঙ্গে আগেয়ানী।
তুহু গজগামিনী হরি জিনি মাঝ।
নব যৌবনমদে নাহি দেবরাজ ॥
মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ।
আপনে আপনে কথা কহিতেহ লাজ
কেবল গোরসদানে কেনে দেহ ভঙ্গ
বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ।
এ সব দানের কথা জানয়ে বড়াই।
গোবিন্দদাস কহে চপল কানাই ॥

নৌকাবিহার।

শ্রীরাগ।

অব লহু লহু হাসি মরমে রহল পশি
নায়ে চড়ায়ল ওই।
ইতখনে মঝু মন ভেলহি আন ছলে
বেকত ধয়ল কল সোই॥
এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।
ছনাবিক অতি চঞ্চল চপল মতি
অব যেন্ত তেউ পরবোধ॥ ধ্রু
গগনহি সঘন বিজুরী ঘন ঝলকই
দিনহি ভেল আন্ধিয়ার।
খরতর পবনে তরণী ঘন ঘুরত
পৈঠত জল অনিবার॥
দুরজন জানি পড়ল জীউ সঙ্কটে
ইথে জনি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে অব সব সখী জীয়ব
গোবিন্দদাস কহ সার॥

ধানশী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোমার হৃদয় অনুবন্ধ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার।
ফারহু কাঁচুলি ডারহু হার॥
কর অবসান নাহি সিঞ্চইতে নীর।
এতখনে অবহুঁ না পাওল তীর॥
হাম নিরাশ তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জীউ তেজই কেহ হরি বোল॥
এতদিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উঠত কূলে পরে যো তুহুঁ মাগ।
কাঁহ সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন নাওক মাঝ॥

হোরীলীলা

বসন্ত।

ঋতুপতি বিহরতি নাগরশ্যাম।
রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম॥ ধ্রু
চুয়া চন্দন পরিমল কুঙ্কুম
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
যুবতীযূথ শত গাওত হোরী॥
কেহু ধরু অম্বর কেহু হার হর
কেহু তনু পশিয়া রহলহি ভোরি।
কেহু লেই মুরলী কেহু লেই মুরলী
দূরাহি দূরে কেহুরগাওত হোরী॥
ডম্ফ রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ
করতল তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর
নাচত গাওত তাল ধরি॥

তথা রাগ।

খেলত ফাগু বৃন্দাবনচন্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনোরথ ছন্দ॥
সুন্দরীগণ করমণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে॥
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধাওল গিরিধারিক সনে॥
তরল নয়ানী তুরিতে এক যাই।
করে সঞে কাড়ি মুরলী লেই ধাই।

ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হোরী তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী
স্থল জলচর ভেল সবে এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ॥

বসন্ত।

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গ।
পুলক কদম্ব করম্বিত অঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত গৌরতনু।
প্রেমক সিন্ধু মূরতি জনু॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর।
অরুণ নয়নে বহে অরুণহি নীর॥
ফুল্ল হিলোলিত অরুণিত মাল।
অরুণ ভকত সব গাওয়ে রসাল॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ান ঢুলাওত প্রেমতরঙ্গ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস॥

তথা রাগ।

নটবর ভঙ্গী ফাগু রঙ্গী
নাগর অভিনব নাগরী সঙ্গ।
ঋতু ঋতুপতি গীতি চিত উমতায়ল
হেরি বদন বৃন্দাবন রঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।
রাধারমণ রমণীমনচোর
সুন্দরীবৃন্দ করে কর মণ্ডিত
মণ্ডলী মণ্ডলী মাঝহি মাঝ।
নাচত নারীগণ ঘন পরিরম্ভণ
চুম্বন লুবধল নটবররাজ॥

কানুপরশ-রসে অবশ রমণীগণ
অঙ্গে অঙ্গে মিলি কাঁপি রহু।
পূরল সবহুঁ মনোরথ মনোভব
মোহন গোবিন্দদাস পঁহু॥

বসন্ত।

ফাগু খেলত বর নাগর রায়।
রাধা রঙ্গিণী বহুবিধ গায়॥
হাসি হাসি সুন্দরী মনমথ রঙ্গে।
ফাগু লেই ডারয়ে নাগর অঙ্গে॥
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলিহু মোড়ি॥
ফাগু দেয়ল হরি লোচনে জোর।
মুদল ধনী দুহুঁ লোচন চকোর॥
অধরহি চুম্বন করু কত কান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

বিহার।

কেদার।

রাধামাধব কুঞ্জহি পৈঠল
রতিরণরঙ্গ রসালা।
রণবাজন ঘন কোকিল কলরব
ঝঙ্কর মধুকর মালা॥
সজনি হেরি দুহুঁ দিঠি ঝাঁপ।
মনমথ সমরে কুসুমশর কো কহু
সোঙরি সোঙরি জিউ কাঁপ॥ ধ্রু
পহিলহি রাই নয়ানশরে হানল
আকুল কুঞ্জকরাজ।
ভুজযুগ বরুণ পাশে ধনি বান্ধল
নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ॥

রোধবি রাই তুহি পুন হরি উরে
কুচ কাঞ্চনগিরি হান।
সো গিরিধর-বর নখরে বিদারল
বিচলিত মানিনী মান ॥
শ্রমভরে দুহুঁ দুহুঁ অধরমধু পিবই
দুহুঁ গুণ দুহু পরশংস।
দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড মুকুরে নিজ ছাহ হেরি
ভরমহি দুহুঁ করি দংশ ॥
সিন্দুরদহন বাণ হেরি মাধব
মৃগমদজলজে নিভাউ।
পিঞ্জ মুকুট ভয়ে বেণী ভুজঙ্গিনী
বিলুঠই মহী গড়ি যাউ ॥
মাতল মদন রাজমদ কুঞ্জর
অলক অঙ্কুশ নাহি মান।
তোড়ল নীবিবন্ধ গীম কর বন্ধন
নিজ পর দুহুঁ নাহি জান ॥
রতিরণ তুমুল পুলক কুল সঙ্কুল
ঘন ঘন মঞ্জীর বোল।
নিজ মদে মদন পরাভব পাওল
কুণ্ডল গণ্ডহি লোল ॥
অনুক্ষণ কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্করু
রতি জয়মঙ্গল তুর।
মনমথকেতু মকর-গতি ধাওত
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥

বসন্ত-লীলা।

বসন্ত।

তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি।
কুসুমভার কত অবনত শাখী ॥
তঁহি শুক সারিণী কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর কর রোল ॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড় ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ ॥
বিকশিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলি তরু লম্ব ॥
কাহাঁ কাঁহা সারস হংসনিসান।
কাহাঁ কাহাঁ দাদুরী উনমত গান ॥
কাহুঁ। কাহুঁ। চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাহুঁ। কাহুঁ। উনমত নাচয়ে ময়ূর ॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাতি।
চৌদিকে বেঢ়ল কুসুমক পাঁতি ॥

ভাটিয়ারি।

বৃন্দা বিপিনে বিহরই মাধবীমাধব সঙ্গিয়া।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন গাওত সুললিত
চলত নর্ত্তন গতি ভাতিয়া ॥
শ্রবণযুগলে কুণ্ডল শোহই
নব কিশলয় তোড়িয়া।
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোহই
চুম্বই মুখশশী মোড়িয়া ॥
মত্ত কোকিল মুরলী তাহে বাওত
নাচন শিখিগণ মাতিয়া।
তেজি মকরন্দ ধাই বেঢ়ল
মুখরমধুকর পাঁতিয়া ॥
সকল সখীগণ কুসুম বরিষণ
আনন্দে ও রসে ভাসিয়া।
দাস গোবিন্দ কবাহুঁ হেরব
ও রস-সায়রে নাহিয়া ॥

কেদার।

রজনী উজাগরি নাগর নাগরী
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিশয় রসভরে শ্রাম নাগরের কোরে
অঙ্গ হেলি রহল নিঝুমে ॥

দেখ সখি অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম নাগরের কোরে শুতিয়া রহল ধনী
কানু নেহারে মুখ-চান্দে॥ ধ্রু
কুঞ্চিত কুণ্ডল ভালে লাগিয়াছে
সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে।
কুসুম কবরী আধ বিনুন পাটের জাদ
বীড় খসল কর বামে॥
নীলবসন ভিজি অঙ্গে লাগিয়াছে
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।
যৈছে চান্দ-কলা মেঘে গরাসল
নিরখই গোবিন্দদাস॥

ললিত।

দেখ সখি গোরী শুতল শ্যাম-কোর।
নাগর নীল রতন কিয়ে কাঞ্চন
কুবলয় চম্পক জোর॥
গোরী সুনাগরী অধরে অধর ধরি
ঘুমায়ল বিদগধ চোর।
কনয় কমলে অলি মাতি রহল জনু
হিমকর শ্যাম চকোর॥
পীন পয়োধর তুঙ্গ মনোহর
রাতুল করযুগ সাজ।
উলটি কমল বিকচ কিয়ে ঝাঁপল
কনয় ধরাধররাজ॥
নাগরী শুরু উরে নাগর বেড়ল
নাগরী ভুজ বেড়ি অঙ্গ।
জলদে বিজুরী যৈছে বেড়ল দুহুঁ তনু
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ॥

রামকেলি।

হিমকর মলিন নলিনীগণ হাসই
অরুণকিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোলে ভ্রমর কুল আকুল
তেজত কুমুদিনী কোর॥
কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর।
চমকি কহত শুক সারীক জোর॥
কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চন গোরী।
কিয়ে কুসুম শর তূণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি॥
সহচরী ছোড়ি মন্দিরে জনু যাওত
জাগহ সুন্দরি রাধে।
গোবিন্দদাস পহুঁ শুনইতে কাতর
কোন করল রসবাধে॥

বরাড়ী।

বন মাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর করু তাঁহি।
মারত বদন নেহারি কুসুম শর
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহু মরমক কেলি।
নওল কিশোর নওল নব নাগরী
ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ ধ্রু
মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতল বিদগধ-রাজে॥

মল্লার।

নব ঘন কানন শোভন কুঞ্জ।
বিকসিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহিঁ বনি অপরূপ রতন হিন্দোল।
তা পর বৈঠকি কিশোরী কিশোর॥
ব্রজরমণীগণ দেওত ঝকোর।
গীরত জানি ধনী করতহিঁ কোর॥

কত কত উপজল রস-পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ ॥

ভৈরবী।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহিঁ সঙ্গে ॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহু নয়ন ঘনমেহা ॥
পুন পুন নিরখিতে গোরা-মুখ-ইন্দু।
উছলল প্রেমসুধারস-সিন্ধু ॥
জগ ভরি পূরল প্রেমতরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে ॥

ধানশী।

ঝাঁপল উতপত লোরে নয়ান।
কৈছে করত হিয়া কিছুই না জান ॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহিঁ রাখি।
তনু মন দুহুঁ মুঝে দেওত সাখী ॥
তব কাঁহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ করতলে হোয় ॥
জানলু এ সখী মৌনকি ওর।
পিয়া পরদেশ চলব মোহে ছোড় ॥
গমন সময়ে বিরোধ জানি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয় ॥
সময়সমাপন কি ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার ॥
গোবিন্দদাস অন্তরে অনুমান।
পিয়া পরদেশী কাহে রহ প্রাণ ॥

অক্রুর-সংবাদ।

সুহই।

না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আওল
তাহে হেরি কাহে জীউ কাঁপ।
তব ধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপ ॥
সজনি অকুশল শত নাহি মানি।
বিপদ লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানু-বিচ্ছেদ হয় জানি ॥
কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহ থির
জাগরে নিঁদ নাহি ভায়।
গরুঅ মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল
কিয়ে সখি করব উপায় ॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জয়ে
সঘনে রোয়ত শুক সারী।
গোবিন্দদাস আনি সখী পুছই
কাঁহে এত বিষনি বিথারি ॥

সুহই।

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যার সম
সো আওল ব্রজ মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ ॥
সজনি রজনী পোহাইল কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহুঁ বনমালী ॥ ধ্রু
যোগিনী চরণ শরণ করি সাধই
বান্ধহ যামিনীনাথে।
নখতর চান্দ যৈছত রহুঁ অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে ॥
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখই
সো রাখউ নিজ তাতে।
কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে ॥

শ্রীগান্ধার।

যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলু
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী বরত সমাপলু
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥
সজনি জানলু কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥ ধ্রু
যো মঝু সরস সমাগম-লালস
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টককুঞ্জে জাগ নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি॥
যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণী
মণিমঞ্জরী করি মান।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমান॥

সুহিনী।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরহদ নয়ান বয়ান করু ভেট॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।
জানলু কানু চলব পরদেশ॥ ধ্রু
পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহুঁ পুন ধন্দ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজ-বন্ধ॥
চুম্বয়ে বদনে বদনে বহু মেলি।
আনহি ভাতি রভস রস কেলি॥
যতহুঁ কপট কৈছে হিয়া যাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই॥

গান্ধার।

কামিনী করি বিহি মোরে কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন জানলু মথুরা
যাওব সুন্দর শ্যাম॥
ও মুখচন্দ্র হাস ধরাধর
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদু বচন সুধারসে পূরিত
কৈছনে বিছুরব নারী॥
যাহ বিনু নিমিখ আধ কত যুগসম
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অব নাহি নিকসয়ে
পুন কিয়ে দরশন পাব॥
কহইতে গোরী লোরে ভরু লোচন
মুরছি পড়ল তহি ভোর।
হা হা প্রাণরাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর॥

গান্ধার।

প্রাতরে তুহুঁ চলবি মথুরাপুর
যবহু শুনল ব্রজনারী।
বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচন
মোছত উতপত বারি॥
মাধব ভালে তুহু ব্রজ অনুরাগী।
অব সব বল্লবী জনু বিরহানলে
কো পুন ইহ বধভাগী॥
গিরিবর কুঞ্জ কুসুমময় কানন
কালিন্দী কেলি-কদম্ব।
মন্দির গোপুর- নগর সরোবর
কো কাঁহা করু অবলম্ব॥
ব্রজপতি লেই সঙ্গে চলু আকুর
সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।
গোবিন্দদাস কহ যব ঐছন মহ
আগে চলু বলরাম॥

পাহিড়া।

হরি হরি কি কহব গৌর-চরিত।
অক্রুর অক্রুর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবহি পূরব পিরীত॥ ধ্রু
কাঁহা মঝু প্রাণ নাথ লেই যাওই
ডারই শোককি কূপে।
কো পুন বচন বোলে বাহি ঐছন
সব জন রহল নিচুপে॥
রোই কতখণে বোলই পুনে পুনে
তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি ভকতগণ রোয়ত
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

সুহই।

অতমিত যামিনীকান্ত।
কি ফল ভেল মণিমন্ত॥
উদয়াচল বরণ অরুণ;
উয়ল দিনমণি দারুণ॥
দেখ সখি পাপী অক্রূর।
হরি লেই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ-কোঙার॥
কোই না কহ অছু বাত।
হরি জনু মাথুর যাত॥
ব্রজপতি দম্পতী চিতে।
কোন করল বিপরীতে॥
তেঞি বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখ গাতা॥

ধানশী।

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ।
কৈছন তেজব নবীন সনেহ॥
পাপী অক্রূর কিয়ে গুণজান।
সব সুখ বারি রই চলু কান॥
এ সখি কাহুক জনি মুখ চাহ।
আঁচর গহি বহি বারহ নাহ॥
যতিখণে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই।
যতিখণে রথ-পর কোই না চঢ়ই॥
যতিখণে গোকুলে তিমির না গিরই।
করইতে যতন দৈবে যব ফিরই॥
এতহুঁ বিপদে জীউ ধরয়ে একান্ত।
বুঝলু নেহারত লাঙ্গক পন্থ॥
অতয়ে সে কি ফল দারুণ লাজু।
গোবিন্দদাস কহে না সহে বেয়াজ॥

শ্রীগান্ধার।

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মন এ বড়ি সন্দেহ।
সে হেন রসিক পিয়া পিরীতি পুরিত হিয়া
কাঁহে ভেল শিথিল সনেহ॥
শুন শুন সহচরি অক্রূর চরণে ধরি
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা ক্রন্দন শুনইতে ঐছন
জানি ফিরিয়ে বর নাহ॥
পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন জ্বলতহি অনুখন
কো সহু এ হেন সন্তাপ॥
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
পিবইতে জীউ করে সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস বাধ॥

ধানশী।

চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহি পেখলু নয়ান পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহু হেরি।
শূনহি মন্দির আয়লু ফেরি॥

দেখি সখি নিলজ জীবন মোই।
পিরীতি জানাওত অব ঘন রোই ॥ ধ্রু
সো কুসুমিত নব কুঞ্জকুটীর।
সো যমুনাজল মলয় সুমীর ॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক ॥
এতদিন বুঝল বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত ॥
তাহে অতি দুরজন আপকি পাশ।
সমতি না আওত গোবিন্দদাস ॥

বিরহ।

সুহই।

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা ॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই ॥ ধ্রু
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধব মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস পুর ॥

গান্ধার।

হৃদয় বিদারত মনমথ-বাণ।
কো জানে কাঁহে নহত দুই ঠাম ॥
জনু বিরহানল ঘন যাহা গোয়।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয় ॥
কাঁহে সমুঝায়ব মরমেক খেদ।
মরত না জীয়ত কানুক বিচ্ছেদ ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি-নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিক-রব অলিকুল গুঞ্জ ॥
অনুভবি মালতী-পরিমল থেহ।
কো জানে জীউ রহত ইহ দেহ ॥
জানাইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস ॥

পঠমঞ্জরী।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা ॥
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া ॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল ॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ ॥
এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ।
কে বা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি
একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী ॥
চরণে ধরিতে কান্দে গোবিন্দদাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া ॥

তিরোতা—ধানশী।

পরাণপিয়া সখি হামারি পিয়া।
অবহুঁ না আওল কুলিশ-হিয়া ॥

নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লিখি লিখি।
নয়ন আন্ধায়লুঁ পিয়াপথ দেখি॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥
অব হাম তরুণী বুঝলু রসভাষ।
হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া পাশ॥
বিদ্যাপতি কহে কৈছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥

বরাড়ী।

এই ত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া
কেনে ফুটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে বড় দুখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহিল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে॥ ধ্রু
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলিকৌতুকরঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছারই
রস পরিপাটির কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপনে দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া,
কোন্‌খানে কার সন
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দদাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল বিরহ বিবাদ॥

ধানশী।

তোহারি বিচ্ছেদে তরমে হাম পামরী
না হেরউ নিজ নাহ।
হামারি বিচ্ছেদে তুহুঁ নারী না উপেখসি
কুবল্য়া-রতি অবগাহ॥
মাধব কি কহব তুয়া গুণগ্রাম।
পরিহরি দেহ নেহ তুয়া জানই
একলা রতিপতি কাম॥ ধ্রু
পুরনারী সঙ্গে রসিক-শিরোমণি
পুরহ মনমথকেলি।
বনচারী নারী তোহারি গুণ গাওব
পুতলিকা সঙ্গে মেলি॥
রাস-বিলাসে যতহু মত চাপল
সব করু সো অব বাধা।
গোবিন্দদাস কহই তোহে মাধব
সতহুঁ সম্বাদলি রাধা॥

সুহই।

মাথুরদূত করি গরুতহিঁ মানি।
কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণী॥
এত কহি আওল পড়ি যাহাঁ রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥
অদভুত হেরনু প্রিয়সখী প্রেম।
নিজ সখীদুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম॥ধ্রু
পিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার॥
চেতন পাইল যব করয়ে বিলাপ।
আওল বঁধু কহি দূর করে তাপ॥
গোবিন্দদাস অভয়ে অনুমান।
তুরিতহিঁ মিলব প্রেমবশ কান॥

শ্রীরাগ।

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভ বাণী।

শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
আতয়ে নিচয় করি মানি॥
শুন সজনি আজ মোর শুভ দিন ভেল।
সুখ-সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
ঐছন মতি গতি ভেল॥ ধ্রু
মঙ্গল কলস পর দেই নব পল্লব
রোপহ যঁহি ঠাম।
গ্রহগণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম॥
হারিদ দাড়িম কাজরদরপণ
দধি ঘৃত রতন-প্রদীপে।
সুবরণ ভাজন লাজহি ভরি ভরি
রাখহ নয়ন-সমীপে॥
নব নব রঙ্গিণী দেউ হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা।
প্রাণ প্রাণহরি নিজ ঘরে আওব
গোবিন্দদাস মনোলোভা॥

কামোদ।

দশকোশী তাল।

শিশিরক শীত সমাপিল সুন্দরী
মোহন সুরতসন্দেশে।
স্মরশর সম শর শশিকর শীকর
সহই সো তনু শেষে॥
শুন শুন শ্যাম সকল গুণবন্ত।
সুধই সম্বাদে কি সুমুখী সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত॥ ধ্রু
শীতল সুরভিত সরস সমীরণে
সতত সন্তাপই গাতে।
স্বপনসমাগম সাধে সুধামুখী
শুতই সরসিজপাতে॥
সখিনী সমাজ. সাঁঝ সঞে সো ধনী
সগরিহু শয়বরী জাগ।
সোঙরি সুলেহ সোহাগিনী সংশয়
গোবিন্দদাস দিঠি আগ॥

উদ্বেগ-দশা।

ধানশী।

টারল হেমন শিশিরক অন্ত।
টোয়ত অব ধনী সময় বসন্ত॥
টুটল তুয়া অবধিক পরথাব।
টলমল জীবন রহ কিসে যাব॥
ঠামহি ইহ যদুপতি রহু ভোরি।
ঠেরত কৈছে সময় ইহ গোরী॥
ডহ ডহ বিরহ সহই না পার।
ডারল মণিময় আভরণ-ভার॥
ডরে নাহি ছোড়ত সহচরী-অঙ্গ।
ডুবত জানি ধনী মদন-তরঙ্গ॥
ঢর ঢর লোচন সরসিজ লোর।
ঢরকত অহনিশি উতপত লোর॥
ঢীট কানু তুহুঁ কপট বিলাস।
ঢিঠে কি বোলব গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

আওয়ে মধুঋতু মধুর যামিনী
কামিনীচিত-চোর।
কুসুম-শায়ক জীবন গাহক
তুহুঁ সে মধুপুরে ভোর॥
শুন হে নিরদয় হৃদয় মাধব
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহজ্বরে জরি কনয়মঞ্জরী
রহল রূপক ছাই॥

অঙ্গ ছটফট কৈছে মেটব
তপত সহচরী-অঙ্গ।
নয়ন-পঙ্কজ জোরে ঝরঝর
লোরে মহী করু পঙ্ক॥
তো বিনু কিশলয় শয়ন জীবন
বিফল ভেল মণিমন্ত।
দাস গোবিন্দ এ রস-গাহক
ভাওয়ে রায় বসন্ত॥

তিরোতা।

ফাগুনে গণইতে গুণগণ তোর।
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন ওর॥
ফুল-ধনু লেই কুসুম-শর সাজ।
ফুকরি রোয়ে ধনী পরিহরি লাজ॥
ফুকরি কহু হরি ইথে নাহি ছন্দ।
ফেরি না হেরবি রাই মুখ-চন্দ॥
ফোরল দুহুঁ কর মরকত-বলই।
ফারল নয়ন সঘন জল খলই॥
ফুয়ল কবরী সম্বরি নাহি বান্ধে।
ফণি-পতি-দমন বলি ঘন কান্দে॥
টুটল হৃদয় নিদারুণ লেহ।
ফুতকারহি ধনী তেজব দেহ॥
ফেরি না হেরবি সহচরী বৃন্দ।
ফগব কি না বুঝল দাস গোবিন্দ॥

মোহ দশা।

সুহই।

মদন-মোহন মুরতি মাধব
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধবী মানি মানদ
মিহাই মারগ জোই॥
মিলল মধুঋতু মল্লিকা মুকুলিত
মঞ্জু মাধবী কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী মুখর মধুকর
মাতি মধু পিব গুঞ্জ॥
মিহিরজা মৃদু মন্দমারুত
মানই মনসিজ সাঁতি।
মন্থর মলয়জ মুরছি মানিনী
মহী মাহা গড়ি যাতি॥
মহামণিময় মহীক মণ্ডলে
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে মৃগরতি মুদিয়া মনোহর
মোহিত দাস গোবিন্দ॥

ধানশী।

একে বিরহানল দহই কলেবর
তাহে পুন তপনকি তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু ননীক পুতলি জনু
হের সখী করু পরলাপ॥
মাধব পেখলু সো বররমণী।
দিনে দিনে ক্ষীণ হীন তনু-আভরণ
গলি গলি মিলত ধরণী॥ ধ্রু
ঋতু বসন্ত অন্ত করি আওল
গীরিষ কাল দুরন্ত।
দারুণ জীবন আগে নাহি যাওত
হেরত এ তুয়া পন্থ॥
কত পরবোধি রোতায় সহচরী
বৈঠে মাস বহি গেল।
গোবিন্দদাস কতয়ে সম্বাদব
অগতি স্মনি মঝু ভেল॥

বরাড়ী।

করতলে বদন চাঁদ রহুঁ ধর।
অহনিশি লোচনে ঝরতহিঁ নীর॥

বিগলিত নিন্দ বহুই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাশ॥
যো হরি অবহু অবধি রহি যাই।
দেখহ সো ধনী বিরহিণী রাই॥ ধ্রু
কমলিনী কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই॥
শতগুণ মদনদহন তাহে ভেল।
সো তনু পরশে ভসম ভই গেল॥
চন্দন পরশে চমকি ধনী উঠই।
হিমকরকিরণে অবশ মহী লুটই॥
গোবিন্দদাস কহ নিরদয় কান।
এত পরমাদ তুহুঁ জানিয়া না জান॥

দেশাগ রাগ।

কাননে কামিনী কোই না যায়।
কালিন্দী-কূল কলপতরুছায়॥
কুঞ্জকুটীর মাহা কান্দই কোই।
করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নলিনী নাগরীগণ নাশল লেহ।
নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ॥
নবীননিন্দিত নব নব বালা।
লাগল বিরহ হুতাশন জ্বালা॥
গলত গাত গীরত মহী মাহ।
গুরুতর গীরিষ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুলে গোপরমণী অছু ভেল।
গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল॥

সুহই।

উয়ল নব নব মেহ।
দূরে রহুঁ শ্যামর দেহ।
তহিঁ ঘন বিজুরী উজোর।
হরি রহুঁ নাগরীকোর॥
চাতক পিউ পিউ বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল॥
দাদুরী উনমত ভাষ।
বিরহিণী জীবন নৈরাশ॥
দারুণ পাউখ কাল।
জীবন ভেল জনজাল॥
ঐছন ভেল দুরদিন।
অম্বর রবিশশিহীন॥
কো কহে কানুক পাশ।
চলতহিঁ গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

তুহুঁ বিছুরলি গোরী বহলি মথুরাপুরী
নগরে নাগরী হেরি ভোরি।
গগনে জলদে হেরি মনের মনোরথ করি
বিরহ-সাগরে ধনী ঝুরি॥
শুন শুন শুন হে কানাই।
করুণার লব তোহে নাই॥ ধ্রু
ধরণী শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি
সহচরী রহত আগোরি।
দিনে দিনে দুবরী কৈছে জীবন ধরি
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

তথা রাগ।

পরখি পেখলু পুরু-ষোত্তম
পুরুষ পাহন জাতি।
পিয়ারী পামরী পিরীতি পাবকে
পৈঠে পতঙ্গভাতি॥
পৌরপুণ্যবতী পহিলে পরিচয়
প্রাণ পহুঁ তুহুঁ ভোরি।
প্রেম পরবশ পুরব প্রেয়সী
পন্থ পেখই তোরি॥
প্রচুর পরিমল পঙ্ক পঙ্কজ
পরশে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয়সখী পাঁয়ে পুন পুন
প্রখর পাঁচশর ঘাত॥

পাপ পাউখ পবন পিয়াসিত
পিপিয়া পিউ পিউ ভাষ।
পুন কি প্র... পরম প্রিয়তম
... গোবিন্দদাস॥

মল্লার।

ঝর ঝর জলধরধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনীমালা।
ঝামরী ... গেল বালা॥
ঝুট ... কহব কানাই।
ঝাত ... বিনু রাই॥
ঝন ঝন ... নিসান।
ঝাঁপি ... দুই কাণ॥
ঝিল্লি ... রাতি।
ঝঙ্ক সহন না যাতি॥
ঝুরি দাদুরী বোল।
ঝুনত ... হলোল॥
ঝটকি ... ধনী পাশ।
... গোবিন্দদাস॥

দ্বাদশমাস বর্ণন।

পাহিড়... কন্দর্প তাল

আঘন মাস রাসরসসায়র
নাগর মাথুর গেল।
পুররঙ্গিণী গণ পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল॥
আওল পৌষ তুষারসমীরণ
হিম ... অনিবার।
ন গরী ..., ভোরি রহু নাগর
কহব কোন পরকার॥

মাঘে নিদাঘ কৌন পাতিয়ায়ব
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণিতাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু সঘনহুতাশ॥
ফাগুনে গুণি গুণি গুণমণি গুণগণ
ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহপয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে
দুতর মদনতরঙ্গ॥
আওত চৈত চিত কুত বারব
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই
কানু রহল দূরদেশ॥
মাধব মাস সাধ বিধি বাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিণ পবন নাহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
জৈঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিণী
চন্দন চন্দনী রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ সাথী॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদপাঁতি।
নীরদ মূরতি নয়ানে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥
শাওণ রমণ গগনে ঘন গরজন
উনমতি দাহুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী
জীবন কণ্ঠহি লোল॥
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকরনিকরে থির নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ॥

আশিন মাসে বিকশিত পদুমিনী
সারস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
কাতিক মাস নিরাশ করল বিধি
লীলা রসময় বাস।
নিকরুণ মাধব কৌন পাতিয়ায়ব
কহতহি গোবিন্দদাস॥

সুহই।

ধূমে আলিপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান।
সো রস পরশ স্বপন করি মান॥
এ হরি তো সঙ্গে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরীত চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনই জীউ উতরোল॥
পুন-উৎকণ্ঠিত করইতে কোল।
দূরে রহু পরশ দরশ ভয়ে চোর॥
ঐছন নিতি নিতি কত অনুতাপ।
পর সমুঝায়ত এহ বড় তাপ।
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যত এ পিরীতি তত এ পরমাদ॥

পঠমঞ্জরী।

যব তুহুঁ লায়ল নব নব লেহ।
কেহ না শুণল পরবর্শ দেহ॥
অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দুলহ দূরে রহু কেলি॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি;
যৈছনে জীবয়ে দয় এক রজনী॥ ধ্রু
গণইতে অধিক দিবস গণি দেখ।
মেটি শুনায়বি হয় এক রেখ॥
তাহে কি সম্বাদব পরমুখ বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয় না জানি॥
এতহুঁ নিবেদনু তুয়া পায়ে কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

শ্রীরাগ।

এক দিবস হাম মথুরা সমাগম
পন্থহি দরশন ভেল।
তোহারি চরিত কত পুন পুন পুছত
লোরে নয়ান ভরি গেল॥
সুন্দরি সুপুরুখ বিরহ বিরগধ মোয়।
বাহুক ছায় সংহু হাম দুঝলু
তিলেক না বিছুরল তোয়॥ ধ্রু
পীত নিচোলে নয়নযুগ মোছই
ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উর পর পাণি হানি ক্ষিতি লুঠই
পুন পুন মুরছিত হোয়॥
তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত
অতয়ে বুঝিনু অনুমানে।
মোহে বিছুরল বলি কতহুঁ না রোয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণে।

মল্লার।

কি কহব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গণি গণি দশমী দশাশ্রমী
দুরবল ভেল নিজ দেহা॥
মাধব তুহুঁ যব আওলি মধুপুর
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি ফুকরই সুন্দরী
দিন রজনী নাহি জান॥
অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার।
চাঁদকলা সম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল
হাস বাণ ভেল সার॥

ঐছন বচন শুনল যব মাধব
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেমভরে পন্থ বিপথ নাহি দরশই
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল যব মাধব
তুরিতহি রাইক পাশ।
কানুক হৃদয় নিগড় ভুজবন্ধন
কহতাহিঁ গোবিন্দদাস॥

পাহিড়া।

কাঁহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে লিখতি মহীমণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
কনকবরণ তনু ঝামর ভেল জনু
জাগয়ে নিঁদ নাহি তায়।
যোই পরশে পুন তাক বদন ঘন
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেণে খেণে বদন পাণিতলে ধারই
ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে ভারল সব নর নারী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

সিন্ধুড়া।

কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখী
কুসুমিত কানন যোই।
কুঞ্জকুটীরে কলাবতী কাতর
কানু কানু করি রোই॥
কি কহব কিতব কত যে কুলকামিনী
কঠিন কুসুমশর সহই।
করহি কপোল কণ্ঠ কর কুঞ্চিত
কালিন্দীকূলমে রহই॥
কর-কেয়ুর কটি কিঙ্কিণী কঙ্কণ
কাড়ল কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচতটে কোন কামানল
কাজর কালিম হারা॥
কেবল কান্ত কথা কহি কান্দয়ে
কানুকলঙ্কিনী গোরী।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানয়ে
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

ধানশী।

যামিনী জাগি জাগি জগজীবন
জপতহিঁ যদুপতি নাম।
যাম যামযুগ বৈছন জানত
জয় জয় জীবন জান॥
ঝুরত গৌর কিশোর।
ঝাকত ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচন
ঝুরি পূরব রসে ভোর॥ ধ্রু
চম্পকগোর চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে চলই নাহি পারই
চকিতহি চেতন চোরাহ॥
ছল ছল নয়ন ছাপি কর যুগল
ছোড়ল রজনীক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি কবহুঁ ছন্দ ঐছন
কহতহিঁ দাস গোবিন্দ॥

গান্ধার।

গুরুজন গঞ্জন বোল।
গৃহপতি গরজন ঘোর॥
গণইতে গোপকিশোরী।
গহন গেহ গহ ছোড়ি॥
গোবিন্দ গুণবতী সোই।
গুণি গুণি যামিনী রোই॥
গলত গলত দিঠি ধারা।
গিরত গীমমণিহারা॥

গুপত গুপত রস আশে।
গরলহুঁ করল গরাসে॥
গদ গদ স্বরে অবিরামা।
গাওয়ে গিরিধর নামা॥
গোকুল গোপ বিলাপ।
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ চন্দ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব॥
কতয়ে আবাধব মাধব।
তোহে বিনু রাধাময়ী ভেল রাধা॥
কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণী শঙ্কিনী
কুণ্ডল কুণ্ডলী ভান।
যাবক পাবক কাঁজর জাগর
মৃগমদ মদকারী মান॥
মনমথ মনমথে চঢ়ল মনোরথে
বিষম কুসুমশর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিখণে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরী॥

বরাড়ী।

নন্দনন্দন নিচয়ে নিরখলু
নিঠুর নাগরজাতি।
নারী নিলজ লেহ নিরমিত
নাহ নাশে মিলাতি॥ ধ্রু
না রহ নিরুপম নিলয় নিচলহি
নিন্দই নীরজশেজ।
নিভৃত নীপ নিকুঞ্জে নিবসই
না সহে হিমকর তেজ॥
নয়ননীরদে নীর নিঝরই
নিদ নাহ ঠাহ থোর।
নিরসি নূপুর নিয়ড়ে নিকসই
না ধরে নিরমল চোল॥
নাহত নিকরুণ নিতি নৌতুন
নাগর নাগরী হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই নবীন নিরজন
দাস গোবিন্দ তেরি॥

শ্রীরাগ।

রীঝলি রাজনগর মাহা তোয়।
রঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে মন মোয়॥
রসময় রাসরসিক ব্রজনারী।
রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি॥
রাধারমণ রতন তুহুঁ দূর।
রবিজা রোধে রমণীগণ ঝুর॥
রাকারজনী রজনীকর জাল।
রোই রোই বোলত মরমক শাল॥
ঋতুপতি রাতি দিনহি দীন-হীন।
রসবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন॥
রতিপতি রোখে রহিত সব বেশ।
রূপ নিরুপম রহ অবশেষ॥
রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

তাপনী-তীর তীর তরু তরুতল
তরল তরলতর ছাহ।
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরখিত
তরুণী তোহারি পথ চাহ॥
ত্রিভুবন তিলক তুহিনকর তোহে বিনু
তপত তপন সম ভেল।
তোহে বিনু তিলেক তলপে তরাসই
তোহারি অবধি কত গেল॥

তিমিত তিমিত দিঠে রোই।
তিতল তাল বিজনে তনু তাপই
তিরপিত তনিক না হোই॥
তোড়ল তাড় তাড়ক তিয়াঞ্জল
তাড়িত তড়িতরুচি হার।
তিলে তিলে তরুণী তুয়া পথ হেরই
গোবিন্দদাস কহ সার॥

পাহিড়া।

দারুদারুণ দয়িতদূষণ
দলিত দোলত হিয়।
দুঃসহ দোসর দগধ দঁরপক
দহনে দহ দহ জীব॥
দেবকীসুত দেব দেখলু
দীন দুবরী রাই।
দেহ-দীপতি দেখত দেখিয়ে
দিবস-দীপক ছাই॥
দনুজ-দারণ দূর দেশহি
দোখে দুখিত গোরী।
দৈব দুরগহ দোষ-দূষিত
দুলহ দরশন তোরি॥
দেহি দীদঘল দিঠে দেহলী
দামোদর দিশ দেখি।
দাস গোবিন্দ দিব দেই দেই
দীঘ দীনগণ লেখি॥

শ্রীগান্ধার।

এত দিনে গগনে অখীণ রহু হিমকর
জলদে বিজুরী রহু থির।
চামরু চমরু নগরে পরবেশউ
মদন ধনুয়া ধরু কীর॥
মাধব বুঝলু তোঁহে অবগাই।
এক বিয়োগে বহুত সিধি সধালি
অন্তরে উপেখলি রাই॥ ধ্রু
কুমুদিনীবৃন্দ দিনহি সব হাসউ
বান্ধুলী ধরি নিজ রঙ্গ।
মোতিম পাতি কাঁতি ধরু উজোর
কুঞ্জর চলু গতিভঙ্গ॥
তুয়া অনুরূপ রসিকবর নাগরী
কো ধনী মিললি না জানি।
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ না জানহ
কুবজা অব নব-রাণী॥

বরাড়ী।

করতলে চাঁদবদন রহু থির।
অহনিশি লোচনে বহতহি নীর॥
বিগলিত নিদ বহই ঘনশ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাশ॥
এ হরি অবহুঁ অবধি নাহি যাই।
বিঘটন শপতি মরতি জনি রাই॥ ধ্রু
কমলিনী কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই॥
শত গুণ মদনদহন তহি ভেল।
সো তনুতাপে ভসম ভৈ গেল॥
চন্দন পবনে চমকি ঘন উঠই।
হিমকর-কিরণে মুরছি তনু লুঠই॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
এত পরমাদ তুহুঁ কিয়ে নাহি জান॥

বরাড়ী।

ছোড়ল সুখময় কুসুমশয়াম।
ছোয়ত হিমকরকর মুরছান॥
ছিরকত মলয়জে জলতহি আগি।
ছটফটি শয়নে গোঙায়ই জাগি॥
ঐছন কানু তুহুঁ সহজেই ভোরি।
ছুটত কৈছে বিরহজরে গোরী॥
ছলে যব কোই নাম লেই তেরি।
ছল ছল নয়নে তাক মুখ হেরি॥

ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল।
ছিন কনক জনু দহনে উজোর॥
ছাড়ল সকলি চলত জীউ আব।
ছিকনে কোই রহই জনু যাব॥
ছদম না কহই দাস গোবিন্দ।
ছায়া এক তুয়া পদ অরবিন্দ॥

তথা রাগ।

যো যত পহু নয়নে ঝরু নীর।
যৈছন চিতপুতলী রহুঁ থির॥
যামিনীযাম যাম যুগ মনই।
জাগরে জাগি ভরমময় ভণই॥
জানলু যদুপতি জলধরশ্যাম।
জীবইতে যুবতী জপই তুয়া নাম॥
যব কেহ লেপয়ে মলয়জ পঙ্ক।
জলতহি শতগুণ মদন আতঙ্ক॥
যতনে শুতায়লি জলরুহপাত।
জরি জরি ততহি ভসম ভই জাত॥
যাহা হিমকর ভেল দিনকর রীত।
জানলু জগ যাহা সব বিপরীত॥
জনি জগজীবন ইথে কহ ছন্দ।
যো কছু কহ সতি দাস গোবিন্দ॥

গান্ধার।

ঘনশ্যামর তনু তুহুঁ কিয়ে ভোরি।
ঘোর-বিরহ জ্বরে মুরছিত গোরী॥
ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ যোই।
ঘেরল সকল সখীগণ রোই॥
ঘর যাহা রহইতে রহই না পারি।
ঘুরত যৈছে পিঞ্জর যাহা সারি॥
ঘন ঘনসার চন্দন হিয় লাই।
ঘুমক সাধে শয়ন অবগাই॥
ঘাতুক মদন ততহি ভেল বাম।
ঘর ঘর শবদে লেই তুয়া নাম॥
ঘাম কিরণ সম মানই চন্দ।
ঘুমে বিহ্বল হিয়া পাঁজর বন্ধ॥
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘনসার।
ঘুমে বিহনে দিঠি ঝরত অপার॥
ঘোষযুবতীগণ বিরহ-হুতাশ।
ঘোষত তুয়া পদে গোবিন্দদাস॥

বাগা ধানশী।

বাসিত বিশদ, বাসগেহে বৈঠলি,
বহ্নিভবন বলি উঠই।
বরিহাবিরচিত, বীজন বীজইতে,
বিষধর বিষসম বলই॥
বলাহক বুঝলমু বহুবিধ বোধি।
বরবিধুবয়নী, বিনোদিনী বল্লবী,
বুরত বিরহ পয়োধি॥ ধ্রু
বিগলিত বলয়, বাহু বিসবল্লরী,
বিলপই বিপিন বিতান।
বিছুরল বেশ, বিলাস বিলাসিনী,
বহু বৈদগধি বিধান॥
ব্রজবনিতা, বসুধাতলে বিলুঠই,
বিঘটিত বিমল শয়ান।
বিরমিত বচন, বিচারহি বাউরী,
গোবিন্দদাস রস গান॥

ধানশী।

নীরস সরসিজ ঝামর বয়না।
তুয়া গুণ গুণইতে সচকিত নয়না॥
খেণে মুখ গোই রোই খেণে হসই।
হিয় অভিলাষে চলন মহী খসই॥
এ হরি পেখলু সো গজগামিনী।
জীবইতে সংশয় কুলবররমণী॥ ধ্রু
অনুখণ মনসিজ মনমাহা হানই।
হিমকরকিরণহি থির নাহি মানই॥

খেণে উঠে খেণে বৈঠে শুতিরহু ধরণী।
বিষ-শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী
কত যে বিছায়ব কমলদলশেজ।
ছটফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ॥
গোবিন্দদাস কহ শ্যামরচন্দ।
তুরিতে মিলহ ধনি টুটব দ্বন্দ্ব॥

ধানশী—তিরোতা।

ভ্রমই ভবন বনে জনু আগেয়ান।
ভাগল ভয় গুরুগৌরব মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই॥
চিত্রপুতলি সম তুয়া পথ যোই॥
ভাবিনীভূষণ ভালে বনমালী।
ভোরি কি বিছুরলি ব্রজবরনারী॥
ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোই।
ভূতলে শুতলি কুন্তল ফোই॥
ভুলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল।
ভিগল দিঠিজলে নীল নিচোল॥
ভুরি বিরহ জ্বর ভুরি মুরছান।
ভুরুভঙ্গহি ধনী তেজব পরাণ॥
ভাগ্যে জীবয়ে অব তুয়া রস আশে।
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দদাসে॥

তথা রাগ।

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরিমণি হেরি সঘনে জল খলই॥
হিমকর-কিরণহি সো তনু দহই।
হা হা শশিমুখী কত দুখ সহই॥ ধ্রু
জলধর-সোদর কিয়ে তুহুঁ ভোরি।
হেলে হারায়লি হিরণময়ী গোরী॥
হরিণনয়নী অবধি দিন গণই।
হেরইতে পন্থ নিমিখে যুগ মানই
হিয়া মাঝা লেহ পরম কাঁহা কহই।
হরি হরি বলি মুরছি কাঁহা রহই॥

হসি হসি হরখি হরখি খেণে উঠই
হেমক পুতলি মহীতলে লুঠই॥
হরল গেয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কিনা বুঝল গোবিন্দদাসে॥

কামোদ।

তুয়া পথ যোই, রাই দিন-যামিনী,
অতি দুবরী ভেল বালা।
কি রসে রিঝায়ব, কৈছে নিঝারব,
বিষম কুসুমশরজ্বালা॥
মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ, কলা সম ক্ষীয়ত,
তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক॥
চন্দন চন্দ, মন্দ মলয়ানিল,
নীর নিষিঞ্চিত চীরে।
কুবলয়কুমুদ, কমলদল কিশলয়,
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
সুনীক পুতলি, মহীতলে শুতলি,
দারুণ বিরহহুতাশে।
জীবন আশে, শ্বাস রহ না রহ,
পরখত গোবিন্দদাসে॥

শ্রীগান্ধার।

নিশি দিশি জাগরী, মধুপুরনাগরী,
বেশ পসারিল অঙ্গে।
তুহু সুপুরুখবর, গোঙ রসি
নব নব রসপরসঙ্গে॥
মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছই অবধিদিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধূ জীবন শেল॥ ধ্রু
কোই ধরণীতল, কোই যমুনাজল,
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জে।
এতদিনে বিরহে, মরণ পথ পেখলুঁ,
তোহে তিরিবধ পুণ পুঞ্জে॥

তাপত সরোবরে, থোরি সলিল জনু,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন-মরণ, মরণ বর জীবন,
গোবিন্দদাস দুখ জান॥

পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ রহ নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নবনাগরীরস অবগাহ॥
যো ক্ষণ মান তোঁ বিনু যুগ লাখ।
সো কি সহয়ে চির বিরহ বিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জীবই রাই॥
কত যে ক্ষীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুরি বলয়া গলিত দুহুঁ পাণি॥
নয়ন নিকাজুর ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহিরণ ভিগি গেও শাড়ী॥
ছটফট শয়নে না রহ সখী অঙ্ক।
কনকপুতলী লুঠয়ে মহীপঙ্ক॥
সময় নিরীখত পরীখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥

কামোদ।

কুঞ্জভবনে ধনী, তুয়া গুণ গণি গণি
অতিশয় দুবরী ভেল।
দশমীক পহিল, দশা হেরি সহচরী
ঘরসঞে বাহির নেল॥
শুন শুন মাধব কি বলব তোয়।
গোকুলতরুণী, নিচয় মরণ জানি,
রাই রাই করি রোয়॥
তহিঁ এক সুচতুরী, তাক শ্রবণ ভরি,
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহুক্ষণে সুন্দরী, পাই পরাণ ফেরি,
গদ গদ কহে শ্যাম শ্যাম॥

নামক অছু গুণ, না শুনিয়ে ত্রিভুবন,
মৃতজন পুন কহে বাত।
গোবিন্দদাস কহ, ইহ সব আন নহ,
যাই দেখহ মঝু সাথ॥

বরাড়ী।

অঙ্গে অনঙ্গজ্বর, মরমে বিষমশর,
কণ্ঠহি জীবন জায়া।
করতলে বয়ান, নয়ান ঝরু নীঝর,
কুচযুগে কাঁজরহারা।
মাধব তুহুঁ মধুপুর দূর দেশ।
ও অবলা চির, বিরহ বেয়াধিনী,
দশমীদশা পরবেশ॥ ধ্রু
বিগলিত কম্বু, বলয়া কর্কিশলয়,
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা।
কো জানে কাঁতি, তবহি নাহি ছুটত,
জনু অবধিক শশিরেহা॥
তনু মন জোরি, গোরী তোহেঁ সোপল
কনয়জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভণি, কনয়া বিহনে মণি,
কবহুঁ না হৃদয়ে সাজ॥

ধানশী।

যো মুখ নিরীক্ষণে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি আওব কহই॥
শুনি সখি কি বোলত তোয়।
নিলজ প্রাণ সহজে রহ মোয়॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোর।
তিল এক জীবইতে লাজ বহু মোর॥
জনু বাড়বানল হৃদি মহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ॥
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস সোই দুখ হেরি রোয়॥

গান্ধার।

যাহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥ ধ্রু
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হইয়ে তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইয়ে মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহে কাঞ্চন গোরী।
সো মরকত তনু তুহুঁ কিয়ে ছোড়ি॥

শ্রীগান্ধার।

বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি
খোয়বি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত কোই না জীয়ত
সবহুঁ করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আওব গেহ।
তোহারি সম্বাদ সোই যদি পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ॥ ধ্রু
আপনক ঘাতে রমণীকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামরচন্দ।
জগ ভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব
হোয়ব কলমষবন্দ।
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ আশ ভরলা পূরব
রাধা-মাধব সেব॥

সুহই।

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সেই পিয়া আমার।
বিধি ঠায়ে মাগি মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ-সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমারি প্রাণহরি॥

কামোদ।

ধৈরয রা রহ সুখ পরিযঙ্ক।
ধরলহুঁ ধরল না সখী-অঙ্ক॥
ধূমল ধমিল ধরণী মাহা লুঠই।
ধাধসে চলত খলত মহী লুঠই॥
ধনি ধনি ধীর ধরাধর ধারী।
ধিক্ ধিক্ অবহুঁ জীয়য়ে উহ নারী॥
ধরই না আভরণ ধূসর চীর।
ধোয়ত ধূলি নয়ন ঘন নীর॥
ধনী নহ টিট চপল তুহুঁ কান।
ধূতক চরিত সরল কিয়ে জান॥
ধ্রুব ধেয়ান কবহুঁ করু তোরি।
ধসহি ধরণীতলে মুরছিত গোরী॥
ধরমে মরমে ধনী বহত নিশ্বাস।
ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ,
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখয়ে
দামিনী বদন ফেরি॥
কানু হে রাইক ঐছন কাজ।
আট প্রহরে তো বিনু সাজই
আটহুঁ নায়িকা সাজ॥ ধ্রু

প্রাণসহচরী চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোহি।
আঁখি মুদি কহে অবহুঁ মাধব
কাহে না মিলল মোহি॥
খঞ্জনধ্বনি শুনি উনমতি ধাবই
তোঁহার নূপুর মানি।
হাসি আভরণ অঙ্গে চড়ায়ই
শেষ বিছায়ই জানি॥
নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে
নিবিড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন
বেশ বনায়বি হেরি॥
কোকিলের রবে চমকি উঠয়ে
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি তোহারি গমন মথুরা
মূরছি পড়ল গোরী॥
নিঝরে নয়নে সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোহারি চরণে এতহুঁ কহিতে
ধাওল গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

নাগরী শেষ দশা শুনি নাগর
ছল ছল লোচন পানি।
অবনত মাথ করহি অবলম্বন
বয়ানে না নিকসয়ে বাণী॥
ধৈরয ধরি হরি দোতি বয়ান হেরি
গদগদ কহে আধ বাত।
দো এক দিবস মাঝে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাঁথ।
ঐছে আদেশ পাই দোতী আওল
কুঞ্জহি বিরহিণী পাশে।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদ গদ
আওব দো এক দিবসে॥
আওব কানু পুনহি ফিরে ব্রজমাহা
পূরব মনোরথ সাধে।
গোবিন্দদাস কহ ধনি তুহুঁ বিরমহ
কানু না কর প্রেমবাদে॥

সুহই।

দূরে কর বিরহিণী দুখ।
নিয়ড়ে হেরবি পিয়া-মুখ॥
অনুকূল করি উদ্যোগে।
হামে পাঠায়ল আগে॥
সো চির উলসিত কান।
তুয়া আশে আওল জান॥
মিছু নহ ইহ আশোয়াস।
কতহিঁ গোবিন্দদাস॥

কামোদ।

মথুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরী
মিলল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুম-পশু-পাখীকুল বিরহে বেয়াকুল
পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥
ব্রজনারীগণ বিরহে অচেতন
পুলকিত পাওল পরাণ।
দাবদগধ যেন ছটফটি জীবন
ঐছন অমিয়া সিনান॥
দেখ রাধামাধব মেল।
দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহ
চিতপুতুলি সম ভেল॥
কাঁপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ লোচনে
চরকি চরকি পড়ু লোর।
কহইতে ঘড় ঘড় স্থকিত কণ্ঠস্বর
দুহুঁ বিবরণ দুহুঁ ভোর॥

হোই সচেতনে কি করব নাহি জানে
বৈছন দারিদ হেম।
গোবিন্দদাস কহ অনুপম আর নহ
প্রাণদ ঐছন কেম॥

শ্রীরাগ।

অধর-সুধারসে লুবধক মানস
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখ-অবলোকনে অনিমিখ লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥
দেখি সখি রাধামাধব প্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠক হেম॥
আনন্দ-নীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে
দোঁহে পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন
সুরত-জলধি অবগাহ॥
মধুর হাস সুধারস বরিখণে
গদগদ রোধয়ে ভাষ।
চিরদিনে মিলন লাখ গুণ নিধুবন
কততহিঁ গোবিন্দদাস॥

কেদার।

ধনি ধনি রমণীশিরোমণি রাই।
নয়নক ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই॥ ধ্রু
কণ্ঠতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই
আকুল গদগদ বোল॥
লোচন খঞ্জনে অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় প্রতিমূল।
অতসী-কুসুম-গৌরী ললিত হৃদয়ে ধরি
রূপণ হেম সমতুল॥
যাবক চীত চরণ পর লিখই
মদন পরাজয় পাঁত।
গোবিন্দদাস কহই ভাল হোয়ল
কানুক আর কত হাত॥

গান্ধার।

মুই জানহু হরি, রাইক পরিহরি
স্বপনহু- আন না জান।
বিদগধ বাদে, কোই পরিবাদব,
তেঞি কিয়ে তেজবি কান॥
সুন্দরি নাগর নাহি জান।
কুন্তল পিঞ্ছে, চরণ নিরমঞ্ছল,
অব কিয়ে সাধসি মান॥ ধ্রু
যাকর মুরলী, আপনে কত কত
কুলরমণীগণ ভোর।
তোহারি প্রেমভরে, বাত না নিকসই
অতয়ে কি মানসী থোর॥
প্রেমক দহন, প্রেমপয়ে শীতল
আন হোত নাহি আন।
কিশলয় মলয়জ, চন্দনে দগধই,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

গৌরলীলা।

কানাড়া।

নিরুপম হেমজ্যোতি জিনি বরণা।
সঙ্গীতরঙ্গিতরঙ্গিত চরণা॥
নাচত গৌর গুণমণিয়া।
চৌদিগে হরি হরি ধনি ধনি ধ্বনিয়া॥
শরদ-ইন্দু নিন্দি সুন্দরবয়না।
অহনিশি প্রেমে নিঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুলপুলকপরিপূরিত দেহা।
নিজরসে ভাসি না পায়ই থেহা॥

জল ভরি পূরল প্রেম-আনন্দা।
আমিয়াবঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

সুহই।

অপরূপ হেমমণিভাস।
অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিকে পারিষদঅরা।
দূরে করু কোল আন্ধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।
উয়ল নবদ্বীপমাঝ॥
পুলকিত স্থির গরজাতি।
প্রেম অমিয়ারসে মাতি॥
কেহো বিধুমণি সম কান্দে।
কেহো হাসে কুমুদিনীছান্দে
কেহো কেহো ভকতচকোর।
নারী পুরুষে দেই কোর॥
গোবিন্দদাস চকোর।
রুচি নব লাগি বিভোর॥

মল্লার।

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা
ঘন ঘন বলে হরি।
খেণে বৃন্দাবন, কর‍য়ে স্মরণ
খেণে খেণে প্রাণেশ্বরি॥
যাবকবরণ, কটির সদন,
শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন, যমুনা বলিয়া,
সুরধুনীতীরে ধায়॥
তাতা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজাই,
ঝন ঝন করতাল।
নয়ান অম্বুজে, বহে সুরধুনী,
গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দকন্দ গৌরচন্দ্র
অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দদাস, কর‍ত আশ,
ও পদপঙ্কজছায়া॥

কামোদ।

সবহুঁ গায়ত, সবহুঁ নাচত,
সবহুঁ আনন্দে ধাবিয়া।
ভাবে কম্পিত, লুঠত ভূতলে,
বেকত গৌরাঙ্গকান্তিয়া॥
মধুর মঙ্গল, মৃদঙ্গ বাওত,
চলত কত কত ভাতিয়া।
বচন গদগদ, মধুর হাসত,
খসত মোতিমপাঁতিয়া॥
পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া।
অরুণ লোচনে, বরুণ ঝরতহি
এ তিন ভুবন ভাসিয়া॥
ও সুখ সায়রে, লুবধ জগজন,
মুগধ ইহ দিন রাতিয়া।
দাস গোবিন্দ, রোয়ত অনুক্ষণ,
বিন্দু কণা আধ লাগিয়া॥

সুহই।

সহজেই কাঞ্চন গোরা।
বদন মনোহর বয়সে কিশোরা॥
তাহে ধরু নটবর বেশ।
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব-আবেশ॥
নাচত নবদ্বীপচন্দ্র।
জগমন নিমগন প্রেম-আনন্দ॥
বিপুল পুলক অবলম্ব।
বিকশিত ভেল তহি ভাব কদম্ব॥
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
খেণে হাসে খেণে কান্দে ভকতহি কোর
রসভরে গদগদ বোল।
চরণে পরশে মহী আনন্দ হিলোল॥

পূরল জগজন আশ।
বঞ্চিত ভেল তহি গোবিন্দদাস ॥

গান্ধার।

তাহে তরল হেন, তনু অনুপাম রে,
অহনিশি নিজ রসে ভোর।
নয়নযুগলে প্রেম, জলে ঝর ঝর রে
ভুজ তুলি হরি হরি বোল ॥
নাচত গৌর কিশোর মোর পহুঁ রে,
অভিনব নবদ্বীপচাঁদ ॥ ধ্রু
জিতল নীপ ফুল, পুলকমুকুল রে,
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর, চলই খলই রে,
গোবিন্দদাস বলি হারি ॥

সুহই।

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গরগর লোটই ধরণী ॥
খেণে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ লোটাইয়া।
গদাধর-মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া ॥
খেণে মালসাট মারে খেণে বলে হরি।
রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকুরি ফুকুরি ॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দদাস ॥

ধানশী।

সরুয়া কাঁকলি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তাহে তনু সুখ বসন পরে ॥
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে।
যুবতী জীবন ঘুরিয়া বুলে ॥
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গচাঁদে।
বান্ধল রঙ্গিনী ভুরুর ফাঁদে ॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি।
কুলবতীব্রত নাশিল বাসি ॥
নবল দুলাল চাঁপার ফুলে।
কি দিয়া বান্ধিল কুন্তলমূলে ॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি।
কোন্ ধনি নিজ ধৈরয রাখি।
কপালে চন্দনফোঁটার ছটা।
রসিয়া যুবতীকুলের কাঁটা ॥
নিতম্বমণ্ডলে কাম রহি।
ইছিয়া নিচিয়া পরাণ দি ॥
গোবিন্দদাসের মরমে জাগে।
তাহে কোন্ ছার যৌবন-লাগে ॥

ভাটিয়ারি।

রসিয়া রমণীয়ে।
মদনমোহন, গৌরাঙ্গবদন,
দেখিয়া কিসে জীয়ে ॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ও ভাঙ ধনুয়া মদন বাণে,
তার কি পরাণ রয় ॥
যে জন পিরীতে বেথা।
সেহ কি ধৈরয, ধরিতে পারে,
শুনিয়া ধৈরয কথা ॥
বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানুলম্বিত, বাহু হেরি কান্দে
পরিসর গোরা বুক ॥
কত কাদম্বিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব বিলাস বসন,
পরশ পাবার তরে ॥
গোবিন্দদাসের চিতে।
গৌরাঙ্গচাঁদের, চরণনখর,
তাহার মাধুরী পিতে ॥

তুড়ি—মাথুর।

বিনোদ ফুলের, বিনোদ মালা,
বিনোদ গলে দোলে ॥

কৌন্ বিনোদিনী, গাঁথিল মালা,
বিনোদ বিনোদ ফুলে॥

বিহাগড়া।

নাখবাণ কাঁচা, কাঞ্চন আনিয়া,
মিলাইয়া বিনোদসমূহে।
বিহি অঁকি বিদগধ, অমিয়ার সাচে ভরি
নিরমল গৌরসুদেহে॥
সজনি ইহ অপরূপ গোরারাজে।
রসময় জলনিধি, মাঝে নিতি মাজল,
সাঁজল লাবণী সাজে॥ ধ্রু
কোটি কোটি কিয়ে, শরদসুধাকর,
নিরমঞ্জল মুখচাঁদে।
জগমন মথন, সঘন রতিনায়ক,
নাগর হেরি হেরি কাঁদে॥
ঝলমল অঙ্গ, কিরণ মণি দেবগণ,
দীপ দীপিতি করু শোভা।
অতয়ে সে নিতি নিতি, গোবিন্দদাস মনে
লাগল লোচনশোভা॥

ধানশী।

গৌররূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থইয়া বুকে সে রসধাধস সুখে
অনিমিখে দেখউ নয়ানে॥
পরিয়া পাটের জোড়,বান্ধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন, লেপিয়াছে চন্দন,
দেখিয়া জীউ করিনু নিছনি॥
মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম,
সাজিয়া কে দিল ভালে ফোঁটা।
আছুক অন্যের কাজ, মদন মুগধ ভেল,
রহল যুবতীকুলের খোঁটা॥

সরবস দেহ, অবশ সকল সেহ,
না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ার গৌরাঙ্গরূপ, কেশর লেপিয়া গো
ঘুচাইমু যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া
কামসরোবরে মরি।
গোবিন্দদাসে কহয়ে হবে সে
দুখের সাগরে তরি॥

তথা রাগ।

দেখ দেখ নাগর, গৌরসুধাকর,
জগত আহ্লাদনকারী।
নদীয়াপুরবর, রমণী মণ্ডল-
মণ্ডন গুণমণিধারী॥
সহজেই রসময়, সহচর উড়ুগণ
মাঝে বিরাজিত নাগররাজ।
মদন পরাভব, বদনহাস দেখি
বিনাশই রঙ্গিণীগণ ভয় লাজ॥
ভকতবৃন্দচিত, কৈরব ফুল্লিত,
নিশিদিশি উদিত হিয়াক বিলাসে।
রসিয়া রমণীচিত, রোহিণী লাসক,
অনুক্ষণ পূরল না রহে হ্রাসে॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ, বিনোদিনী বিলসই
উলসই ভাবিনীভাব।
পদপঙ্কজ পর, গোবিন্দদাস চিত,
ভ্রমরী কি পাওব মাধুরী লাভ॥

ভূপালী।

ও তনু সুন্দর গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেমলোর॥
আজানুলম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তহি অলি গুঞ্জই শবদ রসাল॥
লোল বিলোকনে নয়নহি লোর।
রসবতীহৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর॥

পুলকপটলবলয়িত শ্রীঅঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরীতরঙ্গ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌরচরণনখকিরণ ঘটায়॥

কল্যাণী।

শারদ কোটি, চাঁদ সঞে সুন্দর,
সুখময় গৌর কিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতী, পিরীতিরসে মাতল
ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ॥
সজনি কিয়ে আজু পেখলু গোরা।
মনমথমথন অরুণনয়নাঞ্চল
চাহনি ভৈ গেনু ভোরা॥
মৃদু মৃদু মধুর মধুর স্মিতশোভিত,
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুলকামিনী, বাসর যামিনী
ভেল অনুরাগিণী পরশ আমোদ॥
কেশরীশাবক জিনি, ভঙ্গুর মাজা খীণি,
তাহে বিলসয়ে মনমোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ, নিধুবনগত মন
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ॥
কুটিল সুকেশ, কুসুম লোটন
যোটন রসবতী রসপরিমাণ।
গোবিন্দদাস কহে, ঐছন বর রসিয়া
নাগর হেরি কহয়ে গুণ গান॥

ধানশী।

যতখণে গোরারূপ আয়লু হেরি।
মাজল মুকুর আনলু তথি বেরি॥
সখি হে সব সেই আনল অনুপ।
ইথে লাগি মুকুরে হেরলু নিজ মুখ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরা মুখচন্দ॥
মঝু মুখ সো মুখ যব ভেল সঙ্গ।
হিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি।
অবশে আরশী করে খসল হামারি॥
বহুত পরশ রস অদরস কেলি।
গোবিন্দদাস শুনি মুরছিত ভেলি॥

তথা রাগ।

বিহির কি রীতি, পিরীতি আরতি,
গোরারূপে উপজিল।
যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী
আনে সে ঝুরিয়া মৈল॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা, বদন দেখিয়া,
ঘুচাউ মনের বেথা॥
সে গোরা গায়, ঘাম কিরণে,
নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
গলায় রঙ্গন, কলিকামালা,
নারীমন বান্ধা ফাঁদে॥
বাহুর বলনি অঙ্গের হেলনি
মন্থর চলনি ছান্দে।
আছুক আনের, কাজ মদন,
বিনিয়া বিনিয় কান্দে॥
শ্রবণে সোণার মকরকুণ্ডল,
রঙ্গিণী পরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস, কহয়ে নাগর,
হারাই হারাই তিলে॥

বেলোয়ার—কন্দর্প তাল।

লাখবাণ কনক কষিল কলেবর
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম।

গদ গদ নীর, থির নাহি পায়ই
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ান সন্ধান ॥
দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥ ধ্রু
মদমত্ত-হাতী ভাতি গতি ললনা।
কিয়ে মালতী-মালা গোরা অঙ্গে
দোলনা ॥
শরদিন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেম-আনন্দে পরিপূরিত নয়না ॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বান্ধে পড়ত পহুঁ ঢলিয়া ॥
গোবিন্দদাস কহে গোরা রঙ্গিয়া।
বলি হরি যাউ মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া।

সুহই

শুন শুন সই গৌরাঙ্গচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি কহিলে থাকরি
এ বড় মরমে ব্যথা ॥
সুর নদীতীরে গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সিনান করয়ে নীতি।
কুলবধূগণ নিমগন মন,
ডুবিল সতীর মতি ॥
ঢল ঢল কাঁচা সোণার বরণ,
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি, আউদড় কেশে,
রহই পরশ আশে ॥
আধা কুণ্ডল লোটন পিঠে
সোণার কুণ্ডল কাণে।
মুখ মনোহর, বুক পরিসর,
কেনা কৈল নিরমাণে ॥
সজল বসন নিতম্ব লম্বন,
আই কি হেরিনু যে।
কামের পটে রতির বিলাস
কহি মুরছিল সে ॥
সিংহের শাবক জিনিয়া মাঝা
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস কহই বিষম
কামের কামান ভুরু ॥

ভাটিয়ারি।

গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতারী।
কলিভুজঙ্গম দেখি হরি নামে জীব রাখি
আপনি আইলা ধন্বন্তরি ॥
কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য
পতিতপাবন যার নামা।
পূরয়ে রাধার ভাবে গৌরাঙ্গ হইলা এবে
নিজরূপ ধরি কাঁচা সোণা ॥
গদাধর আদি যত, মহামহাভাগবত,
তারা সব গোরা-গুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি গোলোকে যাহার স্থিতি
হরি বলি অবনী লোটায় ॥
সোঙরি পূরব গুণ, মুরছয়ে পুন পুন,
পরশে ধরণী উলসিত
চরণকমল কিবা নখর উজোর শোভা
গোবিন্দদাস বঞ্চিত ॥

মল্লার।

হের দেখ অপরূপ, গোরাচাঁদের চরিত
কেতহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল নয়ান-যুগল,
ভকতি যাচয়ে সবে ॥
সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ গমন জিনি মাতঙ্গ
রূপ জিনি কত কোটি কাম ॥
না জানি কি ভবে আপাদ মস্তক
পুলক জপয়ে শ্যাম শ্যাম ॥

গৌর বরণ সুধাময় তনু,
কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভকত হেরি হেরি সমান দয়া করি
যাচত মধুর হরিণাম ॥
গোবিন্দ দাসক চিত উনমত
দেখিয়া ও মুখচাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক
গোরা গোরা বলি কান্দে ॥

তথা রাগ।

পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহি বান্ধে
করুণ-নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরাতনু
অবনী ঘন গড়ি যায় ॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপমাধুরী পিরীতি চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥
বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা শিব বিধি দুলভ প্রেমধন
দান করয়ে জগজনে ॥
ঐছন সদয় হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেম-ধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

তথা রাগ।

কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকপাঁতি ॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তাহিঁ বহি যায় ॥
দেখ দেখ গৌরা গুণমণি।
করুণার কাঁ বিহি মিলাইল আনি ॥
জপিয়া জপায় মধুর নিজ নাম।
গাইয়া গাওয়ায়ে আপন গুণগান ॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখলুঁ ঐছন পরবন্ধ ॥
আপহি তোরি ভুবন করু কোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর ॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর-নারী।
গোবিন্দদাস কহে যাউঁ বলি হারি ॥

সিন্ধুড়া।

কলিতিমিরাকুল, অখিল জীব হেরি
বদনচাঁদ পরকাশ।
লোচনপ্রেম সুধারস বরিখণে,
জগজন তাপ বিনাশ ॥
গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাঁথিয়া, নাম চিন্তামণি,
জগজনে পরায়লি হার ॥ ধ্রু
ভকতকল্পতরু অন্তরে অন্তরু
রোপলি ঠামহি ঠাম।
তছু পদতলে অবলম্বই পন্থিক
পূরল নিজ নিজ কাম ॥
ভাব গজেন্দ্র চড়ায়ল অকিঞ্চনে
ঐছন পহুঁক বিলাস।
সংসারকালকূট বিষে তনু দগধল
একলি গোবিন্দদাস ॥

গান্ধার।

জাম্বুনদতনু বদন-অম্বুজ
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ান অম্বুজে, বহই সুরধুনী
কম্বুকন্ধরে লোল ॥
দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ।
সঙ্গে সহচর, সুঘড়শেখর,
উদয় নবদ্বীপমাঝ ॥ ধ্রু

তরুণপ্রেমভরে দিনরাত নাচত
অরুণ চরণ অথির।
করুণ দিঠিজলে এ মহী ভাসল
নিলয় বরুণ গভীর॥
কবহুঁ নাচত কবহুঁ গাওত
কবহুঁ গদ গদ ভাষ।
অখিলজগজন প্রেমে পূরল
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

পঠমঞ্জরী।

গোলোক ছাড়িয়া পহুঁ কেন বা অবনী।
কালারূপ কেন হৈল গোরা বরণখানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহুঁ কান্দে।
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেমফান্দে॥
খেণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে ঘনে ঘন।
খেণে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ।
খেণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
খেণে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
ধুলায় লোটাঞা কান্দে যত নিজগণ॥
গদাধর কান্দে প্রাণনাথ করি কোলে।
রায় রামানন্দ কান্দে প্রবোধে বিকলে॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কান্দে সোঙরি বিলাস।
না বুঝি না কান্দি মরু গোবিন্দদাস॥

মল্লার।

নাচে নিত্যানন্দ ভুবন আনন্দ
বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে।
বাহুযুগ তুলি বলে হরি হরি
চলন মন্থর ভাতিয়া রে॥
কিবা সে মাধুরী বচন চা
গদাধর মুখ হেরিয়া রে॥
মাধব গোবিন্দ শ্রীবাস মুকুন্দ
গাওত ও রস ভাবিয়া রে॥
নাচে নিত্যানন্দচাঁদ রে।
কহে গদগদ চলে পদ আধ
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে॥
ও চাঁদ-বদনে হাস সঘনে
অরুণ লোচন ভাঙ্গিয়া রে।
কুসুম-হার হিয়ার উপর
সুঘড় রঙ্গিয়া সজিয়া রে॥
রাতুল চরণে রতন নূপুর
রঙ্গের নাহিক ওর রে।
মনের আনন্দে শ্রীনিবাসসুত-গতি
গোবিন্দ চিত ভোর রে॥

ধানশী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম।
কলিমদমথন নিত্যানন্দ রাম॥
অপরূপ হেমকলপতরু জোর।
প্রেমধন ফল ধয়ল উজোর॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি॥
যে নাচিতে নাচয় বধির জড় অন্ধ।
কান্দিতে অখিল ভুবনজন কান্দ॥
তেঞি অনুমানিয়ে দুহুঁ পরবেশ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ॥
এহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস।
মলিন আধারে নাহি বস্ত বিকাশ॥
গোবিন্দদাস কহে তাহা কি বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার॥

আশাবরী।

জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন
জনকসুতারতিকান্ত।
সুর নর বানর খেচর নিশাচর
বন্ধু গুণ গায় অনন্ত॥

দূর্ব্বাদলনব শ্যামল সুন্দর
কঞ্জনয়ন রণবীর।
বামে ধনুর্দ্ধর ডাহিনে নিশিত শর
জলধিকোটি গম্ভীর॥
শ্রীপদপাদুক ধর ভরতানুজ
চামর ছত্র নিছোড়ি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন
শত মুখ রহু কর যোড়ি॥
ভকত আনন্দ মারুত নন্দন
চরণকমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস হৃদয় অবধারণ
হরি নারায়ণ দেবা॥

সিন্ধুড়া।

অঞ্জনগঞ্জন জগজনরঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণথল কমল দলারুণ
মঞ্জরীরঞ্জিত চরণা॥
দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধাময় হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥
ইন্দীবরবর গরববিমোচন
লোচনমনমথফান্দে।
ভাঙভুজগপাশে বান্ধল কুলবতী
কুলদেবতা মন কান্দে॥
ভ্রমরকরম্বিত জানু লম্বিত
কোকিল কদম্বমাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ঐছন মূরতি রসাল॥

মায়ুর।

কুন্দন কুসুম সুকোমলকাঁতি।
মাথে ময়ুরশিখণ্ডকপাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুলকি মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদনমোহন মূরতি কান।
হেরি উনমতি যুবতীপরাণ॥
ভাঙবিভঙ্গিম লোচনে লোর।
কাঞ্চনকুণ্ডল গণ্ডহি লোল॥
মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীত নিচোল তঁহি পর সাজ॥
অরুণ চরণে মণিমঞ্জরী বাওয়ে।
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে॥

সারঙ্গ।

মরকতমঞ্জু মুকুরমুখমণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
কামিনীমনহি মূরতিময় মনসিজ
জগজন নয়ন আনন্দ॥ ধ্রু
তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত অবনী বিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক॥
অতি সুকুমার চরণতল শীতল
জিতল শরদারবিন্দ।
রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ॥

নট-নারায়ণ।

নবনীরদতনু তড়িত লতা জনু
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতীবকুল বলিত অতি আকুল
মৌলি মিলিত বনমাল।

পেখলু কলিন্দীকূলবিলাসী।
হেরি কলপতরু তরুণীমোহন
বাওয়ে বিনোদিনী বাঁশী॥ ধ্রু
মণিময় আভরণ নূপুর রণঝন
মদনমন্থর গতিভাতি।
গীমবিভঙ্গিম নয়নতরঙ্গিম
কুলকুলবতীমতি মাতি॥
কমল নীত চরণকমলমধু
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপ নারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান॥

কামোদ।

নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন
গন্ধ নিন্দিহ অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলজা কামিনী কান্ত।
কুসুমরঞ্জন মঞ্জুবঞ্জুল
কুঞ্জমন্দিরে সন্ত॥
গণ্ডমণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড় চূড় শিখণ্ড।
কেলিতাণ্ডব তালপণ্ডিত
বাহুদণ্ডিতদণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ-কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ

তনু ঘনগঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন।
কঞ্জনয়নী নয়ন ললিতাঞ্জন॥
নন্দ-সুনন্দন ভুবন আনন্দন।
নাগরী নারী হৃদয়ঘন চন্দন॥ ধ্রু
লোচন খঞ্জন জগত অনুরঞ্জন।
কুলবতী যুবতী বরত ভয়ভঞ্জন॥
গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ন।
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥

সারঙ্গ।

কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু কানন
মণিময় মন্দির মাঝ।
রাসবিলাস কলা উতকণ্ঠিত
মনমোহন নটরাজ॥
গিরিবর কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিম হার বিরাজিত কন্ধর
কুঞ্জর গতি অনুপাম॥ ধ্রু
বহুবিধ বৈদগধি বিনোদ বিশারদ
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জরগমনী রমণীগণ ধাওত
বিগলিত নীবি-নিবন্ধ॥
কামিনীকর কিশলয় বলয়াঙ্কিত
রাতুল পদ-অরবিন্দ।
রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ

বেলোয়ার।

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখিচন্দ্রক
অলকাবলিত ললিতননচান্দ॥
আওতরে নব নাগর কান।
ভাবিনীভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন॥ ধ্রু
মধুরাধরহি ধর হাস অতি মনোহর
তহি অতি সুমধুর মুরলী বিরাজ।

ভাঙবিভঙ্গম কুটিল নেহারণি
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ ॥
গজপতি ভাতি গমন অতি মন্থর
মণিমঞ্জীর বাজত রণঝনিয়া।
হেরইতে কত মনমথ মুরছই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া ॥

তথা রাগ।

অরুণিত চরণে মণি-মঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুল মলত ললিত বনমাল ॥
ভালে বনি আওয়ে মদনমোহনীয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচিয়া ॥ ধ্রু
মাঝহি ক্ষীণ পীন উর অম্বর
প্রাতর অরুণকিরণ মণিরাজ।
অধরসুধাঝর মুরলী তরঙ্গিণী
বিগলিত রঙ্গিণাহৃদয় দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপলফুল ॥
গোরচনতিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেঢ়ল রমণীমন মধুকর মাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগরবর তরুণ তমাল ॥

সিন্ধুড়া।

চাঁচর চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
গুঞ্জা মঞ্জুলমাল।
পরিমল মিলিত ভ্রমরীকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল ॥
নিকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথমথন ভাঙযুগভঙ্গিম
কুলবর নয়ন বিশাল ॥
বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর
শ্যামর তরুণ তমাল ॥

মায়ূর।

মুখরতি মুরলী মিলিত মুখ মোদনে
মরকত মুকুর বৈলান।
মানিনীমান মথন মচুকাননি
মনিমানস মুরছান ॥
মাই মোহনমূরতি মুরারি।
মনমথে মরমে মনোরথ মাধুরী
মনমথমনমথ মারি ॥ ধ্রু
মুকুলিত মল্লী মধুর মধুমাধুরী
মালতী মঞ্জুল মাল।
মন্দমরন্দ মুদিত মত্ত মধুকর
মণ্ডিত মৌলি মন্দার ॥
মাথহি মোর মুকুট মদ মন্থর
মণিমণ্ডন মন মান।
মঞ্জুমঞ্জীর মহিমা মহিমাময়
গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

সারঙ্গ।

কুন্দনকনক কলিত কর কঙ্কণ
কালিন্দীকূল-বিহারী।
কুঞ্চিতকচ কেশর কুসুমাকুল
কামিনী করধারী ॥
জয় জয় জগজীবন বহুবার।
জলধর জিতিয়া জ্যোতি যছু মো[illegible]
যুবতী-যূথ অথির ॥ ধ্রু
পদুমিনী পাণি, পরশে পুলকাঙ্কিত
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত পতনি পতিতাঙ্কন
পদপঙ্কজ পরচারি ॥

রমণী-রমণ, রতন রুচিরানন,
রঞ্জিত রতি-রমণ বাস।
রসনা রোচন রসিক রসায়ত
রচয়িত গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

মুদিত মরকত মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লিকা মালতী মালে মধুমত
মধুপ মনমথ ফান্দ॥
শ্যাম সুন্দর সুগড় শেখর,
শরদশশধর হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সমরস
সতত সুখময় ভাষ॥ ধ্রু
চিকণ চাঁচর চিকুরচুম্বিত
চারুচন্দ্রক পাঁতি।
চপলচমকিত চকিত চাহনি
চিতচোরক ভাতি॥
গিরিক গৈরিক গোরজ গোরোচন
গন্ধগরভিত বাস।
গোপ গোপন গরিম গুণ গুণ
গাওত গোবিন্দদাস॥

তুড়ি।

শ্যাম সুধাকর ভুবন-মনোহর।
রঙ্গিণীমোহন ভঙ্গী নটবর॥
সজলজলদতনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুমধনু॥
থলকমলদল অরুণ চরণতল।
নখমণিরঞ্জিত মঞ্জুমঞ্জীরকল॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলীধ্বনি মন্মথমন্তর॥
অভিনব নাগর গুণমণি সাগর।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর॥

তথা রাগ।

রাধারমণ রমণীমনমোহন
বৃন্দাবন-বনদেব।
অভিনব রাস রসিকবর-নাগর
নাগরীগণকৃত-সেব॥
ব্রজপতিদম্পতী হৃদয়ানন্দন
নন্দন নবঘন শ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর পুরটপটাম্বর
রামানুজ গুণধাম॥
গোবর্দ্ধনধর ধরণী সুধাকর
মুখরিত মোহন বংশ।
দাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর
চন্দনক চারুবতংস॥
কালিয়-দমন গমন-জিত-কুঞ্জর
কুঞ্জরচিত রতি-রঙ্গ।
গোবিন্দদাস হৃদয়-মণি-মন্দির
অবিচল-মূরতি ত্রিভঙ্গ॥

বরাড়ী।

কুটিল কুন্তল কুসুমকাঁচলি
কান্তি কুবলয়-ভাষ।
কুঞ্চিতাধর কুমুদকৌমুদী
কুন্দকৈরব হাস॥
কানু কালিন্দী কূলকাননে
কুঞ্জে কুঞ্জররাজ।
কামিনী কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত
কাম কোটি বিরাজ॥
কনক-কিঙ্কিণী কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঙ্কিত অংশ।
কেলি কোকিল কাকলীকৃতবংশ॥
কেশরীকটি কম্বুকন্ধর
কঞ্জকেশরদাম।

কলিকাল কালীয় কবল কল্পিত কৃপণকৃপাকর দাস গোবিন্দনাম ॥

শ্রীরাগ ।

সুরপতি-ধনু কি শিখণ্ডিক চূড়ে ।
মালতী-ঝুরি কি বলাকিনী উড়ে ॥
ভালে কি ঝাঁপল বিধু-অবিখণ্ড ।
করিবর-কর কিয়ে ওভুজদণ্ড ॥
ও কি শ্যাম নটরাজ,
জলদ কলপতরু তরুণী সমাজ ॥ ধ্রু
কর-কিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ ।
মুরলী মুরলী কিয়ে চাতক-ভাষ ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ ।
হার কি তারকাদ্যোতিক ছন্দ ॥
পদতলে থলকমল কি ঘনরাগ ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত ।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥

মায়ূর ।

কুবলয়কন্দল কুসুম কলেবর
কালিমকান্তিকলোল ।
কোমল কেলি কদম্ব করম্বিত
কুণ্ডলকান্তকপোল ॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ ।
কালিয়কেশি কংসকরিকর্ষণ
কেশব কুঞ্চিতকেশ ॥ ধ্রু
কুলবনিতাকুচ কুঙ্কুমাঞ্চিত
কুসুমিত কুন্তলবন্ত ।
কালিন্দীকমল কিলিতকরকিশলয়
কৌতুককন্দলকন্দ ॥
কমলাকেলি কলপতরু কামদ
কামিনীকোটি করীন্দ্র ।
কলিকলুষংকষ
কহ কবি দাস গোবিন্দ ॥

কামোদ ।

মুখমণ্ডল জিতি শরদসুধাকর
তনুরুচি তরুণ তমাল ।
চূড়া চারু শিখণ্ডকমণ্ডিত
মালতীমধুকরমাল ॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান ।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবনমনোহর
মধুর মুরলী করু গান ॥
টলমল অলক তিলক ঝল ঝলকই
ভাঙকি ধনুয়া ধুনান ।
কুলবতীব্রত বিমোচন লোচন
বিষমকুসুমশরবাণ ॥
বান্ধুলীবন্ধু অধরে মধু মাখল
মধুর মধুর মৃদু হাস ।
যছু আমোদ মদনমদমন্থর
ভণতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

সিন্ধুড়া ।

শরদসুধাকর মণ্ডলমণ্ড
খণ্ডন বদন বিকাশ ।
অধরে মিলাওত শ্যাম মনোহর
চিত চোরায়লি হাস ॥
আকু ধনি শ্যামবনোদিনী রাই
তনু তনু অতনু যূথশতসেবিত
লাবণী বরণি না যাই ॥ ধ্রু
কবরীবকুল ফুল আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল ।
সকল অলঙ্কৃত কনক ঝঙ্কৃত
কিঙ্কিণী রণরণি বোল ॥

পদপঙ্কজ পরি মণিময় নূপুর
রণঝন খঞ্জন ভাব।
মদনমুকুর জনু নখমণিদরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

মুরতি শিঙ্গারিণী রাসবিহারিণী
মণিময়ভূষণ-ভূষিত অঙ্গা।
মধুরিমহাসিনী রসময়ভাষিণী
দশনকিরণমণিমোতিমরঙ্গা॥
জয় জয় বৃষভানু কিশোরী।
গোরোচনরুচিরোচনধারী॥ ধ্রু
চকিত খঞ্জন গতি জিনি লোচন
মনমথ মনমথ ভাতি।
নাচত ভঙ্গিনী ভাঙভুজঙ্গিনী
কালিয়দমন মদে মাতি॥
শ্যামমনোহর মনমথ কুঞ্জর
কুচকনকাচল বিহরত দেখি।
নীল নিচোলে ঝাঁপি তাহা বান্ধল
গোবিন্দদাস মুকতি নাহি পেখি॥

তথা রাগ।

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর
লাবণী বরণি নাহি হোই।
নিরমল বদন হাসরসপাথারমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥
আজু ধনী নব নব রঙ্গিণী রাই।
সঙ্গিনী-সকল শিঙ্গারিণী সাই। ধ্রু
লোল অলকা তিলকাবলি রঞ্জিত
সীঁথহি কাঞ্চনকমল উজোর।
লোচনমধুকরী চলত ফিরি ফির
শ্রুতি কুবলয়পরিমলে কিয়ে ভোর॥
শ্যামর চিত চোরকুচকোরক
নীল নিচোল কোরে কর বাস।
যাবকরঞ্জিত অরুণ চরণতলে
জিউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস॥

মালশ্রী।

জয়তি জয় বৃষ- ভানুনন্দিনী
শ্যামমোহিনি রাধিকে।
কনয়াশতবাণ কান্তিকলেবর
কিরণজিতকমলাধিকে॥
সহজেই ভঙ্গী বিজুরী কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণী বনি বেণীলম্বিত
কবরী-মালতী সহিতে॥
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিজুরী কত শত ঝলকতে॥
রতনমন্দির মাঝে সুন্দরী
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ প্রেমসাগরে
সোই চরণ সমাধিয়া॥

তুড়ি।

ধনি কানাড়াছান্দে বান্ধে কবরী।
নবমালতীমাল তাহে উপরি॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
থেনে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী॥
ধনি সিন্দুরবিন্দু ল'টে বনি।
অলকা ঝলকে তহি নীলমণি॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙপাতা।
ভুরুভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।
তাহে কাজর শোভিত নীলছটা॥

তিলপুষ্প সমান নাসা ললিতা।
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা॥
ধনি সুন্দর শারদ-ইন্দুমুখী।
মধুরাধরপল্লব বিম্ব লখি॥
গলে মোতিমহার সুরঙ্গ মালা।
কুচকাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা॥
নব যৌবনভারভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া॥
ক্ষীণ উদর পাশে শোভে আলতা।
মণিমঞ্জরী তোড়ল মল্ল পাতা॥
নখচন্দ্রছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম॥

সারঙ্গ।

কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
যাক গীতে জগ- চিত চোরায়ল
গোবিন্দগৌরী সরসরসগানে॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতীবাণী।
তাকর সার- সার পদ সঞ্চই
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥
যো সুখসম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার- সরস রসিকই
কণ্ঠহি কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া॥
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দরস জগ ভরি বরিখল
সুখময় বিদ্যাপতিরসমেহা॥
যত যত রসপদ কয়লহি বান্ধে॥
কোটিহি কোটি শ্রবণ পর পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগল ধন্দে।
সো রস শুনি নাগর রসনারী।
ফিয়ে ফিয়ে করি চিত চমকয়ে
ঐছন রসময় চম্পু বিথারি॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখসম্পদ রহইতে আনমনে
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥

বিভাষ।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে শুতি রহল দুহুঁ
তুরিতহিঁ দেহ জাগাই॥
তুরিতহিঁ করহ পয়াণ।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে
যব নাহি হোত বিহান॥
শারী শুক পিক সকল পক্ষিগণ
সুস্বরে দেহ জাগাই।
জটিলা গমন সবহুঁ মেলি ভাখই
শুনইতে চমকই রাই॥
বৃন্দা বচনে সকল পক্ষিগণ
মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠারই
হেরত গোবিন্দদাস॥

রামকেলি।

হিমকর মলিন নলিনীগণ হাসই
অরুণকিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোল ভ্রমরকুল আকুল
তেজল কুমুদিনী কোর॥
কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর।
চৌকি কহত শুক শারীক মোর॥
কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চনগোরী।
কিয়ে কুসুমশর তুণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি॥

সহচরী ছোড়ি মন্দিরে যাওত
জগত সুন্দরী রাধে।
গোবিন্দদাস পহুঁ শুনইতে কাতর
কোন করল রসরাধে।।

ললিত।

গগনহি মগন সগণ রজনীকর
চলু চরমাচর ওর।
পদ্মিনী বদন মধুপ ঘন চুম্বই
তেজই কুমুদিনী কোর॥
জাগহু রে বৃষভানু-কুমারী।
শ্যামর কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি
পুন বোলত শুক শারী॥ধ্রু
যামিনী তিমির থির নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণ রুচি অঞ্চ।
জনু নাগরী নীল পটাঞ্চলে লাগল
দিন বিরহানল বঞ্চ॥
চৌরিরভসরস এতহুঁ রস ধাধস
দুরজন রহু পথে যোই।
গোবিন্দদাস কহ জানি চলয়ে সখী
পিকু বোলত ওহি ওই॥

তথা রাগ।

সময় জানি সখী মিলল আই।
আনন্দে মগন ভেল দুহুঁ মুখ চাই॥
দুহুঁ জন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিক চান্দ হেরি রহি গেল॥
নীলগিরি বেঢ়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরীমুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥
বানরী রব.দেই ককখটী নাদ।
গোবিন্দদাস কহ শুনি পরমাদ॥

বিভাষ।

গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহী নিজ কুঞ্জ সমাগনে যান॥
কোই সখী দধিমন্থন করু তাহি।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি॥
কোই সখী গুরুজন সেবন কেল।
কনককুম্ভ লই কোই চলি গেল॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার॥
নীতি নীতি ঐছন করতহি রীত।
গোবিন্দদাস কহ অনুপ চরিত॥

রামকেলি।

রামক নীল বসন কাঁহে পিন্ধ।
উদিত অরুণ নাহি ভাঙ্গল নিন্দ॥
ব্রজকুলচান্দ নিছনি যাউ তোর।
অঙ্গ বিভঙ্গ কত যে তনু মোড়॥
কাণ্ড অরুণ কিয়ে লোচন ওর।
কাঁহা লাগল হিয়ে কণ্টক আঁচোড়॥
ঝামর ভেল নীল-উতপলদেহ।
না জানি পাপদিঠি দেয়ল কেহ॥
মঙ্গলস্নান করাব নিজ গেহ।
তবহুঁ ভুঞ্জাব দধিওদন এহ॥
এতহুঁ কহিল যব যশোমতী ভাষ।
আঁচর ঝাঁপি নিবারই হাস॥
গোবিন্দদাস কহ ব্রজ অধিদেবি।
উনহি নিরাপদ গৌরীক সেবি॥

বেলোয়ার।

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখীগণ দেই করতালি॥
চলইতে চরণ পড়য়ে তিন বঙ্ক।
ভাওয়ে করি লাঞ্ছিত কালিন্দীপঙ্ক॥
কহই বদনে করত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ॥
ভোজন সরবস অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব॥

মধু গুড়-লোভিত ব্যাউলচিত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবাত॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চাল্লি।
করইতে প্রীত দেই দেশ গালি॥
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণগাম।
দ্বিজ-পায়ে করল লাখ পরণাম॥

ধানশী।

গোঠকি মাঝহি করল পয়াণ।
গোধন দোহন করিতহিঁ কান॥
ঘন হাম্বারব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজি ধেনুগণ ধাব॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামরচন্দ।
দোহত ধেনু করত কত বন্দ॥
গোধন দোহন গরজে গভীর।
ঘন ঘন দোহন করু যদুবীর।
গোরস-ধার চুয়ায়ত অঙ্গ।
তমালে বিথারল মোতিম রঙ্গ॥
মটুকি মটুকি ভার রাখত ঢারি।
গোবিন্দদাস কহে যাউঁ বলি হারি॥

ভাটিয়ারি।

সুন্দরী সখী সঞে করল পয়াণ।
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥ধ্রু
দশনক জ্যোতি মোহি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন কহয়ে পিকবাণী॥
করুপদতল থল কমল দলারুণ
মঞ্জীর রুণু রুণু বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী শিরোমণি
জিতল মনমথরাজে॥

মায়ূর।

রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামক নয়ন-চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু ধবলী ধাওত
বাছুরী কোরে অগোর॥
শৃঙ্গহি দোহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলী করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজনারী॥
লাজহিঁ লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলীক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দদাস পহুঁ হেরি ভোর॥

তথা রাগ।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে॥
চাঁদ চকোর জনু পায়লু রে।
রাই প্রেমভরে ভাসল রে॥
মুরছি অবনীতলে পড়লহি রে।
অরুণিত লোচন ঢর ঢর রে॥
করে পহুঁ কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে॥
দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে॥

সারঙ্গ।

আন ছল করি সুবল করে ধরি
গমন করল বন মাহি।
তরু তরু হেরি কুসুম তহি তোড়ই
যতনহি হার বনাহি॥
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর
সুন্দরী মনে করি ভাবই পথ হেরি
আকুল মন নহে থির॥

নব নব পল্লবে শেজ বিছায়ল
নব কিশলয় তঁহি রাখি।
কুসুম যোরি চিত ভেল আকুল
হেরইতে থির থির আঁখি॥
তৈখনে মদন দ্বিগুণ তনু দগধল
জয়জয় শ্যামর চন্দ॥
গোবিন্দদাস পহুঁ সুবল করে ধরি
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ॥

ভূপালী।

কামুক দরশন ভেল।
সহচরী তুরিতহিঁ গেল॥
কানুককথন শুনি ভোরি।
বেশ বনায়লি গোরী॥
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গ।
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ॥
নব নব নাগরী বালা।
যৈছন চান্দকি মালা॥
যাওত কত কত তানে।
কত রস কর তহিঁ গানে॥
রসিক রমণী রসভাব।
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস॥

সারঙ্গ।

বন মাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সারস সমর করু তাহিঁ।
মারুত বদন নেহারি কুসুম শর
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহুঁ সমরক কেলি।
নওল কিশোর নবীন নব নাগরী
ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ধ্রু
মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
রুণুঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতব বিদগধরাজে॥

সারঙ্গ।

কাঞ্চন কমল কান্তি কলেবর
বিহরই সুরধুনী তীর।
তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়ই
কুন্দ কুসুম করবীর।
সমবয় সকল সখাগণ সঙ্গহি
সরস রভস রসে ভোর।
গজবরগমন গঞ্জি গাঁত মন্থর
গোপত গদাধর কোর॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ।
পূরব প্রেম পরমানন্দে পূরিত
পুলকপটলময় অঙ্গ॥ধ্রু
নিরুপম নদীয়া নগর পুর নিতি নিতি
নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া করু দুরিত দুঃখ হরু
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

সখীগণে কানু পুছত কতবার।
কোন চোরায়ল মুরলী হামার॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাঁহা পুন ছোড়লি কাঁহা পুন চাই॥
অব তুহুঁ কৈছন করহ উপায়।
সরবসধন তুয়া কোন চোরায়॥
কাতরনয়ানে নেহারই কান।
সখীগণ মোরে মুরলী দেহ দান॥
কর গহি মুরলী কুঞ্জগৃহ-মাঝ।
গোবিন্দদাস কহ যুবতী সমাজ॥

বরাড়ী।

সব সখীগণ মেলি করল পয়াণ।
কৌতুকে কেলিকুঞ্জ অবগাম॥

জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জলকেলি॥
বিজায়ল কুন্তল জরজর অঙ্গ।
পঁহুক সময় দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখীগণ বেঢ়িল শ্যামর চন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহুঁ ধন্দ॥

তথা রাগ।

নাহি উঠল তীরে সবহুঁ সখীগণ
নাগরী নাগর রায়।
বসন নিচোড়ি মোছই সব তনু
নব নব বেশ বানায়॥
বিনোদিনী বেশ করত বরকান।
চিকুর নিঙড়ি কবরী পুন বান্ধল
অলক তিলক নিরমাণ॥
সীথ বনাইয়া উরুপর লেখই
মৃগমদচিত্র নিশান।
রতিজয়রেখ চরণযুগ লেখই
আর কত বেশ বনান॥
কতহু যতন করি বসন পরায়ল
নূপুর দেয়ল রঙ্গে।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
মুরছায় কতহুঁ অনঙ্গে॥

তথা রাগ।

রতন থালী ভরি চিনি কদলী সর
আনলি রসবতী রাই।
শীতল কুঞ্জতল সুগন্ধ সুপরিমল
বৈঠল নাগর যাই॥
ভোজন করু ব্রজরায়।
বাসিত বারি সুকর্পূর তাম্বূল
সখীগণ দেওত বাড়ায়॥ ধ্রু
অগোর চন্দন শ্যাম অঙ্গে লেপন
বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দুহু
গোবিন্দদাস বলি যায়॥

কামোদ

রাই কানু পাশা খেলে নিজ চিত্ত কুতুহলে
পণ কৈল সুরঙ্গ রঙ্গিণী।
পহিলে গোবিন্দ জিনে বটু আনন্দিত মনে
বান্ধল সে রঙ্গিণী হরিণী॥
যুবদ্বন্দ খেলে পুন মুরলী শারিকা পণ
দ্বিতীয়ে জিনিলা সুবদনী।
আনন্দে ললিতা ধাঞা
কৃষ্ণকর হৈতে লৈয়া
লুকাইয়া রাখয়ে বংশী আনি॥
কৃষ্ণ রাধা পুনর্ব্বার খেলে পুন দুহুঁ হার
হেনকালে বটু মিথ্যা করি।
কৃষ্ণে উপদেশ দান জিনিবার অনুষ্ঠান
কহে কৃষ্ণ মার এই শারী॥
কলোক্তি শারিকা শুনি
ভয়ে কহে দৈন্যবাণী
বৃক্ষশাখা আগে উড়ি যায়।
রাই কানু তাহা দেখি
হৈয়া সকৌতুকে সুখী
হাসে দুহুঁ আনন্দ হিয়ায়॥
চতুর্থে করিলা পণ নিজ সহচরগণ
রাধিকার জয় অনুমানি।
বটু সশঙ্কিত হৈয়া চালে পাশা ভয় পাঞা
গোবিন্দের হীন দান জানি॥
জিনিল জিনিল বলি এক পাশা কৈল চুরি
দেখি ক্রোধ করি সখীগণে।
বটুকে বন্ধন কাজে সব সখীগণ সাজে
অত্যন্ত কলহ তার সনে॥

গৌরী।

সাঁঝসময়ে গৃহে আওত ব্রজসুত
যশোমতী আনন্দ চিত।
দীপ জ্বালি থালি পর করলহি আরতি
কতহিঁ গাওত গীত॥
বালকত ও মুখচন্দ।
ব্রজরমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল
হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ॥
ঘণ্টা ঝাঁঝরী তাল মৃদঙ্গ বাজাওত
সখীগণ জয় জয়কার।
কুসুম বরিখত রমণীগণ হরখিত
আনন্দে জগজন নগর বাজার॥
শ্যামর অঙ্গ মনোহর মুরতি
বনি বনমাল বিরাজ।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
সংশয় জীবন যৌবনে পড়ু বাজ॥

সিন্ধুড়া।

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তহি সাজয়ে অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন রঙ্গ পটাম্বর
লম্বিত মুকুতা-দাম॥
শোভা বনি অপরূপ।
গোপ গোয়াল সভাজন দ্বিজগণ
বৈঠল ব্রজক ভূপ॥
কোই কোই গায়ত কোই বাজাওত
নাচত ধরতহি তাল।
কোই চামর লই বীজন করতহি
উজোর দীপ রসাল॥
কনক সম্পুটে পুর কর্পূর তাম্বূল
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ।
গোবিন্দদাস ভণ অপরূপ শোহন
তাহি উপনীত রসরাজ॥

সুহই

অপরূপ মোহন-শ্যাম।
কিশোর বয়স অনুপাম।
সভাজন মাঝে বৈঠল দোন ভাই
সকল সভাজন চিত চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদ-বদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়নযুগল নীলকমল সমান।
হেরইতে যুবতীর অথির পরাণ॥
তিলক বিরাজিত ভাঙ্গ বিভঙ্গ।
ফুল ধনু করে লই মুরছে অনঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস॥

নাটিকা।

শ্যামর অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
ললিতত্রিভঙ্গিমধারী।
ভাঙ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি
বঙ্কিম নয়ন নেহারি॥
রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়।
অপরূপ রাস বিলাসে কলা রসে
কত মনমথ মুরছায়॥
কুসুমিত কেলি কদম্ব-কদম্বক
সুরভিত শীতল ছায়।
বান্ধুলী বন্ধু মধুর অধরে ধরি
মোহন মুরলী বাজায়॥
কামিনী কোটি নয়ন-নীল-উতপল
পরিপূরিত মুখচন্দ।
গোবিন্দদাস কহ ও পুনি রূপ নহ
জগ-মানস শশফন্দ॥

কল্যাণী।

নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ
নীকে নেহারণি ছন্দ।

নিরখিতে নিয়ড়ে নিতম্বিনী নিচোল
নিকসত নীবিনিবন্ধ॥
নাচত নন্দ-নন্দন নটরাজ।
নাগরী নারী নগরী নব নাগরী
নিরুপম নটিনী সমাজ॥ ধ্রু
নলিনী নাহ নন্দিনী নদী নিক
নিপ নিকুঞ্জনিবাসী।
নিতি নব যৌবনী নিধুবনালঙ্কৃত
নিভৃত নিবাদন বাঁশী॥
নামহি নারী নিকেতনে না রহুঁ
নৌতুন নেহ বিলাসে।
নিন্দহি নিজ নিজ নাহ না হেরয়ে
নিয়মিত গোবিন্দদাসে॥

কেদার।

বহল বারিদ বরণ বন্ধুর
বিজুরী বিলসিত বাস।
বিকচবান্ধুলী বলিত বারিজ
বদন বিম্ব পরকাশ॥
বিহরতি বৃন্দাবনে বনমালী।
বেঢ়ল ব্রজবধূ বৃন্দ বিমোহিত
বোলত বলি বলি হারি॥ ধ্রু
বকুল বঞ্জুল বল্লীবলয়িত
বিলোলবর্হাবতংস।
বিমল ভূষণ বেশবাসিত
বেকত বাওত বংশ॥
বিশদ বারণ বাহুবৈভব
বলয় বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধী বচন বিরচন
বিবশ দাস গোবিন্দ॥

ললিত।

আনন্দ-নীর যতনে হরি বারত
অলকা তিলক নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে হরিমুখ হেরইতে
থরহরি কাঁপয়ে রাই॥
দেখ সখি রাধামাধব নেহ।
নাগরী বেশ বনাওত নাগর
তাকে অবশ দুহুঁ দেহ॥ ধ্রু
কোরহি বাঁতি পুনহি হরি সাজত
পীন পয়োধর জোর।
ঘামল কর পঙ্কজ জলে ধোয়ল
মৃগমদ চিত্র উজোর॥
মরমক বোল কহত দুহুঁ আকুল
রোধল গদগদ ভাষ।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

সুহই।

আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি।
সীঁথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী॥
তহি পুন দেহ সিন্দূরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ-ইন্দু॥
এ হরি রতিরস অবশর সাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার॥
কাজরে উজরোহ লোচন ভ্রমরী।
শ্রুতি অবতংসকিশলয় চমরী॥
পীন পয়োধরে থির কর চাপি।
মৃগমদে রঞ্জহ নখ পদ ছাপি॥
বিগলিত কঙ্কু বলয়গণ মোর।
চরণে পিধায়হ নূপুর জোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক॥

ভূপালী।

এ ধনি এ ধনি কর অবধান।
কহ পুন কি করব অনুচর কান॥

পহিলহি তোহারি বচন পরমাণে।
কিশলয় সাজহু মদন শয়ানে॥
চন্দ্রক পবন সঘন অনু দেল।
যুতিক্ষণে শ্রমজল সব দূরে গেল॥
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি।
বকুলমাল সঞে বান্ধলু কবরী॥
অঞ্জনে রঞ্জলু এ দুই নয়ান।
তাম্বূলে পূরল পঙ্কজ বয়ান॥
মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর।
কাঁপে চপল করপল্লব মোর॥
ইথে যদি রাখবি কাঞ্চন গোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গাওবি তোরি॥

কামোদ।

ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই।
লোচন ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই॥
করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে চুম্বন ঘন হেরই
আকুল গদগদ বোল
লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতিমূল।
অতসী কুসুম সরি ললিত হৃদয়ে ধরি
রূপণ হেম সমতুল॥
যাবক চিত চরণপর লেখই
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে কানুক
ভেলহু আরকত হাত॥

তথা রাগ।

রতিরস অবশ. অলস অতি ঘূর্ণিত
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরীগণ ঝঙ্কর
বিকসিত ফল ফুলপুঞ্জে॥
বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক লতাবলী
দুহুঁ রূপ অতি উজোর॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামর কোরে ঘুমায়।
রতিরসে আলসে দুহুঁ তনু ঢর ঢর
প্রিয় সখী চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত বারি ঝরি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুঁজন পাশ:
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
সহচরী গোবিন্দদাস॥

বিভাষ।

নিশি অবশেষে, কোকিল ঘন কুহরত,
জাগল রসবতী রাই।
বানরীনাদে, চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতহি শ্যাম জাগাই॥
শুন বর নাগর কান।
তুরিতহি বেশ, বনাও যতন করি
যামিনী ভেল অবসান॥ ধ্রু
শারী শুক পিক, কপোত কুহরত,
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক, জাগি যব বৈঠব,
তবহি পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন, ননদিনী দুরজন
তুহুঁ কি জানহ রীত।
গোবিন্দদাস কহ, উঠি চল সুন্দরি
বিঘটন কানুক পিরীত॥

বিভাষ।

হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মোছই,
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।

অলকা তিলক দেই, সাখি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি।
সিন্দুর দেয়ল সাঁথে।
কতহুঁ যতন করি, উর পর লেখই,
মৃগমদচিত্রক পাঁতে।। ধ্রু
মণিমঞ্জীর, চরণে পরায়লি,
উর পর দেওল হার।
কপূর তাম্বুল, বদন ভরি দেওলি
নিছনি তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন, করল সুরঞ্জন,
চিবুকহি মৃগমদবিন্দ।
চরণকমলতলে, যাবক লেখই,
কি কহব দাস গোবিন্দ॥

ললিত।

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী।
হেরইতে হরিমুখ, অলস বিলোকনে
চেতনরতন চোরায়লি গোরী॥
শ্যামর বদন, কানু ঘন চুম্বনে,
পাতর ধূসর শশধর কাঁতি।
চম্পকমালে, ললিতকরে বারই,
পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি॥
বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত,
নখপদ মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীতবসন লই, চমকি তনু ঝাঁপই,
রস-আবেশে চলু চলই না পারি॥
লহু লহু হাস, সম্ভাষই সহচরী,
সচকিত নয়নহি দশ দিশ চাই।
গোবিন্দদাস, কহ জনি জানয়ে,
গুরুজন চলহ তুরিতে ঘরে যাই॥

তথা রাগ।

নিজগৃহে শয়ন কিয়ল যব কান।
জননী জাগায়ত ভেল বিহান॥
আলস তেজি উঠহ যদুরায়।
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
প্রাতহি দোহ করত যদুচাঁদ।
তুরিতহি লেওল দোহন ছাঁদ॥
শয়ন উপেখি চলল বরকান।
নূপুরপাদে জাগাই পাঁচবাণ॥
নিকট গোঠ যব মিলল আয়।
গোবিন্দদাস মটুকী লই ধায়॥

বিভাষ।

রজনী প্রভাতে, চলল বররঙ্গিণী
নদী অবগাহন রঙ্গে।
বাসিত তৈল, হলদি লই ধাইল
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে॥
গজবর গতি জিনি, গমন গতি মন্থর,
চাঁদ জিনিয়া মুখ জ্যোতি।
কবরী বিরাজিত, মণিময় সুরঞ্জিত,
সাঁথে উজোরল মতি॥
নীলবসন মণি, বলয়া বিরাজিত,
উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
শ্রবণক টাঁট, মণিময় হাটক,
কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ-কমল সম, রাতুল আতুল,
ঝন ঝন নূপুর বাজ।
গোবিন্দদাস কহ, ও রূপ হেরইতে
ভুলল বিদগধরাজ॥

ভাটিয়ারি।

বিপিনহি কেলি করল দুহুঁ মেলি।
জল মাহা পৈঠি করল জলকেলি॥
নাহি উঠল দুহুঁ মোছল অঙ্গ।
দুহুঁ রূপ হেরইতে মুরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দুহুঁ নব নব বেশ।
কবরী বানায়ল বান্ধল কেশ॥

নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়াণ।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

তথা রাগ।

যশোমতী যতনে, সখী সঞে কতহি
তুরিতে গমন কর তাই।
হামারি সন্দেশ, কহবি তব গুরুজনে
আনবি রসবতী রাই॥
রতন থারী ভরিপুর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর
বহু উপহার মধুর॥
কর্পূর তাম্বুল হার মনোহর
বাসিত চন্দন কোটর।
সহচরী থারী চীর দেই ঝাঁপল
গোবিন্দদাস মন ভোর॥

ধানশী।

শির পরি থারী যতন করি ধরহি
রাইক মন্দিরে গেল।
যশোমতী বচন কহল সব গুরুজন
সো সব অনুমতি দেল॥
সুন্দরী সখীসঞে করল পয়াণ।
রক্তপটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজোরে উজোর নয়ান॥
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি বসনি।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন জিনিয়া পিকবাণী॥
করপদতল থল কমল-দলারুণ
মঞ্জীর রুনু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতল মনমথরাজ॥

সুহই।

নিজ মন্দির তেজি চলল বররঙ্গিনী
নন্দমহল গৃহ মাহি।
ঝলকত অঙ্গ মণিময় ভূষণ
বদনক উপমা নাহি॥
যশোমতী নিরখি আনন্দ।
কত কত চাঁদ চরণে পড়ি কান্দয়ে
মনমথ লাগল ধন্দ॥
সুবাসিত অন্ন ব্যঞ্জন অতি সুমধুর
পাক করল তহি গোই।
নিতি নিতি ঐছন করত গতাগতি
লখই না পার কোই॥
চন্দন ঘোরি কুঙ্কুম তহি রাখল
কর্পূর তাম্বুল মুখবাস।
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখল
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

ভূপালী।

বিবিধ মিঠাই আঁচর ভরি দেল।
অলখিতে আওল অলখিতে গেল॥
নগরক লোক কোই লখই না পারি।
ঐছনে গতাগতি করত সুকুমারী॥
বেশ বনাই কানু বলবীর।
গোধন লই চলু যমুনা-তীর॥
গোপ গোয়ালা সঙ্গে কত ধাব।
বেণু বিষাণ ঘোর ঘন রাব॥
সুবল সখা সঞে করত বিলাস।
একমুখে কি কহব গোবিন্দদাস॥

সিন্ধুড়া।

ব্রজনিজগণ সঙ্গে কত কত ধাওত
আর কত কুলবতী নারী।
জয় জয়কার করত নবব্রজবধূ
কনককুম্ভ ভরি বারি॥

আনন্দ কো.কর ওর।
রসবতী ঠাড়ে অট্টালিকা উপরে,
দুহুঁ দিঠি লুবধ চকোর॥
নয়নে নয়নে দুহুঁ, কত রস উপজল,
দুহুঁ মন ভৈ গেল ভোর।
প্রেম রতন ধন, দুহুঁ দোঁহা পরাণ
দুহুঁ-চিত দুহুঁ করু চোর॥
চলইতে চরণে, অথির নন্দ-নন্দন
শিথিল ভেল পীতবাস।
নিজ নিজ মন্দিরে, সবহুঁ পাওল,
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

কানুক গোঠ গমনে বিরহাতুর
ধৈরয ধরই না পারি।
জগত যত জন, সঙ্গহি ধাওল,
আর যত কুলবতী নারী॥
সজনি দেখ দেখ ব্রজ-জন লেহা।
নয়নে নয়নে জল, অঙ্গে পুলকাকুল
ভাবে অবশ ভেল দেহ॥
তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই,
চিতপুতলী সম হেরি।
ব্রজ-কুল-নন্দন, কহত যতনে পুন,
ঘরহি পাঠাওল ফেরি॥
কাতর অন্তরে নিজ নিজ মন্দিরে
সবজন করল পয়াণ।
সহচরী রাই লেই চলু মন্দিরে
গোবিন্দদাস পিছে যান॥

গান্ধার।

যতনহি রাই, লেই চলু মন্দিরে,
সখীগণ ধৈরয নাই।
রস-পরথাব, কহই করি চাতুরী,
কানুক হৃদয় জানাই॥

সুন্দরি তিরোহিতে রহি শুন বাত।
অদভুত উনহিক, প্রেম বর-মাধুরী
কতিহু কহই না যাত॥
রাইক বিরহ, অধিক করি মানই
উনহিক সুখ নিজ মান।
কেবল দেহ, ভেদ পুন বুঝিয়ে
নহে পুন এক পরাণ॥
আনন্দ-বাত, উঠায়ত পুন পুন
পুছত রজনী বিলাস।
গহন-মদন-দুখ, সবহুঁ মিটায়ল,
অনু গেও গোবিন্দদাস॥

সুহই।

নিজ মন্দিরে ধনী, বৈঠল বিরহিণী,
প্রিয়-সহচরী চাহ।
যাহাঁ যদুনন্দন, করত গো-চারণ
তুরিতে গমন করু তাহি॥
সজনি ক্ষণেক বিলম্ব কর জানি।
সহচরী হাত, মাথে ধরি সুন্দরী
বোলত মধুরিম বাণী॥
বংশীবট-তট, কদম্ব-নিকটে,
খোঁজবি ধীর সমীর।
সঙ্কেত-কেলি নিকুঞ্জ কুসুম বন,
সুশীতল কুণ্ডক তীর॥
কালিন্দী-পুলিন, বৃন্দাবন ঘন,
নিধুবনে কেলি-বিলাস।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ-বন, গোবর্দ্ধন কানন
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস॥

বরাড়ী।

সখীগণ সঙ্গে চলল বর-রঙ্গিণী
ভানু আরাধন লাগি।
বহু উপহার, যতন করি লেওল,
গুরুজনে অনুমতি মাগি॥

সুগন্ধি চন্দন নেল।
চিনি কদলী উপ- হার মনোহর,
সখীগণ হাতহি দেল ॥
জয় জয়কার, হুলাহুলি ঘন ঘন
শঙ্খ-শবদ ঘন ঘোর।
কেলি করত কত, কোকিল কুহরত
নৃত্যত ময়ূরক জোর ॥
কুণ্ডক তীরে, মিলল বরনাগরী,
দুহু মুখ হেরি দুহু হাস।
গোবিন্দদাস পহু, রসময় নাগর,
নয়ন-ইঙ্গিতে কত রস পরকাশ ॥
আন ছলে আন পথে, গমন করল দুহু
সখীগণ বৈঠল কুঞ্জে।
সরস রসাল, নবীন নব-মঞ্জরী,
বিকসিত ফুলফলপুঞ্জে ॥
দুহু জন মিলন ভেল।
রসময় রসিক, রমণী রসশেখর,
বহুবিধ কৌতুক বোল ॥
মদন-মহোদধি, মদন দুহুঁক মন,
ভুজে ভুজে বন্ধন ছন্দ।
তরুণ তমালে কিয়ে, কনকলতাবলী
নব জলধরে জনু ঝাঁপল চন্দ ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে মগন দুহু জনে,
ঘামবিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
গোবিন্দদাস পহু, রতিরণপণ্ডিত,
জলধরে যৈছে বিথারল মোতি ॥

গান্ধার।

শ্রমজলে ভিগল দুহুঁক শরীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর ॥
পূরল মনোরথ বৈঠল তাই।
ব্যজন ঢুলায়ত রসবতী রাই ॥
রসময় নাগর রসবতী গোরী।
দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোরি ॥
শুতল বিদগধ নাগর-রায়।
রতিরসে মগন ভোরি নিঁদ যায় ॥
সব সখীগণ মিলি বিনোদিনী রাই।
কর সনে মুরলী যতনে চোরাই ॥
পল এক জাগি বৈঠল পীতবাস।
জল-সেবন করু গোবিন্দদাস ॥

গৌরী।

বদন নিছই মোছি মুখমণ্ডল
বোলত সুমধুর বাণী।
কেলি অবসানে তুরিতে নাহি আওলি
তুয়া লাগি বিকল পরাণী ॥
নন্দন করে ধরি রাণী।
কতহুঁ যতন করি যশোমতী সুন্দরী,
মন্দিরে বৈসায়ল আনি ॥
সুবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই
মাজল যতনহি অঙ্গ।
কুন্তল মাজি সাজি পুন বান্ধল
চূড় শিখণ্ডক রঙ্গ ॥
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন
যতনে পিন্ধায়ল বাস।
বাসিত কুঙ্কুম হার উরে লম্বিত
কি কহব গোবিন্দদাস ॥

তথা রাগ।

কতহুঁ যতন করি রাই সুনাগরী
কয়লহি বহু উপহার।
কনক থারী ভরি চিনি কদলী সর
চন্দন মনোহর মাল ॥
প্রিয় সহচরী হাতে দেলী।
তুরিতহি নন্দ- মহল মাহা মিলল
যশোমতী আগে লই গেল ॥ ধ্রু

বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল
চিনি কদলী উপহার।
ক্ষীর সর নবনীত দধি কর শাকর
বহুবিধ রস পরকার॥
ভোজন করায়ল বহু সুখ পাওল
কর্পূর তাম্বুল দেল।
যো কিছু অবশেষ রহল থারী পর
গোবিন্দদাস লই গেল॥

ভূপালী।

নিজ গৃহে শয়ন করিল যদুরায়।
সব জন নিজ নিজ গৃহে চলি যায়॥
নন্দরাজ তব ভোজন কেল॥
নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল॥
নগরক লোক সব নিশবদ ভেল।
সচরাচর সব যো যাহাঁ গেল॥
ময়ুর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
গোবিন্দদাস কহ শুনি উনমাদ॥

তথা রাগ।

কানন-কুঞ্জে কুসুম পরকাশ।
শারী-শুক-পিক-মধুরিম-ভাষ॥
গুঞ্জত ভ্রমরা ভ্রমরী উতরোল।
মধুলোভে মাতল আনন্দে ভোল॥
তহিঁ গমন করু বিদগধরাজ।
রণঝন কিঙ্কিণী নূপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিশলয়পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরী কয়ল পয়াণ॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিকে হেরত গোবিন্দদাস॥

কেদার।

গুরুজন পরিজন ঘুমাওল জানি।
সময় জানি ধনী করিয়া পয়াণ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বরকান।
দারুণ মদন পাওল সমাধান॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
চাঁদে চকোর জনু মিলল নয়ান॥
তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান॥

কেদার।

সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত রস গাওত নয়নক ভঙ্গ॥
কেহ কেহ নাচত কেহ ধরে তাল।
কোই বাজাওত যন্ত্র রসাল॥
নাগর নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর।
হরখি হরখি সখীগণ করু কোর॥
বাঢ়ল প্রেম সব সখী জানি।
কুসুম শেজ বিছায়ল আনি॥
নাগর নাগরী বৈঠল তায়।
সখীগণ আন ছলে আন থলে যায়
নিতি নিতি ঐছন রস পরকাশ।
চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

রাধা মাধব দুহুঁ তনু মিলল
উপজল আনন্দ কন্দ।
কনক লতায় তমাল জনু বেঢ়ল
রাহু গরাসল চন্দ॥
যৈছনে কমলে ভ্রমরা রহুঁ মাতি।
জলদে বেঢ়ল জনু তড়িত লতাবলি
রতি-পতি বিদরয়ে ছাতি॥
নীলমণি রতন কাঞ্চনে জনু বেঢ়ল
ঝালর ভেল মুখ জ্যোতি।

শ্রম ভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চোয়ত
বৈছন জলদে বিথারল মোতি ॥
নারী পুরুষ দুহুঁ লখই পা পারিয়ে
অপরূপ দুহুঁ জন রঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নিতি ঐছন
উপজয়ে রস পরসঙ্গ ॥

তথা রাগ।

নিরমল রতি বৈঠল দুহুঁ জন
মোচই দুহুঁ মুখচন্দ।
দুহুঁ জন বদনে তাম্বুল দুহুঁ দেয়ল
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহি চাই।
আহা মরি বলিয়া বদন ঘন চুম্বই
দুহুঁ দুহুঁ তনু বিলুঠাই ॥
নীলপীত বসনে শোভিত ভেল দুহুঁ তনু
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রসিক রমণী রস নাগরী
তৈছন বিদগধ রাজ ॥
কতহুঁ যতন করি বিহি নিরমায়ল
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকসিত কুসুম শোভিত নব পল্লব
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

বিভাষ।

বেশ বনাই বদন পুন হেরই
পদে পড় বারহি বার ॥
ঢর ঢর লোর ঢরকি পড় লোচনে
নিজ তনু নহে আপনার ॥
সুন্দরী কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব
দিনকর করত পয়াণ ॥
কানুক চিত থির করি সুন্দরী
কুঞ্জকি বাহির ভেল।
বসনহিঁ ঝাঁপি অঙ্গ মণি-মঞ্জীর
নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥
রতন পালঙ্ক পর বৈঠল রসবতী
সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥

ভাটিয়ারি।

কীরক মুখে শুনি জরতী-আগমন
চলু সবে রবিক মন্দিরে।
গন্ধমাল্য বর ষোড়শ উপচার
আর কত কত উপহারে ॥
দেখ বিপ্র-বেশ ধর শ্যাম।
জরতীক আগে যাই কহই শুন
বিশ্বকর্ম্ম মঝু নাম ॥
সো শ্যাম বচন মূরতি হেরি তৈখন
পরণাম করি কহে সোই।
ধৈরয প্রকৃতি দেখি চিতে লাগল
অতয়ে বরণ কৈনু তোয় ॥
নিতি নিতি আসি পূজায়বি সুরদেব
দেয়বি শুভ-বর যোই।
গোধন রতন পূরণ মঝু সুতক
বধূক সতীপণ হোই ॥
শ্যাম কহত তব ঐছন হোয়ব
পূজবি পশুপতি সুর।
রজনী দিন যাহা নিতি পূজায়ত
তবহি মনোরথ পূর ॥
পুনহি কহত উহ ঐছন হোয়ব
তেজীয়ান্ তুহুঁ ব্রহ্মচারী।
শুনি এত বচন চাহে পুন আনন
মনহি হাসই ব্রজনারী ॥
নানাবিধ বরণ পূজন করি কতক্ষণ
আর কত কত বর রঙ্গ।

যোই করত সোই প্রেমক সঙ্গীত
অতয়ে নহত তছু ভঙ্গ ॥
বেলি অবসান হেরি সবে আকুল
গমন করল নিজ গেহ।
গোবিন্দদাস কহ আপন বশ নহ
বিরহে অবশ সব দেহ ॥

তথা রাগ।

তহি সুগমন করল বর-রঙ্গিণী
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
তহি জয়শঙ্খ হুলাহুলি ঘন ঘন
ভানু-আরাধন কেলি॥
দ্বিজবর বিদগধরাজ।
সুবাসিত কুঙ্কুম সুগন্ধি চন্দন
কর্পূর পূর করু সাজ॥ ধ্রু
বহু উপভোগে তাম্বূল আদি দেওল
চিনি কদলক ফুল হার।
সুবাসিত বারি ক্ষীর দধি শাকর
সেবন বহু পরকার॥
কুসুম অঞ্জলি দেওল সখী মেলি
আনন্দে কো করু ওর।
গিরিবর কনক লতাবলি বেড়ল
গোবিন্দদাস মন ভোর

তথা রাগ।

সখীগণ মেলি করল জয়কার।
শ্যামর অঙ্গে দেয়ল ফুলহার॥
নিজ মন্দিরে ধনী করল শয়ান।
বন মাহা গমন করল বর-কান॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী।
মণিময় ভূষণ অঙ্গে উজোরি॥
শঙ্খ শব্দ ঘন জয় জয় জয়কার।
সুন্দর বদন কবরী কুচভার॥
হেরি মদন কত পরাভব পান।
গোবিন্দদাস তুহুঁক রস গান॥

পূরবী।

নিজ মন্দিরে যাই বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢল ঢল ও মুখচন্দ॥
নিতি নিতি ঐছন রীত।
রসবতী রসিক মনোহর নাগরী
অপরূপ দুহুঁক চরিত॥
বিবিধ মিঠাই থারী ভরি পূরিত
ভোজন করতহি গোরা।
কর্পূর তাম্বূল বদন পরিপূরিত
কুঙ্কুম চন্দন বোরি॥
নিজ-গৃহ-কাজ সমাপল সখীগণ
গুরুজন সেবন কেল।
গোবিন্দদাস দীপ তহি সান্ধাওল
বেলি অবসান ভৈ গেল॥

ধানশী।

আজু লো শিঙ্গারে ধনী রে চলু বালা।
যুবজন হৃদয়ে কুসুম-শর জ্বালা॥
হাসি দেখাওয়ে মুখ দশনক জ্যোতি।
পভারক মাঝে গাঁথল গজমোতি॥
চাঁচর চিকুর উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামরে ঢরই॥
চঞ্চল কুটিল দিঠে হেরই বাট।
বিকচ কমলে জনু খঞ্জন নাট॥
যৌবন-মদে গতি মন্থর ভাতি।
জনু মত্ত কুঞ্জর গতি মদে মাতি॥
মিলল কুঞ্জে ধনী নাগর পাশ।
হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস॥

কেদার।

অপরূপ গোরা নটরাজ।

প্রকট প্রেম বিনোদ নব নাগর
বিহরই নবদ্বীপমাঝ।
কুটিল কুন্তল গন্ধ পরিমল
চন্দন তিলক ললাটে।
হেরি কুলবতী লাজ মন্দির
দুয়ারে দেওল কপাটে॥
অধর-বান্ধুলী বন্ধু বন্ধুর
মধুর বচন রসাল।
কুন্দ হাস প্রকাশ সুন্দর
ইন্দু মুখ উজিয়ার।
করিকর জিনি বাহু সুবলিত
দোসরি গজমতি-হার।
সুমেরু শিখর উপরে যৈছন
বহই সুরধুনীধার॥
রাতুল চরণ যুগল পেখলু
নখর বিধুমণি জোর।
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল
গোবিন্দদাস মন ভোর॥

প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেম ধন সবারে যাচিয়া দিল
না লইনু মুঞি দুরাচার॥
আরে পামর মন বড় শেল রহিল মরমে।
হেন সঙ্কীর্ত্তন রসে ত্রিভুবন মাতাল
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ কল্পতরু-ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষয়ে মাতিয়া রৈনু
হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ।
জলে পরবেশ করো।
বিষ খাঞা মরু মো পাপীয়া।
এইমত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
এ হেন গৌরাঙ্গগুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন্মৃত গোবিন্দদাস॥

পাহিড়া।

হরি হরি বড় দুঃখ রহল মরমে।
গৌরাঙ্গকীর্ত্তন-রসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচী-সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে
রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়-বিষে সতত মজিয়া রৈনু
মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার॥
এমন দয়াল দাতা, আর না পাইব কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দদাসিয়া কয় অনলে পড়িনু নয়
সহজেই আত্মঘাত হৈনু॥

ধানশী।

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥

শীত আতপ বাত বরিখ
এ দিন যামিনী জাগিয়ে রে।
বিফল সেবিনু কৃপণ দুর্জ্জন
চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।

কমল-দল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন-দাসী।
পূজন সখীজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী॥

পদাবলী সম্পূর্ণ।

কবিগণের

সংক্ষিপ্তজীবনী।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল এখনও নিয়মিতরূপে সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ...ব যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় যে, তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যে সময় ...নারায়ণ-পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ...ই সময়েই বিদ্যাপতি কবিত্বকাননে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি মিথিলার ...ঠুর আখ্যাধারী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ...হার কবিত্বশক্তি বিকশিত হইয়া উঠে, সুকবিত্বের সম্মানস্বরূপ তিনি বিসপী-...মক গ্রাম প্রাপ্ত হন। শিবসিংহ যখন যুবরাজস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ...কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, বোধ হয় সেই সময়েই তিনি এই বিসপী গ্রাম ...তকে দান করেন। বিদ্যাপতি শিবসিংহের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ...আছে, এক সময়ে দিল্লীর অধীশ্বর রাজা শিবসিংহকে কারারুদ্ধ করিবার ...মিথিলা হইতে লইয়া যাইলে, বিদ্যাপতি তাঁহার উদ্ধার-মানসে দিল্লীশ্বরের ...প...নীত হইয়াছিলেন। পরে সুযোগক্রমে স্বীয় কবিতা-প্রবাহে ...ক মুগ্ধ করিয়া শিবসিংহের উদ্ধারসাধন করেন। কবিকুলতিলক জয়দেব ...য়-প্রস্রবণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, ...পতি সেই অমৃতধারার প্রবাহ-পথ সুবিস্তৃত করিয়া বঙ্গের শতসহস্র ...র বিশুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্র সুধাধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সেই ...য় ...স্পর্শহিল্লোলে রসিকের হৃদয়-বেলা পরিধৌত হইয়াছে। যে প্রেম ...দয়মধ্য হইতে ... হইয়া নায়কনায়িকার ক্রীড়ারূপে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ...ন করিতে সমর্থ হয়, আদিকবি বিদ্যাপতি সেই প্রেম-প্রতিষ্ঠার ... ...পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

...গাহরজেলার অন্তঃপাতী ভস্বট নামক গ্রামে পুলস্তেরায়নামক একজন ...মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভবানন্দ রায়। ইনিও বিদ্যা...

...জয়দেব শব্দের...

উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নবদ্বীপধামে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইঁহার রচিত অনেক কবিতা এইরূপ বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত বলিয়া অনেকে তাহা বিদ্যাপতির কবিতার সহিত একত্রে গ্রথিত করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় এরূপভাবে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা স্বতন্ত্র করা বড় সহজ কথা নহে।

বিদ্যাপতি-রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাবধি মিথিলায় প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে পুরুষ-পরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, বিবাদসার, [illegible]পত্তন, দানবাক্যাবলী প্রধান। শুনা যায়, বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত একখানি ভাগবতগ্রন্থ এখনও তাঁহার বংশধরদিগের নিকট বর্ত্তমান আছে।

জ্ঞানদাস

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত কাঁদড়া নামক গ্রামে বিপ্রকুলে মঙ্গলবংশে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ঠিক্ কোন্ সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে অনুসন্ধানে যতদূর স্থিরী হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, তিনি ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগেই বঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

মঙ্গলবংশোদ্ভব বলিয়া তিনি কখন মঙ্গলঠাকুর, কখন শ্রীমঙ্গল, কখন বা মদনমঙ্গল নামে অভিহিত হইতেন।

তিনি মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বিধবা পত্নী জাহ্নবীদেবীর নিকট গোস্বামী-মন্ত্রে দীক্ষিত হন; তিনি দারপরিগ্রহ না করিয়া বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সুবিখ্যা ভক্তকবি মনোহর দাস জ্ঞানদাসের পরমবন্ধু ছিলেন। উভয়ে সতত এ[illegible] অবস্থান করিতেন। উভয়েই একজনের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলে[illegible] খেতুরীর মহোৎসবে উভয়ে একত্রে গমনাগমন করিতেন।

[illegible]দাস জাহ্নবীদেবীর সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, তথায় শ্রী[illegible] গোস্বামীর [illegible] [illegible]র্থিত হন। ভক্তিবিষয় ও পাণ্ডিত্যে জ্ঞানদাস [illegible] মহান্তের অন্যতম [illegible] [illegible]লেন। ভাষার মধুরতায়, রসের গাঢ়তায় ও ভা[illegible] [illegible]সে জ্ঞানদাসের কবিতা অতি উচ্চস্থানীয়।

প্রায় তিনশত বৎসর হইল, জ্ঞানদাসের তিরোভাব হয়। কিন্তু এখনও কাঁদড়ায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ বিদ্যমান আছে। এখনও প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমার সময় তথায় মহোৎসব হয়। তিনদিন মেলা হয় এবং বহুতর লোকের সমাগম ঘটে।

প্রেমিক-কবি চণ্ডীদাস ঠাকুর।

১৪১৭ খৃষ্টাব্দে বীরভূমজেলার অন্তঃপাতী নান্নুর গ্রামে এক প্রসিদ্ধ বিপ্রবংশে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। চণ্ডীদাস ঠাকুর বিখ্যাত বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি ছিলেন। উভয় কবির মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা কবিতা লিখিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

চণ্ডীদাস বাল্যকাল হইতে ঘোর বামাচারী শাক্ত ছিলেন এবং নান্নুর গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষীর সেবা অর্চ্চনা করিতেন। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। চণ্ডীদাসের শক্তিসেবা হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণসম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একদিন চণ্ডীদাস স্নানার্থে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী সুন্দর পদ্মকোরক জলে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই ফুলটী দেখিয়া ভক্তিপ্রাণ চণ্ডীদাসের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, তিনি ব্যগ্রভাবে জলে ডুব দিয়া যত্নসহকারে সেই ফুলটী আহরণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা বিশালাক্ষী দেবীর অর্চ্চনা করিতে মনস্থ করিয়া শীঘ্র স্নানকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভক্তিভাবে উপবেশনপূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে যেমন সেই ফুলটী ভগবতীচরণে অর্পণ করিতে যাইবেন, অমনি দেবী স্বয়ং সেই স্থলে আবির্ভূতা হইয়া সেই ভক্তদত্ত কুসুমটী আপন মস্তকে ধারণ করিলেন এবং চণ্ডীদাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভক্তপ্রবর! এ ফুলে আমার গুরুদেবের অর্চ্চনা হইয়াছে, অতএব ইহা আমার মস্তকে ধারণ করাই কর্ত্তব্য!" চণ্ডীদাস নেত্র উন্মীলন করিয়া সম্মুখে স্বয়ং ভগবতীকে মূর্ত্তিমতী দেখিয়া স্তিমিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইল। ঐকান্তিক ভক্তিভরে প্রণত হইয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। গুরুদেব শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার অভিলাষে জিজ্ঞাসা করিলেন

তোমার আরাধ্য দেব কে?" দেবী বলিলেন, "বৈকুণ্ঠপতি শ্রীকৃষ্ণই আমার গুরু।" চণ্ডীদাস বলিলেন, "মা যদি তোমার ... হয়, তাহা হইলে যাহাতে আমি তাঁহাকে পূজা ক... উপদেশ প্রদান করুন।" ভক্তবৎসলা ভগবতী ভক্তের মনোবাঞ্ছা ... পূর্ণ হইবে বলিয়া ... হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

কবিচূড়ামণি চণ্ডীদাস তদবধি কৃষ্ণভক্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক মধুময়ী পদাবলী রচনা করিয়া তিনি এই বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুরাগময় হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া যে অমূল্য রত্ন উৎপাদন করিয়াছে, তাহাতে যে বঙ্গভাষা অনন্তকালের জন্য গৌরবান্বিত থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতময়ী পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের লীলাবর্ণনা করিয়াছেন। পদাবলী যেমন মধুর, তেমনই স্বাভাবিক, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের স্বর্গীয় প্রেমমাধুরী পবিত্র বসনে আচ্ছাদিত এবং অপূর্ব্ব লাবণ্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত।

চণ্ডীদাস বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতবিদ্যায় অনুরাগ দেখাইতেন এবং কালক্রমে একজন বিখ্যাত গায়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, শেষদশায় তিনি একদিন স্বীয় জন্মভূমি নান্নুরের নিকটবর্ত্তী মতিপুরগ্রামে কীর্ত্তন করিতে যান, তথায় অকস্মাৎ নাটমন্দির পতিত হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে নাটমন্দিরে সেই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। যে কোকিলকণ্ঠের পঞ্চমতানে বঙ্গভূমি নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের সুনীলপ্রান্তে যে সান্ধ্যতারকার ... দ্যোতি কবি-কানন আলোকিত করিয়া রহিয়াছে, হায়! সেই কাব্য কোকিল এইরূপ বিধিনির্ব্বন্ধে অসময়ে জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, সেই সুন্দর সমুজ্জ্বল তারকাটী অস্তমিত হইয়াছে! কিন্তু যতদিন কাব্যজগতে একটীমাত্র ধ্রুবতারা বর্ত্তমান থাকিবে, সে দিন পর্য্যন্ত এ অমর কবির অমর নাম কখনই বিলুপ্ত হইবে না।